INDEX.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

July 9, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Friday, the 9th July, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty one Members.

Question & Answers

Mr. Speaker :—I take up the first item of the agenda—Questions. To-day in the list of business are following questions to be answered by the Minister concerned.

I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— Question No. 11.

Shri M L. Bhowmik (Dy. Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 11.

QUESTION.	REPLIES.
1. Whether the Government has studied the judgment of the Supreme Court relating to case No. 30 to 49 Cr. appeal of 1962 involving Tripura Forest.	Yes.
2. If so, whether the responsibility has been fixed up for the defeat of the said cases and consequential loss on the officer or officers concerned ?	No.
3. If not, the reasons there of.	Govt. are satisfied that there is no lapse on the part of any officer.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, মামলাটাতে সরকার পক্ষ হেরেছেন না জিতেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— সরকার পক্ষ হেরেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম: :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, কেন সরকার পক্ষ হেরেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— অন্ লিগেল পয়েন্টে হেরেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্য নয় যে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট ঠিকমত অবজার্ব করা হয় নাই বলে সরকার পক্ষ মামলায় হেরেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— সরকার পক্ষ ঠিক যে ভাবে মামলা পরিচালনা করা দরকার তাই করেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এক্ট এর রুলস্‌গুলি যে ভাবে অবজার্ব করার কথা সেইগুলি ঠিকভাবে অবজার্ব করা হয়নি বলেই সরকার পক্ষ হেরেছেন কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,দ্যাট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি. ১৯৬২ এর পরে এই রকম নেচাবেব কোন কেস্ হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :— ১৯৬২ এর পরে এই রকম নেচারের কোন কেস দায়ের হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— সরকারের তা জানা নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কি, কি লিগেল পয়েন্ট এ সরকার পক্ষ হেরেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— প্রটেকটেড ফরেষ্ট কি রিজার্ভ ফরেষ্ট এই নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল তাতে সুপ্রিম কোর্ট সেটা প্রটেক্টেড ফরেষ্ট বলে ধরে নিয়েছেন এবং সেইভাবে জাজমেন্ট দিয়েছেন। সেই Point এ সরকার হেরেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা হলে এই কথাই কি বুঝায় না যে, আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ঠিকমত আইনের অর্থ করতে পারেননি বলেই সরকারের এতোগুলি টাকা নষ্ট হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ঠিকমতই আইনের ইণ্টারপ্রিটেশন করেছেন, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অন্য রকম করেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, যখন সরকার পক্ষ সুপ্রীম কোর্টে appeal করার জন্য জে, সি, এর কোর্টে পার্মিশন চেয়েছিলেন জে, সি, এর কোর্ট appeal করবার পার্মিশন দিতে রিফিউস করেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— নো, দ্যাট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।
আমাদের গভর্ণমেণ্ট (ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট) আণ্ডার দি এডভাইস অফ দি ল মিনিষ্ট্রী, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এই এপিল প্রেফার করেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটা আমার প্রশ্ন নয়, আমার প্রশ্ন হল যখন জে, সি, এর কোর্টে

সুপ্রীম কোর্টে এপিল করবার জন্য পার্মিশন চাওয়া হল তখন জে, সি, এর কোর্ট রিফিউস করেছেন কিনা যে আমরা পার্মিশন দিতে পারি না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনা তা নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— ঘটনাটা সম্পূর্ণ এটা ; মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, ঐ মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার পক্ষের কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই মামলার কানেক্শনে আমাদের সি, এফ, ও কতবার আগরতলা দিল্লী যাতায়াত করেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— সরকারের প্রয়োজনে, কেস কানেকশনে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, অনেক বার যেতে পারেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, টি, এ বাবদ এবং উকিল নিয়োগ করার বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন না যে, যেখানে একজন অফিসার আইনের অর্থ করতে পারেন নি বলেই মামলা হেরেছেন সেই অফিসার কন্সার্ণ্ড এই ক্ষতির জন্য দায়ী ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে জাজমেণ্ট বেরিয়েছে তাতে কোন অফিসার কন্সার্ণ্ড এর বিরুদ্ধে এই জাতীয় কোন অভিমত নেই যে অফিসার ইজ রেস্প্নসিবল ফর্ দি লস্।

Mr, Speaker :— I would now call on Shri Hlura Aung Mog.

Shri Hlura Aung Mog :— Question No. 27.

Shri Manindra Lal Bhowmik (Dy. Minister) :— Question No. 27.

QUESTIONS	REPLIES
১। প্লেণ্টেশন করার জন্য সমতল ভূমির পরিমাপেই টিলাভূমির জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয় কিনা ?	টিলা ভূমিতেই প্লেণ্টেশন হইয়া থাকে। সেই হারেই অর্থ মঞ্জুর হইয়া থাকে।
২। হইয়া থাকিলে, টিলাভূমির পরিমাপ সমতল ভূমি হইতে অধিক হয় কিনা ?	প্রশ্নই উঠে না।
৩। অধিক হইয়া থাকিলে, বৃদ্ধি অংশের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয় কিনা ?	প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে টিলা ভূমির পরিমাপ থেকে সমতল ভূমির পরিমাপ যদি অধিক হয় তাহলে কোন বর্ধিত অর্থ মঞ্জুর করা হয় কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— এ প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, সমতল ভূমিতে প্লেণ্টেশন করা হয় কিনা।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— আমাদের বর্তমানে যে পলিসি তাতে সমতল ভূমিতে আমরা প্লেন্টেশন করি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে মাপের গোলমালের জন্য ফরেষ্টাররা নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে প্লেন্টেশন করান কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— এই প্রশ্নই উঠে না বলেই আমি মনে করি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে পরিমাপ করেই প্লেন্টেশন করা হয়ে থাকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, যখন টিলা ভূমিতে প্লেন্টেশন করা হয় তার সঙ্গে সমতল ভূমিও থাকে এবং সেইগুলিতে ও প্লেন্টেশন করা হয় ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে সমতল ভূমিতে প্লেন্টেশন করার কোন পলিসি সরকারের নেই।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Birchandra Dev Barma.

Shri Birchandra Dev Barma :— Question No. 60.

Shri Manindra lal Bhowmik (Dy. Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 60.

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that Forost rest house-cum-quarter at Zagariamura is being auctioned for sale.	No, there is no such building at Zagariamura.
2) if so, what are the reasons ?	Does not arise in view of answer No. 1.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন ঝগরিয়ামুড়াতে একটা ফরেষ্ট কোয়ার্টার আছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— ফরেষ্ট কোয়ার্টার থাকতে পারে, বাট দ্যাট ইস নট রেষ্ট হাউসে। (মাননীয় সদস্যের বোধ হয় কোনটা ফরেষ্ট কোয়ার্টার, কোনটা রেষ্ট হাউস, তা জানা নেই এবং সেইজন্যই এটাকে রেষ্ট হাউস বলছেন ?)

Shri Atiqul Islam :— There should not be any comment, Sir.

Mr. Speaker :— This comment is unnecessary.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন ঝগরিয়ামুড়াতে যে ফরেষ্ট কোয়ার্টার আছে, সেটা auction এ সেল করা হচ্ছে কি না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— একটা কোয়ার্টার আছে সেটার অকশন এখনও কমপ্লিট হয় নি

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সেই কোয়ার্টারটি তৈরী হওয়ার পরে ফরেষ্টের কোন এমপ্লয়িকে এলট করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— তা এলট হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এখন এটা অকশন করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— এটা কি সত্য নয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে ঐ কোয়ার্টার তৈরী

করার পরে আজ পর্য্যন্ত কোন এমপ্লয়িকে এলট করা হয় নি, সেখানে কোন কর্মচারী থাকে নি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— তা হতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, সেই ঘরটা তৈরী করার পরে আজ পর্য্যন্ত কেন সেটা কোন এমপ্লয়িকে এলট করা হলনা কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— এটা সেখান থেকে শিফট করার প্রয়োজন সরকার অনুভব করেছেন বলে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্য যে সেখানে এই ঘরটা তৈরী হওয়ার পরে কোন মানুষ থাকে নি, সেখানে থেকেছে গরু, ছাগল বা শিয়াল ইত্যাদি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মানুষের থাকার জন্য তো ঘরটি করা হয়েছিল, তবে যদি মানুষ না থাকে, শিয়াল, গরু, ছাগল থাকতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— সেইটা তো আমি জিজ্ঞাসা করছি। সেই ঘরটি তৈরী করার পরে কোন এমপ্লয়িকে এলট করা হল না কেন এবং ঘরটা যে পার্পাসে তৈরী করা হয়েছিল সেই পার্পাসে ব্যবহার করা হল না কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— সরকার তার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন সেই ঘরটি কবে তৈরী করা হয়েছিল ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— ইন দি ইয়ার ১৯৫৭।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন ১৯৫৭ এর পরে থেকে সেই ঘরটি কি অবস্থায় আছে, কোন এমপ্লয়িকে সেই ঘরটা এলট করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— সেই ঘরটার অনেকটা গেল এ ড্যামেজড হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য সেইটা কাহাকেও এলট করা হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ঘরটা কি তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল না কিছুকাল পরে হয়েছিল ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— কিছুকাল পরে হয়েছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— যখন তৈরী করা হল তখন এলট করা হলনা কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক : — তখন সে প্রশ্ন জাগেনি। কারণ তখন এটা করার পরেই সেখান থেকে শিফট করা প্রয়োজন হয়েছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে সেই ঘরটা তৈরী করতে কত টাকা খরচ করা হয়েছিল ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— আড়াই হাজার টাকার মত হয়েছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এটা অকশনে কত সেল হয়েছে বা সেল হতে পারে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— এ পর্য্যন্ত আমি যা জানি ১৪০০ টাকা ডাক হয়েছে।

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম :— একটা কোয়ার্টার তৈরী করার পর কোন এমপ্লয়িকে এলট না করে যদি সেটাকে অকশনে সেল করা হয় এর দ্বারা কি সরকারী অর্থের অপচয় করা হলনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— অর্থের কোন অপচয় হয়নি।

Mr. Speaker :— I pass on to next question. Shri Sudhanwa Deb Barma.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— ৮৪ ।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নামবার ৮৪ ।

Question.	Replies.
a). Whether rights given to the tribal people other than the forest villagers (taungya system) in respect of the forest produce have been curtailed of late.	Yes, curtailed in February '64.
b). If so, what are these ; and	The following forest produces are allowed per family free of royalty each year. Thatch—15 bundles against 30 bundles before February, 1964. Bamboo—200 against 500 before February, 1964. Cane—12 Nos against 25 Nos. before Feb. 1964. Fire wood—30 mds. against 60 mds before February, 1964. House post (ordinary species)—7 Nos. against 15 Nos. before Feb. 1964. Fencing post (ordinary species)—12 Nos. against 25 Nos. before February, 1964. Timber in round (ordinary species)—7 cft. against 15 cft before February, 1964.
c) the reasons therefor :—	Due to increase of population and present depleted condition of forests.

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে লিস্ট দেওয়া হল এটাকি শুধু ট্রাইবেলরাই পান, না, নন্‌-ট্রাইবেলরাও পান ?

Mr. Speaker:—I would draw the attention of the Hon'ble Member to one point. The Minister concerned is not to be addressed. I draw the attention of the Hon'ble Member to rule 33 explanation under (c). "With the permission of the Speaker the Supplementary be asked". Generally the system is 'Supplementary Sir, these two words are sufficient. Then you may put the Question. But not addressing the Minister concerned.

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—সাধারণতঃ আমরা এখানে বলে আসছি। তাই বললাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—সাপলিমেণ্টারী স্যার, এই যে এখন কতগুলি সুযোগ সুবিধার কথা বলা হল, এইগুলি কি শুধু ট্রাইব্যালরাই পায়, না, নন-ট্রাইব্যালরাও পেয়ে থাকে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক:—নন-ট্রাইবেলরাও পেয়ে থাকেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—আমার প্রশ্ন হল ট্রাইব্যালদের জন্য আলাদা কোন সুযোগ সুবিধা কিছু আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক:—এই সুযোগ সুবিধা সকলের জন্যই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত:—ট্রাইবেলদের জন্য স্পেশাল কোন রাইট পূর্ব্বে থেকে আছে কিনা ফরেষ্ট প্রডিউসের উপর ? মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে প্রিভিলেজগুলোর উল্লেখ করেছেন তাছাড়া তাদের কোন রাইট ছিল কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক:—রাইট ছিলনা, তবে কনসেসান ছিল। সেই কনসেসান ১৯৬৪তে যা ছিল তা এখনও আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত:—১৯৬৪ এর পূর্ব্বে তাদের কি কনসেসান ছিল ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক:—সেতো পড়ে শুনালাম।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত:— ট্রাইবেলদের ছিলনা ? এটাতো জেনারেল কনসেসান ছিল। জেনারেল কনসেসান ছাড়া আর কোন কনসেসান ছিল কিনা ট্রাইবেলদের জন্য ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক:—স্পেশাল কোন কনসেসান ছিলনা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা:—স্পেসিয়েলী ট্রাইবেলদের বেলায় তাদের যে রাইট সেটা কার্টেল করার ব্যাপারে কোন কিছু করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক:—এটা কারো কোন রাইট নয়। এটা হচ্ছে ফরেষ্ট প্রডিউসের ব্যাপারে কতগুলি কনসেসান। এইগুলি আমরা রাইট বলিনা ! দীজ আর অল কনসেসানস্। কারো রাইট কার্টেল করা হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে রাইট যদি না থাকে তাহলে কনসেসানটা আসে কোথা থেকে ? কনসেসানটা কিভাবে সে পায় ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক:—কনসেসানটা ডিপেণ্ড করে ডিসক্রীসান অব দি গভর্ণমেণ্টএর উপরে। আর রাইটটা বাই ল'।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—ট্রাইবেলদের জন্য যে সমস্ত কনসেসান ছিল সেগুলি এখন কার্টেল করা কেন

হল সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—উত্তরে আমি বলেছি—ভিউ টু ইনক্রীজ অব পপুলেশান এণ্ড প্রেজেন্ট ডিপ্রিটেড কনডিশান অব ফরেষ্ট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মহারাজার আমলে অনেক রকমের গাছ তারা তাদের নিজের ব্যবহারের জন্য ফ্রী অব ডিউটি কাটতে পারত কি? সেই কনসেসান বা রাইট তাদের ছিল কিনা?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—তা থাকতে পারে। কিন্তু সেই কনসেসান তাদের এখন দেওয়া হয় না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—১১০।

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টারড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

QUESTION.	ANSWER.
1) The number of persons recommended by the U. P, S. C. for appointment as Deputy Magistrates showing their names and the year of the recommendation for each officer.	In 1961—12 (twelve). Their names are :— 1. Shri N. N. Choudhury. 2. „ H. R. Choudhury 3. „ P. C. Majumder. 4. „ H. S. Dev Barma. 5. „ Ajit Kumar Bhattacharjee 6. „ P. R. Deb Barman. 7. „ K. P. Chakraborty. 8. „ R. N. Bhattacharjee. 9. „ P. Nath. 10. „ K. P. Dutta. 11. „ M. L, Ganguly. 12. „ Smarajit Chakraborty. In 1962—4 (four). Their names are :— 1. Shri S. M. Sarkar. 2. „ R. Sankaranarayanan. 3. „ Haridas Mukherjee. 4. „ Sukumar Bhowmik, In 1963—2 (two). Their names are :— 1, Shri Hiranmoy Ghosh. 2. Shri S. R. Chakraborty.

2) Whether the Zonal S. D. O., Central Zone holds the rank of Deputy Magistrate as recommended by the U.P S.C. — Yes.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ— বর্তমান জোন্যাল এস, ডি, ও, সিনিওরিটির দিক দিয়ে ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটের দিক দিয়ে যে ষ্টেট মেন্টটা দেওয়া হল তাতে দেখা যায় যে উনি জুনিয়র অফিসার। কিন্তু সদর জোন যেটা মোষ্ট ইম্পরটেন্ট জোন, সেই জোনের অফিসারের ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি বিচার করা হয়েছে কি না? কারণ সিনিয়র অফিসার যাদের রাখা হয়, তাদের রাখা হয় জোন্যাল অফিসে। সেই দিক দিয়ে বিচার করে তাঁকে রাখা হয়েছে কি না? এটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি।

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি ইউ, পি, এস, সি, সিলেকটেড, এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা হল যখনই কাউকে posting দেওয়া হয় তখন তো সিনিয়রিটি দেখতে হবেই। এছাড়া অন্য জিনিষও বিচার করা হয় এই সব পোষ্টিং এর ক্ষেত্রে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ— তাহলে অন্য যাঁরা সিনিওর অফিসার, যাঁদের এই পোষ্টে দেওয়া হয়নি, তাঁদের কম্পিটেনসীর চাইতে মনে হয়, রুলিং পার্টি মনে করেন, বর্তমান যে জোন্যাল এস, ডি, ও, তাঁর কম্পিটেনসী বেশী এবং সেই হিসাবেই তাঁকে দেওয়া হয়েছে? অন্য কনসিডারেশনে ব্যাপারটা কি তাই?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুলিং পার্টি এই ধরণের কোন কিছু মনে করেন না। যাঁকে স্যুটেবল বলে মনে করা হয় তাঁকেই দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ— তাহলে আমি কি এইটুকু মনে করতে পারি যে অন্য যাঁরা সিনিয়র ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট বা অফিসার আছেন তাঁরা কম্পিটেন্ট বা স্যুটেবল নন তার তুলনায়?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা ঠিক নয়। যাকে যেক্ষেত্রে স্যুটেবল মনে করা হয়েছে তাঁকে সেইভাবে posting দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে জোন্যাল এস, ডি, ও, অধিকাংশ সময় তাঁর কোর্টে না থেকে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কংগ্রেস পার্টির মিটিং করেন কি না?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা সত্যি নয়। উনি কার্যব্যাপদেশে হয়ত অন্যান্য জায়গায় যেতে পারেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে তিনি প্রায়শঃই কোর্টে না থাকার ফলে দীর্ঘকাল যাবত মামলা পেনডিং পড়ে থাকে?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথাও সত্যি নয়। কোর্টে কোন মামলা অনেকদিন পেণ্ডিং পড়ে থাকে না। তবে এমন অনেক কাজ পড়ে যার জন্য তাঁকে মফঃস্বল যেতে হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, জোন্যাল এস, ডি, ও, এর যে সমস্ত গুণের কথা বলা হয়েছে সে সমস্ত গুণগুলি কি কি?

শ্রীবি, দাস ঃ— ইউ, পি, এস, সি সিলেকটেড ক্যানডিডেট তিনি এবং এটাই হচ্ছে তাঁর একটা বড় গুণ।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

Mr. Speaker :— Shri Sunil Chandra Dutta.
Shri Sunil Ch. Datta :— Question No. 122.
Shri B, Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 122.

	QUESTION	REPLY
1)	Whether it is fact that tribla people of Kamalpur, Kailasahar and Dharmanagar sub-divisions are facing serious economic crisis arising out of scarcity of food.	No.
2)	if so, what steps have been taken to meet the crisis ?	Does not arise.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ— কমলপুর সাবডিভিশানের চন্দ্রাইপাড়া এলাকায়, বলরামছড়া এলাকায় ট্রাইবেল পিপলদের মধ্যে খাদ্যসঙ্কট এবং অর্থসঙ্কট আছে কি না এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাম পকেটস ইন কমলপুর সাবডিভিশান, সেখানে সীজন্যাল স্কেয়ারসিটি রয়েছে, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট এর তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামকরে এবং টেস্ট রিলিফ দিয়ে তাদের রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও আটটি ফেয়ার প্রাইস শপ সেখানে খোলা হয়েছে যাতে তারা কণ্ট্রোল রেটে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, কমলপুর সাবডিভিশানে ক্রাইসিস আছে বলেই সেখানে টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক ইদানিং আরম্ভ হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আগেই বলেছি যে সীজন্যাল স্কেয়ারসিটি একটা আছে, শুধু কমলপুরেই নয়, অন্য ন্য জায়গায়ও কিছু কিছু আছে এবং সেইজন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে টেস্ট রিলিফ, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম, দাদন লোন, এগ্রিকালচার‍্যাল লোন ইত্যাদি প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। এবং ফেয়ার প্রাইস শপ খোলা হয়েছে, যাতে সস্তায় কণ্ট্রোল রেটে খাদ্য কিনে তারা খেতে পারে।

Mr. Speaker :— This is seasonal scarcity ?

Sri B. Das :— Yes, seasonal scarcity.

Mr. Speaker :— I thank the Hon'ble Member means to say whether prevants in this season that scarcity.

Sri Sunil Ch. Datta :— My question is that. (Supplementary)— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, কৈলাসহর মহকুমার মনু, ছামনু এলাকায়, ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর এলাকায় এই ধরণের স্কেয়ারসিটি বর্ত্তমানে আছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ক্ষেত্রে আমি দামছড়া, ছামনু ইন কৈলাসহর সাবডিভিশান এলাকায় এই ধরণের সেকয়ারসিটি একটা হয়েছে, এবং সেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম, টেষ্ট রিলিফ, দাদন লোন, এগ্রিকালচার‍্যাল লোন মারফত এবং ফেয়ার প্রাইস শপ খুলে তাদের রিলিফ দেওয়ার জন্য আমরা চেস্টা করছি।

Shri Birchandra Deb Barma :— What is meant by seasonal scarcity? Whether it lasts through out the season or some part of the season? Whether it is first part, middle part or last part of the year?

Shri S. L. Singh :—যে প্রশ্নটা মাননীয় সদস্য করেছেন, that is 'whether it is fact that tribal people of Kamalpur, Kailasahar and Dharmanagar Sub-Divisions are facing serious economic crisis arising out of scarcity of food? এখানে এটা ক্লীয়ার করা দরকার। এখানে বলা হয়েছে সাম পকেটস্, নট অল দি ট্রাইবেল এরিয়াস অব কমলপুর, ধর্ম্মনগর কৈলাসহর সাবডিভিশানস্ যেখানে জুমিয়া রিহ্যাবিলেটেশান হয়ত সম্পূর্ণভাবে হয়নি, অথবা জুমিয়া রিহ্যাবিলেটেশান দেওয়া হয়েছে অথচ সেখানে তারা ঠিক ঠিক ভাবে প্রডাকশন করতে পারেনি। সেজন্য কতকগুলি পকেটসে ক্রাইসিস হয় এবং ক্রাইসিসকে মিট করার জন্য সেখানে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে পকেটস এর উল্লেখ করেছেন সেগুলি কোন কোন এলাকা বা কোন কোন জায়গাকে বুঝায় একথা জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—চন্দ্রাইপাড়া ধর্ম্মনগরে বিলাসী জুম এলাকা ছামনুর আপে কতগুলি জায়গা এই পকেটস এর অন্তর্গত। সেই সমস্ত জায়গায় যে স্কেয়াবসিটি অব ফুড্ ছিল তাকে মিট করার জন্য রেশান শপ খোলা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— সীজন্যাল স্কেয়ারসিটি যা তাঁরা উল্লেখ করেছেন তা কত বৎসর যাবত চলে আসছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ত্রিপুরায় স্কেয়ারসিটি অব ফুড রয়েছে, ত্রিপুরা খাদ্যে সেলফ সাফিশ্যান্ট নয়, বাহির থেকে আমাদের ৪৫ হাজার মেট্রিক টন্স অব রাইস্ আনতে হয়। অতএব খাদ্য দ্রব্য বাড়াবার জন্য, অধিক ফসল ফলাও আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে সেসব ব্যবস্থাকে যদি আমরা সাক্‌সেসফুল করতে পারি, তাহলে পরে আমরা কতক পরিমাণ সেখানে খাদ্যের যোগান দিতে পারি। কিন্তু আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব সে আশা আমি করছিনা। অতএব আমরা যদি আমাদের রাইস আনতে পারি এবং গ্রো মোর ফুড আন্দোলনকে সাকসেসফুল করতে পারি, তাহলে পরে আমরা আমাদের চাহিদাকে মেটাতে পারব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ— টেষ্ট রিলিফে যে ডেইলি ওয়েজ, সেটা এখন কত দেওয়া হচ্ছে এবং কত সাল থেকে সেই ওয়েজটা চলে আসছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—টেষ্ট রিলিফে এর যে নির্দ্দিষ্ট রেট আছে, সেই রেট অনুসারেই দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেষ্ট রিলিফ, এগ্রিকালচারেল লোন, দাদন লোন বাবদ এখন পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে বা বরাদ্দ করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবি, দাস ঃ— প্রতিটি সাবডিভিশনের কথা আপনি বলছেন, না, যে তিনটি সাবডিভিশনের কথা বলেছেন সেই তিনটি সাবডিভিশনের কথা বলছেন? যে তিনটি সাবডিভিশনের কথা এখানে বলা হয়েছে আমি সে সম্পর্কে বলছি —

ধর্ম্মনগর— টী, ডব্লউ প্রোগ্রামে— ৩৩, ৪০৩ টাকা।

কমলপুর— টি, ডব্লিউ প্রোগ্রামে— ২১, ৩৪০ টাকা।

টেষ্ট রিলিফে — ৪, ৫০০ টাকা।

কৈলাসহর— টি, ডব্লু প্রোগ্রামে— ১০, ০৯০ টাকা।

টেষ্ট রিলিফে— ১৩, ০০০ টাকা।

ধর্মনগর— দাদন লোন— ১০, ০০০ টাকা।

কমলপুর— দাদন লোন— ৬, ০০০ টাকা।

এগ্রিকালচারেল লোন— ৫, ০০০ টাকা।

কৈলাসহর— দাদন লোন— ১৫, ০০০ টাকা।

এগ্রিকালচারেল লোন— ১০, ০০০ টাকা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানাবেন, গত ২৪।৬।৬৫ ইং তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দামছড়া এলাকা হতে রেশান বাড়ানোর জন্য এবং টেষ্ট রিলিফ খোলার জন্য যে দরখাস্ত করা হছে, তা পেয়েছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— পেয়েছি। রেশান বৃদ্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রেশানের যে পরিমাণ আছে, আট আউন্স এবং চার আউন্স, সেটা ত্রিপুরার সর্ব্বত্র দেওয়া হয় এবং টেস্ট রিলিফ প্রয়োজনানুসারে খোলা হচ্ছে। কৈলাসহরেও খোলা হয়েছে, দামছড়ায়ও খোলা হয়েছে। দাদন লোন, এগ্রিকালচারেল লোনও সেখানে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন, যে দামছড়া কোন কোন জায়গায় টেষ্ট রিলিফ' এর কাজ খোলা হয়েছে ?

Mr. Speaker :— This has no relevancy with the original question, so I do not allow this.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত : — ১৯৪৪ সালে টেস্ট রিলিফের ওয়েজ ছিল ১'৬ আনা, সেই ওয়েজ এখনও আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

Mr. Speaker :— It is not quite relevant, so I do not allow this.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন অভাবের তাড়নায় জামজুরির অখিল কুমার ত্রিপুরা তার ছেলেকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আইনতঃ মানুষ বিক্রি করা সম্পূর্ণ বে-আইনী। অতএব মাননীয় সদস্য যদি এই বিষয়ে পুলিশকে জানান তাহলে আনন্দিত হব।

Mr. Speaker :— Shri Hemanta Deb.

Shri Hemanta Deb :— Question No. 127

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 127.

QUESTION	REPLY
১। ১৯৬৪-৬৫ সালে বনমহোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারা ত্রিপুরায় কত সংখ্যক বৃক্ষের চারা রোপন	

করা হইয়াছিল ; ৭১, ৮২১টি

২। তাহাদের মধ্যে কত সংখ্যক চারা এখন পর্য্যন্ত
টিকিয়া আছে ? ৪৭, ০৪৩টি

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই বনমহোৎসব করতে গিয়ে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— কোন সনের কথা বলছেন ?

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— ১৯৬৪-৬৫ সনের।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছে সেই পরিমাণ চারা গাছ লাগানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— সেই চারা গাছের পুরা মুল্য হতে পারে না, চারা গাছ যখন বৃক্ষে পরিণত হবে তখন নিশ্চয়ই তার অনেক গুন বেশী মূল্য হবে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— আমার প্রশ্ন হল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে পরিমাণ এই বন মহোৎসবে টাকা খরচ হচ্ছে সেই পরিমাণ গাছ আমরা রোপন করতে পেরেছি কি না, এবং যে সমস্ত জায়গায় গাছগুলি নষ্ট হয়ে গেছে সেই জায়গায় নুতন গাছ লাগানো হয়েছে কি না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— যে জায়গায় চারা নস্ট হয়ে যায় সেই জায়গায় আবার নুতন করে চারা লাগানো হয়। আর যে পরিমাণ খরচ হয়েছে বলে মাননীয় সদস্য বলছেন তার চেয়ে অনেক গুন বেশী আমরা লাভ করব যদি এইগুলি বৃক্ষে পরিণত হয়।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— তখন সেই পরিমাণ তো লাভ করা যাবে কিন্তু লাগানোর সময়ে যেটা খরচ হয়েছে সেইটা কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দিস্ ইস্ ইন্‌ভেস্টমেণ্ট। এখন ইনভেস্ট করা হচ্ছে ভবিষ্যতের আশায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, গত কয়েক বৎসরে বন মহোৎসব উপলক্ষে চিলড্রেন পার্কে যে সমস্ত চারা বৃক্ষ রোপন করা হয়েছিল তা আছে কি না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ, সেটা গননা করে আমি দেখি নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে এতোগুলি গাছ যে মরে গেল নিয়ার্লি ৫০ পার্সেণ্ট, সেইগুলি কেন নস্ট হয়ে গেল ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— নানা কারণে নস্ট হয়ে থাকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— কারণটা বলুন না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— সেটা আপনাদেরও জানা আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে আমরা গত ১৬ বৎসর ধরে বন মহোৎসব করছি সেই ১৬ বৎসরে বৃক্ষ চারা রোপন করার ফলে আমাদের কি লাভ লোকসান হল তার কোন এসেসমেণ্ট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— প্রচুর লাভ হয়েছে, আমরা অনেক নুতন বৃক্ষ আমাদের ত্রিপুরাতে দেখতে

পাই, গত ১৬ বৎসর বন মহোৎসবের ফলে আমরা অনেক নূতন বৃক্ষ ত্রিপুরাতে দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের এফরেস্টশনের কাজ খুব ভাল হয়েছে বলেই আমি মনে করি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে এই বন মহোৎসব আমরা আর কতকাল চালিয়ে যাব ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— যতকাল প্রযোজন, কারণ আমরা বন সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো বললেন যে ত্রিপুরা বনে ছেয়ে গেছে, বনে ছেয়ে যাওয়ার পরেও আর কতকাল বন মহোৎসব চলবে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— আমি ছেয়ে গেছে এই কথা বলি নি, এটা আপনাদের কল্পনা হতে পারে। আমি বলেছি যে আমাদের অনেক চারা বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, এবং তাতে বন মহোৎসব সার্থক হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে বন মহোৎসব উদযাপন করা হয়, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সেইগুলি তামাশা বলে বিদ্রুপ করা হয় কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— তামাসা আপনারা বলতে পাবেন কিন্তু যারা এর সার্থকতা দেখেছে তারা তা বলতে পারে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে সমস্ত চারা গাছ রোপন করা হয়েছে সেই চারা গাছগুলি রক্ষনাবেক্ষনের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— তার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যদি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থেকে থাকে তবে ৪৭ হাজার চারা গাছ নষ্ট হয়ে গেল কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— প্রাকৃতিক কারণে মারা যায়, তারপর অনেকে সেটা নষ্ট করে ফেলে, গরু ছাগলেও খায়, নানা কারণেই বলেছি আমি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটা কি সত্য নয় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে চারা গাছগুলি রোপন করার পরে তার মেইনটেনেন্স এর জন্য কোন রকম ব্যবস্থা করা হয় না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— ত্যাট ইস নট এ ফেক্ট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই চারাগুলি কিনতে সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এই চারা গাছগুলি বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করলে সেই বিক্রি দ্বারা তারা কত টাকা এ' সনে পেতেন ?

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— Question No. 12.

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No, 12.

QUESTIONS	REPLIES
1. Whether the Government has realised, as per terms and conditions of the bond, the cost of training from Shri A. R. Chakraborty, the D. F. O. Sadar, who has tendered his resignation before completion of 5(five) years of service :	Steps are being taken for realisation of the proportionate cost.
2. if not, what are the reasons ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট করে ট্রেনিং দিয়ে আনার পর পাঁচ বৎসর শেষ হওয়ার আগে রেজিগনেশন কি করে accept করা হয়। এটা আইন সিদ্ধ কি না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি পাঁচ বৎসরের মধ্যে সাড়ে চার বৎসর কাজ করছেন আর ছয় মাস তার রয়েছে, সেই ছয় মাসের যে প্রপোর্শানেইট কষ্ট সেইটা আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং এই দিক দিয়ে সরকারের এ্যাকসান আইন সিদ্ধ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে যখন এগ্রিমেণ্ট করা হয় তখন এই কথা পরিস্কার বলা থাকে কি না যে তাকে পাঁচ বৎসর চাকুরী করতে হবে এবং তার আগে তার রেজিগনেশন একসেপ্‌ট করা চলবে না।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এগ্রিমেণ্ট থাকলেও তিনি ইচ্ছা করলে পরে সেই চাকুরী ছেড়ে চলে যেতে পারেন, রেজিগনেশান দিতে পারেন, সেই অধিকার তাঁর আছে যদি তিনি তার খরচ দিয়ে দেন, ট্রেনিং এর খরচ দিয়ে দেন। এই ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসরের জায়গায় তিনি সাড়ে চার বৎসর কাজ করেছেন, আর, ছয় মাসের যে কষট্‌টা তা তিনি পরে দিয়ে দেবেন সেই কথা তিনি বলেছেন সেই জন্যই তার রেজিগনেশন এক্‌সেপ্‌ট করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— সেই কষ্ট দেওয়ার আগে তার রেজিগনেশন কি করে এক্‌সেপ্‌ট করা হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— কারণ তিনি একটা হাইয়ার ট্রেনিং এ যাবেন সেই কষ্‌ট যদি তাকে এই মুহূর্ত্তে দিতে হত তা হলে ট্রেনিং এ যাওয়া হত না সেই জন্যই অন হিউমেনিটারিয়ান গ্রাউণ্ড এ ডিপার্টমেণ্ট তাকে সেই সুযোগ দিয়েছে এবং সেই টাকা আদায় হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই রকম অনেকেই ট্রেনিং পাওয়ার পরে অন্যত্র হাইয়ার পোষ্টে চাকুরী পাওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে ছাড়া হয় নি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— আমার এই রকম কোন কিছু জানা নেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, আমার প্রশ্ন ছিল যখন অক্টোবর মাসে তখনও বলা হয়েছিল যে টাকা আদায় করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আজকে প্রায় ছয় মাস পরেই ও আবার

বলা হচ্ছে যে এটা আদায় করা হচ্ছে। আমি জানতে চাই এই ছয় মাসের মধ্যে এই টাকাটা আদায় করার জন্য সরকার কি কি ষ্টেপ নিয়েছেন।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— গভর্ণমেণ্ট নেসেসারী ষ্টেপ নিয়েছেন এই কথা আমি পূর্ব্বেও বলেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : — নেসেসারী একশানটা কি কি নিয়েছেন সে কথা জানতে চাচ্ছি। কারণ আমাকে এ কথা ৯ মাস আগেও বলা হয়েছিল যে সরকার নেসেসারী একশান নিচ্ছেন। আজকেও বলা হয়েছে যে নেসেসারী একশান নিয়েছেন। সেই নেসেসারী একশানটা তাঁরা কি কি নিয়েছেন আমি তা জানতে চাচ্ছি।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— তিনি যদি টাকা না দেন তাহলে তাঁর যে সিউরিটি আছে তার থেকে, বকেয়া টাকা আদায় করা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটাতো প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে যেখানে নাকি এগ্রিমেণ্ট করা থাকে। যখন নাকি তার দরখাস্তটাকে আমি একসেপ্ট করলাম ঠিক তার কাছ থেকে আমি টাকাটা তো আদায় করব। তাই হচ্ছে নিয়ম, তাই হচ্ছে রুলস্। সেই ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে টাকা আদায় না করে তার রেজিগনেশান একসেপ্ট করলাম এবং রেজিগনেশান একসেপ্ট করার পর আজকে এক বৎসর বা তার বেশী চললো। এখন আমরা বলে বেড়াচ্ছি যে আমরা স্টেপ নিচ্ছি। এখন আমি জানতে চাচ্ছি সেই টাকাটা সিউরিটির টাকা থেকেই হক বা যার কাছ থেকেই হক ফুল কস্ট অব ট্রেনিং এর টাকাটা আদায় করার জন্য কি কি ষ্টেপ গভর্ণমেণ্ট নিয়েছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— ষ্টেপ্ নিচ্ছি বলেছি, ষ্টেপ্ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— সেটা বলেন নি কি কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— সেটা আমরা প্রয়োজন হলে পরে বলব। একশান নেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে। টাকা যদি আদায় না হয় তাহলে কি কি ষ্টেপ নেওয়া হবে বলা হবে।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— বেগ পারমিশান। সাপ্লিমেণ্টারী। যে কনট্রাক্ট ফরম আছে সেই কনট্রাক্ট ফরমে পাঁচ বছরের পূর্ব্বে রেজিগনেশান একসেপট্ হতে পারে বা করতে পারে এইরকম কোন প্রভিশন আছে কিনা ? অর্থাৎ রেজিগনেশান একসেপট্ করবার অধিকার আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— চাকরী ছেড়ে দেবার অধিকার আছে। কাজেই চাকরী ছাড়তে হ'লে রেজিগনেশান দিতে হয়।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাক্সেপ্ট করার অধিকার আছে কিনা ? **Whether Govt. has the power to accept the resignation ?**

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— যদি সে টাকা দিয়ে দেয় তাহলে সেই অধিকার আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এই টাকা সে দিয়েছে কিনা এবং টাকা না দেওয়া সত্ত্বেও তিনি রেজিগনেশান অ্যাক্সেপ্ট করলেন কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— সেটা তিনি যে দেয়নি তা নয়। তিনি বলেছেন পরে দিয়ে দেবেন। সেজন্য অন ডিউট্যানি টার্মিনাল গ্রাউণ্ড ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— যদি একথা পরিস্কার বলা আছে যে যদি এই রকম করতে হয় তাহলে

তাকে ফুল কস্ট্ অব ট্রেনিং দিতে হবে এবং ফুল কস্ট অব ট্রেনিং তার কাছ থেকে আদায় করার পর তার রেজিগনেশান অ্যাক্সেপ্ট করার কথা এবং সেই ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে ফুল কস্ট্ অব ট্রেনিং আদায় না করে রেজিগনেশান অ্যাক্সেপ্ট করা হল কেন এবং করাটা তো আইনতঃ সিদ্ধ নয়। যখন নাকি আমি অক্টোবর সেশানে প্রশ্ন করি তখন তাঁরা জবাবে বলেছিলেন যে রেজিগনেশন হ্যাজ বীন অ্যাক্সেপ্টেড বিফোর কম্প্লিশন অব ফাইভ ইয়ারস অব সার্ভিস। রিয়েলাইজেশন অব কস্ট অ্যাজ পার টার্মস এণ্ড কনডিশন অব দি বণ্ড ইজ বিয়িং অ্যারেঞ্জড্। সে হচ্ছে অক্টোবরের নাইটিন সিকসটিফোরের কথা। আজ সিকসটি ফাইভের জুলাই। ৯ মাস হতে চললো। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ৯ মাস কালের মধ্যে সেই টাকা রিয়েলাইজ করার জন্য গভর্ণমেণ্ট কি কি ষ্টেপ নিয়েছেন বা এই টাকা কখন আদায় করা হবে বলে গভর্ণমেণ্ট মনে করছেন।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে বলে বললাম, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং টাকা শীঘ্রই আদায় হবে বলে আমরা মনে করি।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বণ্ডের অনুবলে একজন ট্রেনী ট্রেনিং নেন সেই বণ্ডে এই রকম কোন ধারা আছে কিনা যে ধারার বলে পার্শিয়াল কমপেনসেসন বা পার্শিয়াল একস্পেনস দিয়ে একজন সেই চাকুরী থেকে মুক্তি পেতে পারে ? এই রকম কোন সর্ত্ত সেই বণ্ডে আছে কিনা মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দিবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে সাড়ে চার বছর একটা লোক কাজ করেছে এবং তার যে সুনির্দিষ্ট কাজ করার কথা, সেটা তিনি করেছেন, সেই কাজ তিনি সম্পুর্ণ করেছেন। বণ্ডের টারমস অনুসারে ৬ মাস বাকী বটে, কিন্তু On Humanitarian Ground ৬ মাস আগে তাঁকে release করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— বণ্ডে কি এই রকম কোন কথা আছে যে যতকাল সে চাকরী করবে সেই পিরিয়ডটা বাদ দিয়ে বাকী পিরিয়ড এর টাকা নিয়ে তার রেজিগনেশান অ্যাক্সেপ্ট করা চলে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে গভর্ণমেণ্ট হ্যাজ পাওয়ার টু ইউস্ ডিসক্রীসান অন ইট অ্যানড অন দ্যাট বেসিস, দি প্রেজেণ্টকেস হ্যাস বিন ডেলট্ উইথ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে গভর্ণমেণ্টের কোন আইনে বা কোন রুলসে এই পাওয়ার আছে যার বলে ইচ্ছা করলে সরকার পাঁচ বছরের ক্ষেত্রে তিন বছর চাকরী করবার পর কোন কর্ম্মচারীর রেজিগনেশান অ্যাক্সেপ্ট করতে পারে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এটা আছে বলেই করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা নাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কি বলতে পারেন কোন আইনে কোন ধারাতে এই কথাটা আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ যে আইন আছে সেই আইনে আছে এবং সেই অনুসারেই এটা করা হয়েছে। যদি না হয়ে থাকে দেন ইউ মে আস্ক দি পার্টি টু গো টু দি কোর্ট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটা আইনে নেই। আমি জানতে চাইছি যে এটা কোন আইনে, কোন রুলসে আছে যার বলে আপনি সেটা করতে পারেন ? এগ্রিমেণ্ট বণ্ডে কি এই রকম কোন কথা আছে যে পাঁচ বছরের বণ্ড থাকলে পরে ৪ বছর যদি আমি চাকরী করি আর এক বছরের বেতন নিয়ে তাকে আমি রেহাই দিতে পারি ? বণ্ডে এই রকম কোন কথা নেই। বণ্ডে এই রকম কথা আছে যে তার থেকে ফুল

কস্ট্ অব ট্রেনিং রিয়েলাইজ করতে এবং উইদাউট রিয়েলাইজিং দি অ্যামাউণ্ট আপনি তার কাছ থেকে রেজিগনেশান অ্যাক্সেপ্ট করতে পারেন না। এণ্ড ইউ মাইট হ্যাভ কমিটেড এ রং। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আপনি তাকে ডিফেণ্ড করেছেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— ফুল কসটের মধ্যে সাড়ে চার বছর এই লোকটা তার কাজ করেছে। এবং বাকী ৬ মাসের টাকা তার কাছ থেকে আদায় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সুতরাং এর মধ্যে বে-আইনী কিছু করা হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— পার্টি তো গভর্ণমেণ্ট। আপনারা যাবেন কোর্টে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ইয়েস কাম টু দি কোয়েশচান।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই টাকাটা কবে আদায় হবে।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— তাড়াতাড়িই আদায় হবে বলে আমরা মনে করি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— তাড়াতাড়ি তো আপনারা কোন সময় নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— টাইম লিমিট দেওয়া সম্ভব নয়। এক মাসের মধ্যে দিতে পারে, ১৫ দিনের মধ্যেও দিতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে প্রকৃতপক্ষে এই টাকাটি আদায় করার জন্য কোন স্টেপই নেওয়া হয় নি, এটা সত্যি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— আমি পূর্বেই বলেছি যে ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— স্যার, ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে বলেছেন! কিন্তু আজ পর্যন্ত জানতে পারলামনা যে কি কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে। তাহলে তো কোয়েশ্চান করে আমরা জানতে পারিনা।

Mr. Speaker :—In course of the answer one statement has been made by the Minister that if the trainee has gone outside for the purpose of higher training there is Surety from whom they can realise that money and from the answer at least this impression has been formed in me that they are trying to realise it from the surety.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— স্যার, একথা অক্টোবর মাসে বলা হয়েছে যে আমরা টাকাটা আদায় করছি। তারপর যে ৯টি মাস পার হয়ে গেল এই ৯ মাসের পরে আর কি কি তাঁরা করেছেন আমি জানতে চাচ্ছি।

Mr. Speaker :— Then I pass on to the next question. Shri Hlura Aung Mog.

Shri Hlura Aung Mog :— Question No. 46.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 46

QUESTION.	REPLY
১। বিলোনীয়া কাঠালিয়াছড়া উপ-জাতীয় কলোনীতে বর্ত্তমানে কতজন উপজাতি বসবাস করিতেছেন ;	৯৬ পরিবার।
২। এই কলোনী হইতে কতজন উপজাতি চলিয়া গিয়াছেন ?	৪ পরিবার।
৩। তাহাদের চলিয়া যাওয়ার কারণ কি ?	২টি পরিবার তাহাদের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় এবং ২টি পরিবার কলোনীর জন হ্রদের জলে তাহাদের ভূমি প্লাবিত হওয়ায় বিকল্প ভূমি দেওয়া সত্ত্বেও চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীলুরা আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, কাঁঠালিয়াছড়ায় যে উপজাতি পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, তার অধিকাংশ পরিবারের হালের কোন বলদ নেই ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্নটায় হালের বলদের কথা বলেছেন, সেটাত আমাদের জানা ছিল না যে এই ধরণের একটা প্রশ্ন তিনি করবেন, কাজেই এই মুহূর্ত্তে আমরা এটা বলতে পারছিনা।

Mr. Speaker :— No other supplementary ? Then I would now call on Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— Question No. 107

Shri B. Das ;— Hon'ble Speaker Starred Question No. 107

QUESTION	ANSWER
a) Total number of Dy. S. P. & Inspector of Police (Civil & Armed) under the Govt. of Tripura.	Dy. S. Ps/Asstt. Commandants...16 Inspectors of Police............30
b) No. of Dy. S. P. and Inspector of Police (Civil & Armed) deputed from other states as loan as well as promoted from local police force ?	Dy S. Ps/Asstt. Commandants....2 (on deputation) Inspector of Police.................1 (on deputation) No. of Dy. S. Ps/Asstt. Commendants promoted from local police Force................................7 No. of Inspectors of Police promoted from local Police Force 15

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— লোক্যাল পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টার কিংবা পুলিশ ইনস্পেক্টার থেকে প্রমোশন দিয়ে ডি, এস, পি কিংবা ইনস্পেক্টার করে যদি নেওয়া হয়, তাহলে বাইরে থেকে অন্ ডিপুটেশান এই সকল পোষ্টে লোক নেওয়ার দরকার হয় না ; এদিকে সরকার কি চেষ্টা করছে, মাননীয়

মন্ত্রী মহাশয় তা জানাবেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইনস্পেক্টার অব্ পুলিশ আমরা লোক্যাল পুলিশ ফোর্স থেকে প্রমোশান দিয়ে ১০জন নিয়েছি আর ডিপুটেশানে আছে মাত্র একজন, কাজেই আমাদের সে দিক থেকে পরিকল্পনা আছে এবং সেভাবে আমরা কাজ করছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন যে এখন আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে যে কয়জন ইনস্পেক্টার অব্ পুলিশের পোষ্টখালি আছে সে পোষ্টগুলিকে লোক ডিপুটেশানে এনে পুরণ করা হবে না প্রমোশান দিয়ে পুরণ করা হবে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমাদের দুইদিকেই চেষ্টা আছে, প্রমোশান আমরা দিচ্ছি, যদি সেরকম স্যুটএব্‌ল কেন্‌ডিডেট্ আমরা না পাই হয়ত ডিপুটেশানের প্রশ্ন আসতেও পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন, যে আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে এই রকম অনেক সাব-ইনস্পেক্টার আছেন কিনা যারা ট্রেনিং দিয়ে, ট্রেনিং'এ ভাল রেজাল্ট করে ফাস্ট হয়ে বসে আছেন, অথচ তাদের প্রমোশান দেওয়া হচ্ছে না এবং কেন দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইনস্পেক্টার অব্ পুলিশের পোষ্ট খালি আছে বলে তিনি বলেছেন, কিন্তু আমাদের যতটুকু জানা আছে, যখনই আমাদের কোন পোষ্ট খালি থাকে, তখনই আমাদের সেই পোষ্টগুলি পুরণ করার দরকার হয় এবং আমরা তা করে লোক নিয়োগ করি অথবা প্রমোশান দিয়ে নেওয়া হয় এবং যদি স্যুটএব্‌ল ক্যানডিডেট না পাওয়া যায় তখন ডিপুটেশানের প্রশ্ন আসে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে সমস্ত ইনস্পেক্টার অব্ পুলিশের পোষ্ট ভ্যাকাণ্ট আছে, সেসব জায়গাতে যে সমস্ত লোক আমাদের ট্রেনিং দিয়ে এসেছেন তাদের প্রমোশান দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— দরকার বোধে প্রমোশান দেওয়া হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এটা কি সত্য নয়, যে তাদের প্রমোশান না দিয়ে বাইরে থেকে ইনস্পেক্টার' এর পোষ্টে আনবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্‌থাটা আমি পূর্ব্বেও বলেছি অন্ ডিপুটেশানে আমাদের সেখানে আছে মাত্র একজন আর সেখানে পুলিশ ফোর্স থেকে প্রমোশান দিয়ে আমরা নিয়েছি ১৫ জন, এর থেকে প্রমানিত হচ্ছে যে আমরা চেস্টা করছি পুলিশ ফোর্স থেকে প্রমোশন দেওয়ার এবং সেইটা আমরা করছি বরাবর।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আমার প্রশ্ন হল যে এখন পুলিশ ফোর্সে যে কয়টি পোস্ট খালি আছে সে সমস্ত পোস্ট বাইরে থেকে ডিপুটেশান এ আনার কোন চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা এখানকার লোকদের না দিয়ে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— কতগুলি স্পেশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট আছে, স্পেশ্যাল জব্ আছে যেমন এন্‌টিক-রাপ্‌শান ব্রাঞ্চ ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেণ্ট এই সমস্ত পোস্টের জন্য এখানে উপযুক্ত ট্রেণ্ড পার্সন নাই, অতএব এইসব ব্যাপারে বাইরে থেকে আনতে হতে পারে। আবার আরও কতকগুলি পোষ্ট আছে যেমন আর্মড পোষ্টে যারা থাকে, তাদের মধ্যে যারা ওয়েল কোয়ালিফায়েড নন সে জায়গাতে আমরা ডিপুটেশ্যনিষ্ট আনি। অতএব সেই অনুসারে ব্যবস্থা সবসময়েই করা হবে এবং সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত পুরণ করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ডিপুটেশানে আনতে হবে।

Mr. Speaker :— Question hour is over. There is one unstarred question—Number 111 asked by Shri Sunil Chandra Dutta and there are some Starred questions left unanswered. The answer of all these questions will be laid on the table. (Appendix —A & B)

Next item on the agenda is Calling Attention Notice. I have received a Calling Attention Notice from Shri Hlura Aung Mog on the subject—"Urgent necessity of opening fair price shops at Santirbazar, Manu and Birchandra Bazar under Belonia Sub-division although the price of rice in those places have gone above Rs. 30/- P. m." I have given my consent to the motion of Shri Hlura Aung Mog to-doy. I would now request the Hon'ble Minister to make a statement on that and if it is not possible for him to make a statement just to-day, he may do so on a later date and in that case he will kindly give me that date.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন এখানে রেখেছেন তার উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে তিনি যে সমস্ত জায়গার কথা এখানে বলেছেন, বেলোনীয়া, সাবডিভিশানের শান্তির বাজার, মনু, এবং বীরচন্দ্র বাজার সেখান থেকে আমরা ২১ টাকা মন দরে চাউল কিনে আগরতলায় আনছি। অতএব যে প্রাইস এখানে বলা হয়েছে সেটা সত্য নয়। সেখান থেকে ২১ টাকা মন দরে কিনে' ৩০।৩১ টাকা দরে সদরে বিক্রি করা হচ্ছে, কো-অপারেটিভের মারফতে, সিণ্ডিকেটের মারফতে। অতএব এখানে যেটা তিনি বলেছেন সেটা সত্য নয়। আর ও.পনিং অব ফেয়ার প্রাইস সপ্ সম্পর্কে আমরা বলেছি, যখনই জনসাধারণের ডিম্যাণ্ড থাকবে, তখনই সে যায়গাতে যদি চালের দাম ৩০ টাকার উর্দ্ধে যায় তাহলে সপ্ খোলা হবে। আমাদের রেশানের প্রাইস যেটা, সেটা হ'ল ২৩'২৫ নঃপঃ ; অতএব যেখানে ২৬।২।টাকা করে চাউল বিক্রি হচ্ছে, সেই জায়গাতে রেশান সপ্ খুললে পরে সেখানে বিক্রি হয়না। অতএব সে জায়গাতেএকটা দোকান খুলে পয়সা খরচ করার অর্থ অপচয় করা। কিন্তু যখনই জনসাধারণের ডিম্যাণ্ড হচ্ছে তখনই সেখানে ডিম্যাণ্ড অনুসারে রেশান সপ খোলা হচ্ছে এবং খোলা হবে।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেখানে ২৭।২৮ টাকা দরে চাউল বিক্রি হচ্ছে, এটা সত্য কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— আমি আগেই বলেছি যে সেখান থেকে কো-অপারেটিভ মারফত চাউল খরিদ করে এনে এখানে আগরতলায় ৩১।৩৩ টাকা মন দরে বিক্রি করা হচ্ছে।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— এটা কতদিন আগে ?

শ্রীএস এল সিংহ :— বেশী দিন আগে নয়। আরও আগে আরও সস্তা ছিল, এখন ২১ টাকা উঠেছে। আগে ২৪ টাকা ছিল, বর্ত্তমানে ২১ টাকায় খরিদ করে আনছি।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— বর্ত্তমান তারিখের কত আগে খরিদ করা হয়েছে সেটাই হল আমার প্রশ্ন ?

শ্রীএস এল সিংহ ঃ— এই নোটিশ দেওয়ার আগের দিনেও সেখান থেকে খরিদ করা হয়েছে।

Mr. Speaker :— I would pass on to the Next Item. Intimation regarding

President's Assent to the Bills. The following Bills received the Assent of the President on dates as mentioned against each.

1) The Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965)...on 25th April, 1965.

2) The Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 ...on 7th June, 1965. (Bill No. 4 of 1965)

These are for information of all Members.

We pass on to the Next item. Presentation of the Report of the Business Advisory Commitee. I announce the Report of the Business Advisory Committee Setting the Business of the House upto the 15th July, 1965. I would now call on Shri Ersad Ali Choudhury designated by me to move the motion that the House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

Shri Ersadali Choudhury (Dy. Speaker) :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

Mr. Speaker :— Then I put the question. The question before the House is the allocation of time proposed by the Committee. As many as are of that opinion will please say "Ayes"......voices Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"......

Ayes have it ; Ayes have it.

The motion is carried.

The next item—Announcement by the Speaker regarding Discussion on Matters of Urgent Public Importance for Short Duration.

This is to make an announcement in the House that I have given my consent to raise discussion on the following matters of Urgent Public Importance on the 15th July, 1965.

1) "Tripura Declaration of Foodgrains Order 1965 and Order of the Administrator dated 14th June, 1965 regarding storage etc. of rice within Sadar Sub-division."

and

2) "Flood in Agartala Town and suburbs." Notice for raising discussion has been given by Shri Atiqul Islam, M. L. A.

Next item is Goverment Business—Financial. Presentation of Supplementary Estimates for 1965—66. I call on Hon'ble Sachindra Lal Singh, Finance Minister to present the Supplementary Estinates for 1965—66.

Shri Sachindra Lal Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to present before the House the Supplementary Estimates for 1965—66.

Mr. Speaker :— Members are requested to submit Cut Motions on Supplementary Demands for 1965—66, if any, within 5 P. M. on Saturday, the 10th July, 1965 They are also requested to take the copies of the Supplementary Demands for grants from the Notice Office.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— স্যার, কালকের মধ্যেই আমাদের কাট মোশাণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে আমাদের খুব অসুবিধা হবে। সোমবার পর্যন্ত যদি সময়টা বাড়িয়ে

দেওয়া যায় তা হলে আমাদের সুবিধা হয়। কারণ এটা দেখতে হবে, পড়তে হবে, তারপর কাট মোশাণ দিতে হবে। কাজেই আজকে হাউস্ ভাঙ্গার পরে গিয়ে এটা দেখে নিয়ে তারপর দেওয়া এটা অত্যন্ত ডিফিকাল্ট। আর একটা জিনিষ হচ্ছে কালকে তো সেকেণ্ড সেটারডে মানে অফিস বন্ধ থাকবে এবং যদি অফিস বন্ধ থাকে তা হলে আমরা কাট মোশাণ দেব কি করে, অফিস তো বন্ধ থাকবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— হাঁ সাবমিট করার জন্য এরেনজ্‌মেণ্ট থাকবে, অফিস খোলা থাকবে। কাট মোশান পেলে পর the Government will have to be prepared for the answer.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— স্যার সোমবার দিন যদি আমরা দেই তা হলে কি হয় না?

মিঃ স্পীকার ঃ— সোমবার তো ডিসকাসনই আরম্ভ হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— সোমবার দিন অফিস আরম্ভেই যদি আমরা দিয়ে দিই?

মিঃ স্পীকার ঃ— সোমবার দিন তো ডিকাস্‌শণই আরম্ভ হবে, কাট মোশান এড্‌মিট করে তারপর কাগজ পত্র রেডি করতে সময় লাগবে। কালকের দিন তো দেওয়া কাট মোশাণের জন্য, তো ডিমাণ্ড গেল। তো মাত্র ছয়টি, আর একটা দিন রাখা হল অফিসের জন্য ফর্ প্রিপারেশন। সোমবার দিন তো ডিস্‌কাস্‌শণ আরম্ভ হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— স্যার আজকে তো আমাদের সেসন ভাঙ্গবে পাঁচটায়। পাঁচটার পরে আমরা মোর অর্ লেস্ ১২ ঘণ্টা সময় পাচ্ছি। এতে আমাদের তো অসুবিধা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— বরাবরই তো এই ভাবে হয়। বরাবরই ৪৮ ঘণ্টা সময় থাকে, এর মধ্যেই কাট মোশাণ দিতে হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— স্যার, আমরা রবিবার কি দিতে পারি, রবিবার দিন? তা হলেও শনিবার দিনটি পাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— শনিবার দিন তো দেওয়া গেল, পাঁচটার সময় পর্য্যন্ত দেওয়া যাবে। এখানে লেখা আছে দি হোল অব সেটারডে। ডিমাণ্ডস্ অনলি ৬টি। যখন ফুল বাজেট থাকে তখন তো এই রকম হয়ে থাকে।

Mr. Speaker :— Now I would pass on to the next item' 'Private Member's Business'—Introduction of Bills.

Next business of the House, the Court Fees Act, 1870, as extended to the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1965 is to be introduced in the House. I shall request Shri Birchandra Deb Barma, Member to move his motion for leave to introduce the Court Fees Act, 1870, as extended to the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1965.

Srri Birchandra Deb Barmr :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move the motion for leave to introduce the Court Fees Act, 1870, as extended to the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1965.

Mr. Speaker :— Any opposition to this.

Shri Sunil Ch. Datta :— Hon'ble Speaker, Sir, আমি এই Bill oppose করছি।

Mr. Speaker :— Now the mover may make a brief statement.

Shri Birchandra Dev Barma :— Hon'ble Speaker, Sir, আমাদের এখানে যে

Court Fees Act, 1870 as extended to the Union Territory of Tripura সেইটা হচ্ছে **as prevalent in the State of Assam.** আমাদের এখানে পূর্ব্বে যেটা ছিল সেটা ছিল ইণ্ডিয়ান কোর্ট ফিস এ্যাক্ট, সেণ্ট্রেল কোর্ট ফিস এ্যাক্ট। তারপর আসামের Court Fees Act যেটা এস ইন ফোর্স ইন দি ষ্টেট অফ আসাম, সেইটা এখানে এক্সটেণ্ড করা হয়। তার মানে হচ্ছে ইণ্ডিয়ান কোর্ট ফিস এ্যাক্ট, যেটা সেণ্ট্রেল কোর্ট ফিস এ্যাক্ট সেই এ্যাক্ট টাকে প্রত্যেক স্টেট তার নিজের দেশের অবস্থার সাথে মিল করে চালু করতে পারে। তার জন্য যেমন বেঙ্গলে একটা রেইট আছে আসামে এক রকম রেইট আছে, ইউ, পি, তে আছে, প্রত্যেক স্টেটে এক এক রকম একটা রেইট রয়েছে। সেই রকমভাবে ত্রিপুরায় যে রেইট ছিল সেটা ছিল সেণ্ট্রেল গভর্ণমেণ্ট এর। যেটা সেণ্টেল কোর্ট ফিস এ্যাক্ট সেইটা আমাদের এখানে প্রিভেলেণ্ট ছিল। এর পূর্ব্বে অবশ্য আমাদের এখানে মহারাজার সময়ে একটা ষ্ট্যাম্প আইন, একটা বাংলা আইন ছিল, এর পরে ১৯৫০ সনে। ১৪ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ার কের্ট কিস এ্যাক্ট আমাদের এখানে একসটেণ্ড করা হয়েছে। সেই অনুসারে শতকরা সাড়ে সাত টাকা ছিল কোর্ট ফিস। এখন আসামের কোর্ট ফিস এ্যাক্ট যেটা সেইটা এক্সটেণ্ড করায় সেটা বেড়ে এখন শতকরা সারে বার টাকা হয়েছে এবং অন্যান্য ব্যাপারে যেগুলি সেগুলি বেড়েছে টু টাইমস এণ্ড মোর। কাজেই এইরকমভাবে কোর্ট ফিস রেট বাড়ার ফলে যারা লিটিগ্যাণ্ট পাবলিক তাদের অসুবিধা হচ্ছে, ব্যয় বেড়েছে। এখানে একটা কথা বলা হয় যে যারা মামলাবাজ তাদের জন্য তো কষ্ট বাড়া দরকার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আদালতে যারা যায় তারা শুধু মামলাবাজ নয়, যারা নিরীহ, যারা অত্যন্ত গরীব তাদেরও আদালতে যেতে হয়। ন্যায়ের দরজা, বিচারের দরজা সকলের জন্যই খোলা থাকে। কিন্তু সেখানে যদি কোর্ট ফিস বেশী দিতে হয় বিচারের জন্য, তা হলে যারা গরীব, যাদের খুব টাকা পয়সা নেই তাদের কাছে বিচারের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, বিচারের যে সুযোগ সেটা তারা পেতে পারে না। তার দ্বারা যারা মামলাবাজ তারাই উপকৃত হয়। মামলাবাজদের কোন ক্ষতি হয়না। কিন্তু এই টাকা যদি আরও বেড়ে যায়, শতকরা সাড়ে বার টাকা কেন, আরো বেড়ে যদি ৫০ টাকা শতকরা হত তা হলেও মামলাবাজ যারা তাদের কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু ক্ষতি হত তাদের, যারা নিরীহ, গরীব, যাদের উপর নানা মামলা মোকদ্দমা চাপিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই আমরা চাই যাতে সকলে অল্প খরচে বিচারের যে সুযোগ সেটা যেন পেতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এখানে যখন লেজিসলেসার ছিল না তখন অন্য প্রদেশের যে আইন, নেইবারিং স্টেট এর যে আইন সেই আইন এখানে ইন্‌ট্রডিউস করতে হত। কারণ উপায়ন্তর ছিল না। এবং তার জন্য পার্ট সি, স্টেট এ্যাক্ট যা এখন ইউনিয়ন টেরিটরিস্ এ্যাক্ট এর সেক্‌শন টু অনুসারে সেনট্রেল গভর্ণমেণ্ট পার্শ্ববর্তী ষ্টেটের যে সমস্ত আইন সেইটা ইউনিয়ন টেরিট-রিতে একস্‌টেণ্ড করতেন। কিন্তু সেই অবস্থা এখন আর নেই। এখানে বিধানসভা হয়েছে এবং আমাদের এখানে যে ভ্যালুয়েশন সেই ভ্যালুয়েশন অনুসারে, ত্রিপুরার অবস্থা অনুযায়ী, ত্রিপুরার circums tances অনুযায়ী আমাদের এখানে কোর্ট ফিস according to Valuation ধার্য্য করতে পারি। কাজেই আমাদের এখানে যখন বিধানসভা হয়েছে, তখন আমরা আমাদের অবস্থানুসারে এখানকার জনসাধারণের যে নিম্নস্তরের living standard তাদের যে আয় সেই আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোর্ট ফিস এ্যাক্ট তৈরী করতে পারি। কারণে আমি এই রিপিল এ্যাক্ট এখানে নিয়ে এসেছি। বর্ত্তমানে আসামের যে আইন আমাদের এখানে আছে। যেটা ত্রিপুরাতে এক্সটেনড্ করা হয়েছে আমরা চাই সেটা রিপিল করা হক এবং রিপিল করার পরে পরবর্ত্তী স্টেপে হবে ত্রিপুরার জন্য বিশেষ করে কোর্ট কিস এ্যাক্ট তৈরী করে

ইন্ডিয়ান কোর্ট ফিস এ্যাক্ট যেটা রয়েছে তার যে ভ্যালুয়েশন তার যে সিডিউল্ তাতে যে সমস্ত ভ্যালুয়েশন আছে সেটাকে ত্রিপুরার অবস্থার সাথে, সামঞ্জস্য রেখে ত্রিপুরার জনসাধারণের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্ত্তন করা ; এবং এই জন্যই এই repeal বিল হাউসের সামনে রাখা হয়েছে। তাই আমি মনে করি এই রিপিল এ্যাক্ট অনুসারে যারা গরীব জনসাধারণ তারা উপকৃত হবে, বিচারের দরজা তাদের জন্য খোলা থাকবে, বিচারের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং আমরা তাদের জন্য বিচারের পথ সুগম করতে পারব কেননা আমরা জানি সবলের অপরাধে বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে। কাজেই সেইজন্য যদি বিচারের বাণী সবল হয়, শক্তিশালী হয়, যাতে বিচারকে শক্ত করে গড়ে তোলা হয় তার জন্যা এই গরিবের কাছে বিচারের পথ সুগম করবার জন্য কোর্ট ফিস এর যে রেইট আছে সেটা কমানো দরকার এবং কমিয়ে আমরা যাতে ত্রিপুরার ভ্যালুয়েশন অনুযায়ী কোর্ট ফিস এ্যাক্ট তৈরী করতে পারি তার জন্য আমি এই রিপিল এ্যাক্ট হাউসের সামনে উপস্থিত করেছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Sunil Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় কোর্ট ফিস্ এ্যাক্ট ১৮৭০ রিপিল করার জন্য যে বিলটা এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি আমি এই জন্য যে মাননীয় সদস্য এর স্বপক্ষে যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন সেখানে তিনি কতগুলি সত্য গোপন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন ত্রিপুরাতে যে আইন ছিল সেটা সেণ্ট্রাল কোর্ট ফিস্ এ্যাক্ট, ১৯৫০ ইংরেজী সনে এখানে চালু করা হয়েছিল এবং সেই সময়ে কোর্ট ফিস্ এখানে কম ছিল। বর্ত্তমানে যেটা চালু আছে, আসামের যে আইন আমরা গ্রহণ করেছি সেই আইনের ফিস এর হার বেশী। মাননীয় সদস্য বলেননি যে তার পূর্ব্বে মহারাজার আমলে যে আইন ছিল তাতে কোর্ট ফিস এর হার কি ছিল এবং বর্ত্তমানের হারের তুলনায় কি ছিল। মহারাজার আমলে যে আইন ছিল তা ষ্টাম্প বিষয়ক বিধি। সেই আইন অনুসারে কোর্ট ফিস বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে আসামের প্রচলিত যে কোর্ট ফিস আমরা গ্রহণ করেছি তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। সেই কথাটা মাননীয় সদস্য বেশ চেষ্টা করে এখানে গোপন রেখেছেন। ১৯৫০ সনে যে আইন আমরা গ্রহণ করেছি, মাননীয় সদস্য বলেছেন, সেই আইন গ্রহণ করার ফলে কতগুলি দিক দিয়ে আমাদের রাজস্বের প্রভৃত ক্ষতি হয়েছে। ত্রিপুরায় আমাদের যে রাজস্ব তার চেয়ে আমাদের ব্যয় অনেক গুণ বেশী। আমরা চলতি বৎসরের যে বাজেট, যেটা গত মার্চ্চ মাসে আমরা গ্রহণ করি, তার মধ্যে দেখা যায় মোট ব্যয় এর এক পঞ্চমাংশ আমাদের আয় হয় না। সেই ক্ষেত্রে যেটুকু সামান্য আয় হয় কোর্ট ফিস থেকে তা থেকে ত্রিপুরাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে সেটা সমর্থন করা চলে না। অন্যান্য কোন দিক দিয়ে আমরা আয় বাড়াবার এখন কোন চেষ্টা করতে পারিনি। কাজেই মাননীয় সদস্য বলছেন যে মামলাবাজ— আমাদের পক্ষ থেকে না কি বলা হয়েছে যে মামলাবাজদের অসুবিধা করার জন্য আইন করা হয়েছে। কিন্তু মামলাবাজ যারা তারা কোর্ট ফিস দিতে অপারক নয় এটা মাননীয় সদস্যও জানেন আমরাও জানি। আর দরিদ্র জনসাধারণের কথা যে তারা আইনের দরজায় যেতে পারে না, এই কথাটাও ঠিক নয়। দরিদ্র জনসাধারণ যারা কোর্টে যায় তাদের সংখ্যাও খুব কম।

মামলা বাজরাই কোর্টে বেশী যায় এবং তারা কোর্টে ফী দিতে পরাঙমুখ নয়। দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টের কথা বিচার করে ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েৎ প্রথা চালু হয়েছে এবং পঞ্চায়েতের হাতে বিচারের কিছু কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় সমস্যার সমাধান হবে। দরিদ্র জনসাধারণ

যারা কোর্টে যেতে অনিচ্ছুক তারা বিচার পাবে পঞ্চায়েতের কাছে যদি আমরা পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করি এবং পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পণ করি। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আইনের বিধান বলে, ইউনিয়ন টেরীটরীগুলোতে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ গুলোর আইন নেওয়া হয় এবং এই আইনের বিধান বলে আসামে, আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রদেশে যে আইন আছে তা আমরা গ্রহণ করেছি। এবং যে কোর্ট ফীর হার বর্ত্তমান আছে তা মহারাজার আমলে যে আইন ছিল, মধ্যে মাত্র ১৯৫০ থেকে ৬৩ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসরে আমরা কম কোর্ট ফী দিয়ে, মহারাজার আমলের চেয়ে কম কোর্ট ফী দেওয়ার সুবিধা পেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগে ত্রিপুরাতে যে আইন ছিল সেই হার বর্ত্তমান যে হার তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। কাজেই এটা এমন সাংঘাতিক একটা কিছু হয়নি যার জন্য জনসাধারণ মামলা মোকদ্দমা করতে পারেনা, বিচার পেতে পারেনা। বিচার যারা পাওয়ার অধিকারী তারা বিচার পায়। দরিদ্র জনসাধারণ কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বিশেষ কতগুলি মামলায় অসুবিধা ভোগ করতে পারে। এমন অসুবিধা, যে কোন আইনই চালু হক না কেন কিছু সংখ্যক লোকের হবেই। প্রত্যেকটি আইনেরই দোষ ক্রুটি থাকে এবং তার জন্য দেখা যায় প্রতি বৎসরেই পার্লামেন্টে কতগুলি আইনের অ্যামেণ্ডমেণ্ট করতে হয়। কাজেই বর্ত্তমানে যে অবস্থা চালু আছে সেই অবস্থায় আমাদের যে কোর্ট ফী এ্যাক্ট প্রচলিত আছে তা মহারাজের আমলে যে কোর্ট ফী চালু ছিল তার হার অপেক্ষা অনেক কম। কাজেই এই অবস্থায় Repeal Act এর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, সুতরাং আমি এর বিরোধীতা করি।

Mr. Speaker :— I would now put the motion to vote.

Now the question before the House is that the motion moved by Shri Birchandra Deb Barma for leave to introduce the Court Fees Act, 1870, as extended to the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1965.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voices— 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

Voices—'NOES'

NOES have it, NOES have it.

Ma. Speaker :— The leave to introduce the Court Fees Act, 1870, as extended to the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1965 is not granted.

Now, the Indian Stamp Act, 1899, as extended to the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1965 is to be introduced in the House. I shall request Shri Atiqul Islam, Member to move his motion for leave to introduce the Indian Stamp Act, 1899, as extended to the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1965.

Shri Atiqul Islam :— I beg leave to introduce the Indian Stamp Act, 1899, as extended to the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1965.

Mr. Speaker :— Anybody to oppose it ?

Shri Ershad Ali Chowdhury :— Hon'ble Speaker, Sir, I oppose this Bill strongly.

Mr. Speaker :— The mover may please make a statement in brief.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট যেটা আসামে ছিল সেটাকে এনেআমরা ত্রিপুরাতে চালু করেছি এবং সেই হার আগেকার যে হার ছিল তার চেয়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অরও বেশী হয়ে গেছে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না যে উচ্চহারে যে আইনটা আছে সে আইনটা আমরা এখানে চালু করতে গেলাম কেন। প্রত্যেক রাজ্যে তার একটা নিজস্ব আইন থাকে। যদি তার প্রয়োজন না হত তাহলে পরে সব রাজ্যে মিলে একটা আইন চালু করত। সারা ভারতবর্ষ মিলে একটা ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট থাকত। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন স্ট্যাম্প এ্যাক্ট থাকার কোন প্রয়োজন হত না। কাজেই আসাম এ্যাক্ট তার রাজ্য অনুযায়ী তারা সেখানে সেটাকে চালু করেছে। ঠিক হুবহু সেই আইনটা আমাদের এখানে চালু করার কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই না। কাজেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা চিন্তা করে, এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের আইন এখানে নতুন করে তৈয়ার করা প্রয়োজন এবং সেইভাবেই আইনটাকে রিপিল করে নতুন আইন তৈরী করার জন্য আমার এই বিলটি এখানে রাখছি। এখন আমাদের দেখা দরকার যে ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট হওয়ার ফলে ষ্ট্যাম্প খরচ কত বেড়েছে? আগে যারা যারা নাকি জমি রেজিষ্টারী করত, পার থাউজেণ্ড এ তাদেব দিতে হত ১০ টাকা করে। এখন তার লাগে পার থাউজেণ্ডে সাড়ে বাইশ টাকা। জমি শুধু যাদের অবস্থা ভাল তাদেরই রেজিস্ট্রী করতে হয় না, যারা কেনা বেচা করে তাদের প্রত্যেককেই করতে হয়। সে ক্ষেত্রে যদি ১০ টাকারটা সাড়ে বাইশ টাকা হয়ে যায় তাহলে কতখানি বাড়ল এবং সেটা তার অর্থনৈতিক জীবনের উপর কতখানি চাপ সৃষ্টি করে সেটাও সহজেই অনুমেয়। আজকে আমার জমির ক্ষতিপূরণ নিতে হবে। আমার একটা ইণ্ডেমনিটি বণ্ড দিতে হবে। এখন সেই ইণ্ডেমনিটি বণ্ড দিতে হলে আগে আমাকে পার থাউজেণ্ড ৫ টাকা দিতে হত। এখন আমাকে দিতে হয় ১৫ টাকা। তিনগুণ বেড়ে গেল। কাজেই ইণ্ডেমনিটি বণ্ড না দিয়ে আমি ক্ষতিপূরণ নিতে পারি না। ক্ষতিপূরণের জন্য অনেককেই আসতে হয়। রাস্তার কাজে বা রিহেবিলিটেশনেব কাজ বা বিভিন্ন কাজে, জায়গা একোয়ার করে নিয়ে নেয় এবং সেজন্য তাকে ক্ষতিপূরণের জন্য আসতে হয়। সেই ক্ষতিপূরণ পেতে যদি তাকে পার থউজেণ্ড পাঁচ টাকার জায়গায় ১৫ টাকা দিতে হয় তাহলে তার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কি চাপ সৃষ্টি হল সেটা সহজেই অনুমেয়। ঠিক একই অবস্থা আমবা সব দিকে দেখতে পাই। জে. সির, কোর্টে একটা ওকালত নামার জন্য আগে দিতে হত ২·৭৫ পয়সা আর এখন দিতে হব আমাকে ৬·৭৫ পয়সা। কতখানি বেড়ে গেল। আগে জে, সির, কোর্টে একটা পিটিশান কবতে লাগত দু'টাকা আর এখন লাগে সেটা ৬ টাকা। রিভিশনারী পিটিশন করতে হলে পরে আমার লাগে ১০ টাকা। কাজেই একটা অস্বাভাবিক ভাবে, এই ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট হওয়ার ফলে, তার হারটা বেড়েছে যা নাকি সাধারণ মানুষের পক্ষে বহন করা সম্ভবপর নয়। কাজেই এইসব দিকে আজকে আমাদের বিবেচনা করা দরকার। আমরা যারা নাকি এখানে বলি, সবাই স্বীকার করি যে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অন্যতম দরিদ্র দেশ। এর মেজরিটি পপুলেশান হচ্ছে রিফিউজী আর ট্রাইবেলস। যেখানে ট্রাইবেলদের আমরা এখনও রিহেবিলিটেড করতে পারি নি, যেখানে রিফিউজীদের আমরা অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন দিতে পারি নি, সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি রাজ্যের ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট এ এই রকম একটা উচ্চ হার বসিয়ে দেই তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষে যন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এইসব দিক বিবেচনা করে আমি মনে করি যে আমাদের যে বর্ত্তমান আসামের আইনটা এখানে চালু আছে সেটাকে রিপিল করে একটা নতুন আইন এখানে চালু করা প্রয়োজন।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম সাহেব ষ্টাম্প এ্যাক্ট ১৮৯৯, রিপিল করার জন্য যে বিল উত্থাপন করেছেন আমি সেটার বিরোধীতা করছি। আমি এই কারণে বিরোধীতা করছি যে আমাদের প্রথম দেখতে হবে যে আমাদের যখন নাকি মহারাজের আমল ছিল তখন ত্রিপুরার অবস্থা কি ছিল। তখন আমাদের এই রাজ্যে কতগুলি রাস্তা ছিল, কতগুলি স্কুল ছিল, কতগুলি কলেজ ছিল, কতগুলি হসপিটাল ছিল, কতগুলি কো-অপারেটিভ, কতগুলি বাঁধ ছিল, কতগুলি রিংওয়েল ছিল, টিউবওয়েল ছিল বা স্লুইসগেট ছিল ইত্যাদি আমাদের দেখবে হবে। ত্রিপুরা তখন ছিল অনগ্রসর, ত্রিপুরাতে সেই সময় আমাদের যে ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট ছিল সেটাতে আমাদের যা দিতে হত এবং আমাদের এখন যে আসামেরটা এক্সটেন্ডেড হয়েছে এবং তাতে আমাদের যে ষ্টাম্প ফিস দিতে হচ্ছে তাতে দেখা যায় আমাদের আগে অনেক বেশী দিতে হত। তখন আমাদের অর্থনৈতিক সংগতি ছিল অত্যন্ত কম। তখন ছিল আমাদের মহারাজার আয় মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। এই ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে মহারাজার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের মত প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষন করা হত। তারপর নীর মহলের মত প্রাসাদ তৈয়ার করতে হল। তারপর মহারাজকুমারদের ভাতা ছিল, ভাতা দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকতো তার দ্বারাই আমাদের রাজ্যের উন্নতির জন্য, অনগ্রসর ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যৎসামান্য ব্যয় করা হত। এরপর আমাদের যখন নাকি স্বাধীনতা আসে তখন আমাদের যে ষ্টাম্প এ্যাক্ট ছিল ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্টের, সেটা অরিজিন্যাল এ্যাক্ট ছিল। সেটা সেন্ট্রালী আমরা 'সি' ষ্টেট বলে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে হার ছিল সেই হারে আমরা দিতাম। সেটা আমরা অনেকটা কম দিতাম। তারপর আমাদের ত্রিপুরায় আজকে ১৭ বৎসর স্বাধীনতার পরে যখন নাকি আমরা আসামের এ্যাক্টটা এখানে প্রচলিত করি সেটাতে অবশ্য আমাদের যে ষ্টাম্পবিষয়ক বিধি সেটা থেকে অবশ্য কম আমাদের দিতে হয়। আর অরিজিন্যাল যেটা সেটা থেকে আমাদের বেশী দিতে হয়। কিন্তু আমাদের মহারাজের আমলের সঙ্গে এখন বর্ত্তমানের আমলকে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা কি দেখি? আমাদের ত্রিপুরাতে কতগুলি এখন রাস্তা হয়েছে। তখন মহারাজার আমলে কতগুলি স্কুল ছিল এখন প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে আমাদের স্কুল হয়েছে। কতগুলি রাস্তা ছিল? এক ডিভিশন থেকে—যখন আমরা উদয়পুর থেকে আগরতলা আসতাম তখন সোনামুড়া দিয়ে আখাউড়া হয়ে তারপর আমাদের আসতে হত। ধর্ম্মনগর থেকে আমরা যখন নাকি আগরতলা আসতাম তখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ার মধ্য দিয়ে আসতে হত। কিন্তু আমরা এখন কি দেখছি। ধর্ম্মনগর থেকে এখন আগরতলা আসতে আমাদের বেশী খরচ করতে হয় না। তারপর উদয়পুর থেকে তখন আমরা কয়েক শ' মাইল রাস্তা অতিক্রম করে আগরতলা আসতাম এখন আমাদের ৩২ মাইল মাত্র এক ঘণ্টায় আমরা আসতে পারছি। তারপর কতগুলি হাসপিটাল মহারাজের আমলে ছিল? এখন কতগুলি হয়েছে? এছাড়া রাস্তা ঘাট অন্যান্য প্রভূত উন্নতি আমাদের ত্রিপুরায় হয়েছে এবং সংগে সংগে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় হয়েছে। তারপর আমাদের ত্রিপুরার আয় আমাদের দেখতে হবে। আমাদের বাজেটে দেখছি মাত্র ৭৮ লক্ষ টাকা এখন আমাদের আয়। কিন্তু আমাদের ব্যয় করতে হচ্ছে কত? আমাদের ব্যয় করতে হচ্ছে অন্ততঃ ১৪ কোটি বা ১৫ কোটি টাকার মত। এই যে আমাদের আয়, তার তুলনায় আমাদের ব্যয় কতটুকু বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই যে ১৫ কোটি টাকা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি? আমরা পাচ্ছি এটা অন্য প্রভিন্স থেকে এবং সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্টের দয়ার উপর নির্ভর করে আমরা পাচ্ছি। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা বলেছেন যে যারা নাকি লিটিগাণ্ট

দরিদ্র তাদের জন্য বিচারের দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে। আমরা বলব যে 'না' তাদের বিচারের দ্বার রুদ্ধ করা হয় নাই। তাদের এই স্টাম্প এ্যাক্ট দ্বারা বাঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে কার ? যাদের-নাকি শুধু বিঘা দুই ছিল মোর ভুঁই, যাদের নাকি দুই বিঘা জমি ছিল তাদের উপকার হয়েছে। আর যারা নাকি "এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি ; রাজার হস্ত করে সমস্ত কাংগালের ধন চুরি"। যারা নাকি কাংগালের ধন চুরি করে, যারা নাকি উপেনের মালিকের মত হঠাৎ খুশীমত চায় দুই বিঘা জমির আমার দরকার। একটা বাগান বাড়ী চাই। বাগানবাড়ী করতে হলে তার সেই দুই বিঘা জমি আমার চাই। সেইটা যেন তেন প্রকারেণ আমায় নিতে হবে। তারপর কোর্টে গিয়ে অনশন করিয়ে তারপর এই সমস্ত সাইলটিক জোঁক, এই যে সাইলটিক জোঁক তাদের হাত থেকে দরিদ্র ভূমির মালিক যারা তাদের রক্ষা করার জন্য এই সমস্ত আইন করা হয়েছে। আমাদের সরকার হলেন কংগ্রেস সরকার যে সমাজ তান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করবেন, এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। আমরা চাই সমাজের উচ্চ স্তরের যারা আছে এবং নিম্ন স্তরে যারা আছে তারা সকলে সমান অধিকার পান। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে যারা নাকি মামলাবাজ তারা কারা ? তারা যারা নাকি রাজা, মহারাজা, যারা জমিদার, যারা তালুকদার তারাই এই সমস্ত নিঃস্ব দরিদ্র তাদের উপর অযথা মামলা করে এবং সেই মামলা যদি করতে হয় তাদের উপযুক্ত কোর্ট ফি দিতে হয়।

Mr. Speaker :— I would remind the Hon'ble member that he is only to make a brief statement.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে দরিদ্র সে হয়ত বিচার পাবে না। আমি মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি যে আমাদের যে আইনের প্রভিশন আছে তাতে যারা নাকি দরিদ্র, যাদের কিছুই নাই তারা ইচ্ছা করলে পপারের মোকদ্দমা করতে পারেন। আইনে প্রভিশন আছে পপারের মোকদ্দমা যদি করতে হয় তাহলে তাদের ষ্টাম্প ডিউটি দিতে হয় না। তারপর ক্রিমিন্যাল কেসে অনেক ক্ষেত্রে আছে যারা নাকি দরিদ্র, যে সমস্ত কেস কগনিজেবল কেস, যে সমস্ত কেস যেটা নাকি উনাদের কেস সে সমস্ত কেসে ষ্টাম্প বা কোর্ট ফি দিতে হয় না। এটা সরকারই বহন করেন। তারপর যে সমস্ত উপজাতি আছে তাদের হয়ত আমাদের এখানে আইন আছে যে তাদের এই সম্বন্ধে কোন রকম জায়গা জমি বিক্রি করতে হয় না বা বিক্রি করবার পারমিশন তাদের দেওয়া হয় না। সেজন্য তারা অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত ষ্টাম্প ডিউটি থেকে রেহাই পায়। সুতরাং আমি বলছি যে এই যে ষ্টাম্প ডিউটিটা যেটা নাকি আসাম থেকে আমাদের ষ্টেটে আনা হয়েছে সেটা মহারাজের আমলে যে ষ্টাম্প এ্যাক্ট ছিল তার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে কম। সুতরাং ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে ষ্টাম্প এক্ট যেটা রিপিল করার জন্য মাননীয় সদস্য মহাশয় যে রিপিল বিল উত্তাপন করেছেন তার কোন যৌক্তিকতা নাই। সেজন্য আমি এই বিলের বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker :— I would now put the motion to vote. Now the question before the House is the motion moved by Shri Atiqul Islam for leave to introduce the Indian Stamp Act, 1899, as extended to the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1965.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

Voices :— AYES.

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

Voices. 'NOES'.

NOES have it, NOES have it.

Mr. Speaker :— We pass on to the Next Item. Private Members' Business—Resolution Next Business of the House is Private Members' Resolution. I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta, M. L A, to move his resolution that "this Assembly is of opinion that the Government should take immediate step to separate judiciary from the executive, within the current financial year so that administration of justice may be done without the least interference of the executive."

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— Hon'ble Speaker Sir, I move this Resolution that the Government should take immediate step to separate judiciary from the executive within the current financial year so that administration of justice may be done without the least interference of the executive.

Mr. Speaker :— There is one amendment to this motion given by Shri Krishnadas Bhattacharjee. I have admitted the amendment.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— Hon'ble Speaker Sir, এই প্রস্তাবটি আমি আজ হাউসের সামনে আনছি। এই হাউসে পূর্ব্বেও আমাদের এই অ্যাস্যুরেন্স দেওয়া হয়েছিল যে আমরা জুডিসিয়ারিটা এক্সিকিউটিভ থেকে সেপারেশানের জন্য চিন্তা করছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটার কোনরকম একটা ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার করে নাই। আমাদের সংবিধানের ৫০ ধারায় স্পষ্টভাবে একথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের কনস্ট্রিটিউশান বলেছে যে State shall take steps to separate the judiciary from the Executive in the public service of the State. কিন্তু আজকে ভারতের ৭।৮ টি স্টেটে সেটা কার্যকরী হয়েছে, কতকগুলি স্টেটে সেটা কার্যকরী করার পন্থা গ্রহণ করেছে, আর কতকগুলি স্টেটে তারা কার্যকরী এই বছরেই করবে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভার্ণমেন্ট, কেরলা, পাঞ্জাব, প্রত্যেকটি স্টেটে জুডিসিয়ারীকে এক্সিকিউটিভ থেকে সেপারেট করা হচ্ছে। গভর্ণমেন্টের যে তিনটি ডিপার্টমেন্ট—লেজিসলেচার, এক্সিকিউটিভ এবং জুডিসিয়ারী সেই সম্বন্ধে আজকে ভারতেই শুধু নয়, প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই কথাটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখবে এবং যে ফাংশানটা আজকে এক্সিকিউটিভ' এর করা প্রয়োজন, যদি এক্সিকিউটিভের হাতে সেই ফাংশানের সাথে অতিরিক্ত জুডিশিয়ারীর ফাংশানটা দেওয়া হয় তাহলে জাস্টীস্ সেখানে ব্যাহত হতে পারে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা দেখেছি যে ভারতের যতসব এমিনেন্ট জুরিষ্টস শ্রীএন, সি, চ্যাটার্জ্জী শীতল বেগ্ এবং মেনন্ প্রত্যেকেই ইমিডিয়েট্লি যাতে জুডিসিয়ারী এক্সিকিউটিভ থেকে সেপারেট করা হয়, তার দাবী করেছেন। সুপ্রীম কোর্টে আমাদের চীফ জাস্টিস শ্রীগজেন্দ্র গাদকার একথাটা বার বার বলেছেন যে যদি ভারতের লিবার্টি রক্ষা করতে হয়, যদি জনসাধারণের ফানডামেন্টাল রাইটকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে এক্সিকিউটিভের হাতে কোন অবস্থায়ই জুডিসিয়ারী রাখা উচিত নয় এবং ইমিডিমেট্লি, যত তাড়াতাড়ি সেটা সেপারেট করা হয় ততই দলের এবং দেশের মঙ্গল। কারণ এটা সোজা কথা যে এক্সিকিউটিভের কাজ হচ্ছে টু এক্সিকিউট দিস, টু এক্সিকিউট দি অর্ডার

সে কাজ এক্সিকিউশানের সময় সে যে কাজ করে, তার পাওয়ারটাকে, তার কাজটাকে এক্সিকিউট্ করার জন্য তার হাতে যদি জুডিশিয়ারী থাকে তাহলে অনেকসময়ে সে রুলিং পার্টির দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায়, অনেক সময়ে তার মধ্য থেকে একটা পার্টিজান স্পিরিট আসে, কারণ জনতার যে এক্সিকিউটিভ হেড, সে সরকারের কাজকে কার্য্যকরি করবার জন্য যেকোন পন্থা অবলম্বন করতে চায় এবং যে অর্ডারকে সে ক্যারি আউট করছে, এক্সিকিউটিভ অর্ডার কিংবা যে ল'টাকে এনফোর্স করছে সেই ল'টাকে এনফোর্স করতে যেয়ে সে নিজেই অনেকগুলি আইন বিরুদ্ধ কাজ করে ফেলে তার অজ্ঞাতে, সেগুলি থেকে রক্ষা করার জন্য, আইনকে সুন্দর ভাবে এবং ভালভাবে ইন্টারপ্রী.টশান করার জন্য আমাদের যে এক্সিকিউটিভ, তার হাত থেকে জুডিশিয়ারীকে সেপারেট করা প্রয়োজন। অনেক সময়ে দেখা যায় যে তার সুপীরিয়ার অফিসার্স, তার এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে ক্রীড়নক হয়ে সাধারণতঃ যারা তার নিম্নস্তরে কাজ করে তাদের প্রতি অন্যায় এবং অবিচার করে। কাজেই তাদের হাতে যদি বিচারের ভার থাকে, সে বিচার ঠিকমত হয়না, আর বিশেষতঃ যেখানে রুলিং পার্টি, যেখানে মিনিষ্টার্সরা হচ্ছেন একটা রুলিং পার্টির রিপ্রেজেণ্টেটীভ, সে পার্টির কাজে যখনই দরকার, দলগত কাজের স্বার্থ সে দেখে এবং সেটা দেখতে গিয়ে সাধারণতঃ দেখা যায় যে তার পার্টির স্বার্থে সেই এক্সিকিউটিভ অফিসারকে কাজে লাগায় এবং তার হাতে যদি ম্যাজিস্ট্রেসি থাকে তাহলে আমরা জাষ্টিস্ পেতে পারিনা। তার কয়েকটি প্রমাণ আমি দিতে পারি যে বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থায় সদরের যে জোন্যাল এস, ডি, ও, তিনি যেভাবে শাসন কার্য চালাচ্ছেন, তার হাতে যদি বিচারের ক্ষমতা থাকে তার পরিনাম কি হয় আমি তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। বিক্রম দেববর্মা নামে একজন লোক সে জামিনে আদালত থেকে খালাস পেল একটা কেসে, কিন্তু তৎক্ষনাৎ জোন্যাল এস, ডি, ও, তার জীপ্ করে গিয়ে তাকে আবার এ্যারেস্ট করে নিয়ে আসল এবং তাকে আবার হাজতে পুরল অন্য একটা কেসের বলে। আরও একটা কেসে দেখা যাচ্ছে যে কিছুদিন পূর্ব্বে রাধারমন দেবনাথ, তাকে একটা গরু চুরির কেসে ১০ হাজার টাকা জামিন দাবী করল এবং মাসের পর মাস তাকে জেলখানায় রাখল কিন্তু চার মাস পরে দেখা গেল তার নামে ফাইন্যাল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, কোন চার্জসীট দেওয়া হয় নাই। এই যদি অবস্থা হয়, যে "সাপ হয়ে দংশন করা, আর ওঝা হয়ে ঝাড়া", এই যে একটা প্রহসন এক্সিকিউটিভ অফিসার কিংবা এস, ডি, এম জোন্যাল এস, ডি, ও, তাঁরা করে যাচ্ছেন, তার একটা রেমিডি দরকার। ইদানিং আমি জানি যে মোহনপুর এলাকায় একটা জমিতে ট্রাইবেল রিহ্যাবিলিটেশান ব্যাপারে কিছু লোকের মধ্যে ঝগড়া হয়, কিন্তু এই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে এই জোন্যাল এস, ডি, ও সে এলাকার যারা অপোজিশান লীডার এবং কর্মী তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাদের দুই একজনের জামিন পর্য্যন্ত তিনি না মন্জুর করেছেন, তারপর আজ কোর্টে গিয়ে তারা জামিন পান। এই যে অবস্থা, এই অবস্থার যদি আমরা পরিবর্ত্তন করতে চাই, যদি নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করতে চাই, তাহলে জুডিশিয়ারীকে, এক্সিকিটিভ থেকে যেকোন অবস্থায় আলাদা করা দরকার। আমি জানি একটা ব্লক ডেভ্লাপমেণ্ট কমিটির মিটিং এ একজন ভি, এল, ডব্লিউ বলেছিল যে অনেকে ফার্টিলাইজার নেননা। আবার অনেককে ফার্টিলাইজার নিতে নিষেধ করে, তখন এই জোন্যাল এস, ডি, ও বল্লেন আমার কাছে তাদের নাম দিয়ে দিন আমি তাদের পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে হাজতে পুরব। তখন আরেকজন অফিসার বল্লেন যে হাজতে পুরতে পারেন কিন্তু আইনে ত তারা শাস্তি পেতে পারেনা, আইনে সে খালাস পেয়ে যাবে, তার উত্তরে তিনি বল্লেন যে খালাসত পড়ে পাবে, আমি তাদের হাজতে পুরে রেখে শিক্ষা দিয়ে দেব কেন

তারা ক্যার্টলাইজার নেয়না। এই যদি একটা অফিসারের দৃষ্টিভংগী হয়, আর তার হাতে যদি ম্যাজিস্ট্রেসী থাকে, তার হাতে যদি বিচারের ভার থাকে, সেই বিচার বানরের হাতে তলোয়ারের মতই হয়ে যায়। বানরের হাতে তলোয়াড় দিয়ে সেই শিশুকে রক্ষা করার যে গল্প, তার যে পরিনাম দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে সে শিশুকে হত্যা করে। অতএব এইরকম হাকিমের হাতে আইন শুধু হত্যাই হয়। তাই যদি আইনকে বাঁচাতে হয়, যদি আইনকে রক্ষা করতে হয়, জনসাধারণকে যদি আইনের সুযোগ সুবিধা দিতে হয় তাহলে এই অবস্থায় আমাদের উচিত বিচার বিভাগকে, কার্যকরী বিভাগ থেকে আলাদা করা। শুধু আমি কম্যুনিষ্ট কংগ্রেস বলছিনা, একটা এস, ডি, এম, একজন এক্সিকিউটিভ অফিসার তাকে নানা লোকের সাথে তার কার্যক্ষেত্রে সবসময়ে যেতে হয়, সেখানে সে অনেক লোকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরে। আমি জানিইদানিং একজন কংগ্রেস কর্মীকে হাজতে পুরা হয়েছিল, তার পূর্বেও তাকে আরেকবার হাজতে পুরা হয়েছিল গরু চুরির কেসে, এবং তাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়, কোন চার্জসীট না দিয়ে, তার কারণ হচ্ছে যে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের সে একটি দলভুক্ত হয়ে পড়েছে, এটাই হচ্ছে তার একমাত্র কারণ। এতে কংগ্রেসের সুনাম হয়না।

Mr. Speaker :— This is not relevant here.

শ্রীপি. আর দাশগুপ্ত ঃ— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার বক্তব্য যে একজিকিউটিভ অফিসার কিভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তার একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্যই আমি এই বক্তব্য এখানে রেখেছি এবং কতকগুলি ঘটনা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের এখানে যদি একজিকিউটিভ এর হাতে শাসন ক্ষমতা থাকে, তাহলে কি অবস্থা দাঁড়ায়। ২য় কথা হচ্ছে এস, ডি, ও, মাসে কয় দিন অফিসে বসেন কয় ঘণ্টা কোর্টে বসেন, এর ফলে জাষ্টিস ডিলেড হয়। জাষ্টিস যদি ডিলেড হয়, তার ভাব অর্থ হচ্ছে জাষ্টিস ডিনাইড এবং এই অবস্থা ত্রিপুরায় চলছে। ত্রিপুরার যদি রেকর্ড দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এস. ডি, ও রা বছরের পর বছর এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। এস, ডি, ও, আজ এই কেসে চলে যাচ্ছেন, কাল সেখানে চলে যাচ্ছেন, ব্লক ডেভলাপমেন্টের কাজে, এই কাজে সেই কাজে এখানে সেখানে চলে যাচ্ছেন কিন্তু কার্য্যতঃ শাসন ব্যবস্থা ব্যহত হচ্ছে, বিচার ব্যহত হচ্ছে। রোজ গরীব লোক গ্রাম থেকে আসছে, হাজিরা দিচ্ছে, চলে যাচ্ছে, হাকিম নাই, হাকিম কোন সময়ে কোর্টে উঠবে তার স্থিরতা নাই। সে অবস্থা যদি চলে তাহলে লোকের মনে কি হতে পারে বিচারের প্রতি, আইনের প্রতি। যে সংবিধানে আমাদের এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, যে সংবিধান আমাদিগকে অনেক অধিকার দিয়েছে, যে সংবিধান, আইনকে উপরে স্থান দিয়েছে, অনেক উচ্চে বসিয়েছে সেই আইন যাতে ঠিকমত কার্য্যকরী হয়, সেদিকে আমাদের সরকারের দৃষ্টি রাখা দরকার। সেইদিকে বিবেচনা করেই আমি এই প্রস্তাব রেখেছি যে যেখানে সারা ভারতবর্ষে, প্রত্যেক প্রদেশে জুডিশিয়ারীকে, একজিকিউটিভ থেকে সেপারেট করা হয়েছে এবং কোন কোন ষ্টেটে হচ্ছে এই বছরেই সে জায়গায় আমাদের ত্রিপুরা স্টেটে সেটা হওয়া দরকার এবং দরকার এইজন্যে যে ন্যায় বিচার যাতে কোন অবস্থায়ই ব্যহত না হয় এবং বিচারের মধ্যে যাতে কোনরকম পার্টিজেন দৃষ্টিভঙ্গী না আসে, বিচারের মধ্যে যাতে এক্সিকিউটিভ ইন্টারফারেন্স না থাকে এবং এক্সিকিউটিভ বডি যে কাজ করে সে কাজে যে অনেকসময়ে ডিফেণ্ড করার ক্ষমতা, জুডিশিয়ারী ক্ষমতা থাকে, বেআইনিভাবে তার ডিপার্টমেন্টের কাজকে ডিফেণ্ড করার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা বলে অনেক সময়ে এক্সিকিউটিভ অফিসার বেআইনি রায় দিয়েথাকেন এবং তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে যে আজ কোর্টে আপিল করে, হাই কোর্টে আপীল করে আসামী খালাস পেয়েছে সেই এস, ডি, এম' এর রায়ের বিরুদ্ধে। তার কারণ সেই মেজিষ্ট্রেটরা সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে ডিপার্টমেন্টের

বেআইনি কাজকে ডিফেণ্ড করে এবং রায় দিয়ে দেয়, সেই রায়ের সাথে তার কোনরকম বাস্তব বোধ থাকেনা এবং সেই রায় আইনসংগত রায় হয়না এবং তার জন্য দেখা যায় অনেক এস, ডি, এম তার রায়ের জন্য স্ট্রিক্চার খাচ্ছে। তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের পাওয়ার কে দেন? থার্ড ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, সেইযে তাদের আইন করবার ক্ষমতা, বিচার করবার ক্ষমতা সেইদিকে আমরা কি দেখছি; আজ তারা থার্ড ক্লাস পাওয়ার পাচ্ছে, কাল তারা সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়ার পাচ্ছে আবার দুইদিন পরে দেখি ফাষ্ট ক্লাস পাওয়ার তাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে কম্পিটেন্ট কি কম্পিটেণ্ট নয় সে দিকে বিচার করে দেখে কে? এইভাবে বিচার না করে, যদি একজনের হাতে বিচারের ভার দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় অনেক সময়ে যে একজন ইনকম্পিটেন্ট লোকের হাতে বিচারের ভার চলে যায়। এছাড়া একজন এক্সিকিউটিভ হেডকে নানা কাজে নানা জায়গায় চলে যেতে হয় এবং আইন আদালত খালি পরে থাকে। এই অবস্থার কারণ হচ্ছে যে এক্সিকিউটিভদের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেসী থাকার দরুন এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এইযে অবস্থা এইগুলির যদি পরিবর্ত্তন করতে হয়, এইগুলির যদি অবসান করতে হয় তাহলে এক্সিকিউটিভ'এর হাতে থেকে জুডিশিয়ারীকে সেপারেট করা বিশেষ প্রয়োজন। তাই আমি হাউসকে অনুরোধ করছি এবং হাউসের কাছে এই প্রস্তাব রাখছি যাতে জনসাধারণের দিকে দৃষ্টি রেখে জনসাধারণ যাতে ন্যায় বিচার পায়, যাতে ইম্পার্শ্যাল বিচার পায়, কোন এক্সিসিউটিভ হেড তার ডিপার্টমেণ্টের কোন কর্মচারীর উপর যাতে কোন বেআইনি হস্তক্ষেপ এবং বেআইনিভাবে কোন অবিচার করতে না পারে, তাকে যাতে আইনগতভাবে বিচার করা হয় এবং বেআইনির হাত থেকে যাতে মুক্তি পেতে পারে এবং তার বিচার যাতে আইনের মধ্য দিয়ে হয় এবং বিচারের মধ্যে যাতে বাহিরের প্রভাব না পরে সেজন্যই জুডিশিয়ারীকে এক্সিকিউটিভ থেকে সেপারেট করা আমাদের প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :— I would now request the Hon'ble Member Shri Krishnadas Bhattacharjee to move his amendment.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন এটার উপর আমি একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট নিয়ে এসেছি। আমি প্রথমে আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি হাউসের সামনে রাখছি। এই রিজল্যুশানের ২য় লাইনে একটি শব্দ আছে 'immediate'. The word 'Immediate' occuring in the resolution should be replaced by the word necessary' at that place.

In the 3rd line the words 'Within the current financial year' occuring in the resoulution should be substituted by the words 'as early as possible'.

In the last line the words 'so that administration of justice may be done without the least interference of the executive' occuring in the resolution should be omitted. The amended resolution should therefore stand as follows :

"This Assembly is of opinion that the Government should take necessary steps to separate judiciary from the executive as early as possible".

Judiciary and Executive এই দুইটিকে আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস সরকারই প্রথম করেছিলেন এবং সেটা তারা যখন তাদের কনস্টিটিউশান তৈরী করেন তখন

কনস্টিটিউশানের মধ্যে কংগ্রেস সরকার—কংগ্রেস মেজরিটি সেখানে কনস্টিটিউটিভ অ্যাসেমব্লিতে ছিল এবং সেটা আলাদা করার যে পলিসি সেই পলিসিটা তাদেরই, অন্য খানের ফিলসফি থেকে ধার করে আনা হয়নি। কম্যুনিষ্ট ফিলসফি থেকে ধার করে আনতে হয়নি, সেটা আমরা নিজেরাই করেছি।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2. p. M.

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Member Shri Krishnadas Bhattacharjee to Sontinue his Speech.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে Ammendmentটি House এর কাছে এনেছিলাম, তার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলবো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বৃহত্তম-দল, সেইদল যে আদর্শে দেশকে পরিচালনা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন, সেই আদর্শে প্রনোদিত হয়ে, সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই Constitutionএ Constituent Assembly Judiciaryকে Executive থেকে আলাদা করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে সেইদল সরকার গঠন করে Constitution এর ধারাকে কার্য্যকরী করার প্রয়াস করছেন এবং ক্রমশঃ সেগুলি কার্য্যকরী হচ্ছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী করতে গেলে Practical difficulties arise করে; তারজন্যে ঠিক যত সত্বর সেটা করার উদ্দেশ্য ছিল সেটা পারা যাচ্ছে না—যেমন ভাষা প্রশ্ন, যে রকম রাখা হয়েছিল Constitutionএ সেরকম ভাবে হতে পারেনি। ঠিক তেমনি Judiciary এবং Executive কে Separate করার যে নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছিল সেটি বাস্তবে রূপায়িত করতে বিলম্ব হচ্ছে। অবশ্য ক্রমশঃ বিভিন্ন রাজ্যে সে নীতিটি গ্রহণ করা হচ্ছে। একটি State এ বোধ হয় fully নেওয়া হয়েছে—সেটি মাদ্রাজ। এবং বাকী State গুলিতে ক্রমশঃ নেওয়া হচ্ছে। তবে Full Spead এ নেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয় না, ক্রমশঃ নেওয়া হচ্ছে। সেইদিক থেকে আমাদের অন্যান্য যে State গুলি আছে, তাহা অনেকদিন আগেই বিধান সভা পেয়েছে। কাজেই তারা পুরানো এবং তাদের অভিজ্ঞতাও বেশী, তারা ক্রমশঃ Judiciaryকে Executive থেকে আলাদা করছেন। আমরাও নূতন বিধানসভা পেয়েছি। আমরা সেই বিষয়ে চেষ্টা করছি এবং সেই জন্যে এই যে Resolution এসেছে তাতে যে'immediate' শব্দটি রাখা হয়েছে তার সঙ্গে Co-ordinate হয়েছে আবার একটি "Time limit, within the current Financial year" আমার মনে হয় যে Assembly থেকে এই ভাবে একটি Dead Line বেঁধে দেওয়া উচিত নয়। কারণ দেখা যাচ্ছে যে কোন State এখনও সেটাকে কার্য্যকরী করতে পারে নি। ক্রমশঃ কার্য্যকরী হচ্ছে এবং কতগুলি Practical difficulties এর দরুন দেরী হচ্ছে। আজকে আমরা নূতন বিধানসভা পেয়েছি, আজকেই যদি আমরা এইখানে আমাদের সরকারকে এমন একটি Dead Line বেঁধে দেই তাহলে সেটা উচিত হবে না বলেই মনে হয়। কারণ যদি কোন কারণে এই Dead Line এর মধ্যে তারা না করতে পারেন তাহলে আবার Dead Line কে বাড়াতে হবে। সেটি খুব যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না। সেইজন্যে এই যে "Within the Current Financial year" এই Resolution এ রাখা হয়েছে সেটাকে "As early as Sossible" করে একটু relax করার Ammendment আমি এনেছি। কারণ Dead Line কোথায় বাঁধা হয়, Dead Line বাঁধার প্রয়োজন সেখানে যেখানে নাকি কোন Action দেখা যাচ্ছে না। যেখানে Dead Line বলা সত্ত্বেও বা নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোন কিছু করা হচ্ছে না, যেখানে কোন কাজ করা হচ্ছে না, সেইখানে Dead Line বাঁধার প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু

আমাদের ত্রিপুরা সরকার এই বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ আছেন, এবং তারা ক্রমশঃ Judiciary ও Executive কে আলাদা করার প্রথম ধাপ হিসাবে বিচার বিভাগে যে সমস্ত Executive আছেন—আস্তে আস্তে তাদের কে withdraw করে নেওয়া হচ্ছে। যেমন Separate Trying Magistrate, Munsif দেওয়া হচ্ছে, যাদের কাছে এই Criminal Case গুলি যাচ্ছে এবং যে সকল Munssif নিযুক্ত করা হচ্ছে তাদের কাছেও অনেক Criminal Case Transfer করা হচ্ছে। S. D. M. ছাড়া অনেক Trying Magistrate দেওয়া হচ্ছে যাদের কাছে Case গুলি যাচ্ছে যাতে করে তাদের কোন Executive Function করতে না হয়। Executive Function করতে হয় এবং বিচারও করতে হয় এমন যে Post সেই Post কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং ক্রমশঃ Executive Magistrateদের withdraw করে নেওয়া হচ্ছে। এইদিক থেকে সরকার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন যার দ্বারা Executive থেকে Judiciary কে আলাদা করা যায়। কাজেই এই সম্পর্কে সরকার যেখানে সচেষ্ট রয়েছেন এবং all ready কাজ করছেন সেখানে একটা Dead Line বেঁধে দেওয়া উচিৎ হবে না। সেই জন্য আমি "Within the Current Financial year" যে Dead Line টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেটাকে relax করে "As early as possible" শব্দটি প্রস্তাব করেছি। আর Resolution এ তার পরবর্ত্তী যে দু'টি লাইন "So that Administration of justice may be done without the least interference of the Executive" এর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। কারণ Judiciary এবং Excutive আলাদা হলে Executive interference থাকবে না এটাই স্বাভাবিক এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সংবিধানে Executive কে Judiciary থেকে আলাদা করার প্রস্তাব করা হয়েছে, নীতি নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই কথাটি এখানে থাকার প্রয়োজন হয় না। সংবিধানের ধারার পেছনে এই উদ্দেশ্যটি রয়েছে এইজন্যই সংবিধান মতে Judiciaryকে Executive থেকে আলাদা করার পরিকল্পনা রাজ্যগুলি নিয়েছেন। মাননীয় সদস্য যিনি এই প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন তিনি তার প্রস্তাবটি রাখতে গিয়ে বারবারই বলেছেন যে যারা নাকি Trying Magistrate অথচ Executive function ও করেন তারা Ruling Partyর দ্বারা influenced হন, Ruling Party দ্বারা influenced হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অস্বীকার করছিনা। Ruling Partyর দ্বারা influenced হন এই কথা বলে তিনি এমন কোন একটি দলকে আক্রমণ করার, আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তি—বিশেষকেও আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। তবে একটি কথা, influenced হওয়ার নিদর্শন কেরেলায় কমিউনিষ্ট শাসনে যা দেখেছি সেটা বোধহয় চরম। সেরকম নিদর্শন আর কোথায়ও দেখা যায় নি। Judiciaryকে influenced করার যে নিদর্শন কেরেলায় কমিউনিষ্ট শাসনকালে দেখা দিয়েছিল সেই ভয়াবহরূপ আর কোথাও দেখা যায়নি। ত্রিপুরাতে তিনি কতগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, অবশ্য তিনি আরো একটি কথা বলেছেন যে অনেক কংগ্রেস—কমরেড্কে নাকি জেল হাজতে রাখতে হয়েছে। তাঁর নিজের কথার দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে যে বিচার বিভাগ কংগ্রেস—কমিউনিষ্ট বিচার করেনা। যে অপরাধ করবে তাকেই হাজত দেবে। তিনি অবশ্য একটি জিনিষ ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠদলের উপর একটা আঘাত হানবার চেষ্টা করেছেন। আঘাতটি একটু হালকা হয়ে যায় যদি কংগ্রেস কমিউনিষ্টকে হাজতে রাখা হয়েছে এই কথাটি বলেন। সেটাকে ঘুরাবার জন্যে একটু colourদিয়েছেন যে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সেই লোকটি নাকি কোন বিশেষ গ্রুপে থাকার জন্য জেল

হাজতে গিয়েছেন। তিনি হাজত খাটার জন্য কাজটি করেছেন তাই হাজতে গিয়েছেন। House এ যাতে তাঁর faults গুলি না আসে সেইজন্য তিনি একথাগুলি বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে সেটা নয়। কোন দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অন্য কিছুই নয়, আসলটি হলো কংগ্রেস হউক, কমিউনিষ্ট হউক বা কোন দলেরকর্ম্মীই হউক যে অপরাধ করেন তাকে হাজতে যেতে হয়। কিন্তু আমাদের মাননীয় সদস্যের কথা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের বিচার বিভাগ, আমাদের S. D. M. সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না। অপরাধ যে করবে তাকেই শাস্তি পেতে হবে। এই দিক দিয়ে influence কথাটি কি করে আসে আমি তা বুঝতে পারছিনা। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে S. D. M. কয়দিন Court এ বসেন ইত্যাদি নানারকম অভিযোগ করেছেন যে Executive কাজের মধ্যে তারা নিযুক্ত থাকেন। এইগুলি তাদের করতেই হবে না হয় শান্তিরক্ষা করা মুস্কিল হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় তাদের আরও দায়িত্ব রয়েছে সেগুলিও তাদের করতে হচ্ছে তার জন্যই তাঁদের সঙ্গে attach করে Trying Magistrate দেওয়া হচ্ছে অবশ্য বর্ত্তমানে কয়েকজন Magistrate কমে গিয়েছে, কারণ অনেকে retire করেছেন বা traininigএ গিয়েছেন, কিন্তু সেগুলি আবার fillup করা হবে এবং করা হচ্ছেও। তাতে তিনি যদি বাহিরে থাকেন বা অন্য কাজে যুক্ত থাকেন তাতে বিচারের কোন অসুবিধা হয় না, আপাততঃ কিছুদিন হয়তো, আমি যে difficulties এর কথাগুলি বললাম, retirement, training ইত্যাদির জন্য কতগুলি post খালি রয়েছে। কিন্তু সেইগুলি fiillup করার জন্য সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন এবং fillup করে নিচ্ছেন এটি আমার জানা। সেইজন্যই তিনি যে resolutionটি এনেছেন এবং তার পেছনে যে নীতি আছে সেই নীতি গুলি আমরা alreaday সমর্থন করেছি এবং সেটি গ্রহণ করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, তবে কয়েকটি বিষয়ে কতগুলি শব্দ যেগুলি দিয়েছেন সেগুলি amend করে আমরা এইresolutionটি সমর্থন করতে রাজী আছি। কারণ সেটি আমাদেরই নীতি, আমরাই এই নীতি গ্রহণ করেছি। আমরা এই নীতি কার্য্যকরী করব এবং Constitution এর যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য আমরা ultimately fulfill করবই যত বাধা বিপত্তি থাকুক। হয়তো কার্য্যকরী করতে গিয়ে নানা রকম বাধার সৃষ্টি হতে পারে, সেগুলিকে দূর করে অল্প সময়ের মধ্যে সেটিকে কার্য্যকরী করবই। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই resolution টিকে with amendment গ্রহণ করতে রাজি আছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Sri Birchandra Deb Barma.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে রিজলিউশন এনেছিলাম তার উপর মাননীয় সদস্য কৃষ্ণদাস বাবু যে amendmentটি এনেছেন আমার মনে হয় আমার রিজলিউশনের যে স্পিরিট এবং যে উদ্দেশ্যে আমি এনেছিলাম সেটাকে তারা গ্রহণ করেছেন। কাজেই আমি সেই রিজলিউশনটি amendment সহ গ্রহণ করছি—এবং আমার Resolutionটা withdrw করছি।

Mr. Speaker :— তিনি যে amendmentটা গ্রহণ করছেন এবং তাঁর Resolution withdraw করছেন—I like to know the senoe of the House. If the House agrees, I may allow him to withdraw. May I take it that the House is of unanimous opinion.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— ইয়েস্।

Mr. Speaker :— The Resolution of Shri P. R. Das Gupta is withdrawn with the leave of the House.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে রিজলিউশনটা amended করমে রাখা হয়েছে আমি সেটা সমর্থন করছি। এটা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, বিচার বিভাগকে যদি সুষ্ঠুভাবে চালাতে হয় তাহ'লে এক্সিকিউটীভ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে রাখা দরকার এবং তা কনষ্টিটিউসনে ও স্বীকৃত হয়েছে। এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি যে মহারাজার সময় আমাদের এখানে বিচার বিভাগ এক্সিকিউটিভ থেকে পৃথক ছিল। সদর ম্যাজিষ্ট্রেট যিনি ছিলেন তাঁকে কোনরকমের Executive Function করতে হত না। এখানকার Chief Justice K. C. Nag এর যে Law Joarnal বেরিয়েছিল, তাতে তিনি forward এ লিখিয়েছিলেন যে এখানকার বিচার বিভাগ Executive থেকে পৃথক। এই ত্রিপুরা ষ্টেট, though it is small, কিন্তু তার যে ভিতরকার functioning, it is well organised এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ এখানে সম্পূর্ণ ছিল। কাজেই এই দিক থেকে আমি বলব যে বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় যে শাসন ব্যবস্থা চলছে তাতে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা একান্ত দরকার। এটা এদিক থেকে দরকার, কারণ আমরা দেখি যে S. D. M এর উপর যে সমস্ত department এর ভার দেওয়া হয় সেটা huge. তাকে সমস্ত কিছু কাজ করতে হয় তার উপরও বিচারের কাজ করতে হয় যার জন্য সেই ভদ্রলোকের ইচ্ছা থাকলেও বিচারের দিকদিয়ে যথেষ্ঠ সময় তিনি অতিবাহিত করতে পারেন না। অন্যান্য যেসমস্ত কাজ আছে সেগুলিও দায়িত্বপূর্ণ কাজেই তাকে করতে হয়। কাজেই বিচার বিভাগকে যদি সম্পূর্ণ ভাবে পৃথকীকরণ না করা হয় তাহলে যথাযথভাবে বিচার পাওয়া যায়না। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা প্রমোদ বাবু বলেছিলেন "Justice delayed, justice denied" আমরা এখানে দেখি কত নিরীহ litigant রোজ আসে আবার সাক্ষী নিয়ে রোজ চলে যায় date পড়ে কারণ হয়ত আজ S. D. M. আসতে পারলেননা, আজকে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন অন্য দিকে। কাজেই এভাবে litigant দের দিনের পর দিন আসতে হয় যেতে হয়। দিনের পর দিন তারিখ পড়ে, মোকদ্দমা delay হয়। শুধু মোকদ্দমা disposed হলেই চলেবে না। আর একটি কথা আছে সে Justice not only to be done, it is to be shown. Justice যে করা হচ্ছে এটা শুধু বল্লেই চলবেনা। জনসাধারণকে বুঝাতে হবে যে সত্যি সত্যিভাবে Justice আমি তোমাদের দিচ্ছি। কাজেই তার কাজ কর্ম্ম দ্বারা জনসাধারণের মনে এই প্রত্যয় নিয়ে আসতে হবে যে তোমার উপর justice করা হচ্ছে। কাজেই একজন লোককে যদি সব সময় এই বিচারের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হয়, সে যদি সব সময় এই বিচারের বিষয় খুটিনাটি আলোচনা করে সেগুলি যথাযথ মীমাংসা করে তাহলেই জনসাধারণ বুঝতে পারে যে justice is not only done, it is shown also. এই সম্পর্কে অধিক কিছু বলা নিস্প্রয়োজন। আমি শুধু কয়েকটা occurance এর কথা বলব যার দ্বারা বর্ত্তমানে litigant দের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি যে, পুলিশ যখন কাউকে গ্রেপ্তার করে তখন আমাদের যে Cr. P. C. তার মধ্যে আছে যে memo of evidence অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ পেয়েছে সেই প্রমানগুলি Magistrate এর সামনে হাজির করতে হয়। কারণ একটি allegation করলেই বা একটা এজাহার পেলেই কাউকে গ্রেপ্তার করা এটা আইনের উদ্দেশ্য নয়। তার কি কি প্রমাণ আছে সেই memo of evidence Magistrate এর কাছে place করতে হয়। Magistrate সেই memo of evidence দেখে তারপর বলবেন সে লোকটাকে হাজতে দেওয়া দরকার কি দরকার নয়। কিন্তু এখানে হয়কি? একটা F. I. R. দিল, একটা কিছু Case হল তার সঙ্গে সঙ্গে arrest, সমগ্র পাড়াশুদ্ধ arrest, তার দ্বারা

কেবলমাত্র যারা arrested হয় তাদেরই শুধু দুর্ভোগ ভুগতে হয় না, সরকারের যে case সেই case ও suffer করে। কেননা যেই সমস্ত লোককে arrest করল, এর পরে লোক ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। evidence gather করার সুবিধা হয়না। লোকে ভয়ে ঠিকঠিকভাবে evidence দেয়না। আমি জানি এর জন্য বহু সরকারী case fail করে, কাজেই এসম্পর্কে যে সমস্ত নীতি রয়েছে সেগুলো fulfilled হয় না। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমানে যারা বিচারক তাঁরা ততখানি বিচার বিবেচনা করার সুযোগ পান না, কেননা তাঁরা পুরাপুরি executive এর সাথে জড়িত। তারা নিজেদের বিচার বিবেচনা, Judicial কাজ কর্ম্ম, আইনের ঠিক ঠিক spirit অনুযায়ী কাজ করতে পারেন না। যদি কাউকে পুলিশ ধরে বলে যে এই section এ আমি তোমাকে arrest করলাম, তৎক্ষনাৎ তাদের মনে হয়ে যায় যে, যদি এইলোকটিকে আমি জামিনে দেই তা'হলে আমার হয়ত চাকরীর নানারকম ক্ষতি হতে পারে। আমি একটা concrete case দিচ্ছি। বুধজং স্কুলের সামনে থেকে (সেখানে একটা military barrack আছে) যে এখানকারই চিরস্থায়ী অধিবাসী, military ধরে পুলিশের হাতে handover করে দিয়েছে। পুলিশ তাকে under Section 54 এ Cr. P. C. এ arrest করে S. D. M. এর কাছে forward করল। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যেহেতু military তাকে handover করেছে S. D. M. তার জামিন দিলেন না ৩ দিন পরে পুলিশ বলল যে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া হল। অথচ একটা লোক ৩।৪ দিন হাজতে থাকল, এবং তার যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার personal liberty সেটা ব্যাহত হ'ল। Constitution এর যে fundamental right সেটা ব্যাহত হল। এটাই শুধু একমাত্র instance নয়। এরকম ভুরিভুরি instance আমি এই House এর সামনে দিতে পারব। কিন্তু সেটা দেওয়ার দরকার পড়ে না। যদি Judiciary separate হয় তাহ'লে বিচারকদের বিচার করবার সুবিধা হয়, তারা স্বাধীন ভাবে বিচার করতে পারেন। যদি Judiciary separate না হয় তাহ'লে তারা সেটা করতে পারেন না। কাজেই Constitution এর যে provision রয়েছে সেটা ত্রিপুরায় অতি সত্বর চালু হবে এটাই আমি আশা করব। এবং এটাও আমি আশা করব যে ত্রিপুরার যে ঐতিহ্য আমরা জানি যে মহারাজার আমলেও Judiciary was quite separate from the Executive এবং সেইজন্য ত্রিপুরাতে এটা যাতে তাড়াতাড়ি চালু হয় সেইটাই আমি আশা করবো। আমাদের শাসক কর্ত্তৃপক্ষ যাঁরা আছেন সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি রাখবেন। সেদিকে দৃষ্টি দিলে ত্রিপুরার জনসাধারণের বিচারের পথ সুগম হবে। বিচার শুধুমাত্র করলেই চলবে না, বিচার প্রদর্শন ও করা চাই। বিচার যে লোক পাচ্ছে সে যেন মনে মনে চিন্তা করতে পারে, convinced হতে পারে, হ্যাঁ, আমার উপর সত্যিকারের বিচার করা হলো। Justice not only to be done, it is to be shown, কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের যে প্রস্তাব সেটা আমি সর্ব্বান্তঃ করণে সমর্থন করছি। আমি মনে করি শাসক কর্ত্তৃপক্ষ যারা এখানে আছেন তারা এই কাজে খুব তাড়াতাড়ি ব্রতী হয়ে ত্রিপুরার ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করবেন।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই House এর সামনে যে প্রস্তাব এসেছে তা আমি সমর্থন করছি। এ প্রস্তাবে বলা হয়েছে ত্রিপুরাতে Judiciary কে Executive থেকে Separate করার জন্য। এই প্রস্তাবটি বাস্তবিক পক্ষে ভারত সরকার দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা করছেন, এই

জন্যেই ১৯৫০ ইংরেজীতে যখন সংবিধান রচিত হয় তাতেও এই মর্মে ধারা রয়েছে। সংবিধানের Article 50 তে আছে যে প্রত্যেক State এ Judiciaryকে Exeuctive থেকে separate করা হবে এবং যতগুলি State আছে তারা সেই বিষয়ে চেষ্টাও করছেন। আমাদের ত্রিপুরা সরকারও সেদিকে চেষ্টা করছেন। আমাদের এই বিধানসভা নূতন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরাতন বিধানসভা যে সব জায়গাতে আছে সেখানেও এখন পর্য্যন্ত একাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এই অবস্থায় আমাদের ত্রিপুরা নূতন বিধানসভা পেয়েছে। আমাদের সরকার ও সেদিকে চেষ্টা করছেন এবং আমি আশা করি তা অবিলম্বে কার্য্যে রূপায়িত হবে। এখানে শুধু Judiciaryকে Executive থেকে separate করলেই চলবে না, তারজন্য আমাদের আনইগুলির কিছু পরিবর্ত্তন করতে হবে, যেমন Cr. P. C. ১৪৪ নং Section এ authorise করছেন S D. O., S. D. M কে। যদি Judiciaryকে Executive থেকে আলাদা করতে হয় তাহলে Cr.P.C.র এই ধারার ও amend করতে হবে। এই রকম আরও কয়েকটি ধারা আছে; Judiciaryকে Executive থেকে separate করতে হলে এইগুলির পরিবর্ত্তন করা বা amend করা দরকার। কাজেই এইসব ঠিক করে Judiciaryকে Executive থেকে separate করা হয় তারজন্য আমিও ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করবো। এইখানে সেই Judiciaryকে Executive থেকে Separate করতে হলে Administrative কাঠামোকেও পরিবর্ত্তন করতে হবে এবং সেইজন্য অর্থের ও প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমানে দেশের যে অবস্থা সেই অবস্থায় অতি সত্বর তা সম্ভবপর নয়। কিছুদিন সময় আবশ্যক। কাজেই এই অবস্থায় যে সংশোধনী প্রস্তাবটি এসেছে তা আমি সমর্থন করছি। এই থানে মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা একটা কথা বলেছেন যে Judiciaryকে Executive থেকে separate না করায় বিচার বিভ্রাট ঘটছে এবং বিচারকরা নাকি বিচারে বিভ্রাট ঘটায়। এই কথা আমি সমর্থন করিনা। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক Sub-Division এ Munssif Magistrate রয়েছেন, তারা Criminal case করে থাকেন। যেমন আমি ধর্ম্মনগরে দেখেছি more than 50% criminal case Munssif Magistrate করে থাকেন এবং অন্যান্য case Trying Magistrate যারা আছেন তাঁরা এবং S. D. O. রাও করে থাকেন। তারা কোন Exeutive work করেন না। সুতরাং এই অবস্থাতে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কথা বলছেন তা আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারছি না। কতগুলি Case এ হয়তো অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এইখানে তিনি একটা কথা বলেছেন যে আসামীকে arrest করলে Memo of evidence করে দেওয়ার বিধান আছে, এরকম একটা Criminal procedure আছে। আমি বলবো এটা Copy of Diary, Memo of evidence নয়। এটা আছে Cr. P. C র 57 এতে এবং আমি জানি পুলিশ অফিসার যখন কোন আসামীকে Arrest করেন তিনি তখন Cr. P. Cর 172 ধারা মতে, Copy of Diary Magistrate কে forward করেন এবং সেই diaryর উপর depend করে Magistrate জামিন বা panishment দেন। জামিন দেওয়া সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে জামিন দেওয়া Mgistrate দের discreation. যদি diary দেখে বোঝেন যে জামিন দেওয়ার উপযুক্ত নয় তাহলে জামিন দেন না। আর যদি উপযুক্ত হয়ে থাকে তবে জামিন দেন। এখানে আর একটা কথা বলা হয়েছে যে কোন Case নাকি ২০০০, টাকা জামিনে সদর Zonal S. D. O দিয়েছেন এটা আইনের কোন বিধান নয়। জামিন দেওয়া হয় Cr. P. C ৪৯৬, ৪৯৭ ধারা মতে আইনে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট Amount লেখা নেই যে এত টাকা জামিন দিতে হবে। সুতরাং যদি S. D. M

২০০০, জামিন চেয়ে থাকেন একটা গরু চুরির case এ তাহলে আমি মনে করি সেটা অবান্তর কিছু নয়। এখানে বলা হয়েছে যে কোন প্রমান না পেয়ে কোন লোককে নাকি Arrest করা হয়েছে। আমি বলবো যদি কোন পুলিশ কোন লোককে সন্দেহ করে বা suspect করে থাকেন, যদি সামান্য সন্দেহ জাগে তার মনে যে সে হয়তো State এর বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারে বা কোন রকম offence করতে পারে তাহলে Cr. P. C. 154 ধারার বিধান মতে তিনি Arrest করতে পারেন। এখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে Magistrate রা বিচার করতে জানেন না, Executive হয়ে থাকার দরুন অনেক Case Appeal হয় এবং Case গুলি dismiss হয়ে যায়। আমি বলব judiciary যদি Executive থেকে seperated হয় তাহলে appeal করা কি উঠে যাবে? এটা হতে পারেনা। Judiciary কে executive থেকে আলাদা করলেও appeal থাকবে, তা উঠতে পারে না। বিচারের সময়ে এক Magistrate এক রকম view নেবেন, অন্য Magistrate, অন্য Judge তা scrutinse করতে পারেন, হয়তো বা Higt Court এর Judge বা District Court এর Judge তা আবার scrutinise করতে পারেন। সুতরাং এই যে amendment এবং প্রস্তাব এগুলি আমি সমর্থন করব।

Mr. Speaker :— Now, I would request the mover of the resolution Sri Promode Ranjan Dasgupta to state anything he is to say.

Shri Promode Ranjan Dasgupta :— মাননীয় Speaker Sir, আমি যে প্রস্তাবটি রেখেছিলাম তার উপরে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীকৃষ্ণদাস বাবু যে amendment এনেছেন তা আমি সমর্থন করি। তিনি বলেছেন যে বিচারবিভাগকে আলাদা করা হচ্ছে; কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা সে জিনিষটা দেখছি না বলেই প্রস্তাবটি এনেছিলাম। আর একটা কথা হচ্ছে যে S. D. M Court এ Registration case হয়। অনেক সময়ে তিনি অনুপস্থিত থাকেন, সেই কারণে case গুলির Registration হয় না। তাতে অসুবিধা হয়। সেইজন্য যদি Judiciary কে আলাদা করে রাখা যায় তাহলে Registration case টা ও আলাদা হয়ে যাবে। অর্থাৎ Judiciary তে চলে যাবে। Executive এর হাতে থাকবে না। তবে যাহা হউক এই ব্যবস্থায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে Amendment নেওয়া হয়েছে, আমি তাতে আনন্দিত এবং আশা করি যে ruling party এটাকে জরুরী অবস্থা বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি এই Judiciary কে Executive থেকে আলাদা করার চেষ্টা করবেন এবং তাকে কার্য্যকরী করবেন এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now the discussion is closed. I now put the question to vote. The question before the House is that (The Amended Resolution) The House is of opinion that the Govt. should take necessary steps to separate the Judiciary from the Executive as early as possible.

The Amended Resolution was passed. Now. I come to the next item. There is another Resolution of Shri Bir Ch. Deb Barma, M. L. A. to the effect that "this Assembly is of opinion that where as an abnormal situation has arisen due to nonavailibity of rice in the open markets the Govt. should take all necessary steps to introduce State trading in rice and paddy immediately." Now I would call on Shri Deb Barma to move his Resolution.

Shri Birchandra Deb Barma :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে Resolution এই House এর সামনে রাখছি সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা আমাদের সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে অন্ন সমস্যা। "অন্নচিন্তা চমৎকারা", ঘরে যদি ভাত না থাকে তাহলে সমস্ত চিন্তা উলটপালট হয়ে যায় এবং কালিদাস পণ্ডিত যিনি তিনিও বুদ্ধিহারা হয়ে পড়েন এই অন্নচিন্তায়। কাজেই আমরা এ সম্পর্কে বহু পূর্ব্বেই এই হাউসের মাঝে একটা Resolution এনেছিলাম, সেটা হচ্ছে Essential Commodities যেগুলি সেগুলির জন্য State trading এর ব্যবস্থা হউক। সেদিন অবশ্য আমরা শুনেছিলাম যে আমাদের এখানে কোন সমস্যাই থাকবেনা, সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। Essential Commodities যেগুলি, সেগুলি আমরা ঠিকঠিক মত সকলকে সরবরাহ করতে পারব। কিন্তু অঘটন ঘটল যখন হঠাৎ বাজারে দেখা গেল যে চাল নেই। অবশ্যি এর আগে বলে রাখা দরকার যে যখন চাউলের দর শীতকালে পড়ে আসে তখন সরকারের চাউল সংগ্রহের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া দরকার এবং যাতে সমস্ত চাউল private businessmen দের হাতে না চলে যায় সরকারের হাতে আসে তার ব্যবস্থা করা। এই কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছিলাম। কিন্তু সরকার সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করেননি। তারপর যখন rainy season এসে পড়ল, চাউলের দর হু হু করে বেড়ে চলল তখন সরকার চাউলের একটা দর ঠিক করলেন যে ৩৫ টাকা করে চাউল বিক্রি হবে। এর ফলে হঠাৎ বাজারে কোন চাউল দেখা গেলনা। মানুষের ইচ্ছা থাকলে পয়সা থাকলে চাউল কেনা যায় কিন্তু দেখাগেল যে পয়সা থাকা স্বত্বেও বাজারে চাউল পাওয়া গেলনা, বাজারে চাউল কেনার সুবিধা হলনা এবং সমগ্র Business Community যারা তারা সরকারের সঙ্গে এ সম্পর্কে Non-Cooperation করলেন বাজার থেকে চাউল উধাও হল। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে নূতন একটা অধ্যায়, আমরা এরকম সমস্যার কোন দিনই সম্মুখীন হইনি, আমরা সব সময়েই চাউল বাজারে পেয়েছি, দরের তারতম্য হতে পারে, কিন্তু বাজারে চাউল নেই চাউল উধাও এটা ত্রিপুরায় আমরা দেখিনি, এটা আমরা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম, বর্ত্তমান সরকারের আমলে। এখানে বলে রাখা ভাল যে যেদিন চাউল Control এর অর্ডার হল সেদিনও বাজারে পর্য্যাপ্ত চাউল ছিল, সেই চাউল উধাও হয়েগেল, উধাও হয়ে কোথায় গেল তার কোন হদিস পেলাম না। তারপর সরকার কিছু কিছু লোককে arrest করলেন, কিন্তু যারা বড় বড় রুই, কাতলা তারা সরকারের জালে আটকালোনা। তারা সব পিছিয়ে গেল, ছোট ছোট চুনো পুটি কিছু ধরা পড়ল। কিন্তু তার ফলে যে চাউলের সমস্যা, তার কোন সমাধান হল না। শুধু আগরতলায়, বাহিরে নয়, রেশনকার্ড পিছু অ.ড়াইসের করে চাউলের ব্যবস্থা করা হল, তার জন্য চাল নিতে হয় এক একটা কিউতে দাঁড়িয়ে। চাউল সংগ্রহ করা যেন প্রানান্ত। সাধারণ শ্রমিক যারা, রিক্সাওয়ালা যারা, তাদের মুখে শুনেছি যে সারাদিন পরিশ্রম করে খেটে খুটে কি—করে চাউল সংগ্রহ করব বাবু? চাউল সংগ্রহ করাত দুষ্কর হয়ে পরেছে। আমরা দেখেছি মানুষ চাউল সংগ্রহ করতে না পেরে কাঠাল খেয়ে, তার বিচি খেয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করছে, আমরা দেখেছি নানা ভাবে নানা রকম চেষ্টা করে চাউল সংগ্রহ করতে না পেরে অন্য কোন রকম substitute খেয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করছে, এই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। সাধারণ সকলেরই মনে একটা আতঙ্ক যে চাউল পাওয়া যাচ্ছেনা, কি করে চাউল সংগ্রহ করা যাবে। সরকারের থেকে যে রেশন দেওয়া হয়, সেই রেশন পর্য্যাপ্ত নয়, সপ্তাহের যে সাতদিন তা যদি ভাগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে তাতে ২।৩ দিন চলে, তিন দিনের দিন তাঁকে আর বাকী চার দিনের চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হয় কাজেই এই অবস্থায় কিভাবে চাউলের ব্যবস্থা করে জনসাধারণের

কাছে পৌছিয়ে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে আমি বলব, সরকার পুরোপুরি অক্ষম হয়েছেন। আমি বলব সরকারের এই যে গুরু দায়িত্ব প্রত্যেকের যে ক্ষুধার অন্ন তার যে চাউল যেটা সে পাবে এটা সরকারের দেখা উচিত যে প্রত্যেকের যে খাদ্য সেটা যাতে তারা সহজে সংগ্রহ করতে পারবে এবং সেটা আমরা open market থেকেই সংগ্রহ করে থাকি কিন্তু opən market থেকে চাউল সংগ্রহ করা যখন দুষ্কর হয়ে পড়ল তখন আমরা দেখেছি যে সরকার যেভাবে বিভিন্ন দোকান মারফৎ আড়াই সের করে যে চাউল দেবার ব্যবস্থা করেছে সেটা মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়, তাও আমার জানামতে মাত্র আগরতলা টাউনে বিলি করা হয়, বাহিরে বিলি করার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এই ৩৫ টাকা করে চাউলের দর সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন সাব ডিভিসনের টাউনেও আজ চাউল পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে Open market এ চাউল পাওয়া যায় না। কাজেই এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের কি মনোভাব তা আমরা বুঝতে পারিনা। তারপরে আমি একটা ভিন্ন নোটীশ দিয়েছি যে সরকার সদর ডিভিসনের মধ্যে licence ছাড় চাউল বিক্রী করা, store করার ইত্যাদির ব্যাপারে সরকার একট নোটিশ দিয়েছেন যে Licence ছাড়া কেহ বিক্রী করতে পারবে না, store করতে পারবে না। কাজেই এই সম্পর্কে সরকারের যাই ব্যবস্থা হউক, আমরা চাই যে প্রত্যেকটি লোক যাতে বিনা আয়াসে চাউল পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। কেননা একটা লোক সারাদিন পরিশ্রম করবে, সারাদিন অফিস আদালতে কাজ করবে, যারা শ্রমিক তারা সারাদিন শ্রম করে অর্থ উপার্জন করবে তারপর চাউল সংগ্রহ করতে গিয়ে তাকে সেই লম্বা কিউতে দাড়াতে হবে এবং সেই কিউতে কোন রকমে চেষ্টা করে আড়াই সের চাউল সংগ্রহ করবে। ঠিক এইভাবে যদি একটা ব্যাপার চলে তাহলে জনসাধারণের এটা দুর্ব্বিসহ হয়ে দাঁড়ায় একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কাজেই আমি মনে করি বর্ত্তমানে খাদ্যনীতি সম্পর্কে চাউল বণ্টন সম্পর্কে, সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সরকারের যে কর্ত্তব্য সে কর্ত্তব্য থেকে তারা চ্যুত হয়েছেন। এবং আমি বলব এ দ্বারা সরকার জনসাধারণের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য পালন করতে পারছেন না। আমি সেইজন্যই সরকারের কাছে আজকে বলব যে State Trading এর ব্যবস্থা যেন করা হয়। মানুষের প্রয়োজন মত চাউল যাতে দেওয়া হয়, তার জন্য সরকার যেন চেষ্টা করেন। সরকারকে State Trading করতে হবে এবং সেই State Trading মারফত জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনমত চাল সরবরাহ সরকার যাতে করতে পারেন সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকার যদি বাজার control করতে চায়, সরকারের হাতে প্রচুর চাউল থাকতে হবে। আমি বলছি না, control করা খারাপ সে কথা আমি বলছিনা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমি control করতে যাই এবং যদি আমার হাতে প্রচুর পরিমাণে না থাকে তাহলে অবস্থা এরকমই দাঁড়াবে। বাজারে যারা চাউল বিক্রী করে, যারা private stores থেকে চাউল বিক্রি করে, তারা সরকারের সঙ্গে রীতিমতভাবে non-co-operate করছে, সরকারের সঙ্গে বিরোধীতা করছে, এবং সরকার তাদের কাছে নতি স্বীকার করছে, এটাই আমি দেখতে পাচ্ছি। এবং আমি এটাও দেখতে পাচ্ছি বাজারের যে চাউল, control-করার পুর্বদিন পর্য্যন্তও বাজারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল ছিল। সে চাউল রাতারাতি উধাও হয়ে গেল এবং সে চাউল কোথায় গেল তার কোন হদিস আমরা করতে পারলাম না, সরকারও করতে পারল না। কাজেই আমার কথা হচ্ছে যে, যদি সরকার control করতে চায় তাহলে সরকারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে প্রত্যেকটি লোককে তার প্রয়োজন মত চাউল সরবরাহ করবার দায়িত্ব নিতে হবে। যদি তা নেওয়া না হয় তাহলে আমি বলব যে খাদ্য সরকারের

গদীতে বসেছেন তাদের সে গদীতে বসা চলবে না। আমি তাদের অনুপযুক্ত বলব, আমি বলব যে তাদের কাজের দ্বারা গদীতে বসার অনুপযুক্ত তারা হয়েছেন। কেন না একটা লোকের খাওয়ার যে পরিমানে চাউলের দরকার সে চাউল যদি সে না পায়, একটা লোক সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে এসে যদি দেখে যে তার ঘরে একমুঠো চাউল নেই তাহলে তার মন মেজাজ, তার শরীরের যে অবস্থা কি হবে সেটা সহজেই অনুমেয়। শুধু তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে যাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে তাদের ব্যাপার ও চিন্তা করতে হবে। আমরা দেখেছি কি করে পঞ্চাশের মন্বন্তর এই সমগ্র বাংলার উপর, সমগ্র ভারতের উপর একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। আমরা দেখছি কি করে রাস্তাঘাটে মানুষ কুকুর ছাগলের মত মরেছে, সে ছবি আজও চোখের উপর ভাসছে। সেটা মানুষ সৃষ্ট দুর্ভীক্ষ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন "It is a man made famine, it is a human created famine." আমি বলব আজকে ত্রিপুরায় সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি। আজ ত্রিপুরায় তেমনি ভাবে দেখছি যে একটা man made famine এর পাঁয়তারা চলছে। কারণ আমরা জানি এখানে এই হাউসে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় এবার bumper crops হয়েচে, আমরা সেই bumper crops এর আশায় দিন কাটাচ্ছি কি এই দৃশ্য দেখাবার জন্যে যে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি বাজারে একমুঠোও চাউল মিলবেনা, ত্রিপুরার নরনারীরা চাউলের জন্য হাহাকার করবে, ত্রিপুরার নরনারীরা সেই আড়াইসের চাউলের জন্য লম্বা কিউ দিয়ে দাঁড়াবে। এবং সারাদিন কিউ দিয়ে দিয়ে সেই আড়াইসের চাউল নিয়ে ঘরে ফিরবে ? এ দৃশ্য দেখবার জন্য এখানে ত্রিপুরার গদীতে যারা রয়েছেন আমরা আশা করিনি তারা গদী আঁকড়ে থাকবেন আর জনসাধারণ না খেতে পেয়ে মরবে, জনসাধারণ তাদের মুখের অন্ন থেকে বঞ্চিত হবে সেটা আমরা আশা করিনি। কাজেই আজকের দিনে একথাই আমরা বলব যে, যে গদী আজ সরকার আঁকড়ে আছেন সে গদীতে যদি তারা বসে থাকতে চান তাহলে এই দায়িত্ব তাদের নিতে হবে, সম্পূর্ণভাবে চাউলের ব্যবসা পরিচালনা বা চাউলের State trading সরকারকে নিতে হবে। এ ছাড়া কোন গত্যান্তর নেই। কারণ আমি কনট্রোল করব কিন্তু আমার হাতে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল থাকবেনা আমাকে ব্যবসায়ীদের কাছে ধর্ণা দিতে হবে। যে ব্যবসায়ীরা সরকারের সাথে Non-co-operate করছে, তাদের কাছে ধর্ণা দিতে হবে, নতিস্বীকার করতে হবে, তাহলে চাউলের কনট্রোল করে কোন লাভ হয়না, হতে পারেনা। কিন্তু এটাও ঠিক যদি চাউলের দর দিনের পর দিন বাড়তে থাকে তাহলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা বহু পূর্বেই এ House এ বলেছিলাম যে Stale trading এর ব্যবস্থা করুন। যে চাউল ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাবে সেই চাউল সময়মত সরকার Purchase করুক এবং Purchase করে যখন চাউলের দাম বেশী হয়ে যাবে তখন সময়মত যাতে সেটা, বাজারে ছাড়তে পারা যায় সেই ব্যবস্থা করুন। কিন্তু সে কথা সরকারের কানে ঢুকেনি। তারা Self Complacencyতে দিন কাটাচ্ছিলেন, তারা মনে মনে এই আশাই করে ছিলেন যে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হয়না। যা আশা করা যায় তার সব কিছু আশা ঠিক ঠিক মত পূর্ণ হয়না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরায় যে অঘটন ঘটছে যদি সরকার এই সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে সচেতন হতেন যদি সরকার পূর্বেই সময়মত চাউল খরিদ করে গুদাম জাত করতে পারতেন তাহলে আজকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমি এ সম্বন্ধে এখানে যে resolution রেখেছি সে সম্বন্ধে বিশেষ আর কিছু বলতে চাইনা। তবে ইতিমধ্যে আমরা অনাহারে মৃত্যুর কয়েকটি খবর পেয়েছি, এবং এটা অস্বাভাবিক নয়। মানুষ আজকে যেভাবে দিন কাটাচ্ছে তাতে

তারা malnutrition এ ভুগ্ছে, এরপর যদি চাউলটুকুও না পায়, ভাত যদি তাদের অদৃষ্টে না জুটে তাহলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকতে পারেনা। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক সত্য। কাজেই এই সম্পর্কে আজকে সরকারকে সচেতন হতে হবে এবং তার একমাত্র পথ হচ্ছে State trading in rice and paddy এ সম্পর্কে সরকারের মনে যদি কোন দ্বিধা থাকে তবে আমরা সরকারের কাছ থেকে একটা পরিষ্কার নীতি জানতে চাই যে তারা চাউল সম্বন্ধে কি করতে চান। তারা কি ব্যবসায়ীদের নিকট ধর্ণা দিতে চান? তারা কি মনে করেন না যে ব্যবসায়ীরা তাদের সাথে non-cooparation করছে? তাহলে তারা যদি State trading এর ব্যবস্থা করে জনসাধারণকে চাউল সরবরাহ করতে না পারেন তাহলে জনসাধারণের উপর তাদের কর্তৃত্ব করা সাজেনা এবং এই অবস্থায় তাদের গদী আঁকড়ে থাকার কোন মানে হয় না। এবং সেই গদী থেকে জনসাধারণ তাদেরকে একদিন নামিয়ে আনবে। কাজেই মাননীয় Speaker Sir, আজকে যে কথা আমি এখানে রেখেছি এটা অতি পরিষ্কার সত্য। চাউল ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রধান খাদ্য, অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। অতএব চাউল আমাদের জোগাতে হবে, জনসাধারণকে তার চাহিদামত চাউল দিতে হবে। কাজেই হয় সরকার আমাদের চাউল দিন, না হয় সরকার গদী ছাড়ুন। যদি তারা এই কাজে অপারাগ হন তবে তাদের গদী ছেড়ে আসতে হবে। এর মধ্যে আর কোন দ্বিতীয় কথা থাকতে পারেনা। কাজেই মাননীয় Speaker Sir, এ সম্পর্কে আরও অনেক বিষয় আছে সে সম্পর্কে আমি একটা different motion রেখেছি। সে সম্পর্কে তখন আমি বলব যে যারা চাউলের Producer তাদের ও কি অবস্থা হচ্ছে। Producer দের উপর হামলা চালানো হচ্ছে, Producer দের ঘরে, কৃষকদের ঘরের এক মুঠা ধান পর্য্যন্ত সিজ করে আনা হচ্ছে। তাদের ঘরের বীজধান পর্য্যন্ত সিজ করে আনা হচ্ছে। সেই সম্পর্কে আমি একটা different motion দিয়েছি। সেই motion এ আমি এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করব। আমি দেখতে পাচ্ছি যে যারা সত্যিকারের চাউলের ব্যবসায়ী তাদের সম্পর্কে সরকার নীরব। তাদের সম্পর্কে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার নীরব। কেন তারা নীরব? এই জন্য নীরব যে এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা তাদেরকে টিকিয়ে রেখেছে, এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের মুনাফার জোরেই আমাদের ত্রিপুরা State কংগ্রেসের ভবন উঠেছে। সুতরাং তাদের উপর হামলা করতে সরকার পিছ পা হবেন, তাদের উপর D. I. Rule প্রয়োগ করতে সরকার পিছ পা হবেন। কাজেই যারা চুনোপুটি, যারা কৃষক, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্য উৎপাদন করেন তাদের উপর হামলা হচ্ছে তাদের বীজ ধান পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। এর ফলে কৃষকগণ এই কথাই ভাবছে, চাউল উৎপাদন করে কোন লাভ নেই। আমরা চাউল উৎপাদন করব আর জেল হাজতে আমাকে থাকতে হবে এটা আমার দ্বারা চলবেনা। কাজেই এটা স্বাভাবিক সত্য যে, যে ভাবে আজকে শাসন যন্ত্র চলছে যে ভাবে আজকে কৃষকগণকে হয়রাণী করা হচ্ছে তার ফল ত্রিপুরার পক্ষে শুভ নয়। কাজেই মাননীয় Speaker Sir, আমি শুধু এই কথাই বলব যে আজকে ত্রিপুরায় যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিয়েছে এইরূপ পরিস্থিতি ত্রিপুরায় আর কখনও দেখিনি। এইরূপ পরিস্থিতি ত্রিপুরায় নূতন। খোলা বাজারে চাউল পাওয়া যায়না, পয়সা থাকলেও চাউল পাওয়া যায়না এই পরিস্থিতি ত্রিপুরায় কখনও আমরা দেখিনি। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি আজকে সরকারকে দাঁড়াতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সরকারকে বলতে হবে ত্রিপুরার সমস্ত জনসাধারণের প্রয়োজনীয় চাউল সরবরাহের দায়িত্ব আমি নিলাম নতুবা সরকারকে গদী থেকে নেমে আসতে হবে। ইহাই আমাদের পরিষ্কার কথা। কাজেই আজকে এই resolution মারফত আমি সরকারের কাছে এই কথাই

দাবী করছি যে সরকার অবিলম্বে State trading এর ব্যবস্থা করুন। গত September মাসে যে Sitting হয়েছে সেই Sittingএও আমরা State Trading এর কথা বলেছি এবং এখনও এই কথাই বলছি। তখনই আমরা একথা বলেছিলাম কেননা এই ভবিষ্যৎ চিত্র আমরা পূর্ব্বে থেকেই অনুমান করেছিলাম যে এই রকম একটা অবস্থা ত্রিপুরায় হবে যদি পূর্ব্বে থেকে আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন না করি আজকে সরকারের আত্ম-সন্তুষ্টি, Self Complacency ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষের পথে, মহামারীর পথে ঠেলে দিয়েছে। আজকে ত্রিপুরায় আবার সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। ত্রিপুরার পঞ্চাশের মন্বন্তরে যা দেখিনি, আজকে ত্রিপুরায় তাই দেখব, ত্রিপুরায় তখন একটি লোকও না খেয়ে মরেনি অথচ আমি দেখেছি কলকাতার রাস্তায় মানুষ শিয়াল কুকুরের মত মরেছিল। আজকে ত্রিপুরায়ও সেটার repetition হবে। সেই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসছে। সেই চোখের সামনে ভাসার দৃশ্য আবার ত্রিপুরায় আমি দেখতে পাচ্ছি। কাজেই আজকে আমি সরকারকে বলে দিই, আমরা সেই দৃশ্য দেখবার জন্য বিধানসভায় আসিনি, ত্রিপুরায় পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখবার জন্য আমরা এই বিধানসভায় আসিনি। সরকারের কাছে আমাদের একমাত্র দাবী সরকারকে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হবে, নতুবা তাদের গদী ছাড়তে হবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বলেই আমার Resolution House এর সামনে রাখছি যে ত্রিপুরার একটা abnormal situationকে meet up করার জন্য সরকারকে সম্পূর্ণভাবে State Trading এর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তা না করলে জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি হবে এ কথাই আমরা এই House কে এই Resolution মারফৎ জানিয়ে দিচ্ছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Gopesh Ranjan Deb.

Shri Gopesh Ranjan Deb :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ধান চাউলের State Trading সম্পর্কে resolution houseএর সামনে রেখেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। ধান চাউলের State Trading করার জন্য তিনি বলেছেন যে, ত্রিপুরা সরকারকে তিনি পূর্ব্বেও বলেছেন, এখনো বলছেন, কিন্তু সরকার সেই কথা শুনছেন না বা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করছেননা। আমরা জানি ত্রিপুরায় ধান চাউলের State Trading ব্যবস্থা চালু আছে। যেখানে control থেকে প্রচুর পরিমাণে চাউল আসছে এবং locally ও প্রচুর চাউল সরকারের নির্দিষ্ট দরে খরিদ করে নির্দিষ্ট দরে Ration Shop এর মারফত বিক্রি হচ্ছে সেটাই Trading। এখন State Trading বলতে তিনি যদি মনে করে থাকেন যে ধান চাউলের business টাকে nationalise করা তা হলে দেখা যায় অন্য কোন producer বা consumer কেহই ধান চাউল কিনতেও পারবে না, বিক্রি করতেও পারবে না। সরকার ছাড়া অন্য কারো এই ধান চাউল খরিদ বা বিক্রির অধিকার থাকবে না। Nationalisation ত্রিপুরায় সম্ভব কিনা সেটাও আমাদের চিন্তা করা উচিত। আমরা জানি ত্রিপুরা তথা সমস্ত ভারতবর্ষই খাদ্যে ঘাটতি অঞ্চল। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেই আমাদের চাউল, গম আনতে হয়। বিশেষ করে গম সর্ব্বত্র পাওয়া গেলেও চাউল পাওয়া কঠিন। তার জন্য ভারত সরকার আজ সেই নীতি অবলম্বন করছেন না। Nationalisation করতে হলে সমগ্র ভারতের সম্পূর্ণ বৎসরের সম্পূর্ণ খাদ্য সরকারের হাতে প্রথম মজুত করতে হবে, তারপর সেই নীতি অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া যারা producer তাদের প্রতিও অবিচার করা হবে তাদের নিজের জিনিষ যা তারা উৎপাদন করছে সেটা বিক্রি করার তাদের অধিকার থাকবে না। সেটা অতি চমৎকার কথা। আমরা জানি গত harvesting time এর পরে ত্রিপুরা

সরকার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন স্থানে স্থানে সমস্ত co-operative গুলিকে এবং তাদেরকে loan ও দেওয়া হয়েছে ধান এবং চাউল খরিদ করার জন্য। সেই জন্য ধান চাউলের দরও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে ২১'৫০ পয়সা পর্য্যন্ত চাউল এবং ১৩ টাকায় ধান খরিদ করার জন্য। সেই ধান চাউল একেবারে যে খরিদ হয় নি তা নয়। কোন কোন co-operative করেছেন, আবার কোন কোন co-operative করেন নি। যে সব co-operative করেছেন তারা এখন সরকারের নির্দিষ্ট দরে Ration shop বা co-operative এর খোলা দোকান মারফতে বিক্রি করছেন। ত্রিপুরায় তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তরের পদ ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। —আমরা আগরতলায় হয়ত ২।৪ দিন হয় এসেছি। তিনি সর্ব্বদা আগরতলায় আছেন। কাজেই আগরতলার খবর তিনি বেশী জানেন। কিন্তু মফস্বলের খবর আমরা জানি। একটু আগেও প্রশ্নোত্তরে আমরা শুনেছি যে দক্ষিন অঞ্চল থেকে ধান চাউল খরিদ হয়ে আগরতলা আসছে এবং সেই চাউল পূর্ব্বে প্রতি সপ্তাহে প্রতি card holder কে আড়াই কে, জি দেওয়া হত, এখন তা per head প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম করে দেওয়া হচ্ছে সরকারের নির্দ্ধারিত মূল্যে এবং সেই ধান বা চাউল আসে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে। উত্তর অঞ্চলের খবর আমি বলব। কৈলাসহর, ধর্ম্মনগর, কমলপুর যেখানে কোথায়ও ৩০ টাকা ৩২ টাকা বা ৩৪ টাকার উপরে চাউল নেই, বাজারে, সেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চাউল আমদানি হয়। এবং সেখানে অনাহারে মৃত্যুর কোন খবর পাই নি। আগরতলায় এসেও আজ কয়েকদিন যাবত এ রকম কোন খবর পাইনি। তবে শুনলাম অনাহারে নাকি মৃত্যু ঘটেছে। এ খবরও আমি মাননীয় সদস্যের কাছে শুনেছি। আরও আক্রমণাত্মক কথা তার বক্তৃতায় রয়েছে যে কংগ্রেসের দ্বিতল ভবন। কংগ্রেসের দ্বিতল ভবন যদি আক্রোশের কারণ হয়ে থাকে তবে তার বিরুদ্ধে একটা resolution আসলেই ভাল হত। এটা অপ্রাসঙ্গিক কথা। ধান চাউলের State Trading এ এটা কিভাবে আসল সেটা বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার। আরও বলা হয়েছে যে licence ছাড়া কেহই ধান চাউল বিক্রী করতে পারবে না বলে সরকার আদেশ জারি করেছেন। তা সত্য। কিন্তু সেটা producer এবং consumer তাদেরকে বাদ দিয়ে। যারা ন্যায্য খরিদদার এবং যারা নাকি উৎপাদক তাদের বেলায় কোন বাধা নিষেধ নেই। যারা ব্যবসা করবে তাদেরকে সরকার থেকে permission নিতে হবে। তারা যত্র তত্র যে কোন দামে খরিদ করবে এবং বিক্রি করবে তা মোটেই হতে পারে না তার জন্যই সরকার এই ব্যবস্থা করেছেন যে licence বা permit তার নিতে হবে। আরও আমরা দেখি ত্রিপুরা সরকার যে হারে Ration এর চাউলের এবং গমের বরাদ্দ করেছেন যে সপ্তাহে ১৩০০ গ্রাম চাউল ৭৫০ গ্রাম গম ; ভারতের অন্য কোন state এ এরকম হারে তা দেওয়া হয় না। আমাদের পাশাপাশি State West Bengal এর কথা আমরা যদি ভাবি তাহলে দেখতে পাই সেখানে সপ্তাহে ১২০০ গ্রাম চাউল এবং ১২০০ গ্রাম গম দেওয়া হয়। এবং Total হল ২৪০০ গ্রাম। আমাদের এখানে Total ২৩৫০ গ্রাম মাত্র ৫০ গ্রাম কম। কিন্তু আগরতলাতে আরও ৫০০ গ্রাম চাউল প্রতি মাথা পিছু অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে। সেটা কলিকাতা কেন কোন উন্নততর state এ ও দেওয়া হয় না। আরও জানি কৈলাসহরে আমরা দেখেছি একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে যে যাদের কাছে ধান চাউল মজুত ছিল, সরকার যখন তাদের কাছে আবেদন করেছেন তারা স্বেচ্ছায় তাদের উদ্বৃত্ত ধান চাউল সরকারের হাতে সমজিয়ে দিয়েছে এবং co-operative এর মাধ্যমে সেই ধান চাউল এনে সরকার এখন সেই চাউল তাদের মাধ্যমে বিক্রি করছেন। এবং বাজারেও বেশ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চাউল উঠে। আমি সুখী হতাম যদি

আগরতলাতেও এই খবর আমরা শুনতাম যে মাননীয় সদস্য বা যারা সমাজ কর্মী আছেন তারা মজুতদারদের ধরিয়ে দিতে পারতেন, আর রুই-কাতলারা পালিয়ে গেছে এই খবর হাউজের সামনে না বলে দুই চারটা রুই কাতলা ধরিয়ে দিয়ে বাহাবা নিতে পারতেন। তাহলে বেশী খুশী হইতাম। কাজেই রুই-কাতলারা পালিয়ে গেল, আমাদের চোখের উপরে পালিয়ে গেল। আমরা কেহই দেখলাম না। আমরা কেউ তাদের ধরবার চেষ্টা করলাম না, ধরাবার চেষ্টাও করলাম না সেটাও খুব প্রশংসার কথা নয়। আমরা জানি আর একটি পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে, সারা বৎসর ধান চাউলের দাম যেখানে বেশী থাকে এবং ন্যায্য মূল্যে সেখানে ধানচাউল দেওয়ার একটি পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে। এবং সেই Co-operative গুলির মাধ্যমে সেই ধান চাউল খরিদ করে, প্রচুর পরিমাণে যাতে procure করে harvesting time এ জমা রাখতে পারে তার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। আশা করি সেই প্রস্তাব যদি পুরোপুরি কার্য্যকরী হয় তাহলে বর্ত্তমানে যে State trading চালু আছে সেটা তার পরিপুরক হবে। সুতরাং ত্রিপুরাতে ধান চাউলের State trading চালুই আছে। Nationalisation এর প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। তাহলে resolution এ state trading না লিখে Nationalisation লিখলেই ভাল হত। কাজেই এখানে ধান চাউলের State trading চালুই আছে, State trading চালু করার জন্য আর একটা resolution এই হাউজে করার কোন প্রশ্নই উঠেনা। কাজেই এই প্রস্তাব যে আজকে হাউজের সামনে এসেছে তার আমি সমর্থন করতে পারলাম না।

Deputy Speaker :— I would now request the Hon'ble member Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— মাননীয় Speaker Sir, আমরা আজকে চাউলের এমন একটা সঙ্কটে আছি, যে কথা আমরা আগে কখনো ভাবতে পারিনি। সঙ্কট প্রত্যেকটি বছরই এ সময়ে ঘুরে ঘুরে আসে এবং মানুষ খেয়ে না খেয়ে এ সময়টা কাটিয়ে যায়। কিন্তু আজকে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে ঠিক এরকম একটা সঙ্কট কখনো কোনদিন আমাদের এ রাজ্যে সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি হয়েছে সরকারের অবিমৃষ্যকারি Policyর জন্য। সরকার হঠাৎ একটা আদেশ দিয়ে দিলেন যে ৩৫৲ টাকা দরের বেশী কেউ চাউল বাজারে বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু এই আদেশটি দেওয়ার আগে যে পরিমাণ চাউল তাদের হাতে রাখা প্রয়োজন ছিল ঠিক সে পরিমাণ চাউল তারা হাতে রাখেনি। না রাখার ফলে আদেশটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা সহর থেকে চাউল একদম উধাও হয়ে গেল। আগরতলায় অনেক পত্রিকায় লিখেছে যখন নাকি এই আদেশটি চালু হয় ঠিক তখনও আগরতলা বাজারে ১০।১২ হাজার মণ চাউল ছিল। অথচ সরকার সেই চাউলগুলি হাতে আনেননি। আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাউল উধাও হয়ে গেল, মানুষ হাহাকার করে পথে পথে ঘুরছে, চাউল কোথাও পাচ্ছে না, না দিচ্ছে সরকার, না দিচ্ছে ব্যবসায়ী। চাউল তারা কোথাও পাচ্ছে না। তারা যাবে কোথায়? আজকে এখানে তারা খুব বড় বড় করে বলছেন যে আমরা দোকান খুলেছি, সেখানে ৩৫৲ টাকা করে চাউল পাওয়া যায়। দোকান তারা কদিন ধরে খুলেছেন? আদেশজারী করার প্রায় ৪।৫ দিন বা তারও কিছুদিন পর খুলেছে। (Interruption তিন চারদিন পর।)

Shri Atiqul Islam :—এখন এই তিন চার দিন তারা কোথায় যায়? আমি চাউল কোথায় পাই? এই কথা কি মনে করতে হবে যে সরকারে এবং ব্যবসায়ীতে একটা টাগ অফ ওয়ার চলেছে? একথা আমাদের

বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে সরকার ব্যবসায়ীর সঙ্গে লড়ছেন। তোমরা আমাদের সঙ্গে Co-operate কর। ব্যবসায়ীরা কি একটা আলাদা সরকার যে তু-সরকারে লড়ছে আর আমাদের সহযোগিতা তারা চাইছেন? ব্যবসায়ীরা সরকার নয়, ব্যবসায়ীরা একটা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীই বটে, এবং সরকারের উচিত ছিল সেখানে হাত দেওয়া। তার Intelligence Department আছে, তার জানা উচিত ছিল যে কারা কারা বড় বড় মজুতদার, কারা কারা চোরা-কারবারী। তার সেই Department মারফত সমস্ত হিসাব নিয়ে step নেওয়া উচিত ছিল এবং সরকার ইচ্ছা করলে এখনো পারেন, পারেন না তা নয়। তার এত বড় একটা anticorruption Department আছে, তার এত বড় একটা intelligence Department আছে, তার কাছে কি সেই তথ্য নেই? সরকার কি এ কথা মনে করেছিলেন যে আমি ৩৫৲ টাকা দরে বিক্রি করার জন্য আদেশ দেব আর আমাদের আদেশ শুনে সকল ব্যবসায়ীরা ভয়ে ত্রস্ত হয়ে সেই ৩৫৲ টাকা দরে চাউল বাজারে বিক্রি করবে। এ কথা নিশ্চয়ই সরকার মনে করেছিলেন না। এবং একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে সরকারের একটা ধমকের চোটে ব্যবসায়ীরা সরকারের নির্দ্দিষ্ট দরে চাউল বিক্রি করবে। যদি তাই করতেন তাহলে আদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহলে ৩৫৲ টাকা দরে মানুষ বাজার থেকে চাউল পেত। যেহেতু ব্যবসায়ীরা সে আদেশ মানছে না, যেহেতু তারা অতি মুনাফালোভী, সেহেতু সরকারকে এ আদেশ দিতে হয়েছে। কাজেই সরকারের উচিত ছিল সমস্ত জিনিষ হাতে নিয়ে step নেওয়া যাতে নাকি ব্যবসায়ীরা বড় বড় মজুতদার রা আইনের ফাঁক দিয়ে পালাবার পথটুকু না পায়। কিন্তু সরকার তা করেননি। ফলে কি হয়েছে? ফলে এই হয়েছে যে এই আদেশজারী করার ফলে মজুতদাররা মজুত করে রাখছে। আমি বিক্রি করব না। আমি যদি বিক্রি না করি আপনি কি করতে পারেন। কিছুই আমি করতে পারি না। আমি ৫০ মণ চাউল রাখব, এই চাউলগুলি বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে আমি রাখতে পারি এবং তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন খানে আইনকে ফাঁকি দিয়ে সরিয়ে রাখছেন এবং যেখানে টাকা পয়সা ঘুষ দেওয়া দরকার সেখানে তা দিয়ে চাউলগুলি সরিয়ে রাখছেন। ফলে চাউল আমি পাচ্ছি না। এত লাভ হচ্ছে কার? মানুষকে খেতে হবে। Govt. যে চাউল দেন সে চাউলে তার এক মাসের খোরাক হয় না। আমি যদি রেশনের full quota ও নিয়ে থাকি তাহলে পরেও আমার এক মাসের খোরাক সেখান থেকে হয় না। কাজেই আমাকে চাউল খোলা বাজার থেকে কিনতে হয় এবং আমি চাউল কিনছি ৪০৲ টাকা, ৪৫৲ টাকা ৫০৲ টাকা দিয়ে। /১০ সের পারুক, /৫ সের পারুক, /১ সের পারুক, যার যে রকম সাধ্যি সে সেরকম কিনছে। ফলে লাভটা হল কি? পরোক্ষে ব্যবসায়ীদের লাভটা হল। আদেশটা জারী হওয়ার পর যারা ৩৫৲ টাকা দরে চাউল বিক্রি করতেন, আজকে তারা চাউল গুদামজাত করে পেছনের দরজা দিয়ে ৫০।৪৫ কি তার ও বেশী দরে বিক্রি করছেন। এখানে আমাদের Member যারা আছেন তারা সেই দরে চাউল কিনে খাননি একথা কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না। আমাদের এখানকার যারা বিধানসভার সদস্য, তারাও অনেকে ৪০।৪৫ টাকা দরে চাউল কিনে খেয়েছেন বাজার থেকে, তারা খেলেন কেন? তারা কন্ট্রোলের চাউল পাচ্ছেনা যাবে কোথায়? Control এর চাউল আমাদের কপালে যা জোটে, সে চাল দিয়ে যখন আমাদের চলেনা বাকী চালটা কোথায় পাব? আমাকে কিনতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও হয়ত কিনে থাকবেন, কাজেই সবাই কিনে খাচ্ছে। স্বীকার করুন আর নাই করুন। সবাই বাজার থেকে বেশী দর দিয়ে কিনে খাচ্ছে। এখন এই

অথবা সরকারের উচিত ছিল সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া Full rationing এ যা প্রয়োজন সেই চাল দেওয়া তোমাদের খোলা বাজার থেকে চাল কিনে খেতে হবেনা। Government এর এই কথা বলা উচিত ছিল এবং তা না হ'লে পরে প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীকে fixed rate এ চাউল বিক্রি করতে বাধ্য করা উচিত ছিল। তা যখন সরকার করলেন না তখন সরকারের একথা বলার কোন অর্থ নাই যে আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এই হল একটা দিক। আর একটা হচ্ছে এই ৩৫৲ টাকা দরের চাউলের দোকান যে খোলা হয়েছে সেখান থেকে সবসময় চাল পাওয়া যায়না। আ.রতলা শহরে অনেক জায়গায় মানুষ চাউল কিনতে গিয়ে ফেরৎ এসেছে চাউল না পেয়ে, চাউল পায়নি। যখন আমরা এ সম্বন্ধে deputation দিয়েছিলাম সেসময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না Development Minister ছিলেন। আমরা একথা বলেছিলাম যে বিভিন্ন ওয়ার্ডে একটা করে দোকান খোলা হউক এবং সেই ওয়ার্ডের লোকেরা সেখান থেকে চাল আনবে তিনি সেটা স্বীকার করেছিলেন এবং কিছুদিন সেটা চালুও ছিল। কিন্তু কিছুকাল চলার পর সেই System আর এখন নাই। এখন সারা সহরময় তারা ঘুরে বেড়ায় কার্ড নিয়ে, কোথায় যে মিলবে আর কোথায় যে চাউল মিলবেনা তার কোন Guarantee নেই। কোনদিন সারা সকাল বিকাল ঘুরে কোথাও চাল পাওয়াই যায়না। চাল নেই চাল নেই বলে থাকে সবাই। এই হল অবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী একদিন দুর্গা চৌমুহনিতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে এক ব্যবসায়ীকে বলেছিলেন যে ঐ চাউলটা এদরে বিক্রী করতে তুমি পারবেনা। কিন্তু সেই ব্যবসায়ীটি মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ অমান্য করে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দিষ্ট দরের বিরুদ্ধ দরে বিক্রি করেছে। এবং মুখ্যমন্ত্রীকে সুরসুর করে চলে আসতে হয়েছে। এটা হল আগরতলা শহরের ব্যাপার। যে চাউলের কথা এখানে বলা হচ্ছে সেই চাল এখানে পাওয়া যাচ্ছেনা। তাহলে আমরা যাব কোথায়? (interruption) এখন সমস্যার আরও দিক আছে। তাহ'ল এই যে, এই যে চাউল ৩৫ টাকা দরে দেওয়া হয়, মফঃস্বলের কোথাও এরকম দোকান খোলা হয়নি। তেলিয়ামুড়ায় আপনি যান সেখানে মানুষ ৩৫ টাকা দরে চাউল পাচ্ছেনা। ৩৫ টাকা দরের দোকান খোলা হয়েছিল সেখানে দু'একদিন। কিন্তু তারপর থেকে সেখানে আর চাউল নেই। আজকে তারা সেখানে চাউল কিনতে পায় না। বিশ্রামগঞ্জ, বিশালগড় বা মোহনপুরে যান সেখানে ৩৫ টাকা দরের চাউল, সার কথা বলা হচ্ছে গলাবাজী করে কেউ পাচ্ছেনা। তাহলে তারা চাউল কোত্থেকে কিনে? কোথায় তারা পাবে চাউল? আপনারা হুকুম জারী করলেন যে ৩৫ টাকা দরের বেশী চাউল বিক্রি করতে পারবেনা। এখন আমি যে একজন ক্রেতা আমাকে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে, আমি চাউল পাব কোথায়? Government দিতে পারবেনা, ব্যবসায়ীরা দিতে পারবেনা, আমি যাব কোথায়? তেলিয়ামুড়াতে মানুষ অনাহারে মরছে। সে খবর Chief Ministerকে জানিয়েছেন। মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় নিজের সন্তানকে অনেক জায়গায় বিক্রি করেছে। বিক্রি করেছে শুনতে যদি আপত্তি থাকে তবে বলতে পারেন যে দান করে দিয়েছে। আমার সন্তানকে আমি আর পালতে পারিনা তুমি আমার সন্তানকে পালন করো। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আজকেই এই যে অবস্থা, তার সমাধানটা কোথায়? Bumper cropএর কথা আমরা বহুবার শুনেছি। কিন্তু সেই Bumper cropএর চাউল সরকারের কাছে আসেনি। সেটা বড় বড় মহাজনরা গুদামজাত করেছেন। সরকারের উচিত ছিল সেই চাউলটা গ্রহণ করা। এবং কিনে নিজে গুদামজাত করা। এবং তা যদি তারা না করেন তাহলে ব্যবসায়ীদের কখনও তারা Control করতে পারবেন না। কারণ দুইটি ব্যবসা একসঙ্গে চলতে পারেনা। ব্যবসায়ীরা ও কিনবে, সরকারও কিনবে। তারপর সরকারের হুকুম ব্যবসায়ীরা মানবে এটা মনে করবার

কোন কারণ নাই। কাজেই আজকে চাউল সমস্যা কে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তবে চাউলের ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে সরকারের আয়ত্বে আনতে হবে। তার অর্থ এই নয়, যা মাননীয় সদস্য বলেছেন, যে কোন খুচরা বিক্রেতা থাকবেনা। পাইকারি ব্যবসাটা সরকার নিয়ে আসবে আর খুচরা বিক্রি তারা করবে। যদি সমস্ত চাউলটা আমার কাছে নিয়ে আসতে পারি তাহলে Price এর উপর আমার Control থাকবে ব্যবসায়ীরা কোন কিছু করতে পারবে না। কাজেই সে ব্যবস্থায় যদি আমরা না আসি এবং যদি ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করি তাহলে আজকে আমরা যতই বাহাদুরি দেখাইনা কেন, যতই দর নিয়ন্ত্রণের কথা বক্তৃতা করে বেড়াইনা কেন, আমরা তা ঠেকাতে পারবনা। আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, State trading না করলে আমরা খাদ্যের দর নিয়ন্ত্রন করতে পারবনা।' এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও একথা স্বীকার করেছেন যে আলটিমেটলি আমাদের ষ্টেট ট্রেডিং ইত্যাদি চালু করতে হবে। কারণ এইগুলি না করলে পরে খাদ্যের উপর আমাদের যে নিয়ন্ত্রণ, গভর্ণমেণ্টের যে কণ্ট্রোল তাকে বজায় রাখা যাবে না। কাজেই সেই দৃষ্টি কোন আমাদের থাকা দরকার। আগরতলা শহরে এবং বিভিন্ন জাগায় যেখানে যেখানে নাকি আইনটা চালু করা হয়েছে সেখানে একটা এবনর্ম্যাল কণ্ডিশন সৃষ্টি করা হয়েছে। এবনর্মাল কণ্ডিশন শুধু আগরতলায় হবে কেন, সর্ব্বত্র করা হয়েছে। (ইণ্টারেপশন) কাজেই আজকে সারা সহরে, তেলিয়ামুড়া, কৈলাসহর এবং খোয়াই প্রভৃতি জায়গায় এর এফেক্ট দেওয়া হয়েছে। মোটের উপর আজকাল সরকার চাউলের যে দর বেঁধে দিয়েছেন, সেই দরে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আজকে সরকার একটা আইন ঘোষণা করে সমস্ত দোষ এড়াতে চাইছেন, বলছেন যে আমরা ত আইন করে দিয়েছি, কেউ ৩৫ টাকার বেশী দরে তোমরা চাউল বিক্রি করতে পারবে না। তোমরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর, চোরা কারবারীদের ধর, আমাদের সঙ্গে একটা রফা কর। এখানে কথা হচ্ছে সরকারের একটা ইনটেলিজেনস্ ডিপার্টমেণ্ট আছে, সরকারের সব তথ্য জানার কথা যে কারা কারা চোরাকারবারী কারা কারা মজুতদার, কারা মজুতদার নয়, কোন কৃষকের কত জমি আছে এবং না আছে, তাদের সব তথ্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আছে। আমাদের চেয়ে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত তথ্য ভাল করেই জানার কথা। কিন্তু সকলের চাউলের খবর রাখাতো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা আমাদের কাছে আশা করেও লাভ নেই। কাজেই সেখানে সরকারের দৃষ্টিকোন হচ্ছে আমরা আইন জারী করে দিলাম তোমরা পাবলিক আছ আর ব্যবসায়ী আছ, তোমরা লড়াই কর, আর আমরা ঘরে বসে তামসা দেখছি, যেন আমাদের করণীয় কিছু নেই। আইন জারী করার পর মানুষ চাউল পেল কিনা, মানুষ ৩৫ টাকা দরে চাউল কিনতে পারবে কিনা সেই তথ্য নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আজকে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে এই অবস্থার অবসান যদি সরকার পক্ষ না করেন তাহলে মানুষ বিক্ষোভে যে কখন ফেটে পড়বে তা কেউ বলতে পারবে না। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে মানুষ যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে তবে আন্দোলন করেনা কেন ? মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনের জন্য অপেক্ষা করছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী যদি আন্দোলন চান তাহলে আন্দোলন তিনি দেখবেন। আমাদের সহকারী নেতা বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী যদি খাদ্য সঙ্কটের সমাধান না করতে পারেন তাহলে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত, এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ করা উচিত। মানুষকে খাওয়ার দেওয়া সরকারের প্রাথমিক কর্ত্তব্য এবং আমরা যদি সেই খাদ্য মানুষকে দিতে না পারি, যদি মানুষকে দু বেলা খাওয়ার গ্যারাণ্টি আমরা না দিতে পারি, সেই কণ্ডিশন আমরা সৃষ্টি করতে না পারি, তাহলে সেই মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। যদি পদত্যাগ না করেন তবে

জনসাধারণ তাদেরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করাবে এবং যদি মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলন না দেখে থাকেন তাহলে তিনি যাতে তা দেখতে পারেন তার ব্যবস্থা আমরা করব। এবং সেই ব্যবস্থা আমরা করতে যাচ্ছি। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri M- L. Bhowmick.

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য তাঁর প্রস্তাবে ধান এবং চাউল এ দুটিকে State Trading এর আওতায় আনবার জন্য প্রস্তাব করেছেন। আমি এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করি। কারণ State Trading কোন জায়গায় চলে, কোন জায়গায় চালু করা সম্ভব, আমার মনে হয় সেই ধারনাই তাঁদের নেই। আমাদের রাজ্য একটি ঘাটতি অঞ্চল। এটা আমরা সকলেই জানি। শুধু আমাদের রাজ্য কেন, ভারতবর্ষই খাদ্যে ঘাটতি বলা চলে। এ রাজ্যে বছরে আমরা ৪৫ হাজার মেট্রিকটন খাদ্য আমদানী করছি তার কারণ আমাদের এ রাজ্যে আমাদের যা প্রয়োজন সেরকম খাদ্যের উৎপাদন হচ্ছে না। অবশ্য তাঁরা বলছেন যে গত বৎসর আমরা বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে bumper crops হয়েছে। সমস্ত রাজ্য ব্যাপী bumper crops হয়েছে একথা আমরা বলিনি। কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে 'বোরোর' কথাই আমরা বলেছিলাম এটা bumper crops বোরোর কথা বলা হয়েছিল। যদি bumper crops হয়েও থাকে কোন কোন অঞ্চলে, তথাপিও আমরা একথা বলি নাই যে আমাদের রাজ্যে scarcity of food grains নেই। আমাদের রাজ্য খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে এ কথা আমরা কখনো বলিনি। গত September মাসের অধিবেশনে তাঁরা বলেছিলেন যে আমাদের Govt. যেন আগরতলাতে State Trading শুরু করে দেয়। তখনকার যে অবস্থা আমরা তখন বলেছিলাম, যে কথা আমরা এখন বললাম, যে আমাদের রাজ্যে State Trading চালু করার অবস্থা এসেছে বলে আমরা মনে করিনি। তার কারণ আমাদের রাজ্য খাদ্যে ঘাটতি, ঘাটতি অঞ্চলে কোন সময়, কোন অবস্থাতেই State Trading চালু করা সম্ভব হয় না। তার কারণ হল, আমাদের প্রত্যেক কৃষককে লেভী করতে হবে এবং লেভী করার ফলে কৃষকই ক্ষতি গ্রস্ত হবে। কৃষক যাতে তাদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পায় তারই জন্যে State Trading করা হয়নি, যার ফলে কৃষকরা তাদের ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন। কিন্তু এবার বর্ষার প্রারম্ভেই যখন আগরতলার বাজারে চাউলের দর ৪০ টাকার উপরে উঠল তখনই আমাদের সরকার জন স্বার্থের খাতিরেই দর নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাজেই ঐ দর যাতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে না যায় সেই জন্যই আমাদের সরকার ৩৫ টাকা দর নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন আগরতলা শহরে। কাজেই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল যাতে চাউলের মূল্য ক্রয় ক্ষমতার বাইরে না যায়। কিন্তু দেখা গেল যে তখন সেই অর্ডার বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই চাউলের অভাব হয়েছে। চাউল বাজার থেকে উধাও হয়েছে। তারা বলেছেন যে মজুতদাররা, মুনাফাশিকারীরা চাউল মজুত করে রেখেছে। সেই মজুত চাউলের খবর দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার আহ্বান জানাইয়াছিলেন, জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন। আমরা জানিনা আমাদের বিরোধীদলের কোন সদস্য সেই মজুত চাউলের খবর আমাদের সরকারকে জানাইয়াছেন কি না? কাজেই এ কথা খুব জোড়গলায় এখানে তারা বলছেন যে মজুতদারকে সরকার সমর্থন করছেন, আমরা বলছি তারাই মজুতদারকে সমর্থন করছেন, কারণ তারা নিজেরাই মজুতদার থেকে চাউল কিনে খাচ্ছেন। কাজেই সেই মজুতদারের খবর তাঁরা

দেন না কেন ? আমরা চাই যে মজুতদারের খবর আপনারা দিন, আমরা সরকার কঠোর হাতে তাকে দমন করব। কিন্তু আপনারা তা দিচ্ছেন না, দেওয়ার মত সাহস আপনাদের নেই; চোরাকারবারীদের সঙ্গেই আপনাদের সম্পর্ক, কালোবাজারীর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক, তা না হলে সরকারকে আপনারা সে খবর দিতেন। আর বলছেন রেশনে যে চাউল দিচ্ছে সেই চাউলে চাহিদা মিটছেনা। হ্যাঁ, না তা মিটবারই কথা। কারণ ৮ আউন্স চাউল এবং ৪ আউন্স গম, দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে অনেকেই গম নিচ্ছেন না। কারণ পরিপূরক হিসাবে গমের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সরকার সম্পূর্ণ চাউল দিতে পারছেন না বলেই গম পরিপূরক হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। Sitution বা পরিস্থিতি যদি এরকম হয় তবে আমাদের গম খেতেই হবে। (Interouption) যখন দেশের খাদ্য থাকবে না, food graines থাকবে না তখন নিশ্চয়ই আমি ও খাব। আমি নিজেও খাই তাই বলছি। কাজেই আমরা নিজেরা যা করে থাকি তাই বলছি। আপনারা নিজেরা যা করেন না তা বলে থাকেন। you may see my ration card and you will see that I am taking wheat. I challange you to see my ration cards. নিশ্চয় আমি খাই। কাজেই যারা খাদ্যের অভাব বলে চেঁচামেচি করছেন সেই অভাবকে তারা নিজেরা বাড়িয়ে তুলছেন। তারা নিজেরা জনসাধারণকে একথা বলছেন না যে সরকার বাধ্য হয়ে তাদেরকে গম দিচ্ছেন, দেশের খাওয়ার অভাব আছে বলেই তা দেওয়া হচ্ছে। আজকে তারা বলছেন যে সমগ্র রাজ্যে এই অবস্থা। কিন্তু সমগ্র রাজ্যে তা হয়নি এটা ঠিক। শুধু মাত্র আগরতলা বা সদরের কোন কোন জায়গায়। তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরার সর্ব্বত্র নাকি ৩৫ টাকা চাউলের দর নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তা ঠিক নয়। মাত্র আগরতলা সহরে এই দর নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর কোন Sub-division এ দর নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের অভাব, scarcity of food grains নেই এই কথা অস্বীকার করি না। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের যা করা দরকার তা হল গম খাওয়া দরকার। এই অভ্যাস আমাদের করতে হবে। তা না হলে আমাদের যে খাদ্যের চাহিদা তা মিটবে না। কাজেই বর্ত্তমানে খাদ্যের যে পরিস্থিতি তাকে যদি আমরা উন্নত করতে চাই, তবে যতদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যের উৎপাদন না বাড়ানো যায়, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই রাজ্যে খাদ্যের অভাব চলবেই। আর এই অভাবের মধ্যেই আমাদের এভাবে খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে নিতে হবে। এছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যা বলছেন, খাদ্যের জন্য আমাদের ষ্টেট ট্রেডিং করা প্রয়োজন। সে প্রয়োজন এখানে সম্ভব নয় যতদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would request the hon'ble member to remember that it is a House and not a debating club. So alaways try to keep parliamentary discipline and dignity of the House. I request all the members not to a particular one. Always try to maintain peace and silence in the House. I now request the hon'ble member Sri Sadhanwa Deb Barma to speak.

Sri Sudhanwa Deb Barma :— মাননীয় Speaker Sir, আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার এই যে খাদ্য সঙ্কট, এটা ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য নীতির ফলে আরও গভীর সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি ত্রিপুরার বিভিন্ন বাজারে চাউল খুব প্রচুর না হলেও এবং দাম বেশী হলেও তা পাওয়া

যেত। কিন্তু হঠাৎ যখন এই আইনটি ঘোষণা করা হল তার সাথে সাথে বাজার থেকে চাউল একেবারে উধাও হয়ে গেছে। আমি জানতে চাই যে যখনই এ নীতি নির্দ্ধারণ করার জন্য বৈঠক করা হয়, বোধ হয় খুব গোপনে বৈঠক হয়, কারা বৈঠকে ছিলেন? যখনই এই নীতি ঘোষণা করা হল সেই মুহূর্ত্তে চাউল উধাও হয়ে গেল? এটা কি করে সম্ভব? ত্রিপুরা সরকারের হাতে কি পুলিসের ক্ষমতা ছিল না? পুলিস দলে কি কম ছিল? নিশ্চয়ই পুলিশের ক্ষমতা কম ছিলনা। যারা মজুতদার, যারা মুনাফাখোর তাদের খোঁজ খবর রাখা ত্রিপুরা সরকারের ক্ষমতার বাইরে ছিল না। তারা জানতেন কারা মজুতদার, কারা মুনাফাখোর। কিন্তু জেনে শুনে ও তারা ঐ চাউলকে আটকানোর জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নি। বরং সরকারের এই সিদ্ধান্ত হয়ত আগে থেকেই তাদের জানানো হয়েছে। যারা নাকি কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, যারা টাকা দিয়ে কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখেন তাদের কানে এই সব খবর হয়ত আগেই পৌঁছে যায়। না হলে, এভাবে ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে এদের আর কোন পাত্তা পাওয়া যায় না, এ ঘটনা হতেই পারে না। কাজেই আমি এ কথাই বলতে চাই যে ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য নীতি সম্পর্কে এই যে ঘোষণা, তার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়নি এবং হয়ত এই নীতি নির্দ্ধারণ ব্যপারে তাদের সহায়তা নেওয়া হয়েছিল এবং তারাও হয়ত সেখানে ছিলেন। তা না হলে এরকম ঘটনা কিছুতেই ঘটতে পারে না। এই নীতি ঘোষণার পরই মাননয়ী মন্ত্রী মহোদয়েরা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে জনসভায় ঘোষণা করতে লাগলেন যে জনসাধারণ তোমরা সহযোগীতা কর, যারা মজুতদার যারা চোরাকারবারী তাদের দেখিয়ে দাও, ধরিয়ে দাও। আর মজুতদারদের শাসাতে লাগলেন যে আমরা কিছুতেই রেহাই দেব না। কথাই শুধু লম্ফ ঝম্ফ করে বল্লেন কিন্তু কাজের বেলায় আমরা তার উল্টোটাই দেখি। আমরা দেখেছি খোয়াই এ ছাত্ররা যখন চাউলের এক চোরাকারবারীকে ধরল তখন ঐ চোরাকারবারীর ত কিছুই হলনা বরং উল্টা ছাত্রদের বিরুদ্ধে এখনও case ঝুলছে। (Interruption) হাওয়াই বাড়ীতে এখনও তাদের বিরুদ্ধ case ঝুলছে। জয়কুমার সোম সহ আরও ৬।৭ জনের নামে ডাকাতি case দেওয়া হয়েছে। কারণ এরা তেলিয়ামুড়া থেকে চাউল পাচারের সময় ধরে ছিলেন। যে সব জায়গায় চাউলের দামও খুব উচ্চ তেলিয়ামুড়া থেকে সেই সব জায়গায় চাউল নেওয়ার সময় এরা ধরে ছিলেন তাই এদের নামে উল্টা ডাকাতি case দেওয়া হল। চমৎকার! এরা বলেছেন আমরা জনসাধারণের সহযোগীতা চাই। যারা চোরাকারবারী, যারা মজুতদার তাদের শাস্তী দিতে চাই। তার নমুনা হল এই সব ঘটনা। এরকম আরো অনেক ঘটনা আছে। (Interruption) এই আগরতলার বুকে এরকম অনেক ঘটনা আপনারা খোঁজ করুন। বোধজং হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলের যে চৌমুহনী সেখানে যারা রিক্সা চালায়, তারা সেইখানে থাকে, তারা সেই চৌমুহনীতে ব্ল্যাকে যে কিছু চাউল পেত, সেখানে কিন্তু তাদের দলেরই একজন সরকারকে জানিয়ে দেয় যে সেখানে কিছু চাউল আছে, আমরা সেখান থেকে কিনছি। যেই পুলিশ গেল তার পূর্ব্বে যে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার তিনি চাউল সরিয়ে ফেললেন, কোন কিছুই পাওয়া গেল না। মাঝখানে ঐ রিক্সা ওয়ালারা তারা এর ফল ভোগ করল অর্থাৎ তারা যে ration shop থেকে চাউল পেত, তাতে ত তাদের কুলায় না, তাদের ঐ ব্ল্যাকে মাল না কিনে উপায় নেই। অবস্থাটা হল কি, তারা আর ব্লেকে কিনার সুবিধাটা পেল না। তার ফলে যে লোকটি খবর দিয়েছিল তার উপর খর্গ হস্ত হয়ে উঠল তারা যে, "তুমি এইখানে থাকতে পারবে না, অণ্যখানে রিক্সা চালাও। এখানে তোমার থাকা আমরা আর কিছুতেই সহ্য করব না।" সেই বেচারী সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হল।

কারণ ঐ ব্যক্তি, যিনি সরকারকে জানিয়েছিলেন যে এখানে ব্লেক মারকেটে বিক্রি হচ্ছে, তাকে ধর। যদি আপনারা খোঁজ করতেন হয়ত আপনাদের দরকার পরবে না, কারণ সে জোতদার, যে ব্লেক মার্কেটিয়ার করেছেন তাকে উদ্ধার করার জন্যই নিশ্চয়ই গোপনে নির্দেশ দিয়েছেন যে তাড়াতাড়ি তোমার চাউল সরাও, তোমাকে যেন পুলিশ ধরতে না পায়। তা না হলে পুলিশে জানানোর সাথে সাথে কেমন করে সে চাউল সরিয়ে ফেলল? এই যদি অবস্থা হয় তাহলে কোন ব্যক্তি, যারা ব্লেক সংগ্রহ করে, তারা সাহস করবে সরকারকে এই সমস্ত তথ্য দেওয়ার জন্য? তা সম্ভব নয়। মাননীয় গোপেশবাবুর বক্তব্যে এই মনে হয় যে ত্রিপুরাতে খাদ্য সংকট মোটেই নেই। যেন স্বর্গরাজ্য তিনি দেখতে পান এই ত্রিপুরা রাজ্যে। তিনি বললেন, "মৃত্যু সংবাদ কোথাও নেই। ত্রিপুরাতে একটি লোকও মরে নাই।" কিন্তু আমি কতগুলি নাম ওনাকে শুনাতে পারি। হয়ত বলবেন যে মানুষ মরলেই আমরা বলি সে অনাহারে মারা গিয়েছে। পেয়ারী দেববর্ম্মা, স্বামী মহেন্দ্র দেববর্ম্মা, বুলু ছড়ায় তিনি মারা গেছেন। গুলফা রিয়াং সান্ অফ লেইট মালেফা রিয়াং, তামুলছড়া ব্রজবাসী পাড়া তিনি 16. 6. 65 এ মারা গেছেন অনাহারে। দুর্গামোহন রিয়াং, সান্ অফ লেইট গংগারাম রিয়াং, ভিলেজ ধুমাছড়ি সমুদাই চৌধুরী পাড়া, তামুলছড়ি তিনি ১৯-৬-৬৫ সনে মারা গেছেন। (Interruption) হ্যা, এটা আপনাদের এলাকার কথাই অন্য এলাকার নয়। স্বর্ণাদেবী daughter of Nabin Chandra Deb Barma, তিনি ৫ই আষাঢ় মারা গেছেন, ভিলেজ হল বাঁশখলা, পোঃ তেলিয়ামুড়া। এরকম আরও অনেক আছেন নাম আমি আর বেশী বলতে চাইনা। গোপেশবাবু বলেছেন যে ত্রিপুরায় একট লোকও মারা যায়নি। যিনি স্বর্গ রাজ্য দেখতে পান ওনার পক্ষেই তা সম্ভব। তিনি যে statement দিতে ভয় করেন, কারণ ব্যবসায়ীরা তাতে রাগ করবে। ব্যবসায়ীরা এবং যারা মজুতদার, বড় বড় ব্যবসায়ী যারা তাদের যেন স্বার্থহানী না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি এ কথা বলতে পারেন। তিনি বলেছিলেন যে Producers যারা তারা বিক্রয় কোথায় করবে যদি state trading হয়ে যায়? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে মাননীয় সদস্য গোপেশবাবু কি খোঁজ রাখেন যে যারা কৃষক তাদের কাছ থেকে এই জোতদাররা কত দরে ধান কিনে? কৃষকের পক্ষে সম্ভব নয় যে তারা চাউল তাদের ঘরে আটকিয়ে রাখবে। তাদের নিত্য নৈমিত্যিক প্রয়োজনে তাদের ধান বিক্রি করতে হয়। খাজনা দেওয়ার জন্য, টেক্স দেওয়ার জন্য, তাদের ধান বিক্রি করতে হয়। তাছাড়া সংসারের অনেক কাজ কর্ম্ম লেগেই থাকে। তারজন্য প্রথম যখন সে তার ক্ষেত থেকে ফসল তোলে তখনই তার ধান বিক্রি করতে হয়। কাজেই ঐ সময় জোতদাররা এবং যারা মজুতদার তারা, খুব কম দরে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এও দেখেছি যে ৫ টাকা ৬ টাকা দরে পর্য্যন্ত ধান কিনে নেয় এবং কৃষকরা সেই দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ১০ টাকা দর কোন কৃষক পায় কিনা তাতে সন্দেহ আছে। তাছাড়া এখন অভাবের সময়। দাদনের কল্যাণে যখন ঐ ধান ক্ষেত্রে থাকে, তখনই ৫ টাকা দরে ধান বিক্রি করতে হয়। কারণ তাদের ধান বিক্রি করে চলতে হয়। আর সেই মহাজনরা ৫ টাকা দরে, অগ্রিম বাকী যা রয়ে গেছে, তার দাম হিসাবে ধান নিয়ে আসে কৃষকের হাত থেকে। তাদের বাচানোর জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না, State Trading গ্রহণ করবেন না। শুধু বলবেন যারা কৃষক, যারা producer তারা কোথায় বিক্রি করবে? সেই চিন্তায়ই আপনারা থাকবেন। কারণ আপনারা জানেন কারা ধান কিনেন। সেই কিনবার উপায়টা যেন বন্ধ না হয়. তার জন্যই এই জিনিষটা আপনারা

উল্টোভাবে দেখাতে চান এই হাউসে। তিনি আরও বলছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে State Trading ত চলছেই, আছেই। কি রকম সেটা? না, co-operative system. Co-operative নাম থাকলেই State Trading হয়ে গেল। চমৎকার এই যুক্তি। কয়টা co-operative আজকে ধান কিনে, মজুত রেখে বর্ত্তমানে এই প্রয়োজনের সময়ে, কৃষকের কাছে, জনসাধারণের কাছে বিক্রি করতে পারছে? এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা এই সরকার গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয়ই সেটা পর্য্যাপ্ত নয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় সেটা নিশ্চয়ই ঠিক হয় নাই। তা না হলে আজকে এই অবস্থা হত না। আজকে ত্রিপুরায় যে সমস্ত co-operative আছে, তারা যদি নিজেদের হাতে গুদামে মজুত করতে পারত তাহলে গ্রামদেশে এরকম অবস্থা হত না। আজকে আগরতলার অবস্থা আপনারা দেখেছেন যারা এখানে আছেন। কিন্তু গ্রামদেশে এই যে খাদ্য সঙ্কট সেটা আরও ভয়াভহ। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এখানে যে টাকারজলা এবং জম্পুইজলার মত বৃহৎ একটা এলাকায় একটি মাত্র রেশন শপ খোলা হয়েছে। সেখানেও যে co-operative আছে, তার কাছে সেটা দেওয়া হয়েছে। তারা মাত্র সপ্তাহে ৩০০ মন চাউল পায়। তাও তাদের হাতে টাকা না থাকার দরুন চাউল নিয়ে যেতে পারে না। কাজেই সেখানে যে বিরাট জনসংখ্যা আছে তারা এই চাউল রীতিমত পায়না এবং তাদের প্রয়োজন মতও পায় না। এর জন্য সেইখানে যারা কৃষক এবং গরীব, তারা অর্দ্ধাহারে, অনাহারে থাকতে বাধ্য হয় এবং তা ছাড়াও বর্ত্তমান অবস্থাতে তারা চাউল খুঁজে পায় না। তারা দিন মজুরীর কাজ করে, অথচ চাউল খুঁজে পায় না। Test relief র ও কোন ব্যবস্থা নেই। কি রকম চরম অবস্থার মধ্যে তারা আছে সেটা বর্ণনা করার ও ভাষা আমি খুঁজে পাই না। কারণ আমি নিজে দেখেছি কি সঙ্কটের মধ্য দিয়ে তারা চলছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয় যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে ত্রিপুরার এই যে খাদ্য সঙ্কট তাকে যতটুকু relief দেওয়ার প্রয়োজন সেটা কিছুতেই সম্ভব হবেনা। আমরা জানি ত্রিপুরা ঘাটতি অঞ্চল। কিন্তু যেটুকু ফসল এইখানে উৎপাদন হয় সেই ফসলকে ঐ মজুতদার, ব্লেক মাকেটিয়ারদের হাতে তুলে না দিয়ে সেটাকে সুষ্ঠভাবে যাতে বণ্টন করা হয় জনতার মধ্যে সেই ব্যবস্থা করার জন্য এত দ্বিধা কেন আমি বুঝতে পারি না। Party in Power বলছেন, বার বার একথাই বলছেন, আমাদের অঞ্চল ঘাটতি অঞ্চল। বাহির থেকে হাজার হাজার টন ধান, খাদ্য আমাদের আমদানী করতে হয়। একথা কেউ অস্বীকার করবেনা। বক্তব্য হল যে যতটুকু আমাদের হাতে আছে তাকে কেন আমরা সুষ্টভাবে বণ্টন করতে পারি না। সেটা যারা মজুতদার, ব্লেক মার্কেটিয়ার, মুনাফাখোর, জোতদার তাদের হাতে কেন ছেড়ে দেব? কাজেই এই দিকদিয়া যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই যে নীতি নিয়েছেন কংগ্রেস সরকার সেটা জনতার স্বার্থে নয়, বরঞ্চ ত্রিপুরাকে সংকটের মুখ থেকে আরও গভীর সংকটের দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া এটাকে আমরা আর কিছু বলতে পারিনা। একটা ঘটনার কথা আমি বলতে চাই। যে রেশন কার্ড বিলি করা হয় সেটা যেন কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের একটা হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। Circle officer এর একটা Notice, মাননীয় Speaker Sir, আমি উপস্থিত করতে চাই। কার্ড issue করার ব্যাপারে কি নীতি গ্রহণ করছেন। তহশীলদারের নিকট এবং Dealer এর নিকট কপি পাঠান হয়েছে। এমনকি জোতদারদের নিকটও Copy পাঠান হয়েছে। "এতদ্বারা ১নং রেশন সপ এলাকাভুক্ত রেশন কার্ড হোল্ডারদের জানান যাইতেছে যে, ৩০।৬।৬৫ইং এর মধ্যে তেলিয়ামুড়া তহশীল

অফিসে ১৩৭২বাং সন পর্য্যন্ত অ.ডার খাজনা জমা দিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে আড্ডার চেক দেখাইয়া রেশন কার্ড সংশোধন করিতে হইবে। ৩০।৬।৬৫ইং তারিখের মধ্যে সংশোধন না করিলে রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত গণ্য হইবে। ১ নং সপের এলাকার নাম তেলিয়ামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট ব্রহ্মছড়া, গকুলনগর। ইতি

A. Ghosh,

7/6/65

Circle officer, Teliamura.

কৃষকদের ঘরে চাউল নেই, খাদ্য নেই, টাকা নেই। তাদের নিকট এই notice জারী করা হয়েছে। চমৎকার! এর উপর কি বক্তব্য বলব আমি। আজকে কংগ্রেস সরকারের রাজত্বে এইসব হচ্ছে। আজ যদি সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা না হয় তাহলে ত্রিপুরার মানুষ নীরবে চেয়ে থাকবে না। নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদে এরা গর্জ্জে উঠবে এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এই শাসকগোষ্ঠিকে।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble member Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Ranjan Dasgupta :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ত্রিপুরা সরকারের যে food policy আমার মনে হয় সেটা খুবই defective, just putting the cart before the horse. ১৯৬৪-৬৫ সালের Agriculture department এর যে Statement তাতে দেখা যায় ২৫% crop বেড়েছে এবং ২৫% crop বাড়ার পরও ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে ভাবে খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা ১৯৬৪-৬৫ সালে দেখা যায়নি এবং সেই ধান চাউল কোথায় গেল ? সেই সমস্যা যদি সমাধান করা না যায় তা হলে ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যার কোন দিনই সমাধান করা যাবে না। crop বেড়েছে অথচ crop কোথায় গেল এই কথাটি সামনে রেখে, সবাইকে চিন্তা করতে হবে। আজকে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আজকে যে বাস্তব চিত্র তাহল ১ সের আধা সের, ২ সের চাউলের জন্য—যার টাকা পয়সা আছে, কিনবার ক্ষমতা আছে সেও বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাউল পাচ্ছেনা। আজকে আমরা যে চাউল পাই, এবং খোলা বাজারে আড়াই কে, জি করে যে চাউল দেওয়া হয় তাতে মাথা পিছু তিন ছটাক বা এক পোয়ার বেশী পড়ে না রোজ। এখন চিন্তা করুন, একজন লোক যে পরিশ্রম করে সে এই খাদ্য খেয়ে বাঁচতে পারে কি না। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় কি না। এই যে অবস্থা এই অবস্থাকে সামলায় কে তার সবকিছু বিবেচনা করতে হবে। আমরা দেখেছি, শুধু আগরতলা শহর নয়, মোহনপুর, কাতলামারা প্রত্যেকটি বাজারে যেইমাত্র আইন করে দেওয়া হল যে ৩২ টাকার বেশী কেহ চাউল বিক্রি করতে পারবে না খোলা বাজারে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাউল উধাও। বাজারে এক মুষ্টি চাউল নেই। Black এ চাউল ৫০ টাকা ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তাতেও কেউ কেউ পাচ্ছে, কেউ কেউ পায় না। এই যে একটা অবস্থা এই অবস্থার পূর্ব্বে সরকারের চিন্তা করা উচিত ছিল যে আমরা বড় বড় মহাজন, বড় বড় মজুতদারদের সাথে পেরে উঠব কি না। আজকে একটা কথা বলা হয় যে পাল্টা সরকার। ভারতবর্ষের পাল্টা সরকার হল বড় বড় মজুতদারেরা এবং black marketeer রা আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি কিছুদিন আগে যে D. I. rules এ জলপাইগুড়িতে এক মজুতদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে যখন এক জেল থেকে অপর জেলে transfer করা হয় তখন সমস্ত মজুতদাররা তাকে reception দিয়েছিল, তার গলায় মালা দিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে

challenge করেছে দেখি সে কিভাবে গদিতে থাকে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে পুলিশ নির্বাক, পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে তা দেখেছে। ত্রিপুরার অবস্থাও তাই। ত্রিপুরার বড় বড় মজুতদারদের ক্ষেত্রে যদি আমরা হস্তক্ষেপ করতে না পারি তাহলে ত্রিপুরায় যে খাদ্য সমস্যা তা কোন দিনই মিটবেনা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা দেখেছি, এই ত্রিপুরায় ১৭ বৎসর হল আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি তারপর আজ পর্য্যন্ত এই কথাটা কেউ বলতে পারবে না যে middle man কি পরিমাণ consuming price থেকে share নিয়ে যাচ্ছে, তার কোন data নেই। Economic food এর জন্য ধান চাউলের দাম কি হওয়া উচিত তার কোন data আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় নি। কোন কিছুই করা হয় নি। এই যে চাউল হচ্ছে সে চাউলগুলি কোথায় যাচ্ছে, কত পরিমাণ যাচ্ছে তার কোন data নেওয়া হয় না। এই যে permint এবং license আমরা দিচ্ছি বড় বড় merctant কে তারা করে কি? permit, License নিয়ে বাজারে যায় ১০০মণ ২০০মণ ধান তারা ক্রয় করে Govt এর কাছে Statement দেয় এবং black এ হাজার বাজারে, হাজার মণ ধান কিনে গুদাম জাত করে রাখে। সেই খবর পুলিশের জানা আছে, সকলেরই জানা আছে। কিন্তু তাদের গায়ে হাত দিতে আমরা নারাজ। কারণ তাদের গায়ে হাত দিলে সরকারের ভিত্তি নড়ে উঠবে। তাই তারা হাত দিতে চান না। আজকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার যদি প্রতি-বিধান করতে হয় তাহলে আমাদের কয়েকটা কাজ করতে হবে। আমি সেই কাজগুলি বলছি। License এবং permit কোন individual merchant এর কাছে দেওয়া বন্ধ করা হউক। তারপর আর একটা কথা হল State trading. State trading যখন আমরা বলি তখন অনেক সময় বলে যে State trading আমরা করছি। আবার আর একজন মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে সারা ভারতবর্ষে জিনিষ পত্রের দিক দিয়ে আমরা এখনো স্বয়ং সম্পূর্ণ হই নি। সুতরাং State trading করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা দেখছি কংগ্রেসের যারা নেতৃস্থানীয় আছেন—যেমন, মালবীয়া, এবং ভারতের একজন সেরা অর্থনীতি বিদ গেড্‌গিল, তারা সবাই বলছেন যে State trading inmediately করা উচিত। State trading যদি না করা হয় তা হলে বড় বড় মহাজনরা ও মজুতদারেরা খাদ্য নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলছে সেটা বন্ধ করা যাবে না এবং আমাদের খাদ্যের সমস্যাও সমাধান করা যাবে না। খাদ্যের সমস্যা সমাধানের দু'টি পথ। একদিকে খাদ্য ফলাও, বেশী ফসল ফলাও এবং অন্যদিকে খাদ্য যাতে সুষ্টভাবে এবং সমভাবে বণ্টন হয় সেই ব্যবস্থা করা। Distribution and production দুটো যদি এক সঙ্গে সমাধান না করা যায় তাহলে খাদ্য সমস্যা সমাধান সম্ভ বনয়। "Grow more food" করে চেঁচালে এবং ফসল বাড়ালে সমস্যার সমাধান হয় না,যদি তার distribution টা সরকার নিজের হাতে না নেন। আজকে বড় প্রশ্ন হল এটাই যে distribution টা সরকার নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া। সেই distribution Cooperative এর মারফতেই হউক বা State level ই হউক তাকে নিতেই হবে যদি এই খাদ্য সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হয়। আজকে যদি Cooperative level এ বা State level এ খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা হলে সাধারণ producers রা share price, economic price যাকে বলে তা পাবে। কারণ যে সুনির্দ্দিষ্ট দর সরকার বেঁধে দিলেন সেই দর তারাই পাবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আইন করে এই middle men দের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। middlemen যত দিন থাকবে তত দিন এই খাদ্য সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারব না। তাই, যদি প্রয়োজন হয় আইন করে এই middlemen দিগকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। producers দিগকে market এর দিকে আকৃষ্ট করতে হলে এবং সরকার যদি producers দের নিকট হতে ধান চাউল কিনেন তা হলে আমাদের খাদ্য সমস্যা

সমাধান করা সম্ভব হবে অনেকটা। আমাদের এই খাদ্য ঘাটতি ত্রিপুরাতে আমরা প্রায় পৌণে ২ কোটি টাকার উপর খাদ্য আমদানি করছি এবং সেই খাদ্য যাতে আমদানি না করি, ক্রমে ক্রমে তা কমে যায় তার জন্য "Grow more food" এর সাথে সাথে distributiou এর ব্যবস্থাও সরকারকে করতে হবে, সেটাকে অস্বীকার করলে কোন অবস্থাতেই চলবেনা। এখন যে সমস্যা সেই সমস্যা হল বর্ত্তমান মাথাপিছু যে ৫০০ গ্রাম করা হয়েছে সেটা বাড়িয়ে minimum ৬০০ গ্রাম করা উচিত। তারপর আমাদের রেশনের চাউলও বৃদ্ধি করা উচিত। আর একটি ব্যবস্থা করা উচিত আগরতলা শহরের রেশন দোকানের পাশে খোলা বাজারে চাউল দোকানের ব্যবস্থা করা। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সমভাগে আপনারা গম খান। কিন্তু কোন কোন রেশনের দোকানে গম এবং আটা ও পাওয়া যায় না। আমি ৪নং রেশন সপের কথা বলি। আমি নিজেও ভুক্তভোগী, আজ ৪ দিন যাবত এই দোকানে গম ও আটা পাওয়া যাচ্ছে না। ৪ নং রেশন সপের এই হচ্ছে অবস্থা। বার বার খবর করা সত্বেও গম এবং আটা পাওয়া যায় নি। Black market এ কিনা উচিত নয়। কিন্তু মানুষ যখন খেতে পায় না, ক্ষুধার তাড়নায় তাকে drive করে অসৎ কাজের দিকে। সেটাকে আমাদের discourage করা উচিত। কিন্তু তা করার আগে লোকে যাতে এদিকে না ধাবিত হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ একটা কথা রোগ হওয়ার আগে যাতে রোগ না হয় তার ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি তাহলে এই black market এর রোগটা দেখা দেয় না। কিন্তু আমাদের যে নীতি, সেই অদূরদর্শী নীতির ফলে আমরা রোগটাকে প্রথম জন্ম দিয়ে দেই। রোগটা জন্ম দেওয়ার পরে আমরা তখন বলি—না—না—না—তুমি অস্পৃশ্য, তোমাকে আমরা স্পর্শ করবনা, তুমি black এর চাউল কিনে বে-আইনী করেছ। কিন্তু রোগটা কে সৃষ্টি করেছে? কিজন্য সৃষ্টি হয়েছে? কি কারণে সৃষ্টি হয়েছে সেটাও আমাকে দেখতে হবে। এই রোগ সৃষ্টির কারণ হল এই যে নীতি যে আমার খাদ্য মজুত নেই, আমার হাতে খাদ্য নেই, খাদ্য, সব ধান, চাউল হচ্ছে বড় বড় মজুতদারের হাতে। সেই ধান চাউল করায়ত্ব না করে আমরা বন্ধ করে দিলাম খোলা বাজার। খোলা বাজার একটা কলমের খোঁচায় বন্ধ করে দিলাম। বন্ধ করতে বেশী দেরী হয় না। কলমে যদি কালি পায় তাহলে খোঁচা দিতে বেশী দেরী হয় না। এই খোঁচার ফল হল আগরতলা শহরের বহু লোক ১ বেলা খাচ্ছে, সপ্তাহে ৩ দিন খেয়ে বাকী দিন না খেয়ে থাকছে। কিন্তু খোলা বাজারে তখন ৩০।৩২ টাকা বা ৪০ টাকায়ও চাউল মিলত। সেই চাউলও বন্ধ হয়েছে এবং ঐ যারা black এ খাদ্য সংগ্রহ করছে তারা বাধ্য হচ্ছে সেই পথে যেতে। সেই পথকে আজ বন্ধ করতে হবে। তাই আমি আজকে এই দাবী রাখছি যে আমাদের খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হউক, এবং রেশন সপ বাড়িয়ে দেওয়া হউক এবং আগরতলার প্রত্যেকটী রেশন সপের সাথে সাথে open dealer shop খোলা হউক। আর একটি কথা হল রেশনের চাউল ১৮৲- ২০৲—২৩৲—২৮ টাকা হয়েছে। এখানে চিন্তা করতে হবে আয়ের পরিমাণের সাথে ব্যয়ের সমতা আছে কিনা। ত্রিপুরা রাজ্যের লোকের যাহা আয়, যে পরিমাণে বেতন, শহরে হউক না কেন, যে হারে কর্ম্মচারীদের বেতন বেড়েছে সেই বেতনের সাথে সমতা রেখে চাউলের দর বাড়ানো হয়েছে কিনা। এই অবস্থায় দেখাযায় যে অনেক লোক চাউল কিনতে পারে না, রেশনের তার যে quota, যা দিয়ে তার ৩ দিনও চলেনা সেই quoto র চাউল পর্য্যন্ত কিনতে পারেনা। এই যে একটা অবস্থা এই অবস্থাটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। খাদ্যের দাম যদি বাড়াতে হয় তবে আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে দাম বাড়ানো দরকার। তাই আমি আজকে এই House এ দাবী করব যে আমাদের এই ত্রিপুরায় অবিলম্বে State trading ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হউক এবং যারা বাজ

চাউলের ঘাটতি অঞ্চল হলে বা ঘাটতি থাকলে State trading ব্যবস্থা introduce করা যায় না আমার মনে হয় তারা গ্যাড্গিলের মত অর্থ নীতি বিদের কথাটাকে ধূলিস্মাত করে দিতে চান। জানিনা পরিপূর্ণ চিন্তাধারা দিয়ে লক্ষ্য করে তারা সে কথা বলেছেন কিনা।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hou'ble Chief Minister to make his reply.

Sri S. L. Singh (Chif Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তাহা বাস্তবিকই অন্ন সমস্যা সমাধান করবেনা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার ভিত্তি নিয়েই তা করা হয়েছে। কারণ তারা বলেছেন equal ditribution করার জন্য। এখানে Govt. থেকে যে রেশন দেওয়া হচ্ছে সেটা equal distribution ই করা হচ্ছে এবং এখানে যে কতগুলো open rice shop খোলা হয়েছে সেগুলোতে equal distribution ই করা হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে আমরা সাড়ে আট লক্ষ লোককে রেশন দিচ্ছি এবং সেটা equal distribution হচ্ছে। কোথায় যে equal নয় তারা পেলেন আমি বুঝতে পারিনা। তারা জানেন deficit অঞ্চল শুধু আমাদের ত্রিপুরা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষই। সে জন্য অন্য দেশ থেকে আমাদের ভারতবর্ষে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে এবং সেই চাউল এনে এখানে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমরা যে ব্যবস্থা করছি তাতে আমাদের কোন গাফিলতি নেই। আমরা 45 thousand Metric ton চাউল এনেছি ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরার লোকের দুর্গতিপূর্ণ অবস্থা জেনেই সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরার লোকেরা অন্নভুজী। সেই জন্যই ৮ আউন্স এবং ৪ আউন্স করা হয়েছে। বাংলার লোকেরা অন্নভোজী। সেখানে ৬ আউন্স ৬ আউন্স করা হয়েছে। আমরা এখানে এই দিকে দৃষ্টি রেখে ৮ আউন্স করেছি। তারপর বলা হয়েছে এমন একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে যে ব্যবস্থার ফলে, তারা বলতে চাচ্ছেন, দেখাতে চাচ্ছেন যে, ত্রিপুরায় চাউলের একটা অভাব হয়ে গিয়েছে। মানে কোন লোকই আর চাউল পাচ্ছেনা। বাংলার মন্বন্তরের কথা তারা বলেছেন। আমরা আগেই বলেছি তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্যই এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছেন। অন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তারা তা করেননি। অতএব সেই দিক দিয়ে তাঁরা বলতে চাচ্ছেন। এক দিক দিয়ে বলতে চাচ্ছেন কৃষককে হয়রাণী করা হচ্ছে। কোথায় কিভাবে কৃষককে হয়রাণী করা হল তা আমি চিন্তা করে বুঝে উঠতে পারলাম না। কারণ আমরা সুনির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করেছি, কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যের যাতে মূল্য কমে না যায় সেজন্য আমরা ২১ টাকা ২৫ পয়সা নিম্নতম মূল্য ধার্য্য করেছি। ত্রিপুরার বাজার ছিল open market। সেই জায়গাতে প্রত্যেকে এনে চাউল বিক্রি করতে পারবে। বাজারের দর যদি ঐ নিম্নতম দর থেকেও কমে যায়, তাহলে সরকার থেকে চাউল খরিদ করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অতএব কৃষক যাতে বাঁচতে পারে, তার শস্যের নিম্নতম মূল্য পেতে পারে, তার ব্যবস্থাও আমরা করেছি এবং মূল্য ধার্য্য করেছি। উনারা একদিকে বলেছেন যে কৃষক তার চাউল রাখতে পারছেনা, ব্যবসায়ীর হাতে সে চাউল এসে গেছে। আবার যখন চাউলের উর্দ্ধতম গতি হল সদরে, তখন সেই উর্দ্ধতম গতিকে প্রতিরোধ করার জন্য, সেখানে ৩৫টাকা দর ধার্য্য করা হল। সেই অনুসারে রেশনের দোকানও ছিল। কিন্তু তারা দেখাতে চাচ্ছেন যে রেশনের দোকান ছিল না এবং চাউলও ছিলনা। সরকার সম্যক ভাবে অবহিত আছেন যে রেশনের দোকান ছিল। চাউল ছিল এবং চাউল জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গাতে আমরা open market

খুলেছি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এবং তাদের ৩০-৩১ টাকা দরে বিক্রীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর বেশী দরে বেচ্‌তে পারবেনা। সেই অনুসারে এই জায়গাতে আমরা চাউলের মূল্যের উর্দ্ধগতিকে প্রতিরোধ করেছি, উর্দ্ধগতিকে আমরা অবরুদ্ধ করেছি। সেটা অবরুদ্ধ হয়েছে জানতে পেরেই আমার মনে হয় তাঁদের মনে একটা আতঙ্ক জেগেছে। কারণ তাঁরা নিজেরাই বলছেন যে তাঁরা Black market থেকে চাউল কিনে খাচ্ছেন। অতএব এই জায়গাতে অন্যায়কারীকে এই ভাবে মাননীয় স স্য হয়ে সমর্থন করেন, তাদিগকে ধরিয়ে দেন না, তার পিছনের উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য হল এই যে তাদের থেকে টাকা পয়সা নিশ্চয়ই তাঁরা পাচ্ছেন। এবং এই যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকে নষ্ট করার জন্যই তাঁরা এই সব করছেন। যারা অন্যায়কারী তাদিগকে ধরা হচ্ছে, জেলে দেওয়া হচ্ছে। অতএব তাঁরা বলবেন এই যে, petty dealers, এখানে open market ছিল, তারা সেখানে ব্যবসা করছে সেখানে চাউল বাজারে নেই। অতএব তাদের ঘরে যদি চাউল পাওয়া যায় তাদিগকে ছেড়ে দাও। অন্যায়কারীকে ছেড়ে দাও, কারণ কি? সে গরীব। কারণ কি? সে Black marketeers তারা কি করছেন তারা হচ্ছেন Black marketeers এর supporters, কেন supporters কারণ তাঁরা চান যে সেখানে একটা সমস্যা Create হউক, সমস্যা Create হলে পরেই তাঁদের সুবিধা এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমার মনে হয় তাঁরা তা করছেন। কারণ আমরা জানি যে এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে চাউলের যে উর্দ্ধগতি ছিল তা আমরা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা জানি যে, এই জায়গাতে যদি আমরা এটাকে অবাধ ভাবে চলতে দিতাম তাহলে যার যা খুসী ৪৫৲, ৫০৲ টাকা করে বেচুক আমাদের কিছুই যায় আসে না। মানুষ হৈ চৈ করুক, চীৎকার করুক, সভা করুক, সমিতি করুক Procession করুক, তারা তা চেয়েছে। কিন্তু তাকে যখন অবরুদ্ধ করা হয়েছে তখনই তাদের আঁতে ঘা পড়েছে এবং সেই আঁতে ঘায়ের জন্যই মনে হয় তাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই সেটাকে আনা হয়েছে। আর একটা কথা বলা হচ্ছে কিনা, Ration বাড়িয়ে দাও। Ration বাড়ানো হবেনা। আমাদের নির্দ্ধারিত ভারতবর্ষের যা quota সেই অনুসারেই এখানে তা করা হয়েছে। চালের ঘাটতি থাকাতে চাউল আমরা import করছি। কিনে আনছি অন্যস্থান থেকে। সেটা তাঁরা জানেন। জানা সত্বেও তাঁরা বলবেন যে চাউল বাড়িয়ে দাও। প্রয়োজন মাফিক বাড়িয়ে দাও। প্রয়োজন মাফিকটা কি? সমস্ত ভারতবর্ষের যে প্রয়োজন সে প্রয়োজন এখানেও নির্দ্ধারিত হয়েছে। সেই অনুসারে এটাকে করা হয়েছে এবং চাউল ৮ আউন্স করা হয়েছে। সেই জায়গায় চাউল আরও বৃদ্ধি করা হউক, গম বৃদ্ধি করা হউক। তার মানেই হল এই যে তারা চান সমস্যাকে তৈরী করা। কারণ তারা ভাল করেই জানেন এর চেয়ে বেশী চাউল বাড়ানো হবে না; অতএব যেটা থাকবে এবং সেই অনুসারে ৮ আউন্স আর ৪ আউন্স দেওয়া হয়েছে এর চেয়ে বেশী দেওয়া সম্ভব নয়, দেওয়া যাবে না। বাকী যেটা আছে সেইটা আমরা যদি অধিক শস্য ফলাতে পারি তাহলে আমরা খাওয়াতে পারব। সেই অনুসারে আমরা দোকান রেখেছি এবং যেখানে ৪০০ গ্রাম ছিল সেখানে ৫০০ গ্রাম করা হয়েছে এবং দোকান সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালু করা হচ্ছে। এখানে কুড়ি হাজার কার্ড আছে এবং ঐ কার্ডের জন্য কুড়িটি দোকান খোলা হয়েছে। ২ হাজার কার্ড প্রতি দোকানে আছে। অতএব এই জায়গায় ভীড় হচ্ছে বলে যে চীৎকার দেওয়া হচ্ছে—তাঁরা চান না যে বাজারকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, উর্দ্ধ গতির মূল্যকে অবরুদ্ধ করা হউক তাঁরা তা চান না। তারা চান যে Black Marketers

এর হাত শক্তিশালী হউক। এবং সেইজন্যই তারা এই প্রস্তাবকে উত্থাপন করেছেন। তার পরে বলেছেন যে state trading নয়, আমরা যদি চাউল import করে জনসাধারণকে দেই তাকে কি বলা হচ্ছে? এই যে Business concern, civil supplies Deptt. is a business department এবং সেই অনুসারে সেই জায়গাতে business করা হচ্ছে। state সেই ভার নিয়েছে, state সেই দায়িত্ব নিয়েছে। ration আনছে। এনে ৮ লক্ষ জনসাধারণকে খাওয়াচ্ছে এবং সেই দায়িত্ব আমরা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করছি। দামের উর্দ্ধগতি আমরা হতে দেব না—সেটাকে রোধ করার জন্য আমরা এ ব্যবস্থার প্রচলন করেছি। যাতে অন্য কোন ব্যবসায়ীরা এখানে চাউলের ব্যবসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারেন। যারা কৃষক তারা বাজারে চাউল আনতে পারবেন কোন বাধা নিষেধ নেই। যে কোন অবস্থাতে যত মণ খুসি তারা আনতে পারবে—কৃষকদের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। Permit Issue করা হয়েছে যারা Business করবে চাউলের, without permit এ কোন লোক business করতে পারবে না। সেটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ব্যবসাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য যারা Middlemen তাদিগকে দৃষ্টির মধ্যে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সেই ব্যবস্থা চান না। তারা চান যে Black marketeers রা তাদের ইচ্ছামত কাজ করুক। কৃষকের হাত থেকে তারা সমস্ত চাউল নিয়ে এসে এখানে যারা ব্যবসা চালাচ্ছে তারা যাতে সেইভাবে চলতে পারে। মাননীয় এক সদস্য এখানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন যে তেলিয়ামুড়ার কোন জায়গাতে চাউল তারা লুট করেছে এবং লুট করে হয়ত ব্যবসায়ীদের সাথে, চোবাকারবারের সাথে যুক্ত থেকে যে চাউল এনে দিচ্ছেন। অতএব সেটাতে আঘাত পড়েছে বলেই হয়ত তারা আপত্তি জানাচ্ছেন। ডাকাতি যদি করে কেউ তবে ডাকাতকে পুলিশ ধরবে না, ডাকাতকে পুলিশ হাজতে দেবে না এ কোন বিধান নয়। No man can take law into his own hand. এমন একটি ব্যবস্থা যে সে জায়গায় প্রত্যেক লোক নিজের হাতে আইন নিতে পারবে না। যদি নেয় সেখানে সরকার আছে। যদি কেউ ডাকাতি করে লুণ্ঠন করে সেই জায়গাতে সরকার সেটা শক্ত হাতে দমন করবে। অতএব নিজের হাতে আইন গ্রহণ করার ক্ষমতা কারো নেই। যদি করে তাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এখানে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ। অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ বলে মনে হয়েছে এই জন্য যে, যারা Black market করত, তাদের ধরা হয়েছে, যারা মূল্যের নিম্নগতিকে উর্দ্ধগতি করছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যারা উর্দ্ধগতি বাড়াতে চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই প্রস্তাব তাঁরা জেনে শুনেই এনেছেন। যাদিগকে ধরা হয়েছে তাদের দৃষ্টিকে তাঁদের দিকে নেওয়ার জন্য। কারণ তারা Black marketiees, চাউলের দরের উর্দ্ধগতি তারা করেছিলেন, অতএব তাদের তোষামোদ করার জনাই এই প্রস্তাবটি এখানে আনা হয়েছে এবং সেই অনুসারে তাদের বক্তব্য এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন। উনি এই জায়গাতে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে পঞ্চাশের মন্বন্তর এসেছে। কারণ দরের উর্দ্ধগতিকে রোধ করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেটাকে মাননীয় সদস্য বলছেন যে পঞ্চাশের মন্বন্তর হয়েছে। অতএব স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে ঐ সমস্ত ব্যবসায়ী যাতে তাঁদের কাছে যেতে পারে, মক্কেল হতে পারে ব্যবসা করতে পারে তাদের উকালতি করার জন্যই বোধ হয় এই সকল কথা উনারা বলছেন। তা নাহলে এই সমস্ত কথা বলার কোন মানেই হয়না। যখন মানুষকে হয়রাণি করার জন্য ঐ সমস্ত লোক দুষ্কার্য্যে

লিপ্ত ছিল তখন আমরা তাদিগকে ধরেছি, জেলে পুরেছি এবং প্রয়োজন হলে, কোন লোক যদি দরের উর্দ্ধগতি আনতে চায়, তবে তাকে ধরা হবে এবং আটক রাখা হবে। আমরা দরের উর্দ্ধগতি রোধ করতে সমর্থ হয়েছি এবং সুনিয়ন্ত্রিত করেছি। প্রত্যেক সাবডিভিসন থেকে চাউল এনে আমরা আগরতলায় চাউল জনসাধারণকে নায্য মূল্যে দিচ্ছি। মাননীয় সদস্যরা তা নিশ্চই জানেন। তবে যারা Black Marketeer দের উপর নির্ভর করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চান তারা হয়ত মনে করতে পারেন যে বাজার যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয় তবে তারা মক্কেল পাবেন না। অতএব সেই মক্কেলের ওকালতির জন্যই তারা তাদের বক্তব্য পেশ করছেন। আমরা রেশনে চাউল দিচ্ছি ৮ আউন্স করে সাড়ে আট লক্ষ লোককে এবং নিয়ন্ত্রিত দোকানের মারফতে ৫০০ গ্রাম করে চাউল দিচ্ছি। এই কাজ আমরা করে যাব মাসের খোরাক হউক আর না হউক। বলা হয়েছে যে সেটাকে equal distribution করা হউক। আমার যা চাউল আছে সেটাকে অবলম্বন করে আমি equal distribution করছি। অতএব আমি যা produce করছি তা সাড়ে আট লক্ষ লোকের মধ্যে equal distribution করা হয়েছে। যারা Black marketeer এর supportor তারাই চীৎকার দেবে। যারা চীনকে সমর্থন করছে, পাকিস্তানকে সমর্থন করছে তাদের আক্রমণকে ডেকে আনার জন্য, তাদের যে ওকালতি, তাদের যে মনোবাসনা সেই মনোবাসনাকে আঘাত করা হয়েছে বলেই আজকে তাঁদের আতঙ্ক বোধ হয়েছে। কিন্তু আজকে মনে রাখতে হবে যে সরকার সেই সব কাজকে সহ্য করবেনা। কোন লোক চাউলের মূল্যকে এভাবে উর্দ্ধে নিতে পারবে না। যত ওকালতিই আপনারা করুন না কেন সেই ওকালতিকে আমরা ধ্বংস করব, চাউলের দর উর্দ্ধগতি হতে আমরা দেব না। তার জন্য যদি আপনাদের কষ্ট হয় তা হলে সেই দুঃখ আপনারা অনবরতই ভোগ করবেন, ভোগ করতে বাধ্য হবেন। যদি উর্দ্ধগতি বজায় রাখতে চান তাহলে সেই দুঃখ ভোগ আপনাদের করতেই হবে। একদিকে মাননীয় সদস্য বলছেন state trading আর একদিকে বলছেন control করা উচিত নয়। ঘাটতি রেখে control করা উচিত নয়—মাননীয় সদস্য বলেছেন। state trading যদি হয়, তাহলে কি ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যাবে ? মাননীয় সদস্যের কথায় মনে হচ্ছে যে State Trading যদি হয় তা হলে চাউলের ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে। State Trading করতে গেলে ও Control ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে হবে, অতএব এই জায়গাতে State Trading যেটা আছে—আমরা চাউল import করছি এবং তার মূল্য সুনিয়ন্ত্রিত করছি। একটার মূল্য ধরা হয়েছে ২৩ টাকা আর একটা ২৮ টাকা। ২৩ টাকা যেটা আছে সেটা জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই আছে। ২২ টাকা চাউলের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে কনজিউমারদিগের প্রতি দৃষ্টি রেখেই। মাননীয় সদস্যরা তখন ২২।২৩ টাকা ও বলেছিলেন। তবে ২৩ টাকা ২৫ পয়সা যখন cosumer এর প্রতি দৃষ্টি রেখে করা হয়েছে, সেটাকে ওনারা কি করে যে অপ্রত্যাশিত বলেন সেটা আমি কল্পনাও করতে পারলাম না। অতএব তারা একদিন এক কথা বলবেন, আর অন্যদিন সে কথা উল্টাবেন এবং যেটা বলবেন তা অনবরত উল্টানোই তাদের স্বভাব। অতএব স্বভাব অনুসারে তারা তা করছেন। কারণ, আমরা জানি যে একটা কথা আছে মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি। এর চেয়ে আর ভাল জিনিব তাদের কল্পনায় থাকতে পারে না, এবং সেই অনুসারেই তারা তা করছেন। তারপরে বলা হয়েছে যে কৃষকদের উপরে জবরদস্তি করা হয়। পারমিট অর্ডার দেওয়া হয়েছে কোথায়, কোন জায়গাতে কৃষকদের উপরে যেটা করা হয়েছে, তা আমি বুঝতে পারলাম না। কারণ, তারা তা প্রচার করেছিলেন

জনসাধারণের মধ্যে, তার কারণ হল এই যে, তারা চান চাউলের উর্দ্ধগতি আসুক। কারণ আমরা কৃষক যারা, যারা consumer, তাদেরকে আমরা ফ্রি করে দেই, তারা তাদের প্রয়োজনেই চাউল বাজারে আনতে পারবেন, বেচতে পারবেন। যারা মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী তাদেরকে পারমিট দিতে হবে, পারমিট ছাড়া তারা বেচতে পারবে না। অতএব সেই জায়গাতে কৃষকের উপর জবরদস্তি কোথায় হয়েছে তা আমি বুঝতে পারলাম না। কৃষকের দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য যাতে মাঝখানে কোন লোক ব্যবসা করে তাদের উপর খেতে না পারে সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা তা নির্দ্ধারিত করেছি। তবে এক জায়গায় বলা হয়েছে কোন গৃহস্থ নাকি ধরা পড়েছে। যদি সেই গৃহস্থ অন্যায়ভাবে চাউল রাখে তা হলে পরে যদি সেই চাউল তার ঘরে পাওয়া যায় এবং সেইজন্য তাকে যদি ধরে থাকে এই আইনের আওতা বলে, তা হলে সেটা আমার বলার অপেক্ষা রাখবে না। কারণ আইন যেখানে আছে এবং সেই আইনের গতি অনুসারে যদি অন্য কোন কিছু হয়ে থাকে সেই জন্যই সেটা হয়েছে। কৃষক হিসাবে সেটা হয়নি এবং সে ব্যবসায় লিপ্ত ছিল এবং সে ব্যবসা করত, সেজন্য হয়ত সেটা হয়েছে। একটা কৃষক মাত্র যেহেতু ধরা হয়েছে। অতএব ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত কৃষককে হয়রাণী করা হয়েছে। এই যাদের মতলব তাদের মতলবই হল এই যে আমরা আগেই বলেছি "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি"। এ ছাড়া আর কিছুই তাদের দৃষ্টিতে পড়ে না। যেমন সারমেয় সেটা থাকে তাদেরও সেই অভ্যাস আছে। সেই অভ্যাসের বসেই তারা চলে। অতএব তার থেকে ভাল অভ্যাস তাদের থাকতে পারে না। অতএব সেই অনুসারেই তারা করেছেন এবং তা তারা করতে পারেন। তারপর আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন এই যে ত্রিপুরায় লোক মরছে। আমরা এমন কথা কোনদিন কোন সময় বলিনা যে আমরা ত্রিপুরাতে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করেছি তাতে ত্রিপুরার সব লোক অমর, কেউ মরবে না। আমরা এখানে এমন ব্যবস্থা তৈয়ারী করতে পারি নি যে মানুষ মরবে না। তবে আমরা চেষ্টা করি রোগ, শোক হলে পরে যাতে তাদের দীর্ঘায়ু আমরা আনতে পারি। সেই অনুসারে Medical & Health আমরা রক্ষা করেছি এবং সেই অনুসারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যদি রোগে কেউ মরে থাকে তবে সেই পরিবারের প্রতি আমি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাব। যাতে সুচিকিৎসা হতে পারে এবং সেইভাবে চলতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা আমাদেরও উচিত। মাননীয় সদস্য যিনি জেনেছেন তাদেরও আমরা বলব যাতে আমরা সেইদিকে দৃষ্টি রাখি এবং জনসাধার কে Health এবং Hygine সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করব। কারণ আমরা রেশনের চাউল দিচ্ছি, গমও দিচ্ছি, যে সব জায়গায় fair price stop আছে সেই জায়গা থেকে তারা ধান চাউল কিনে নিতে পারবেন। অতএব যে জায়গার কথা বলা হয়েছে সেই জায়গাতে চাউলের রেশন সপ আছে এবং সেই জায়গাতে open market এ কৃষকরা চাউল বিক্রিও করে। অতএব সেখানে চাউলের অভাবে বা খাদ্যের অভাবে লোক মারা গিয়েছে সেটা আমি কোন ক্রমেই বুঝতে পারি না। অতএব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্যই এই বক্তব্যগুলো পেশ করা হয়েছে এবং সেইভাবে সেই বক্তব্য রাখা হয়েছে। যেমন আমরা bumper crop এর কথা বলছি, সাথে সাথে মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন পাকিস্তান থেকে আমাদের এখানে অনবরত লোক আসছে। অতএব সেইদিক দিয়েও দৃষ্টি রাখতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে। Bumper crop আমাদের হয়নি, এমন কথা আমরা বলিনি তবে কোন দিন কোন জায়গায় বলিনি যে আমরা স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছি। যতদিন পর্য্যন্ত এই লোক আসতে থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের কোন plan

বা programme কে চরিতার্থ করতে পারছি না। যখনই আমরা কোন plan করতে করি তখনই from East Pakistan অনবরত rufgee আসতে আরম্ভ করছে, এটাও একটা মস্তবড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মাননীয় সদস্যদিগকে আমি অনুরোধ করব যদি বাস্তবিকই চাউলের সমস্যা আমরা সমাধান করতে চাই, তার দরের উর্দ্ধগতিকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে চাই তাহলে সেদিকে আমরা constructive বা গঠনমূলক দৃষ্টি নিয়ে চাউল সমস্যা সমাধান করার জন্য যদি দৃষ্টি দেই তাহলেই আমরা তা সমাধান করতে পারব। কিন্তু এভাবে যদি অবাস্তব কথা বলি যে রেশন বাড়িয়ে দাও তাহলে তা কি করে সম্ভব ? মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন ভারতবর্ষের কোন জায়গাতে এর বেশী রেশন দেওয়া হচ্ছে না। অথচ আমরা এই জায়গাতে সেটা দিয়ে চলছি। এই ব্যবস্থা সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের কোন জায়াগাতে যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে মাননীয় সদস্যরা যদি সেই ত্রুটি দেখিয়ে দেন আমরা সেই ত্রুটীকে সংশোধন করতে সদা জাগ্রত থাকব এবং তা সংশোধন করে নেব। রেশনের চাউল দেওয়া ছাড়া আরও একটি ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। Co-operative এর মাধ্যমে কতগুলো চাউল কিনে আনা হয়েছে, আগে তাদের কতগুলো purchasing stock ছিল ; যে সমস্ত অঞ্চলে চাউলের মূল্য নিম্নগতিতে যাচ্ছে, কৃষকেরা তাদের ন্যায্য মূল্য পায় নি সেই সমস্ত জায়গা থেকে চাউল সংগ্রহ করে এনে এখানে বিক্রি করা হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে যে syndicate ছিল, syndicate এ যারা চাউল সরবরাহ করেছিল তাদিগকে সেই সাথে পারমিট দেওয়া হয়েছে। কতগুলি জায়গা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সেই জায়গাতে চাউলের দরও সুনির্দিষ্ট থাকে। সেই অনুসারে তারা সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে চাউল এনে এখানে বিক্রি করছে। এবং এখানে সেইভাবে আমরা জনসাধারণকে চাউল দেওয়ার বিধি ব্যবস্থা করেছি। আগে আড়াই কেজি আমরা per card দিতাম, এখন সেটা আমরা per head করেছি। per head ৫০০ গ্রাম সেখানে সপ্তাহে করেছি। অতএব আমরা আমাদের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, যদি আমরা সকলে মিলে সেই ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য এবং সেটাকে জয়যুক্ত করার জন্য সচেষ্ট থাকি তাহলে আমরা চাউলের উর্দ্ধ গতিকে রোধ করে জনসাধারণের হাতে অতি অল্প মূল্যে চাউল পৌছিয়ে দিতে পারব এবং সেখানে কৃষকও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, হয়রানি হবেনা। অতএব যেসব co-operative গুলি গঠিত হয়েছে সেগুলি শক্তিশালী ও প্রানবন্ত হবে এবং দেশের প্রভূত উপকার তারা করতে পারবে। এই বলেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য হাউসের সামনে রাখছি।

Mr. Speaker :— I would request the mover of the Resolution. Only for five minutes to speak.

Sri Bir chandra Deb Barma :— মাননীয় Speaker Sir, পাঁচ মিনিটে বলা বা উত্তর দেওয়া বিশেষ কিছু সম্ভব হবে না। তবে যে আবহাওয়ায় আমরা এ আলোচনা করছি, বাইরের আবহাওয়া ঠিক ততখানি শান্ত নয়। কাজেই সদস্যগণ এখানে যে আবহাওয়ায় বলছেন যে ত্রিপুরার তথা আগরতলায় যে অবস্থা এবং সদর বিভাগের যে অবস্থা, খুব শান্ত এবং বেশ ভালভাবেই চলছে, কোন রকম কোন কষ্ট নেই, রীতিমত চাউল মিলছে, এটা বাইরে যখন তাঁরা বেরোবেন বাইরের হাওয়ায় তখন অভিজ্ঞতাটা বদলে যাবে। অনেকটা অবশ্য এখানে Air-Condition room নেই, তবু Air-Condition room থেকে বাইরে বেরোলে বাইরের অভিজ্ঞতাটা বুঝা যায়। কাজেই Legislative Assembly'র এই শান্ত এবং স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে বসে আমরা এখানে স্বর্গ রাজ্য তৈরী করতে পারি। কিন্তু বাইরে গেলেই

বাইরের উত্তাপে আমাদের গায়ে ফোস্কা পড়বে, জনসাধারণের যে চাপ সে চাপের সামনে আমাদের দাড়াতে হবে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে বলব, ব্যাপারটার গুরুত্ব এমান করে লঘু না করে ব্যাপারটা যে সঙ্গীন ব্যাপার তার সঠিক পরিচয়, সঠিক ভাবে যে অবস্থা সেটা অনুধাবন করে তার সমাধানের জন্য যেন সদস্যরা সচেষ্ট হন, বিশেষ করে যারা সরকারের গদীতে আসীন আছেন। অনাহারে মৃত্যু কারো হয়নি? আজকের জাগরণ পত্রিকায় 9th Julyর জাগরণ পত্রিকায় অনাহারে মৃত্যু একটা heading আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে সরকার কি করছেন? এ সমস্ত পত্র পত্রিকায় যা বেরোচ্ছে এর ত কোন Contradiction আমরা দেখছি না। কাজেই Contradiction না দেখলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে এগুলি সত্যি। (Interruption "ছাপার অক্ষরে বেরোলেই") হ্যাঁ, ছাপার অক্ষরে বেরোলেও সরকারের দরকার যে এ সমস্তের Contradiction করা। তিনি নাম ধাম দিয়ে বলছেন চাম্পাহাওরের ভূমিহীন কলোনীতে অনেকদিন উপবাস থাকার পর মতিলাল দেবনাথ নামক জনৈক ভূমিহীনউদ্বাস্তু গত ২৫শে জুন মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাজেই নামধাম সবকিছু দিয়েই তিনি বলেছেন। সরকার এসব বিষয়ের Contradict করেন না কেন? যদি Contradict করেন তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে একটা মিথ্যা খবর বেরিয়েছে! কিন্তু পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত কথা বেরোয় তার যদি Contradiction না বেরোয় তাহলে আমরা বুঝব যে তা সত্যি এবং সত্যিই হয়েছে। কাজেই আজকের যে সমস্যা, ত্রিপুরার যে সমস্যা এ সম্পর্কে এ House এর কাছে আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি। জনসাধারণের দাবী, তারা দু-মুটো ভাত অত্যন্ত শান্ত পরিবেশের মধ্যে খেতে চায়। তারা সারাদিন পরিশ্রম করে এই লাইনে গিয়ে ভীড় করবে এবং রাত ১২টার সময় সে লাইন থেকে ২৫০ গ্রাম, এখন ৫০০ গ্রাম, নিয়ে আসবে এবং তাই দিয়ে তাদের সারাদিনের খোরাকীর ব্যবস্থা করবে এটা সম্ভব হয় না, অনেকের পক্ষে হয় না। অন্তর দিয়ে এটা অনুভব করতে হয়, সে অনুভব করার মত যদি আমাদের মন না থাকে, সে অনুভব করবার মত আমাদের হৃদয় যদি না থাকে তাহলে আমি বলব যে বাস্তবের সম্মুখীন যখন আপনারা হবেন তখন এই জিনিষগুলি মর্মে মর্মে আপনারা অনুভব করতে পারবেন। কাজেই আজকের দিনে অন্ততঃ একটা কথা, যে কথা বলেছেন, যে Co-operative এর মারফত কতগুলি চাউলের দোকান হয়েছে। কিন্তু আগরতলার বাইরে কোথাও হয়েছে কি? এ কথা তো বলেননি। আগরতলার বাইরেও তো লোক আছে। সদর ডিভিসনে অন্যান্য জায়গায় কোথায়ও এ রকম Co-operative এর মারফতে open market করা হয়েছে কি? তা করা হয়নি। তাহলে সেখানকার লোকদের অবস্থা কি হচ্ছে? তারা খাবে কি করে, তারা চাউল পাবে কোত্থেকে? কাজেই আজকের দিনের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে যদি শুদ্ধ আমরা বলি যে আমরা রেশন বাড়াতে পারবোনা। কেমনা All India Policy অনুসারে আমাদের এই রেশনের quota রয়েছে, তা আমরা বাড়াতে পারবোনা। Co-operative মারফত আমরা কয়েকটা দোকান করেছি, এই দোকানের ভেতর থেকে তোমা দর নিতে হবে। কাজেই জনসাধারণকে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক না খেয়ে থাকতে হবে এবং তাদের পরিণতি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এটাই স্বাভাবিক সত্য। এ সত্যের আর অন্য কোন রকম পথ থাকতে পারেনা। কাজেই আজকের দিনে আমার মনে হয় যে সমস্যা, সেই সমস্যার গুরুত্ব এই House অনুধাবন করবেন। অনুধাবন করবেন এই জন্যই বলছি যে বাইরের যে উত্তাপ আমি পূর্বেও বলছি এই House এর উত্তাপের সঙ্গে ঠিক এরকম নয়। কাজেই বাহিরের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী এই House এর স্নিগ্ধ এবং শান্ত পরিবেশের

মত সেই বাহিরের উত্তাপ নয়। কাজেই বাহিরের উত্তাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজকে আপনারা এই ব্যাপারের সমাধান করবেন বলে আমি আশাকরি। কেননা আমি মনে করি এই House এর পরিবেশে আপনারা এখানে লম্ফ ঝম্ফ করতে পারেন, অনেক বড় বড় কথা বলতে পারেন কিন্তু সেটা বহিরে খাটবেনা। বুভুক্ষ জনসাধারণ যারা, যারা খেতে পায়না তাদের কাছে কোন কথা নেই, তাদের কাছে কোন যুক্তি নেই, একমাত্র যুক্তি আমি খাবার চাই, আমার খাওয়ার দিতে হবে। কাজেই এখানে বসে বসে, গদী আঁকরিয়ে চেয়ারে বসে বসে বড় বড় কথা বলা চলবেনা। বাইরের কথা বলতে হবে। আমি Challenge করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এখানে লম্ফঝম্ফ না করে বাহিরে গিয়ে তিনি বলুন যে তোমাদের যা রেশন দিচ্ছি এই রেশন দিয়েই তোমাদের চলতে হবে, বেশী রেশন আমরা দিতে পারবনা। কাজেই আজকের দিনে একথা জলের মত পরিস্কার যে আজকে যদি জনসাধারণকে আমরা খেতে দিতে না পারি জনসাধারণ যদি বুভুক্ষ থাকে, তারা হিংস্র, সেই নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠবে, এটা অত্যন্ত সত্য যে বুভুক্ষ জনসাধারণের মত হিংস্র আর কেউ নয়, দুনিয়াতে আর কোন প্রাণী এত হিংস্র নয় যে বুভুক্ষ জনসাধারণ যতখানি হিংস্র। তাই আজকে আমি একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যারা গদিকে অত্যন্ত শান্ত পরিবেশ বলে মনে করছেন এবং ভাবছেন যে এইভাবে তারা তাদের শাসন চালিয়ে যেতে পারবেন আমি মনে করছি যে দে আর লীভিং ইন ফুলস্‌প্যারাডাইজ। কাজেই আজকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সত্য যে হয় আজকে আপনারা জনসাধরণকে খাওয়ার দিন, তাদের বাঁচবার মত যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়ার দিন, যদি না দিতে পারেন, তা'হলে আপনাদের গদি আটকে রাখলে চলবেনা। এই গদি থেকে আপনা-দিগকে টেনে হেঁচড়ে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসবে সেই বুভুক্ষ জনসাধারণ। নেকড়ে বাঘের চেয়ে যারা হিংস্র সেই হিংস্র অভাবগ্রস্থ মানুষের কাছে আর কোন কথাই থাকেনা। তারা চায় চাউল, তারা চায় ক্ষুধার অন্ন, সেই ক্ষুধার অন্ন যদি আপনারা জোগাড় করে দিতে না পারেন, ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করে দিতে যদি আপনারা ব্যার্থ হন, তা'হলে আপনাদিগের আর মুখ দেখানো চলবে না। (Intrruption) "While Rome was burning Ni o was fiddliug" কাজেই আজকের দিনে এর বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই, শুধু এই কথাই আমি বলতে চাই যে যদি আজকে বুভুক্ষ জনসাধারণকে তাদের খাওয়ার অন্নটা দিতে না পাবেন তা'হলে কি করে প্রতিশোধ নিতে হয় তারা তা জানে, কি করে টেনে হেঁচড়ে আপনাদিগকে এ'গদি থেকে নামিয়ে দিতে হয় তাও তারা জানে। আর সেই জন্যেই আপনাদিগকে সাবধান করে দিচ্ছি জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে বাহাবা খেলাতে যাবেন না। জনসাধারণের মুখে যারা অন্ন দিতে পারেনা তাদের মুখে বড় বড় কথা বলা সাজে না। যারা জনসাধারণের উপর কতৃত্ব করতে যারা জনসাধারণের শাসনাধিকারে বসে থাকতে চায়, যারা জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন দিতে পারে না তাদেরকে এ' গদি থেকে কি করে টেনে হেঁচড়ে নীচে আনতে হয় তা তারা জানে। কাজেই আজকের দিনে আমি বলতে চাই যে এই বক্তৃতার কথা নয়, অভিজ্ঞতার কথা এবং এই অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা বিচার করবে, রিজুলিয়েশনের কথা দিয়ে নয়। হাত তুলে একটা কিছুর সমাধান করা যেতে পারে, কিন্তু এই হাত তোলাই শেষ কথা নয়, বাহিরে যে পরিস্থিতি রয়েছে তা দেখেই এর অন্তিম বিচার হবে।

Mr. Speaker :— Discussion is over. I would now put the resolution to vote. The Question before the house is that this Assembly is of opinion that whereas as abnormal situation has arisen due to non-availability of rice in the open markets the

Govt. should take all necessary steps to introduce state trading in rice and paddy immediately.

(the resolution was then put to vote and lost)

The house stands adjourned till 11 A M on Monday the 12th July, 1965.

Appendix—'A'

Name of the Member : Shri Atiqul Islam, M. L. A.

STARRED QUESTION No. 139.

Question.	Reply.
1. Whether the officers use the Govt. vehicles for their personal purposes beyond office hours ;	1. No. except in compelling circumstances.
2. If so, whether they use it at their own cost ?	2. Yes, on such occasions they have to pay charges at prescribed rate.

STARRED QUESTION NO. 47.

Question.	Reply.
১। বিলোনীয়ার কলসী ট্রাইবেল কমিউনিটি হল বর্ত্তমানে যেখানে আছে সেখান হইতে সরাইয়া কলসী বাজারের সন্নিকটে আনার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;	হাঁ, বিবেচনাধীন আছে ;
২। থাকিলে, এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ;	প্ল্যান ও এষ্টিমেট তৈরী হইতেছে।
৩। এই কমিউনিটি হলের জন্ত সরকার অগ্য পর্য্যন্ত কি কি সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করিয়াছেন ?	পুস্তক, রেডিও সেট, মাইক, আসবার পত্র দেওয়া হইয়াছে।

Appendix—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 111. BY SHRI SUNIL CHANDRA DUTTA.

QUESTION	ANSWER
a) The number of Govt. servants showing separataly gradewise and department-wise, who are in continuous service for more than 12 years ;	The particulare are given in the Annexure.
b) Number of such Govt. sarvants whose services are declared permanent, quasi-permanent ;	—do—
c) Number of such Govt. servants whose services are still tempe-rary ?	—do—

ANNEXURE

P—indicates permanent.
Q—indicates Quasi-permanent.

Name of the Department	GRADE—I			GRADE—II			GRADE—III			GRADE—IV		
	No. of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary	No. of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary.	No. of Govt. servants who are in continimous service for more than 12 year	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Qusi-permanent.	No. of Govt. servants whose services are still temporary.	No of such Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Civil Secretariat	1	P-1	—	4	P-4	—	87	P-84 Q- 3	—	42	P-42	—
Legislative Assembly Secretariat	1	P-1	—	—	—	—	4	P- 3 Q- 1	—	5	P- 4	1
Printing & Stationery	—	—	—	—	—	—	27	P-27	—	10	P- 9 Q- 1	—
Agri-Income Tax	—	—	—	—	—	—	1	P- 1	—	—	—	—
Flection	—	—	—	—	—	—	8	P- 8	—	6	P- 5	1
Animal Husbandry & Vety. Services	—	—	—	—	—	—	15	P- 7	8	9	P- 3	6
Food & Civil Supplies	—	—	—	—	—	—	31	P-26 Q- 5	—	21	P- 7 Q- 9	5
Public Works	2	P- 2	—	1	P- 1	—	22	P 21 Q- 1	—	12	P-12	—

ANNEXURE

P—indicates permanent.
Q—indicates Quasi-permanent.

Name of the Department	GRADE—I			GRADE—II			GRADE—III			GRADE—IV		
	No. of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary	No of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary.	No. of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 year	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Qusi-permanent.	No. of Govt. servants whose services are still temporary.	No of such Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Labour including Employment Exchange	—	—	—	1	p-1	—	5	p- 5	—	1	p- 1	—
Public Relations	—	—	—	1	p-1	—	7	p- 6	1	2	p- 2	—
Forest	1	p-1	—	1	p-1	—	76	p-76	—	212	p-212	—
Prisons	—	—	—	—	—	—	5	p- 5	—	17	p-16	1
Co operation	1	p-1	—	5	p-5	—	5	p- 5	—	1	p- 1	—
Fire Service Organisation	—	—	—	—	—	—	20	p-19 q- 1	—	—	—	—
J. C.'s Court	—	—	—	—	—	—	1	P- 1	—	5	p- 5	—
Judicial Organisation	—	—	—	—	—	—	21	p-21	—	20	p-20	—
Statistical	—	—	—	—	—	—	7	p- 2	1	3	p- 3	—

ANNEXURE

P—indicates permanent.
Q—indicates Quasi-permanent.

Name of the Department	GRADE—I			GRADE—II			GRADE—III			GRADE—IV		
	No. of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary	No. of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary.	No. of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 year	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of Govt. servants whose services are still temporary.	No. of such Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Panchaye Raj	—	—	—	1	p- 1	—	2	p- 2	—	—	—	—
Excise	—	—	—	—	—	—	2	p- 2	—	21	p-21	—
Industries	—	—	—	2	p- 8	1	6	p- 6	—	5	p- 5	—
District Administration	—	—	—	16	p-16	—	186	p-185	1	235	p-:34 q- 1	— —
Settlement Organisation	—	—	—	7	p- 4 q- 2	1	9	p- 3 q- 2	4	—	—	—
Police Organisation	1	p- 1	—	11	p-11	—	275	p-275	—	790	p-781	9
Medical & Public Health	—	—	—	2	p- 2	—	94	p-41 q- 3	50	95	p- 48	47
Agriculture	—	—	—	—	—	—	44	p-20 q-14	10	9	p- 3	6

ANNEXURE

P—indicates permanent.
Q—indicates Quasi-permanent.

Name of the Department	GRADE—I			GRADE—II			GRADE—III			GRADE—IV		
	No. of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary	No of Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary.	No. of Govt. servants who are in contimuous service for more than 12 year	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Qusi-permanent.	No. of Govt. servants whose services are still temporary.	No of such Govt. servants who are in continuous service for more than 12 years.	No. of such Govt. servants whose services are declared permanent & Quasi-permanent.	No. of such Govt. servants whose services are still temporary.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rehabilitation	—	—	—	2	—	2	21	q-19	2	7	q- 7	—
Education	1	p- 1	—	15	p- 15	—	732	p-506 q-73	153	75	p-60 q- 7	8
Development (C.D. etc.)	—	—	—	—	—	—	21	p-21	—	5	p- 5	—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

July 12, 1965

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 12th July, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty Members.

Mr. Speaker :—First item on the list of business QUESTIONS. To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Minister concerned. First Starred questions—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 9.

Shri Manindra Lal Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 9.

QUESTION	ANSWER
1) Whether all the detenus of Tripura now kept in detention in different jails of Bihar have been granted higher classification ;	No.
2) If no, the reasons thereof.	All the detenus do no satisfy the conditions prescribed for higher classifications.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন হায়ার ক্লাসিফিকেশন পেতে হলে কি কি কি গুণ থাকা দরকার ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—Classification is made after due consideration of social status, education, mode of living etc.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—হায়ার ক্লাসিফিকেশন কে কে পেয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—M. P.s and M. L. A.s and also Sadhana Chakraborty.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সরোজ চন্দকে এর পূর্বে কোনদিন ক্লাশ ওয়ান ডিভিশন দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—দেওয়া হয়নি।

শ্রী আতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে যখন গত সেপ্টেম্বর মাসে সরোজ চন্দ, ভানু ঘোষ, বেনু সেন গ্রেপ্তার হয়েছিল তখন তাদের হায়ার ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল কিনা আগরতলা জেলে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আগরতলা জেলে তো হায়ার ক্লাসিফিকেশন দেওয়ার কথা নয়। কারণ ডেটেন্যুদের রাখবার জেল আগরতলা নয়। আগরতলা ইজ নট দি জেল ফর ডিটেনশান অব দি ডেটীন্যুস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—যখন গত সেপ্টেম্বর মাসে ফুড মুভমেন্টের কানেকশানে ওঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ডি, আই, আর-এ, তখন তাঁদের হায়ার ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এখানে আগরতলা জেলে হায়ার ক্লাসিফিকেশনের প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে, শ্রীচন্দ একজন পার্টির সেক্রেটারী বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—তা তিনি হতে পারেন। হাঁ, যে বি এ সেক্রেটারী অব দি কমিউনিষ্ট পার্টি সেক্রেটারীয়েট।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—তাহলে পার্টির সেক্রেটারী হওয়া এটা কি মর্য্যাদাপূর্ণ পদ হয় ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এটা আমি পূর্বেই বলেছি যে একটা প্রশ্ন বিবেচনা করা হয় না। সোস্যাল ষ্টেটাস, এডুকেশন, মোড্ অব লিভিং ইত্যাদি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে এডুকেশনটার স্তর কোন্ পর্যায়ে উঠলে পরে একজন ডেটেন্যু হায়ার ক্লাসিফিকেশন পেতে পারে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটীর কোন ডিগ্রির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে বা ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করলে কি সে হায়ার ক্লাসিফিকেশন পেতে পারে না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করলেও একটা লোক এডুকেটেড হতে পারে, করলেও হতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—তাহলে শিক্ষা এবং সামাজিক মর্য্যাদা সেগুলি কি ভাবে বিচার করা হয় ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—Classification of the detenus is governed by the Bihar's Prisoner's Control Order of 1962.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেটাতো আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হল যে শিক্ষা এবং সামাজিক মর্য্যাদার কিভাবে বিচার করা হয় ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এ্যকর্ডিং টু দি বিহার প্রিজনার্স কন্ট্রোল অর্ডার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেখানে কি বলা আছে যে এই পাশ করতে হবে বা এই সামাজিক মর্য্যাদা থাকতে হবে ? নির্দিষ্ট কিছু কি বলা আছে সেখানে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—তা নির্দিষ্ট কোন কিছু না থাকলে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমি তো সেটাই জিজ্ঞাসা করছি যে সেই বিবেচনাটা কি ভাবে করা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা করা হয়েছে যাঁরা এম, এল, এ, এবং এম. পি, তাঁদিগকেই সেই পর্য্যায়ে রাখা হয়েছে। আর অন্যান্য পর্য্যায়কে বিশেষভাবে রাখা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে যখন নাকি ১৯৪৯-এ সরোজ চন্দ প্রিভেণ্টিভ ডিটেনশান এ্যাক্টে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তখন প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে তাঁকে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে এখন এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস দেখা হয়েছে যে এম, এল, এ, এবং এম, পি যাঁরা আছেন এবং বিশেষ করে অন্যান্য যদি কেউ থাকেন তাহলে তাদের সেই মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা বলতে চান যে এম, এল, এ বা এম, পি না হলে পরে কারো শিক্ষা এবং মর্য্যাদা কিছুই থাকে না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—Classification এক্ষেত্রে M. L. A. এবং M. Pরা preference পান।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্য নয় যে সাব্রমের তহবিল তছরূপের কেসে যে ব্যাক্তির শাস্তি হয়েছিল তাকে প্রথম শ্রেণীর মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছিল আগরতলা জেলে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—It depends on the Court's decision.

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—কোর্ট যদি তাকে সম্মান দিতে পারে তাহলে কি সরকার দিতে পারে না। কোর্ট যদি সরোজ চন্দকে হায়ার ক্লাসিফিকেশন দিতে পারে তাহলে কি গভর্ণমেন্ট দিতে পারে না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—Bihar Prisoner's Rules are being followed.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—একজন মানুষের যদি শিক্ষা কম থাকে বা তার সামাজিক মর্য্যাদা কম হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি তার অপরাধ ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে কোন ডেটেন্যু যদি এম, এল, এ, বা এম, পি থাকেন এবং তাঁর যদি এডুকেশন নাও থাকে তাহলে তাঁকে দেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—তাহলে আমাকে এই কথাই বুঝতে হবে যে এম, এল, এ, বা এম, পি, না হলে পরে আমরা সামাজিক মর্য্যাদা সাধারণতঃ স্বীকার করি না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—There are other factors in determining the social status.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—এটা কি ঠিক যে এম,এল,এ,দের পূর্ব্বে যখন ১৯৬২তে অ্যারেষ্ট করা হয়েছিল এরপর তাঁদের হায়ার ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয় নি। তাঁরা হাংগার স্ট্রাইক করার পর তাঁদের ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটার জন্য দেওয়া হয়নি। এই কথা ঠিক নয়। সেটা দেখেই, এম, এল, এ ; এম, পি, এই মর্য্যাদা দেখেই সেটা করা হয়েছে। এর সাথে হাংগার স্ট্রাইক এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে দুমকা জেলে যারা ডেটেন্যু আছেন তাঁরা তাঁদের হায়ার ক্লাসিফিকেশন এবং অন্যান্য দাবীতে হাংগার স্ট্রাইক করবেন এইরকম কোন নোটীশ তারা গভর্ণমেন্টকে দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—গভর্ণমেন্ট এই রকম একটা নোটীশ পেয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে সেই নোটীশের ভিত্তিতে গভর্ণমেন্ট কি কি অ্যাকশন নিয়েছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা আমরা এখন বিচার করছি।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—সেটা কি তাঁদের পূর্ব্বেই জানানো হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—পূর্ব্বেও হতে পারে পরেও হতে পারে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—এই ক্লাসিফিকেশন কে দেন ? Who is the authority, who grants classification ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সরকার দিয়ে থাকেন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—সরকার বলতে কি আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটারকে বুঝব না এখানকার মিনিষ্ট্রিকে বুঝব ? Under Act and Rules who is the competent authority who grants the classification.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা আগেই বলেছি যে সরকার, এখন ত্রিপুরা সরকার বলতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটারও আছে, মিনিষ্ট্রিও আছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—কিন্তু ডি, আই, আর,এ সরকার বলে কোন কথা নাই, ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট'এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার বলে কথা আছে। আমি এই কথা এই জন্য বলছি যে বিহার রুলস্ অনুযায়ী তাঁদের ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয় বলা হয়েছে, ত্রিপুরা সরকার-এর এই সম্পর্কে কোন রুলস্ নাই ? ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে ত্রিপুরা কোন রুলস্ ফ্রেম করেনি ? তাঁদের বিহার রুলস্ অনুসারে ক্লাসিফিকেশন দেওয়ার কথাটা কেন অ্যারাইজ করে, ত্রিপুরার ক্লাসিফিকেশন অনুসারে, রুলস্ অনুসারে কেন তাঁদের ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা মনে করি বিহারের রুলস্টা খুব ভাল, সেজন্য এটা follow করা হচ্ছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—Whether Bihar Rules are applicable here also ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ডিটেনশন'এর যে রুলস্টা আছে সেটা আমরা ফলো করছি।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—আমরা কি বিহারের যে রুলস্ সেটা অ্যাডপ্ট করে নিয়েছি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা ফলো করছি।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—আমরা এখন পর্য্যন্ত কোন রুলস্ ফ্রেম করেছি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—না রুলস্ ফ্রেম্ করিনি Behar Rules follow করছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট ডেটেন্যুদের জন্য ক্লাসিফিকেশন দিয়ে 1(a) 1(b) বলে রুলস্ ফ্রেম করেছেন, সেই রুলস্ তাঁরা গেজেট পাবলিকেশান করেছেন এখন বলছেন আমরা রুলস্ ফ্রেম করিনি, এটা কিরকম কথা হল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা বলছি তো আমরা ফলো করছি। We are following the Behar Rules.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বোধ হয় আপনি জানেন না আপনার ডিপার্টমেন্ট কি করছে না করছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি জানি We are following the Behar Rules.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—We have framed a new rule.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—No, we are following the Behar Rules.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—Whether it has been published in Official Gazette.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—Yes, it has been Gazetted.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—What is the name of that rule ? Whether it is Behar Rules or Tripura Rules ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—It is the Detention Rule.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—Detention Rule framed by whom ? Whether it is called Bihar Rules or Tripura Rules ? I want to know it definitely.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—It is Detention Rule of Tripura.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি বিহার রুলস্ এ্যাস এক্সটেনডেড ইন ত্রিপুরা অথবা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট রুল তৈরী করছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—We are following the Behar Rules.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার প্রশ্ন হল whether the Rule of Behar Government has been extended in Tripura or the rules have been framed by the Tripura Government.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখানে আগেই বলা হয়েছে বিহার গভর্ণমেণ্ট যে রুল ডেটেন্যুজদের জন্য করেছেন সেটা ফলো করে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট একটা রুলস্ ফ্রেম করেছেন।

MR. SPEAKER :—Next Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—Question No. 57.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, starred Question No. 57.

QUESTION	ANSWER
1. Whether the State Transport Authority had announced in the month of February, 1965 to open two new routes and extension of the existing	Yes.

routes of the Agartala Town Bus-services.	
2. if so, what are reasons of not opening the same as yet?	...The fleet of buses under possession of the permit holders to ply on routes as Town Bus Service is inadequate to meet the demand of the public. The question of opening new routes will be considered by the Govt. as and when the bus permit holders place their buses for registration for the purpose of Town Bus Service. Unless adequate number of buses are made available new routes in town bus service cannot be opened, though the Govt. have every desire to issue permits for such Town Bus Service. Arrangement for opening of the 3rd route of the Town Bus Service in addition to the existing ones has however, been completed and is expected to be started in the new route some time by the end of July, 1965.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—Hon'ble Speaker, Sir, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন যে যখন নাকি আরও দুইটী রুট ওপেন করার কথা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট ঘোষণা করেন তখন কি তাদের কাছে সাফিসিয়েন্ট বাস আছে একথা মনে করেই তারা ঘোষণা করেননি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—হাঁ, বাস সাফিসিয়েন্ট ছিল না কিন্তু বাস হবে এবং আরও বাস আসবে এটা ধারণা করা হয়েছিল, বাস ওপেন করাও যেত কিন্তু পাবলিক ওপিনিয়ন অনুসারে দুইটী এগ্‌জিষ্টিং রোডকে যখন নাকি এক্সটেনশান করা হয়—নাম্বার

ওয়ান নাম্বার টু এই দুইটী এক্‌টেনশান করার ফলে আরও বাস আমাদের এমপ্লয় করতে হয়েছে সেজন্য নতুন আরও যে দুইটী রাস্তা ওপেন করার কথা সেটা ভীলে হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এই যে বাস নং—১ এবং বাস নং—২ এইটীর এক্‌সটেনশান কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আপটু রাণীরবাজার হয়েছে। অরুন্ধতীনগর বেলতলী পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী ছিল সেটা এক্‌সটেনডেড হয়ে আপটু বর্ডার পর্য্যন্ত চলে গেছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, আপনি যে এক্‌সটেনশানের কথা বলছেন আপটু রাণীরবাজার, আপটু বর্ডার, সে বাস এখন যায় কিনা সেইসব জায়গাতে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—যাচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—যাচ্ছেনা স্যার, রাণীরবাজার বাস যায় না।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আপনি কবের কথা বলছেন ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমি আজকের কথা বলছি. সব সময়ের কথাই বলছি রাণীরবাজার বাস যায়না, বাস যায় আপটু খয়েরপুর।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আপটু রাণীরবাজার যায় আমাদের ইনফর্মেশান। বাস কোন কারণে হয়ত আউট অব অর্ডার হতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি কি বাস চড়ে রাণীরবাজার গিয়েছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—রাণীরবাজার যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয়নি, প্রয়োজন হলে যাব।

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন তারিখ থেকে রাণীরবাজার বাস চলছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :- মার্চ্চ মাস থেকে।

শ্রীহেমন্ত দেব :—মার্চ্চ মাস থেকে। আজকে পর্য্যন্ত সেটা চালু আছে কিনা জানেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—চলছে বলেই আমরা জানি।

শ্রীহেমন্ত দেব :—কবে পর্য্যন্ত চালু ছিল সেটার তারিখ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অনেকদিন থেকে আগরতলা রাণীরবাজার, রাণীরবাজার টু চম্পকনগর, চম্পকনগর টু তেলিয়ামুড়া, তেলিয়ামুড়া টু ধর্মনগর বাস চলছে একথা যদি কেউ অস্বীকার করেন তাহলে বলার কিছু নাই। আপনাদের সত্যকে অস্বীকার করা একটা হ্যাবিট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীহেমন্ত দেব :—টাউন বাস নং ১ রাণীরবাজার যায় একথা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এমন কথাত বলা হয়নি। বলা হয়েছে রাণীরবাজার পর্য্যন্ত বাস চলাচল করে কিনা ? আমরা বলছি রাণীরবাজার পর্য্যন্ত বাস চলাচল করে, প্রতিদিন চলাচল করে এবং তিনি বলছেন চলেনা। আমরা বলেছি চলে, এখনও চলছে।

শ্রীহেমন্ত দেব :—এইমাত্র বললেন যে মার্চ্চ মাস থেকে টাউন বাস চলছে, মার্চ্চ মাসের কোন তারিখ থেকে চলছে সেটা আমার জানা দরকার ছিল।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় সদস্য বাসের প্রশ্নই বলেছিলেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—স্যার, আমার প্রশ্নে পরিষ্কার আছে, "অব দি আগরতলা টাউন বাস সার্ভিস" কাজেই এখানে আগরতলা টু ধর্ম্মনগর, আগরতলা টু আসাম সেই প্রশ্নতো আসছে না।

মিঃ স্পীকার :—ওরিজিন্যাল কোশ্চেন ইজ টাউন বাস সার্ভিস সম্পর্কে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ইয়েস স্যার।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেণ্টারী কোশ্চেনে টাউন বাসের কথা উল্লেখ করেননি তিনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সাপ্লিমেন্টারীত ওরিজিন্যালকে ফলো করবে। আমাদের কি টাউন বাস প্রতিবারেই জপ করতে হবে মন্ত্রের মত ?

মিঃ স্পীকার :—সেটা সব সময়ে হয় না, সাপ্লিমেণ্টারী অনেক সময়ে অন্য কানেকশানেও হয়ে যায়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—তাহলে তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, আপনারা কি মিন করছেন টাউন বাস না অন্য বাস ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আপনারা যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, আমরা তারই উত্তর দিব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই যে আগরতলা টু ধর্ম্মনগর, আগরতলা টু কৈলাসহর, এই সমস্ত রুটের বাস মালিকদের ইণ্টারেষ্ট সাফার করে বলেই টাউন বাস সার্ভিস এক্সটেনশান করা হচ্ছেনা এবং রুট নাম্বার বাড়ান হচ্ছেনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—This is not a fact.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, বেলা ১২টার পর টাউন বাস চলেনা

এবং সেজন্য জি, বি, হাসপাতালের অনেক রোগীকে দুর্ভোগ ভুগতে হয়?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা সত্য নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, বারটার পর ২টা পর্য্যন্ত টাউন বাস চলবে না, আর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে বলছেন সব সময় চলছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করা দরকার যে রাত্রি ১২টা না দিনে ১২টা। রাত্রি বারটার পর বাস চলে না। অতএব দিনে সেটা চলে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে দিনে ১২টা থেকে দুইটা পর্য্যন্ত কোন টাউন বাস চলে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—দিনে বারটা থেকে একটা পর্য্যন্ত আপটু জি, বি, হস্‌পিটাল্‌ বাস চলে, এই খবর আমাদের আছে। তাঁরা খবর রাখেন না বলেই একথা বলছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—টাউন বাস এখানে ত ২টী রুটসে আছে এবং এই ২টী রুটে বারটা থেকে ২টা পর্য্যন্ত রেগুলার ওয়েতে টাউন বাস চলে কিনা সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—প্রশ্ন ছিল আপটু জি, বি, হাসপাতাল পর্য্যন্ত, আমি তার উত্তর দিয়েছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন এটা ছিল না, আমার প্রশ্নের জবাব মন্ত্রী মহাশয় দিন। আমার প্রশ্ন ছিল ১২টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত আগরতলা টাউন বাসগুলি সার্ভিস দেয় কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সবগুলি দেয় না, রুট নং ২ যেটা আপটু জি, বি, হাসপাতাল সেটা ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত সার্ভিস দেয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি সারাদিন, অর্থাৎ ১২টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত যে গ্যাফ আছে সেই গ্যাফটা বন্ধ করে বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সরকার এই বিষয় বিচার বিবেচনা করে দেখছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সিনেমা হলের কাছে প্রতিদিন টাউন বাস সিনেমা ভাঙবার আগে পেসেঞ্জার সহ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সিনেমা হল থেকে আগত পেসেঞ্জার নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে একটা ষ্টপেজ আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা যদি সরকারের পলিসি হয়ে থাকে যে সিনেমা হলের পেসেঞ্জার নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা টাউন বাস দেব, তাহলে এটা কি সংগত নয় যে সেখান থেকে একটা নতুন রুট করা বা সেখান থেকে আর একটা বাস ছাড়া। প্যাসেঞ্জার নিয়ে সেখানে এক ঘণ্টা বা আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা কি অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. জনসাধারণ যদি তা চায় তবে সরকার নিশ্চয়ই সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন।

MR. SPEAKER :—Next I would call on Shri Hlura Aung Mag.

Shri Atiqul Islam :—Question No. 42.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 42.

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিলোনীয়া বগাফা আশ্রম স্কুলে পানীয় জলের জন্য যে পাম্পিং সেট বসান হয়েছিল তাহা বর্ত্তমানে চালু আছে কিনা?	না
২) না থাকিলে ইহাকে চালু করবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?	পি, ডবলিউ, ডি, কর্ত্তৃপক্ষ পাম্পটির অবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা করেছেন।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে এই কল চালু করার ব্যাপারে পি, ডবলিউ, ডি, অথরিটীর কাছে স্কুল হেডমাষ্টার অনেকবার চিঠি লিখেছেন, তা সত্ত্বেও কার্য্যকরী কোন কিছু করা হয় নাই।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সেটা তো, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নের উত্তরেই বলা হয়েছে যে পি, ডবলিউ, ডি, কর্ত্তৃপক্ষ সেখানে গিয়ে সেটা সরজমিনে তদন্ত করছেন।

শ্রীলুড়া আং মগ :—সেখানে পানীয় জলের যে দুরবস্তার কথা মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেখানে জলের ব্যবস্থার জন্য এখন সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে টীউব ওয়েল-এর ব্যবস্থা আছে, টীউব ওয়েল থেকে ছেলেরা এখন জল খাচ্ছে এবং এছাড়া রিং ওয়েলও আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই পাম্পিং সেট্‌টী তৈরী করতে সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছিল?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—একজ্যাক্ট এমাউন্ট আমার মনে নাই. তবে মনে হয় ৪০ হাজার টাকার মত হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই পাম্পিং সেট্‌টী কি পি, ডবলিউ, ডি, দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল না এডুকেশন ডাইরেক্টরেট নিজে করেছিল ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এটা under the guidance of the Education Directorate, Craft Teachers Training Institute করেছিল।

শ্রীলুড়া আং মগ :—একথা সত্য কিনা যে গত বৎসর রিপেয়ার হওয়ার সাথে সাথে, এক সপ্তাহ পরে এই পাম্প সেটটী অচল হয়ে পড়ে এবং তারপর তারা নদীর জল পান করছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাম্পিং সেট অচল যখন হয় তখন তারা টীউব ওয়েল বা রিং ওয়েল এর জল ব্যবহার করে—ইহাই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—পাম্পিং সেটটী মেরামতের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার, সাউদার্ণ ডিভিসন সেখানে গিয়েছেন এবং পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা মেরামতের জন্য কোন মিস্ত্রী কি ডিপার্টমেন্টে নেই ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এটা মেরামতে ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন বলে মনে করা হয়েছে এবং সেজন্য ইঞ্জিনিয়ার দেখছেন, তারপর তিনি ব্যবস্থা করবেন। মিস্ত্রীও করতে পারে অথবা ইঞ্জিনিয়ারের গাইডেন্সে মিস্ত্রী করতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই পাম্পিং সেটটী কবে থেকে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :-আই ডিমাণ্ড নোটীশ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে, আশ্রম স্কুলে জল সরবরাহ করার ব্যাপারে সরকার একেবারে ফেলিউর হয়েছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি স্বীকার করিনা, কারণ জলের ব্যবস্থা সেখানে আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন না যে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করে যে পাম্পিং সেট্‌টী বসানো হল সেটা যে এইভাবে পড়ে আছে তাতে

সরকারের প্রচুর অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং সেটার জন্য কে রেস্‌পন্সিবল সেটা খুঁজে দেখা উচিত ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেসিন মে বি আউট্‌ অব অর্ডার। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, এইজন্য কে রেস্‌পন্সিবল্‌ ফর ডিজঅর্ডার অব দি মেসিন, এই প্রশ্ন এখানে উঠেনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ঠিক ঠিক মত কনস্ট্রাকশন হয়নি বলেই সেটা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে এটা কি সত্য নয় ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ঠিক ঠিক মত কনস্ট্রাকশন হয়েছিল এবং ঠিকমত হলেও অনেক সময় মেসিন আউট অব অর্ডার হয়।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন, আশ্রম স্কুলের এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং এই অবস্থার জন্য যেসমস্ত টীচার সেখানে ডেপুট করা হয়েছিল তাঁরা রেজিগনেশন দিয়ে চলে গেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা স্বীকার করিনা। কারণ কোন শিক্ষক সেখানে রেজিগনেশন দেননি এবং জলের দুরবস্থা সেখানে নেই।

শ্রীলুড়া আং মগ : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি আশ্বাস দিতে পারেন যে, কিছুদিনের মধ্যে সেখানে জলের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—জলের ব্যবস্থা তো সেখানে আছে। তবে আমাদের পাম্পিং সেট্‌টা রিপেয়ার করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে এবং যত শীঘ্র সম্ভব সেটাকে মেরামত করা হবে।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন, এটা সত্যবিরোধী এবং এটা কিছুতেই সত্য নয়। সেইজন্য আমি বলছি যে সেটা কিছুদিনের মধ্যে রিপেয়ার করার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জল না পেয়ে লোক কি করে যে বাঁচে তা আমি বুঝতে পারি না। সেখানে স্কুল চলছে, ছাত্র আছে, শিক্ষক আছে, জল তারা সেখানে ব্যবহার করছে, কাজেই জল সেখানে আছে।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে জলাভাবে সেখানকার ছাত্রেরা বৃষ্টির জল পান করছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সময় জল থাকলেও লোকে বৃষ্টির জল ব্যবহার করে থাকেন, কারণ বৃষ্টির জলকে তাঁরা পরিশোধিত বলে মনে করেন।

MR. SPEAKER :—I would now call on Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Debbarma :—Question No. 54.

Shri S. L Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 54.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the charge sheets in Police Cases No. $\frac{\text{Bishalgarh P. S.}}{7 (10) 63}$ the State Vs. Ramani Singh & others & $\frac{\text{Bishalgarh P. S.}}{3 (10) 63}$ the State Vs. Rabi Chandra Deb Barma & others have been submitted ;	Yes.
2) if not, the reasons thereof ?	Does not arise.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—কবে সাবমিট হয়েছে বলবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—একজাক্ট ডেট দিতে পারব না এখন। সো আই ডিমাণ্ড নোটীশ ফর ইট।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—আমি বলেছি যে সাবমিট হয়নি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। Whether it is a fact that this charge sheet has not been submitted.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—Yes, it has been submitted, I say.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—দেন, মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি সাবমিট হয়ে থাকে তার ডেটটা যদি না দিতে পারেন তাহলে কোশ্চেন করে লাভ কি ? আমি জানি যে সাবমিট হয়নি। তিনি বলছেন যে সাবমিট হয়েছে। তাহলে হি শুড ষ্টেট দি ডেট।

মিঃ স্পীকার :—He told that it has been submitted. But he cannot remember the exact date.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অ্যাপ্রোক্সিমেট ডেটটা বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—একটা হয়েছে ৬৪-তে আর একটা হয়েছে ৬৫-তে। মোষ্ট প্রোবেবলী ১৫।৪।৬৫-তে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—কোন্‌টা ? দুটো কেস্ আছে। ৭।১০।৬৩তে একটা।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ছটো কেসই হয়েছে আমি বলেছিলাম। চার্জশীট হয়েছে। এইসমস্ত কেসে হয়েছে। অতএব যদি বিশদভাবে জানতে চান তাহলে আই ডিমাণ্ড নোটীশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী : -কোশ্চেন নাম্বার ৫৮।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—কোশ্চেন নাম্বার ৫৮, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা বাস সার্ভিসগুলিতে রিটার্ণ টীকিটের রীতি চালু করিতে সরকার রাজী আছেন কিনা?	না।
২) রাজী থাকিলে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?	এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে রিটার্ণ টীকিটের সিষ্টেমটা চালু করতে সরকারের আপত্তি করার কারণ কি?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে বাসের মালিক বিভিন্ন। কাজেই একটা কর্পোরেশন না হলে পরে এই জাতীয় রিটার্ণ টীকিটের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আগে আগরতলা—বিশালগড় রিটার্ণ টীকেট চালু ছিল, এখন সেটা কি কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? তখনও সিণ্ডিকেট ছিল, এখনও সিণ্ডিকেটই আছে।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মালিক বিভিন্ন থাকায় হয়ত মতবিরোধ হয়েছে। সেই কারণে হয়নি। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—৮৩।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোশ্চেন নাম্বার ৮৩।

QUESTION

1. No. of student sought Admission during 1964-65 in B. A., B. Sc. & B. Com. course in M. B. B. College and number of students admitted during the same period ?

ANSWER

Course	No. of student who sought admission.	No. of students admitted.
1	2	3
B. A. (Main College)	172	150
B. A. (Women's College)	110	110
B. Sc. (Main College)	165	120
B. Com. (Do)	134	134

MR. SPEAKER :—Then Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa DebBarma :—102.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 102.

Question.	Reply.
a) Whether there is any direction given by the Government to the Circle Officers in the matter of issuing ration cards to the peasants ;	No.
b) if so, the contents of the direction given by the Government ?	Does not arise.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে তেলিয়ামুড়ার সার্কেল অফিসার রেশন কার্ড ইস্যু করার ব্যাপারে ৭।৬।৬৫-এ একটা নোটীশ চালু করেছেন ?

শ্রীবিনোদ দাস :—রেশন কার্ডের জন্য নয়। সেটা তহশীল কাছারীতে আড্ডার ট্যাক্সটা আদায়ের জন্য চালু করা হয়েছে ?

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—রেশন কার্ড ইস্যু করার ব্যাপারেই করা হয়েছে সেটা কি জানেন ?

শ্রীবিনোদ দাস :—রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে যদি হয়ে থাকে সেটার সিগনিফিকেন্টস্ হচ্ছে এই যে রেশন কার্ড পেতে হলে প্রত্যেককে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয় এবং এই কারণে আড্ডার চেক produce করার প্রয়োজন হতে পারে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—Hon'ble Speaker, Sir, আমি এই নোটীশটী এখানে পড়ে শুনিয়ে দিতে চাই, অনুমতি দিন।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ঐ নোটিশটা এখানে পাঠ করছি।

"এতদ্বারা ১ নং রেশন সপ এলাকাভুক্ত রেশনকার্ড হোল্ডারগণকে জানান যাইতেছে যে, ৩০।৬।৬৫ ইং তারিখের মধ্যে তেলিয়ামুড়া তহশীল অফিসে ১৩৭২ বাংলা সন পর্য্যন্ত আড্ডার খাজনা জমা দিয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট রেশন কার্ড দেখাইয়া রেশন কার্ড সংশোধন করিতে হইবে। ৩০।৬।৬৫ ইং তারিখের মধ্যে সংশোধন না করিলে রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হইবে। ১নং রেশন সপের এলাকা, তেলিয়ামুড়া আর, এস, খর্মছড়া, গচুল নগর। সার্কেল অফিসার।"

মিঃ স্পীকার :—এখানে আপনার প্রশ্নটা কি?

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—এই সম্পর্কে আমার প্রশ্নটা হল এখানে যে, সার্কেল অফিসার কোন নোটীশ জারী করেছেন কিনা রেশন কার্ড বিলি করার জন্য?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সার্কুলারের কথাই আমি মীন করছিলাম। নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্যই আড্ডার চেকটা produce করা লাগে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বর্ত্তমান নোটীশটা নাগরিকত্ব প্রমাণ করবার জন্য নয় সেটা জানেন কিনা?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—এইখানে যে নোটীশ পাঠ করা হয়েছে তাতে কি নাগরিকত্ব প্রমাণ করবার জন্য বলা হয়েছে না রেশন কার্ডকে নতুন করে করার জন্য বলা হয়েছে?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—একটা রেশন কার্ড করতে হলে তাকে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে এবং তার সাথে সাথে আরও অন্যান্য যে ফর্মালিটীস আছে তার সবকিছুই তাকে মানতে হবে। কাজেই আড্ডার চেকটা নিয়ে তহশীল কাছারীতে যাবার জন্য তাকে বলা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই নোটীশে পরিষ্কার বলা আছে যে যদি রেশন কার্ড পেতে হয় তাহলে আড্ডার খাজনা পরিষ্কার করে দিতে হবে। এইরকম কোন নিয়ম আছে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই নোটীশে এমন কোন উল্লেখ নাই যে রেশন কার্ড পেতে আড্ডার ট্যাক্স পরিষ্কার করে দিতে হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে রেশন কার্ড পেতে হলে কি আমাকে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তা প্রয়োজন হলে পরে হয়?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার জিজ্ঞাস্য ছিল স্যার, রেশন কার্ড পেতে হলে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয় কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেইত বললাম যে প্রয়োজনবোধে সেটা হতে পারে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য পঞ্চায়েত প্রধানদের স্বাক্ষর এবং তাঁদের পরিচয়পত্র নিলেই কি যথেষ্ট নয়?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নাগরিকত্ব প্রমাণ করার কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে এবং কোন পরিচয় পত্র আনলে সেই নিয়মগুলি, অর্থাৎ তিনি কতটুকু জমির মালিক ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—তাহলে আড্ডার চেক দ্বারা কি কার কত জমি আছে সেটা প্রমাণিত হয়?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আড্ডার চেকের সাথে কতগুলি জিনিস দেখবার আছে। আড্ডাদার যারা তাদেরকে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হয় বাস্তবিকপক্ষে কত বৎসর তারা আড্ডাওয়ালা আছেন, আড্ডাধারী আছেন, ইন্‌ফিলট্রেটারস্ কিনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এখানে বলা হয়েছে যে আড্ডার চেক এনে সংশোধন না করলে রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হবে। তার দ্বারা এটাই কি বুঝা যায়না আড্ডার খাজনা পরিষ্কার না করলে পরে রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে রেশন কার্ড সেখানে আগেই দেওয়া হয়ে গেছে, পরে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে না পারলে, তার কার্ড বাজেয়াপ্ত হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—না, মাননীয় স্পীকার, স্যার, বলা হয়েছে আড্ডার খাজনা জমা দিয়ে সংশোধন করতে হবে, আড্ডার চেক সংশোধন করার প্রশ্ন নয়। কাজেই আমরা একথা মনে করতে পারি কিনা যে আড্ডার খাজনা পরিষ্কার না করলে পরে রেশন কার্ড ইস্যু করা হবেনা? এটাই সরকারের নীতি কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—রেশন কার্ড আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। Ration Card had already been given. পরে প্রমাণ করতে হয় এই কার্ডগুলি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার একটা কথা ছিল, এটা গভর্ণমেন্টের নীতি কিনা যে আড্ডার খাজনা শোধ না করলে পরে রেশন কার্ড দেওয়া হবেনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—না, এটা সরকারের নীতি নয়।

MR. SPEAKER :—Next Shri Sunil Chandra Dutta.

Shri Sunil Chandra Dutta :—Question No. 121

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, starred Question No. 121.

Question.	Reply.
1) The number of times and round of firings opened by Pakistani Armed forces on Belonia Town.	1) There were several rounds of firing in Belonia town by Pakistani forces.
2. What steps have been taken for the safety of town people.	2) All possible steps have been and are being taken for the safety of the town people.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত : এই অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণের ফলে বিলোনীয়া শহরের অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত আছে। তবে যখন গুলীবর্ষণ হয়, তখন সেখানকার মানুষ অতি সাহসিকতার সহিত সেটার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং এই সাহসিকতা অবলম্বন করে আছেন বলেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তারা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—গুলীবর্ষণের ফলে ছোট দোকানদার, মজদুর, ফেরিওয়ালা এদের দৈনন্দিন রোজগার ব্যাহত হচ্ছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যখন কন্টিনিউয়াস ফায়ারিং চলে তখন কিছুটা ব্যাহত হয়, এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, বর্ত্তমানে পাকিস্তানের গোলাগুলীর পর থেকে সেখানে সমস্ত স্কুল-বোর্ডিং, স্কুলগুলি এখন বন্ধ অবস্থায় আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—স্কুল, বোর্ডিং ইত্যাদি একটাও বন্ধ নেই, সেগুলি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে যখন ফায়ারিং হয় তখন তারা নিজেদের প্রটেকশান তারা নিজেরাই করে নেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এই ফায়ারিং'এর ফলে যাদের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, এমনসব লোকদের সরকারী তরফ থেকে সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এমন কোন কিছু সেখানে হয় নাই যাতে তাদের জীবনযাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে, অতএব এই প্রশ্ন এখানে উঠেনা।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—আমাদের আত্মরক্ষামূলক পাল্টা গুলীবর্ষণ হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। সময়োপযোগী ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—প্রথম কোনদিন পাকিস্তানের গুলীবর্ষণ আরম্ভ হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : – ৯.১ ।৬৪

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—সর্বশেষ কোনদিন পর্য্যন্ত গুলীবর্ষণ হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—৭।৭।৬৪ পর্য্যন্ত হয়েছে, এই তিনদিনের খবর আমি বলতে পারব না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—আমাদের দিক থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়া, পাকিস্তান সরকারের কাছে অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—হঁা, প্রতিবাদপত্র পাঠান হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—তার কোন উত্তর আমরা পেয়েছি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :- তাদের উত্তর পেয়েছি এবং সেটা পেপারেও দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—উভয় সরকার মিলিতভাবে এই গুলীবর্ষণ বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা আমাদের টেরিটরীর মধ্যে আছি, কিন্তু পাকিস্তান সরকার সেটা মানছেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন পাকিস্তান কেন বার বার বিলোনিয়ার উপর গুলীবর্ষণ করছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ হিসাবেই তা করা হচ্ছে বলে মনে হয়। এছাড়া আর কোন কিছু কারণ আছে তা আমি চিন্তা করতে পারিনা।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—আমাদের কোন অধিবাসী বা আমাদের কোন পুলিশ রক্ষীবাহিনী নিহত হয়েছে কিনা এই গুলিবর্ষণের ফলে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—না, আমাদের একটী কুকুরও নিহত হয় নাই. মানুষ ত দূরের কথা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, কি কি বিষয় নিয়ে সেখানে ডিসপ্যুট আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোন ডিসপ্যুটই নাই।

শ্রীলুড়া আং মগ :—এই গুলীবর্ষণ কি একেবারে অকারণেই হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—পাকিস্তান জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করার জন্য এবং মানুষের মনোবলকে ধ্বংস করার জন্যই এই গুলীবর্ষণ করছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, আমাদের সৈন্যবাহিনীর গুলীতে পাকিস্তানের কতজন নিহত বা আহত হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি বলেছি যে আমরা যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, বিলোনীয়াবাসীদের আর কতদিন এইভাবে থাকতে হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যতদিন ত্রিপুরা রাজ্য আছে ততদিন তাদেরকে এই সমস্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। কেবল বিলোনীয়াবাসীদের নয়, ত্রিপুরা একটী সীমান্তবর্তী রাজ্য অতএব সকলকে এই সাহসিকতা অবলম্বন করে এই শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে নিজেদিগকে বাঁচাতে হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন বিলোনীয়া টাউনের স্কুল এবং অফিস কাছারী সরানোর জন্য কোন প্রপোজেল আছে কিনা ত্রিপুরা সরকারের ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সরকারের এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীলুড়া অাং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি, এই গুলিবর্ষণের ফলে বিলোনীয়া টাউনের অধিবাসী যারা আছেন তারা সমস্তরকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এখনও টাউন থেকে অনেক জায়গায় টাউনবাসী পলায়ন করছে এই কথা সত্য কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইহা শত্রু যারা তারা বলে থাকেন। আমি জানি তারা সাহসিকতার সহিত ইহার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এ' জায়গাতে তারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা গ্রহণ করেছেন। অতএব যারা এটা প্রচার করছেন তারা পাকিস্তানের চর বলে মনে হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যখন নাকি পাকিস্তান পুলিশ ফায়ারিং করেছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে ছিলেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যখনই ফায়ারিং করে তখনই মুখ্যমন্ত্রী সেই জায়গাতে থাকবেন এমন কোন ব্যবস্থা আমি খুঁজে পাইনা।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে, সীমান্তের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্তবাসীদের অস্ত্রে সজ্জিত করা উচিত কিনা এবং তাদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—এটা ঠিক রিলেভেন্ট নয়, ইট ইজ ডিস্-এলাউড।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ৭।৭।৬৫তে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কত রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করা হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা আমি বলতে পারবনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীহেমন্ত দেব।

শ্রীহেমন্ত দেব :—কোশ্চেন নাম্বার ১২৫।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোশ্চেন নাম্বার ১২৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকর্তা কর্ত্তৃক যাবতীয় প্রাথমিক, উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত অধ্যাপক শিশির ভট্টাচার্য্য, এম, এ কর্ত্তৃক প্রণীত 'সমাজের কথা' নামক পুস্তকে ত্রিপুরার আইন ও শৃঙ্খলা শিরোনামা দিয়া উপদেষ্টা পরিষদ গঠন সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা ভুল ;	হাঁ।
২) ইহা কি সত্য যে উক্ত পুস্তকে পেচারথলকে কৈলাসহরের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে ;	হাঁ।
৩) উপরের অভিযোগ দুইটী যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত পুস্তকটীকে ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হিসাবে শিক্ষা অধিকর্তা কর্ত্তৃক যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে কিনা এবং কিভাবে এরূপ ভুল তথ্য পরিবেশনকারী পুস্তক শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন লাভ করিল, তাহা তদন্ত করা হয়েছে কিনা ;	না।
৪) হইয়া থাকিলে তদন্তে কি প্রকাশ পাইয়াছে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই রকম ভুল তথ্য যে পুস্তকে পরিবেশন করলো সেই ঘটনা ইন্‌কোয়ারী কেন করা হল না ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এটা প্রিণ্টিং মিস্টেক ছিল এবং সেটা সঙ্গে সঙ্গে সার্কুলার দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে সেটা যেন কারেকশন করে নিয়ে নেওয়া হয় এবং সেটা যাতে কারেকশন করে নিয়ে নেওয়া হয় সেটা সার্কুলার দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, এই কারেকশনটা কে করবে ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এই কারেকশনটা সমস্ত স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে তারা সেটা করবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন এই কারেকশনটা কি স্কুলের মাষ্টাররা বই-এতে করে নিবেন?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—না, ইন্সপেক্টরকে বলে দেওয়া হয়েছে, ওনারা সেখান থেকে সেই কারেকশনটা পাঠিয়েছেন এবং ওনারা করে দিচ্ছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে সেই বইটা কারেক্টেড বই হিসাবে পড়ানো হচ্ছে, না সেই ভুল বইটাকে এখনও পড়ানো হচ্ছে?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—না, এই কথা সত্য নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে বিভিন্ন স্কুলে এখনও সেই ভুল তথ্য সহ পুস্তকটা পড়ানো হচ্ছে?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—ভুল তথ্য সহ পুস্তকটা সেখানে পড়ানো হয়না এবং সেই ভুল তথ্যটা কারেকশন করে নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি করে জানলেন যে এটা প্রিণ্টিং মিস্টেক?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সেটা প্রিণ্টিং মিস্টেক হয়েছিল এবং সেটা সার্কুলার দিয়ে যাতে সেই ভুল তথ্য সংশোধন করা হয়, ইন্‌সপেক্টরকে সেটা বলা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা যে প্রিণ্টিং মিস্ট্রেক সেটা কি লেখক বলেছেন না শিক্ষা অধিকর্তা নিজে ঠিক করেছেন যে এটা প্রিণ্টিং মিস্টেক?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এটা আমরা জানতে পেরেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আপনি জানতে পারলেন যে এটা প্রিণ্টিং মিস্টেক। আপনি খোঁজ করে দেখলেন যে এটা প্রিণ্টিং মিস্ট্রেক না লেখক ভুল তথ্য সহ লিখেছেন?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমি খোঁজ করে দেখে সেটা জান্‌তে পেরেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি দেখবেন যাতে বইটা স্কুলে পড়ানো না হয়, সেইরকম একটা ইন্‌স্ট্রাকশন দিতে তারা রাজী আছেন কিনা?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সেই প্রশ্ন এখানে আসেনা। কারণ একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল এবং সেটা সংশোধন করে নিয়ে এই বই পড়ানো হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে এটা মোটেই সত্য নয় যে সেই ভুল তথ্য সংশোধন করা হয়েছে কিম্বা প্রকৃতপক্ষে এখন সেই ভুল তথ্য সহ বইটা স্কুল পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে এবং সেই পুস্তক এখনও স্কুলে পড়ানো হচ্ছে?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—যে কথাটা বললেন সেটা সত্য নয়, ভুল তথ্য সংশোধন করে নিয়ে সেখানে পড়ানো হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন ইন্সপেক্টরেট থেকে কোন সার্কুলার প্রত্যেকটা স্কুলে এই ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, না জেনে আমি এই কথা বলিনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সেই সার্কুলার কবে দেওয়া হয়েছে তার তারিখ বলতে পারবেন কি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এক্‌জেক্ট ডেইট আমি এই মুহূর্তে বলতে পারব না। আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সন বা মাস বলতে পারবেন কি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—অঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কোশ্চেন নাম্বার ১০।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোশ্চেন নাম্বার ১০।

Question.	Rep
1) Whether the Government has received any representation regarding police excess at Kalyanpur area, Khowai ; 2) if so, whether the complaints have been inquired into ; 3) if so, what is the result of that enquiry ?	The question relates to a case under investigation by a public servant which the court has taken cognizance of. Therefore interferance at this cannot and should not be made.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কোশ্চেন নাম্বার ১৩।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোশ্চেন নাম্বার ১৩।

QUESTION	ANSWER
1) Whether Kolobari Jr. Basic School and Rangamura Primary School of Sonamura have seriously been damaged by the last storm ;	Yes.
2) if so, whether any amount has been sanctioned for the repair of the said schools ;	Sanction proposed.
3) if not, the reasons thereof ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন কোলুবাড়ী স্কুলটী এখন এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে কিনা যে এখন স্কুলঘরে ক্লাস চলতে পারে না এবং ক্লাসগুলি বাহিরে, মাঠে করতে হচ্ছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—তা হতে পারে। স্কুলঘর পড়ে যাওয়ায় বাহিরে ক্লাস করবে ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে সাহায্য সেখানে ইমিডিয়েটলি পাঠানো দরকার যাতে ঘরটী রিকন্‌স্ট্রাকশন করা যায় ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—রিপেয়ার এর জন্য যে প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে, তা স্যাংশন হয়েছে এবং যাবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেই প্রপোজেল স্যাংশন হয়েছে কিনা এবং সেই টাকাটা তারা পেয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—হঁা, স্যাংশন হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্কুল কমিটী কি সেই টাকাটা পেয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—স্কুল কমিটী পেয়েছে কিনা আমি বলতে পারি না তবে স্যাংশন হয়েছে তা আমি জানি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কোলুবাড়ী এবং রাংগামুড়া বোথ্‌ স্কুলস্‌ ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—হঁা, বোথ্‌ ।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন কাকে কত টাকা স্যাংশন করা হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ফর্‌ কোলুবাড়ী এক হাজার আর ফর্‌ রাংগামুড়া দুই হাজার পাঁচশত টাকা ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—একটা এক হাজার টাকা আর একটা আড়াই হাজার টাকা কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—অ্যাকর্ডিং টু ডেমেজ, ডান্ বাই ইর্ষ।

MR. SPEAKER :—The question hour is over. The answer to the remaining un-answered questions as well as unstarred questions are to be placed on the Table. (Entered in the proceedings as Appendix—'A' & 'B')

MR. SPEAKER :—This is to make an announcement in the House that I have given my consent to raise discussion on the following matters of urgent public importance on the 15th July, 1965.

"Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A. is suffering from ear & throat disease and Shri Dasarath Deb M. P. is suffering from rheumatism and want of proper treatment facilities."

The discussion to be taken on the 15th ?

Shri S. L. Singh :—On the 15th.

DISCUSSION ON SUPPLEMENTARY ESTIMATE '65-66.

Mr. Speaker :—Next item is Govt. Business—Financial. Discussion on Supplementary Estimates for 1965-66. The general discussion will follow.

I would like to draw the attention of the Hon'ble Members to the scope of debate on the Supplementary Estimates which is to be confined to the items constituting the same and no discussion is permitted to be raised on the original grants nor policy underlying the same so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

When the supplementary demand does not refer to any new service there cannot be any discussion of principle or policy.

Now, I would call on Shri Birchandra Dcb Barma, the Deputy Leader of the opposition to open the discussion on Supplementary Estimates.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—এই সম্পর্কে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেটা সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড সেটা আসছে কতকগুলি স্পেসিফিক আইটেম সহ। কাজেই ফ্রম দি গভর্ণমেণ্ট সাইড একটা ক্ল্যারিফিকেশন হয়ে গেলে, হোয়াট আর দি আইটেমস মেণ্ট বা

তাহলে ডিসকাশনের সুবিধা হয়। দেয়ার শুড্ বি এ স্পীচ ক্রম দি গভর্ণমেন্ট সাইড ফর হোয়াট আইটেমস দে আর ওয়ান্টিং ইন্ দীজ সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস্।

MR. SPEAKER :—That has been distributed to you.

Shri Birchandra Deb Barma :—Distributed, but no speech has been given. I want that a regular speech should be given from the Govt. side so that we can have a discussion on those items. Because we are to confine only to items We cannot go more. Therefore, item-wise, we want a specific discussion from the Govt. side,

MR. SPEAKER :—If the Finance Minister likes may he do so.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে প্রথমত: ডিমাণ্ড ১৯—কো-অপারেশন-এ চাওয়া হয়েছে ৮,১০০ টাকা এবং সেখানে গ্র্যান্টস্ ইন্ এইড্ (প্ল্যান) সেন্ট্রালী স্পনসর্ড কতগুলি স্কীম আছে। ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি টু রিক্সা পুলার্স কো-অপারেটীভ। এটা করে তাদিগকে আমরা সেই টাকা দিতে পারব। সাবসিডি ফর ডিষ্ট্রীবিউশন অব কনজিউমার্স আর্টিকলস ইন রুরাল অ্যারিয়াজ। এটা নিউ স্কীম। সেখানে আমরা ৭,৫০০ টাকা দিতে পারব। এটা হল কো-অপারেটীভের দিক দিয়ে। আর একটী হল পাবলিক ওয়ার্কস। বলা হয়েছে যে সাবসিডি দেওয়া হবে ফর ডিষ্ট্রীবিউশান অব কনজিউমার্স আর্টিকলস্ ইন্ রুরাল অ্যারিয়াজ থ্রু মার্কেটীং সোসাইটীজ। এবং যে সোসাইটীর মারফত আর্টিকলস্গুলো দেওয়া হবে সেই সোসাইটীকে গ্রান্টটা দেওয়া হবে। আর রিক্সা পুলারস যারা আছে তাদিগকে ৬০০ টাকা দেওয়া হবে। তাদের একটা এসোসিয়েশন যদি করা যায় তাহলে আমরা ম্যানেজারিয়াল এইড তাদিগকে দিতে পারব ৬০০ টাকা। সাবসিডি ফর ডিষ্ট্রীবিউশান অব কনজিউমার্স আর্টিকলস ইন্ রুরাল অ্যারিয়া—তাতে বলা হয়েছে যে কো-অপারেটীভ-এর মাধ্যমে সেটা করা হবে। আর পাবলিক ওয়ার্কসে সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ডে আমরা রেখেছি ৪,৭৮,০০০ টাকা। সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ডে দুটো হেড আছে। একটা অ্যালোকেশান ওয়ার্কস আর একটা অর্ডিনারী রিজার্ভ ওয়ার্কস। এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কতগুলি ট্যাক্সেশান আছে, যেমন পেট্রল ট্যাক্সেশান অ্যাণ্ড আদার্স। এর থেকে যে টাকাটা হয়, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর যে কতগুলি বর্ডার রোড স্কীম থাকবে, সেই বর্ডার রোড স্কীমের জন্য সেই টাকাটা অ্যালট করবে এবং সেই টাকাটা আমরা এখানে নির্দ্ধারিত করেছি ইম্প্রুভমেন্ট অব খোয়াই—উদ্না রোড, কন্স্ট্রাকসন অব পুংবাড়ী—শ্রীনগর

রোড আপটু আমলীঘাট। তারপর ইম্প্রোভমেন্ট অব নিউ মোগড়া রোড আপটু অরুন্ধতীনগর বাজার, কনস্ট্রাকসন অব বংকুল—ঘোড়াকাপা রোড, এইগুলি। আর একটা হল রিজার্ভ ফাণ্ড। সেগুলিই সেন্ট্রাল রোড স্কীমে আছে এবং ইম্প্রোভমেন্ট খোয়াই—উদ্না রোড, কন্স্ট্রাকশন অব পুংবাড়ী—বংকুল রোড, এতে ৪,৭৮,০০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। ফরেষ্টে এখানে ১,৫০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। সেটা এখানে বলা হয়েছে যে লাকড়ী ইত্যাদির অভাব ত্রিপুরা রাজ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং সেই অভাবকে পরিপুরণের জন্য যাতে অতি দ্রুত কতগুলি লাকড়ী জাতীয় গাছ আমরা উৎপাদন করতে পারি তারই ব্যবস্থা স্বরূপ এখানে ১,৫০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। তারপর রাখা হয়েছে এখানে রিলিফের জন্য ১৬,৭৯,০০০ টাকা। সেটা বিশেষ করে গরু খরিদের জন্য। যারা রিফিউজী এসেছে তাঁদের গরু খরিদ করে দেবে আর তা'দিগকে যে ঢোল প্রভৃতি গৃহ তৈরী করার জন্য দেওয়া হচ্ছে এবং যে টাকা হেলপ্ দেওয়ার ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে সেটা হল সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের টাকা। আমরা কেবল রি-ইমবার্স করে নিচ্ছি। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে স্কীম আছে সেই স্কীম অনুসারেই সেই টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সেটাও কেবল এখানে রি-ইমবার্স করে রাখা হয়েছে। ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডেভালাপমেন্টের জন্য চাওয়া হয়েছে ৪,৫০০ টাকা। ক্যাপিটেল আউটলে অন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অ্যাণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্টে টাকা রাখা হয়েছে, The amount of Rs 4.500/- is required for payment of Share Capital Contribution to Co-operative Farming Societies. একটা নিউ স্কীম করে এখন যে ফার্মিং সোসাইটীগুলি আছে তাদের জন্য এই টাকার অংক আমরা রেখেছি এবং সেটা দেওয়ার পরিকল্পনা আমরা করেছি।

তারপর হল ডিমাণ্ড নং ৪৩—Advances by the State/Union Territory Governments'এর যেটা আছে, সেটা হল Rs. 1,60,000/- to make advance to the State/Union Territory, Rehabilitation Department, Rural Loans to new migrants from East Pakistan এর জন্য রাখা হয়েছে। The amount of Rs. 1,60,000/- is required for issuing Rural Loans to new Migrants from East Pakistan as recently accepted by the Ministry of Rehabilitation. আগেও আমরা এই পরিকল্পনা খাতে টাকা ব্যয় করেছি, এইবারেও এই টাকাটা তাঁরা আমাদেরকে দিয়েছেন, অতএব এই টাকাটা বাজেটভুক্ত করা হয়েছে।

MR. SPEAKER :—First I say two words The Business Advisory Commi-

ttee has alloted 3 hours for the general discussion, one & half hours to the Govt. Party and one & half hours to the Opposition.

Shri Birchandra Deb Barma :—We shall try to finish earlier.

MR. SPEAKER :—This is according to Administrator's Rules.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—Hon'ble Speaker Sir, আমাদের এখানে একটা সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট'এর ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে হাউসের সামনে। আমরা বাজেট পাশ করেছি এই মার্চ্চ মাসে, এর মধ্যে একটা সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট এবং সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আমাদের কাছে রাখা হয়েছে এটা অবশ্য কতগুলি সেন্ট্রাল স্কীম সম্পর্কে দেখা যায়। কাজেই মনে হয় যে সে সব স্কীম তখন গভর্ণমেন্টের হাতে ছিলনা, পরবর্তী সময়ে সে সব স্কীমগুলি এসেছে। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে আমি দেখতে পাই, অপারেটীভ সম্পর্কে যেটা ২৩শে নভেম্বর, ১৯৬৪তে অ্যাপ্রুভড হয়েছে, সেটা নভেম্বরে যদি অ্যাপ্রুভড হয়ে থাকে, তবে কেন সেটা ওরিজিন্যাল আমাদের যে বাজেট তাতে ইনক্লুড করা হলনা সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। নভেম্বরে যদি এটা অ্যাপ্রুভড্ হয়ে থাকে সেটা ইতিমধ্যে ওরিজিন্যাল বাজেটে ইনক্লুড করা যেত বলে আমি মনে করি এবং ফরেষ্ট সম্পর্কে যেটা আছে, সেটাও ২রা নভেম্বর, ১৯৬৫তে অ্যাপ্রুভড হয়েছে। এটাও আমাদের ওরিজিন্যাল বাজেটে ইনক্লুড করা যেত বলে আমি মনে করি। তারপর মিসিলিনিয়াস-এ যেখানে বলেছেন, "ট্রেনিং অব পঞ্চায়েত পার্স'ন্যাল" এটা দেখা যায় কোনরকম সেনট্রাল স্কীম নয়, ট্রেনিং অব পঞ্চায়েত পার্স'ন্যাল এটা ওরিজিন্যাল বাজেটে কেন ইনক্লুড করা হলনা এবং কেন সে সম্পর্কে আমরা চিন্তা করিনি, এটার কোন কারণ আমি বুঝতে পারছিনা। তারপর দেখা যায় যে কন্টিনজেন্সী ফাণ্ড থেকে আমরা টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে তার কাজও করেছি। কাজেই যেগুলি সেন্ট্রাল স্কীম নয়, সেগুলি আমরা ওরিজিন্যাল বাজেটে ইনক্লুড করতে পারতাম এবং ওরিজিন্যাল বাজেটে আলোচনা করতে পারতাম। কাজেই সেন্ট্রাল স্কীম নয়, যেমন ট্রেনিং অব পঞ্চায়েত পার্স'ন্যাল এটা সম্পর্কে এক্সপ্লেনেটারী যে নোট আছে তাতে এমন কোন কথা নাই যে এটা সেন্ট্রাল স্কীম, কাজেই এটা আমরা ওরিজিন্যাল বাজেটে ইনক্লুড করতে পারতাম বলে আমার মনে হয়, তারজন্য সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তারপর শেয়ার ক্যাপিটেল কনট্রিবিউশন টু কোঅপারেটীভ ফার্মিং সোসাইটীজ, সেটাও নভেম্বর-এ অ্যাপ্রুভড হয়েছে। কাজে এটা ওরিজিন্যাল যে স্কীম তাতেই ইনক্লুড করতে পারতাম। কতগুলি স্কীম দেখা যায় ১৯৬৫তে এসেছে, সেগুলি সম্পর্কে অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড হবে, কেননা

ওরিজিন্যাল বাজেট এপ্রিল, ১৯৬৫তে অ্যাপ্রুভ হয়েছে, সেগুলি ওরিজিন্যাল বাজেটে ইনক্লুড করার কোনরকম সুবিধা ছিলনা বা নাই। কাজেই তার জন্য সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে রিক্সা পুলার্সদের সম্পর্কেই আমি প্রথমে যাচ্ছি। ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি টু দি রিক্সাপুলার্স কো-অপারেটীভ সোসাইটী এটা কি, এই সম্পর্কে যদি কিছু বলা হত তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হত। কারণ আমরা যাহা জানি, রিক্সাপুলার্স কো-অপারেটীভ সোসাইটী বলে এখানে ত্রিপুরায় কোন কিছু নাই, তাদের একটা ইউনিয়ন আছে। রিক্সা পুলারস্‌দের সুবিধা হউক সেটা সকলেই চায়, তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে এবং যে পরিশ্রম করে তাতে তাদের হেলথ্ ডেটরিয়েট করে। কাজেই তাদের সুবিধার জন্য একটা ব্যবস্থা হউক সেটা সকলেই চাইবেএবং তারজন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে আমি বলি সে বরাদ্দটা একটা টোকেন প্রভিশান হিসাবে হয়ত রাখা হয়েছে, কিন্তু এই বরাদ্দ আরও বাড়ানো দরকার। ছয়শত টাকা ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি হিসাবে রাখা হয়েছে, আমি বলি যে তাদের কোঅপারেটীভ করে তার মাধ্যমে নানারকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া যে দরকার, তার জন্য এই আইটেমে আরও আমাদের টাকা রাখা দরকার ছিল। সাবসিডি টু দি ডিষ্ট্রীবিউশন অব কনজিউমার্স আর্টিকেলস ইন রুরাল এরিয়াস, এটা আমরা কি কি ভাবে মার্কেটীং সোসাইটীর মাধ্যমে কি কি জিনিস তাদের ডিষ্ট্রিবিউশান করব সেটা আমরা বুঝতে পারছিনা। অবশ্য কনজিউমার্স আর্টিকেলসের এখানে যে আকাশচুম্বী দাম তাতে সরকারী লেভেলে সেটা ডিষ্ট্রিবিউশান করা খুবই ভাল কথা কিন্তু তার জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে এটা টোকেন হিসাবে দেখা যায় যে সাত হাজার পাঁচশত টাকা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য রাখা হয়েছে, কনজিউমার্স আর্টিকেলসের যে আকাশ-চুম্বী দাম তার তুলনায় এখানে এই টাকাটা আরও বেশী হওয়া দরকার ছিল যাতে ত্রিপুরার জনসাধারণ এই বিভিন্ন মার্কেটীং সোসাইটীর মারফত তাদের কনজিউমার্স আর্টিকেলস পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা জানি ত্রিপুরার যে অবস্থা সেটা হচ্ছে এখানকার লিভিং ইণ্ডেক্স সমগ্র ভারতের যে বিভিন্ন ষ্টেট আছে তার চাইতে বেশী। কাজেই এখানে কনজিউমার্স আর্টিকেলস বিভিন্ন মার্কেটীং সোসা-ইটীর মাধ্যমে যদি আমরা দিতে পারি সেটা খুব ভাল হবে এবং তার জন্য আমরা আরও বেশী টাকা যাতে এখানে ধরতে পারি, বেশী টাকা বরাদ্দ করতে পারি সেটা দেখা আমাদের উচিত ছিল। কেননা এই টাকায় আমরা বিশেষ কিছু করতে পারবনা, এটা সমুদ্রের জলে লবণ নিক্ষেপ করার মতই হবে, সমুদ্রের জলে জল দেওয়ার মতই হবে, কোথায় চলে যাবে তার কোন খোঁজ পাওয়া যাবেনা। ত্রিপুরা রাজ্যে এত

অভাব, সেই অভাবের মধ্যে এই সাবসিডি খুবই নগণ্য, কাজেই এই দুইটী যে আইটেমস রাখা হয়েছে সেটা যদি সেন্ট্রাল স্কীম হয়ে থাকে, আমি এই সমস্ত স্কীমকে অভিনন্দিত করি। কিন্তু এই স্কীমটা যাতে সত্যিকারের কাজে লাগে, জনসাধারণ যাতে সত্যই উপকৃত হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। স্কীম মাত্র কাগজে কলমে থাকলে হবেনা। আরও আমরা দেখি স্কীমের সাথে এক একটা এষ্টাব্লিশমেন্টের কোশ্চেন এসে পরে, কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারগুলিতে যাতে এষ্টাব্লিশমেন্ট স্কীমের যে লায়ন শেয়ার সেটা যাতে না খেয়ে ফেলে, জনসাধারণের কাছে যাতে ক্ষুদকুঁড়া না পৌছায় তারজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন স্কীম হয়েছে আমরা দেখি, কিন্তু ত্রিপুরার অবস্থা তার কোন উন্নতি হয়নি। ত্রিপুরার জনসাধারণ যে অন্ধকার সেই অন্ধকারেই আছে। কাজেই আমি বলব এই স্কীম যেগুলি হয়েছে—রিক্সা পুলারস কো-অপারেটীভ সোসাইটী, বিভিন্ন মার্কেটীং সোসাইটীর মাধ্যমে কনজিউমার্স আর্টিকেলস দেওয়া এবং তারজন্য সাবসিডি দেওয়া, আমি মনে করি এই স্কীমগুলি যাতে যথার্থভাবে আমরা কার্য্যকরী করতে পারি তার তার চেষ্টা করা দরকার এবং সেটা করতে গেলে ফাণ্ডের দরকার। কাজেই যে ফাণ্ড এখানে রাখা হয়েছে এর দ্বারা কিছুই হবে না, এটা শুধুমাত্র কাগজে কলমেই থেকে যাবে এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

আমরা অনেক কয়টা স্কীম করেছি এটা বললে চলবেনা। স্কীমএর দৈর্ঘ্য দেখিয়ে, স্কীমের লেংথ দেখিয়ে দেশের জনসাধারণের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করব সেটা হয়না। স্কীম অল্প হউক, কিন্তু যদি আমরা সত্য সত্যই কার্যাকরী করতে পারি, যাতে স্কীমগুলির মারফতে সত্য সত্যই জনসাধারণের উপকার করতে পারি সেই চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু এই দুইটি যে স্কীম দেখছি এবং তার জন্য যে টাকার বরাদ্দ করা আছে আমার মনে হচ্ছে এটা শুধু কাগজে কলমে স্কীম থেকে যাবে, জনসাধারণের উপকারে এটা বিশেষ কিছু আসবে না। কেননা এই টাকায়, যে টাকা এতে ধার্য্য করা হয়েছে, কোনকিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই আমার কথা হচ্ছে স্কীম আমরা যা রেখেছি তাতে উদ্দেশ্য ভাল হতে পারে, উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারে, এই সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্য ভাল—আমরা রিক্সা পুলারদের ভাল করব, ত্রিপুরার বিভিন্ন রুরেল এরিয়াতে আমরা কনজিউমারস আর্টিকেলস সবটা ডিষ্ট্রীবিউট করব, তারজন্য সাবসিডি দেব, খুব ভাল কথা, কিন্তু এই টাকায় যে কি হবে, এই যে নগণ্য টাকা এর জন্য ধার্য্য করা হয়েছে, তা দিয়ে আমা কোনকিছু উপকার করতে পারিনা। কাজেই আমার কথা হচ্ছে যে এই দুইটা যে স্কীম, সেই স্কীমগুলিকে সাকসেসফুল

করার জন্য আরো টাকা ধার্য্য করা দরকার। এই টাকায় স্কীম শুধু কাগজে কলমে থেকে যাবে। তারপর পাবলিক ওয়ার্ক সম্পর্কে—সেনট্রাল রোড ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা আমাদের এলট করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে বর্ডার রোড স্কীমের জন্য সেই টাকাটা খরচ করতে হবে। আমি জানি আমাদের বর্ডারের কি অবস্থা, আমি জানি আমাদের বর্ডারের রাস্তাগুলি আজও ঠিক হয় নাই, আমি জানি আমাদের বিস্তীর্ণ বর্ডার, আজকে সেখানে বর্ডার রোড ঠিকমত তৈরী করতে পারিনি। কাজেই এই সম্পর্কে এটা যে বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ এটা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে যে টাকা আমরা পেয়েছি বা যে টাকা ধার্য্য করা হয়েছে এর দ্বারা যে বিরাট বর্ডার তার আমরা বর্ডার স্কীম, বর্ডার রোড, সেটা আমরা করতে পারব কিনা এবং যে বর্ডার রাস্তার আমরা নাম করেছি সেই রাস্তাগুলি আমরা ঠিক করতে পারব কিনা আমার সেই সম্পর্কে সন্দেহ আছে। আমার এই সম্পর্কে বক্তব্য এই যে ত্রিপুরার বর্ডারের যে রাস্তা সেই রাস্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে—এই কতক্ষণ আগেই আমরা বিলোনীয়ার কতকগুলি কোশ্চেন মারফত বিলোনীয়ার উপর পাকিস্থানী হামলার এবং তাদের গুলীবর্ষণের কথা আমি শুনেছি। আমরা এটাও দেখছি যে বর্ডার রাস্তার যোগাযোগের অভাবে ঠিক ঠিক ভাবে আমরা আমাদের বর্ডার সুরক্ষিত করতে পারছিনা। ঠিক ঠিক ভাবে বর্ডার রক্ষা করা যেটা দরকার—সেখানে লোকজন যাওয়া এবং সেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া,, বর্ডার রাস্তার অভাবে সেটা হচ্ছেনা। কাজেই বর্ডার রোডটা ত্রিপুরায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং এই রাস্তাগুলি সুরক্ষিত করা দরকার। এই রাস্তাগুলি যদি ভালভাবে হয়, সমস্ত বর্ডার রাস্তা আমরা করতে পারি, এই সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারেনা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল—আমাদের এই সম্পর্কে আরো অধিক টাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। এই সম্পর্কে এই টাকায় বিশেষ কিছু হবে বলে আমি মনে করিনা তারপর ফাষ্ট গ্রোয়িং স্পেসিসটা কি সেটা এখানে লেখা নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে লাকড়ীর জন্য সেটা করা হয়েছে, ফুয়েল-এর জন্য সেটা করা হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে আমরা খেতে পারছি না, লাকড়ীর দরকার, কিন্তু তার সাথে সাথে খাওয়ারও দরকার। যদি চাউল পাই তবে তো লাকড়ী, যদি চাউল না পাওয়া যায় তবে লাকড়ী দিয়ে চিতা সাজাতে পারবে। লাকড়ী দিয়ে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যাবে না, তবে চিতায় তার অন্তিম কার্য্য আমরা করতে পারব। ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য, সেই দরকারটুকুর জন্য আমাদের মাননীয় মন্ত্রীবর্গের দিকে চেয়ে আছি, কবে তারা জনসাধারণের শেষকৃত্য সমাধান করবেন। কবে জনসাধা-

রণকে চিতায় শুইয়ে এই লাকড়ী দিয়ে তারা পুড়ে তার সদ্‌গতির চেষ্টা করবেন। ইহলোকেত কিছুই হলনা, পরলোকের জন্য তারা একটা ব্যবস্থা করে দেবেন এই আশা আমরা করছি। কাজেই এই লাকড়ীর জন্য—আমরা এ' জায়গাতেই আছি। আমাদের কাজ হল ঝাঁটানো, পরিকার করা, আমাদের কাজ হল সেটাই। আমরা সব সময়েই সমালোচনা করে থাকি। আপনারাই তো বক্তৃতার জন্য বক্তৃতা, সমালোচনার জন্য সমালোচনা করেন। কাজেই আমাদের কাজটাই হচ্ছে পরিষ্কার করা, ঝাঁটীয়ে পরিষ্কার করা। তবে এই কাজটা আপনারা ভাল করেছেন খাওয়ার দিতে না পারেন, ত্রিপুরার জনসাধারণের মুখের অন্ন দিতে না পারেন, তাদের অন্তত চিতায় যে শেষকৃত্য তার একটা ব্যবস্থা আপনারা করে দিচ্ছেন। কাজেই আমি বলব ফাষ্ট গ্রোয়িং স্পেসিজ, লাকড়ীর ব্যবস্থা করেছেন সেটা ভাল, তবে লাকড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যদি চাউলেরও ব্যবস্থা হয় সেটা আপনারা দেখবেন যাতে করে ত্রিপুরার জনসাধারণের মুখে দুটো ভাত দিতে পারেন, যাতে করে ত্রিপুরার জনসাধারণ দুমুঠো ভাত খেয়ে সুখ শান্তিতে থাকতে পারে। অবশ্য সুখ শান্তির কল্পনা করা আজকের দিনে নিরর্থক। সেটা অনেক আগেই চলে গেছে। কবে সেই সুখের রাজত্ব ছিল আজকে সেটা স্বপ্ন মনে হয়, আকাশ কুসুম মনে হয়। কাজেই এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আপনারা লাকড়ীর ব্যবস্থা করেছেন করুন, কিন্তু খাদ্যেরও ব্যবস্থা সেই সঙ্গে করবেন।

আর একটী কথা হচ্ছে মিসিলেনিয়াস কথা। তাতে দেখছি ট্রেনিং অব পঞ্চায়েত পার্সন্যাল তার জন্য ৫৪,৪০০ টাকা রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েতের ব্যাপার সম্পর্কে সত্যিই একটী ধাঁধায় পড়ে গেছি। সেই পঞ্চায়েত ট্রেনিং কেবল আমরা দেখছি। সেক্রেটারী আসছে, তাদের ট্রেনিং হচ্ছে। কিন্তু তাদের ক্ষমতা কবে দেওয়া হবে সেটা আমরা বুঝতেই পারছিনা। আজ পর্যন্ত আমরা দেখছি যারা পঞ্চায়েত প্রধান তারা সব বেকার পড়ে আছেন। আজও আমরা দেখছি ন্যায় পঞ্চায়েত এর হাতে কোনরকম ক্ষমতা দেওয়ার কথা নাই। ট্রেনিংএর বেলায়ই আমরা নানারকম টাকা ধার্য্য করছি এবং সেগুলি ব্যয় হচ্ছে পে অব অফিসার্স, পে অব এষ্টাব্লিসমেন্ট অ্যালাউয়্যান্সেস, অন-রেরিয়াম ও আদার্ চার্জেস অর্থাৎ এই সব কিছু বাজেটের মোটা অংক, লায়ন শেয়ার পে অব অফিসার্স, পে অব এষ্টাব্লিশমেন্ট-এ চলে যায়, জনসাধারণের ভাগে খুদ কুঁড়াটুকুও পড়ে না। সমস্ত চুষে নিয়ে যায়। সেই যে একজন বলেছিল, একটা গল্প মনে পড়ে যে একজন আঁখ খেয়ে ফেলে দিয়েছে, যে ফেলে দিয়েছে সে খেয়ে আবার বলছিল আঁখটা আগে যে খেয়েছিল সে একদম চাষা, একেবারে

এমনভাবে চুষেছে যে আঁখটার বিন্দুমাত্র রস নাই। কাজেই পে অব এষ্টাব্লিশমেন্ট অনরেরিয়াম এবং এলাউন্সেস এতেই সবকিছু খেয়ে ফেলে। তার যা কিছু থাকবার জনসাধারণের ভাগ্যে যে কিছু পড়বে তার কোনরকম বিন্দু বিসর্গও থাকে না। কাজেই পঞ্চায়েতের বেলায় দেখছি অর্থাৎ ট্রেনিং এর কথা বলা হচ্ছে, নানারকম ট্রেনিং নানারকম অফিসার্স, নানারকম এষ্টাব্লিশমেন্ট হচ্ছে কিন্তু যারা পঞ্চায়েত প্রধান হল, যাদের পঞ্চায়েত প্রধান নির্ব্বাচিত করা হল, যাদের ন্যায় পঞ্চায়েত করা হল, তাদের হাতে কোন ক্ষমতা আসতে আমরা দেখছিনা, কবে সেটা আসবে সেই সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। তবে অবশ্য সেটা আমাদের জীবনে হবে কিনা, নাও হতে পারে। তবে আমাদের পরবর্তী জেনারেসনরা দেখতে পারে সেটা যে কবে পঞ্চায়েত হয়েছিল এবং তারা আজকে ক্ষমতা পেয়েছে। কাজেই আমি মনে করি ট্রেনিং বাদ দিয়ে যারা ন্যায় পঞ্চায়েত হয়েছেন, যারা প্রধান নির্ব্বাচিত হয়েছেন, তাদের হাতে কিছু ক্ষমতা দিন, তারা অন্ততঃ জনসাধারণকে দেখাতে পারে যে আমরা কিছু ক্ষমতা পেয়েছি। এইসব যারা প্রধান নির্বাচিত হয়েছে তারা আজ পর্য্যন্ত বেকার রয়ে গেছে। জনসাধারণের কাছে তাদের কিছু বলবার নাই। জনসাধারণ যে তাদের নির্ব্বাচিত করেছে, কেন তাদের নির্ব্বাচিত করেছে, তাদের যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা থেকে তাদের আপনারা বাঁচান, তাদের হাতে ক্ষমতা দিন। বহুকিছু অফিসার আমরা নিয়োজিত করেছি, বহু এষ্টাব্লিশমেন্ট আমরা দিয়েছি।

তারপর কথা হচ্ছে রিলিফ অ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশান অব নিউ মাইগ্রেণ্টস। এই সম্পর্কে বলা নিষ্প্রয়োজন। ত্রিপুরায় যারা উদ্বাস্তু সেই কবে এসেছে তাদের রিহে-বিলিটেশন আজও হয়নি। তাদের রিহেবিলিটেশন আজও আকাশ কুসুম এর মধ্যে রয়েছে। আজও তারা আন-রিহেবিলিটেড রয়েছে। কাজেই এই টাকায়, যারা নিউ মাইগ্রেণ্টস এসেছে তাদের কি হবে আমি জানিনা। নিউ মাইগ্রেণ্টসদের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণো মাইগ্রেন্টসদের কথা মনে পড়ে। যারা পুরনো এসেছে তাদের যে কি হাল দেখি, তাদের যে অবস্থা দেখি তাতে নিউ মাইগ্রেণ্টসদের জন্য যা রাখা হয়েছে তাতে তাদের যে কি হবে বুঝতে পারছিনা। পুরনো অবস্থায় যারা বহু আগে এসেছিল যাদের বহু আগেই রিহেবিলিটেশন হয়ে যাওয়া দরকার তাদের বর্তমান অবস্থা যা দেখছি তাতে এই কথাই মনে পড়ে যে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা উদ্বাস্তু এবং এটা হচ্ছে বহুলাংশে ত্রিপুরা রাজ্যের বোঝাই রয়ে গেল, ত্রিপুরায় সত্যিকার উপকারে আজ পর্য্যন্ত আমরা লাগাতে পারলামনা তাদের, আজ পর্য্যন্ত তাদের রিহেবিলিটেড করতে পারলাম না, আজ পর্য্যন্ত তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে

পারলনা যাতে করে তারা ষ্টেটের এসেট হতে পারে, যাতে করে ষ্টেটের তারা সত্যি-কারের কাজে লাগতে পারে, আজও তারা আন-রিহেবিলিটেড রয়ে গেল। কাজেই উদ্বাস্তুদের যা অবস্থা, সেই অবস্থা পূর্বের যে অভিজ্ঞতা তাতে যা দেখছি আর বর্তমানে যে উদ্বাস্তু স্রোত আসছে তাতে এই টাকা যে কোথায় ভেসে যাবে এই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাদের রিলিফও হবেনা, রিহেবিলিটেশনও হবেনা। তবে কারো কারো কিছু পকেট ভরে যাবে। আমরা জানি উদ্বাস্তুদের নামে যখন টাকা পয়সা দেওয়া হয় তখন সেই টাকার অনেক টাকা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যায় এবং অনেকের পকেট ভর্তি হয়ে যায়। কাজেই এই বেলায়ও কারো কারো পকেট ভর্তি হয়ে যাবে। কারো কারো বেশ কিছু একটা যোগাড় হয়ে যাবে, আর উদ্বাস্তুরা, উদ্বাস্তু যারা তারা উদ্বাস্তুই থেকে যাবে এবং নূতন উদ্বাস্তুদের অবস্থাও এর চাইতে বিশেষ কিছু ভাল হবেনা। কাজেই উদ্বাস্তুদের জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে আমি বলছি এই টাকা হচ্ছে সরকারের ব্যংগ মাত্র। ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সরকারের একটা প্রচেষ্টা সেটা একটা ব্যংগমাত্র আমি বলব। তাদের রিহেবিলিটে-সনের আজও কিছু হল না। কাজেই নূতন উদ্বাস্তু সম্পর্কে নূতন করে ভাবতে পারি না। পুরানো যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি তাদের কি ছিল, তাদের কি হবে, তাদের কি হয়েছে আমরা সেটা বুঝতে পারি। কাজেই এই সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। তারপর দেখা যায় যে কো-অপারেটীভ ফার্মিং সোসাইটীর জন্য সরকার কিছু টাকা ক্যাপিটেল দেবেন। পেমেণ্ট অব শেয়ার ক্যাপিটেল। সেটা মাত্র ৪,৫০০ টাকা। বুঝতে পারছিনা এটা কি ব্যাপার। ফার্মিং কোঅপারেটীভ তাঁরা করবেন। তাঁরা কি কালেকটীভ ফার্মিং অর্থাৎ কৃষকদের নিয়ে একটা ফার্মিং করতে চান যাতে করে যৌথভাবে চাষ হতে পারে। এটাই হয়ত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা বিশেষ কোন হদিশ পাইনি জিনিষটা কি। কালেকটীভ ফার্মিংএর কথা বলছেন কিনা। তা যদি হয়ে থাকে ৪,৫০০ টাকা শেয়ার ক্যাপিটেল সরকার যদি তাদের পেমেণ্ট করেন তাতে কি আসে যাবে। ৪,৫০০ টাকায় এখানে কি ফার্মিং হবে আমি বুঝতে পারছিনা। কাজেই এইগুলি হচ্ছে লোক দেখানো একটা পেপার স্কীম। কাগজেপত্রে লিখে দিলাম আমরা অনেক করেছি। অনেক কিছু আমরা ঢাক ঢোল বাজাতে পারি যে এই আমরা করেছি এই আমরা করব। এই দেখ আমাদের ফিউচার, এই দেখ আমাদের প্ল্যান, এই দেখ কত কিছু। কিন্তু জনসাধারণের যারা—বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলেছিলেন যে সেই যে রাম, শ্যাম যদু, মধুর তো শ্রীবৃদ্ধি হল না। তারা যেমন চিরকাল লাঙলের খুঁটী ধরে

চলতো আজও তাদের সেই অবস্থাই দেখি। আমাদের বাপ, দাদা পিতামহের আমলে তারা যা ছিল আজও তাই রয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে তাদের কোনরকম উন্নতি আমরা দেখতে পাইনা। তার জন্য যে শেয়ার ক্যাপিটেল দেওয়া ৪,৫০০ টাকা এটার কোন অর্থ আছে বলে আমি মনে করিনা। আমি বলছি যে স্কীম আপনারা ধরেন ভাল করে ধরুন। সত্যিকার ভাবে কাজে যাতে আমরা লাগাতে পারি সেই চেষ্টা আপনারা করুন। সেটা যদি না করেন লোক দেখানো পেপারে কতগুলি শো দেখাবার কোন প্রয়োজন হয় না। কাগজে কলমে রেখে দিলাম, জনসাধারণের কাছে একটা ভাওতা দিতে পারলাম, তাদের ধোঁকা দিতে পারলাম, এটা করবেন না। জনসাধারণ যারা, আজকে তারা মৃত্যুর মুখে চলেছে। আজকে তাদের ধোঁকা দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। যারা মরতে চলেছে তাদের ধোঁকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে আর নূতন কোন কিছু আদায় করবার তো নাই। যথেষ্ট আদায় করেছেন। জনসাধারণের অস্থি, মজ্জা, মাংস সব কিছু আপনারা নিয়ে বড় বড় অট্টালিকা করেছেন। আর তাদের কিছু নেই। কাজেই তাদের নামে আর ধোঁকা দিবেন না। কৃষকদের যে ফার্মিং সোসাইটী করেছেন. ভাল, করুন। কিন্তু ৪,৫০০ টাকা দিয়ে করবেন না। ৪,৫০০ টাকা দিয়ে শেয়ার ক্যাপিটেল করবেন না এবং কথা হচ্ছে আবার উদ্বাস্তুদের ঋণ, নিউ মাইগ্রেন্টসদের একটা লোন দেওয়া হবে। আগে হয়েছে রিলিফ, এখন হয়েছে লোন। এই লোনেও কি হবে? উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি। নতুন কিছু বলবার প্রয়োজন পড়েনা। এই উদ্বাস্তুদের লোন দেন, রিলিফ দেন তাদের অবস্থার কোন উন্নতি, তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হবেনা, যে উদ্বাস্তু সে উদ্বাস্তুই থাকবে। ত্রিপুরার ভাগ্য কোন দিকে চলেছে আমরা জানিনা। এখানে বৃহৎ অংশ দেখি পূর্বে ছিল আদিবাসী। তারা নিরক্ষর, তারা লেখাপড়া জানতনা। তারা কোনমতে বুকে ভর দিয়ে চলতো। সরীসৃপ কতগুলি বুকে ভর দিয়ে তারা চলে। তার উপর এসে পড়েছে এক বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু। এরাও সেই স্রোতের শেওলার মতন, কোথাও তারা ঠাঁই পাচ্ছে না। আজকে এখান থেকে শেওলা চলে ওখানে গিয়ে লাগছে। এই উদ্বাস্তু এবং আদিবাসী অধ্যুষিত যে অঞ্চল সেই অঞ্চলের যে ভবিষ্যৎ কি হবে সেই সম্পর্কে আমি দেখি, অন্ততঃ আমার চোখে তা অন্ধকার ছাড়া আর কোন আলোর আশা পাইনা, আলোর সন্ধান দেখি না। অবশ্য আপনারা হয়তো আলোর সন্ধান দিতে পারেন। কিন্তু আমার চোখে আমি দেখছি যে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সেটা শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করবেন, ভবিষ্যৎ

নির্দ্ধারণ করবার ভার যার কাছে তিনিই বলতে পারেন। আমি এই সম্পর্কে শুধু অন্ধকারই দেখছি। কাজেই নতুন সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্ট সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু উৎসহব্যঞ্জক হতে পারলাম না, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু কি করব, ত্রিপুরার যে বাস্তব অবস্থা তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি তারজন্য সত্যই আমি দুঃখিত।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Krishnadas Bhattacherjee.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কয়েকটী সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে এর উপর আমার বিশেষ কিছু বলবার আছে বলে মনে করিনা। কারণ যে মূল বাজেট ছিল তাতেই আমরা সমস্ত বিষয় সকলেই খুব বিশদভাবে আলোচনা করেছি। তবে এখানে কতগুলি নতুন আইটেম অব এক্সপেনডিচার দেখা যাচ্ছে যেগুলি নাকি মূল বাজেটে ধরা হয়নি, সেগুলিই এখানে শুধু ধরা হয়েছে। এই নতুন আইটেম অব এক্সপেনডিচারগুলোর কিছু আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে সেগুলি আগেই ধরা উচিত ছিল এবং আমিও দেখতে পাচ্ছি চিঠির নম্বর থেকে। তবে মাঝে মাঝে যদি অমিশন হয় ক্রম আওয়ার সাইড সেটাকে র‍্যাক্টীফাই কবার জন্য এটা আনা হয়েছে এখানে। অনেক সময় একটা বাজেট তৈরী করার সময়, যে চিঠিগুলি সময় মত প্লেস করা হয় না। পাওয়া গেলেও ডিপার্টমেণ্ট কনসিডার করে যে জিনিসটা কি ? এই সমস্ত কনসিডার করে সময়মত দিতে পারে না। হয়ত ফারদার ক্ল্যারিফিকেশনের দরকার হয় সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে। এই সমস্ত ক্ল্যারিফিকেশন নিয়ে তারপর বাজেটে ইনক্লুড করা হয় এইরকম অনেকগুলি ডিফিকালটীজ আছে। সেগুলি থাকতে পারে যার জন্য আগে চিঠিগুলি, আমাদের মূল বাজেট তৈরী করার আগে পেলেও সেগুলি ধরা হয় না। এই সমস্ত ডিফিকালটীজ থাকতে পারে। নানারকম ক্ল্যারিফিকেশনের পয়েণ্ট থাকতে পারে। যাই হউক সেটা খুব বড় কথা নয়। সেগুলি র‍্যাক্টীফাই করার জন্য আমাদের নানারকম সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড, রিভাইজড ডিমাণ্ড প্রভৃতির প্রভিশন রয়ে গেছে ল'তে সেগুলি র‍্যাক্টীফাই করার জন্য।

রিভাইজড বাজেটে কয়েকটা ধরা হয়েছে ম্যানেজারিয়াল সাবসিডি টু রিক্সা পুলার কো-অপারেটীভ। সেটা কি ধরণের কো-অপারেটীভ হবে সেটা এখানে নাই। তবে একটা কো-অপারেটীভ রিক্সা পুলারদের নিয়ে করা হবে, সেটা বুঝা যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টা খুবই শুভ এবং যদি প্রচেষ্টাটী কৃতকার্য্য হয় তাহলে এখানে একটা নতুন জিনিস হবে। রিক্সা পুলারদের একটা কো-অপারেটীভ থাকা দরকার। কারণ আমরা কিছুদিন আগে অটো রিক্সার একটা অফার সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে

পেয়েছিলাম। অবশ্য এটার জন্য যে এটা ধরা হয়েছে তা আমি বলছিনা। কারণ আমার ঠিক জানা নাই। আমি এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলছি। অটো রিক্‌সা অন্যান্য জায়গার মত এখানে চালু করা যায় কিনা এবং সেন্‌ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে স্কীমটা এখানে পাঠানো হয়েছিল যে তোমাদের আমরা অটো রিক্‌সা অ্যালট করব দুটো। তোমরা নিতে রাজী আছ কিনা। সেই চিঠিটা আমরা এষ্টিমেটে ডিসকাস করেছিলাম এবং তার দ্বারা আমরা ঠিক করেছি যে সেন্‌ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যখন পাওয়া গেছে দুটো অটো সেগুলি ছাড়া উচিত হবেনা। তবে সেই দুটো রিক্‌সা এনে, সেগুলি একটা কো-অপারেটীভ করে এবং রিক্‌সাওয়ালাদের মধ্যে কো-অপারেটীভ করে সেগুলি চালানো যায় কিনা সেটা দেখতে হবে এবং তাদিগকেও প্রেফারেন্সটা দিতে হবে। রিক্‌সাওয়ালারা যদি ধরুন চারজন মিলে দুটো রিক্‌সা—অন্ততঃ চারটী অটো রিক্‌সায় যদি আটজন খাটে তার জন্য প্রভিশন আছে যাতে তারা রিক্‌সা পেতে পারে। আটজন রিক্‌সাওয়ালা চারটী অটো রিক্সা পেলে চলে যেতে পারে, তার যে রোজগার হবে তার দ্বারা সে চলতে পারবে বলে মনে হয় এবং তার থেকে মনে হচ্ছে যদি রিক্সাওয়ালাদের একটা কো-অপারেটীভ করা যায় তাহলে এই অটো রিক্সাগুলি তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাহলে রিক্সা চালানোর যে স্ট্রেইনটা সেটা কমবে এবং এইগুলি থেকে বেশী লোক বাঁচতে পারবে, অটো রিকসা থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে। কারণ একটা অটো রিক্সায় চারজন লোক বসতে পারে। কাজেই তাদের জন্য এই যে কো-অপারেটীভ করার চিন্তা করা হয়েছে—এই কো-অপারেটীভ হলে পরে তাদের ইন্‌কামও বেশী হবে নাম্বার অব রিক্সাও কমবে না। কারণ রিক্সাওয়ালাদের জুরিসডিক্সান অব প্লাইয়িং অব রিক্সা এটা বাড়বে এবং ছোট ছোট ট্রিপ যেগুলিতে ট্যাক্সি প্রয়োজন হলেও পাওয়া যায় না সেগুলি তারা দিতে পারবে। সেদিক থেকে তাদের চালাবার পরিধি সেটা বাড়ছে এবং তাতে তাদের আয় বাড়বে। তারপরও আরও কতকগুলি টাকা পাওয়া যাবে সেগুলি হচ্ছে সাবসিডি ফর ডিষ্ট্রিবিউশন অব কঞ্জিউমার্স আর্টিকেল ইন্ রুরাল এরিয়াস। এটা দিয়ে যদি তাদের কিছু রিলিফ দেওয়া যায় রুরাল এরিয়াতে যেসব কঞ্জিউমার্স আছে, তাদের যদি ধরুন এখান থেকে শহরে আমরা যে দরে পাচ্ছি জিনিস তার ট্রান্সপোর্ট কস্ট একটু বেশী পড়ে। যদি সেটা সেখানে কো-অপারেটীভ করা হয়, এবং তাদের অন্য কোনরকম সাবসিডি দেওয়া যায় সেই কস্টগুলি কমিয়ে দিয়ে, ট্রান্সপোর্ট-কস্টটা কমিয়ে দিলে তাতে অনেকটা রিলিফ তারা পাবে, এবং সেদিক থেকে মনে হয় যে এই যে প্রভিশান সেটা খুব ভালই হয়েছে। ফর একজিকিউশন অব সেভারেল

সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড এবং কতকগুলি নতুন রাস্তা ধরা হয়েছে, এইগুলি পূর্বে যে বাজেট ছিল তার অতিরিক্ত এবং সেগুলি হলে আমাদের লাভ এবং এই টাকাটা যে পাওয়া গেছে তারজন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্লেনটেশন অব ফাষ্ট গ্রোয়িং স্পেসিস সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে লাকড়ীগুলির প্রয়োজন হবে চিতায় উঠবার জন্য। কয়টী করে চিতায় লোক উঠছে সেই ষ্ট্যাটীস্‌টীকটা দিলে পরে ভাল হত, না খেয়ে কয়টা লোক মরে চিতায় উঠেছে সেটা যদি তিনি বলতেন তাহলে বুঝতে পারতাম যে তিনি যে অভিযোগটা করেছেন তার কিছু একট ভিত্তি আছে। এখানে তিনি এই জাতীয় কোন স্ট্যাটিষ্টিকস্‌ না দিয়ে শুধু চিতার কাজেই লাকড়ী ব্যবহৃত হবে এই জাতীয় অভিযোগ করাটা উচিত হয়নি। আমি জানি মফঃস্বলের বাজারে চাউলের দর অনেক কমে গেছে, উদয়পুরে চাউল ৩০ টাকা মণেরও কম, সেটা আজকের খবর যেটা আমি পেয়েছি। আগরতলায় একটা বিশেষ সারকাম্‌ষ্টেন্স ক্রীয়েট হওয়াতে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তাতেও রেশানে চাউল, গম দিচ্ছে, বাজারেও পাওয়া যাচ্ছে. কাজেই চিতায় উঠবার মত অবস্থা হয়নি। চিতায় উঠেনি আগরতলা শহরের কেউ এইজন্য। আর মফঃস্বলের বাজারে চাউলের দর কমছে এই খবর আমরা পেয়েছি, উদয়পুর বাজারে আজকেও চাউলের দর ৩০ টাকার নীচে।

(গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to let the Hon'ble Member go on undisturbed.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এখানে দেখা যাচ্ছে নতুন বাজেটে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা রিলিফ ডিপার্টমেন্টের জন্য চাওয়া হয়েছে, রিলিফ ডিপার্টমেন্ট রাখা দরকার, কারণ এখানে নতুন মাইগ্রেন্টস্‌ যারা আসছেন তাদের যে সঙ্গে সঙ্গে রিহেবিলিটেড করা হচ্ছে তা নয়, কাউকে হয়ত দণ্ডকারণ্য পাঠান হচ্ছে, কাউকে হয়ত অন্য ষ্টেটে পাঠান হচ্ছে। এই যে ইন্‌টেরিম পিরিয়ড সেই পিরিয়ডে তাদের দেখাশোনা করার জন্য, ক্যাম্পগুলি দেখাশোনা করার জন্য, রিলিফের যে ষ্টাফ, রিলিফের যে একটা এষ্টাব্লিশমেন্ট থাকা দরকার তারজন্য এই স্যাংশান মিনিষ্ট্রি অব রিহেবিলিটেশন থেকে এসেছে; কারণ বছর বছর তাঁদের এই স্যাংশান আসে। আর একটা প্রভিশান দেখা যাচ্ছে চার হাজার পাঁচশত টাকা for payment of Share Capital contribution to Co-operative Farming Societies, sponsored by the Ministry of Community Development and Co-operation এই কানেকশানে সেন্টার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা ষ্টেট গভর্ণমেন্টকে ক্যাপিটেল কনট্রিবিউশন করবে, তাতে মাননীয়

সদস্য বলেছেন যে এই টাকাটা দিয়ে কি হবে। সাড়ে চার হাজার টাকা ক্যাপিটেলে না হওয়ার খুব বেশী কারণ নাই, কারণ হল এই যে সাড়ে চার হাজার টাকা যেটা গভর্ণমেণ্ট কনট্রিবিউট করবে প্লাস কো-অপারেটিভ কনট্রিবিউশন এই দুই টি মিলে যে শেয়ার ক্যাপিটেল হবে তার বেসিসে সে একটা লোন পাবে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে। তাদের প্রপোরশান আছে যে এত শেয়ার ক্যাপিটেল হলে তার টেন্ টাইমস থার্টিন টাইমস তারা লোন পেতে পারে। সুতরাং তাতে টাকাটা যে একেবারে কম হবে তা নয়, শুধু ওয়ার্কিং'এর জন্য শেয়ার ক্যাপিটেল দেখতে হবে তা নয়, শেয়ার কো-অপারেটীভের কাজে লাগাবে এবং তাদেরকে শেয়ার ক্যাপিটেল গভর্ণমেণ্ট সাড়ে চার হাজার টাকা দিচ্ছে, তার সংগে যদি সাড়ে চার হাজার তারা দেয় তাহলে তার বেসিসে ব্যাংক থেকে যে লোন পাবে তাতে টাকাটা নেহাত কম হবেনা এবং তার দ্বারা একটা ফার্মিং সোসাইটী চলতে পারে।

The amount of Rs 1,60,000/- for issuing Rural Loans to new Migrants from East Pakistan সেটা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পূর্বের মত যদি লোন দেওয়া হয় তাদেরও সে অবস্থায়ই পড়তে হবে, যদিও কথাটা সত্য, তাহলেও লোন না দিয়ে উপায় নাই। কারণ লোনের দরকার, আমাদের এখানে যতটুকু হয়েছে সেটা লোন দিয়েই হয়েছে, তবে আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে লোন দেওয়ার যে পদ্ধতি সেটা ঠিক হচ্ছেনা। কারণ লোনটা কিভাবে দিলে পরে ওরা কাজে লাগাতে পারবে সেদিকে চিন্তা করে অবশ্যই সরকার থেকে লোন দেওয়া দরকার। একটা বুলকের দাম হয়ত চারশত টাকা, সেই জায়গায় যদি একশত টাকা লোন দেওয়া হয় এবং একসংগে টাকাটা না পাওয়া যায় তাহলে টাকাটা কাজে লাগাতে পারবেনা। কাজেই এমনভাবে দিতে হবে যাতে তারা একসঙ্গে টাকাটা পায়, তারা জিনিসটা কিনতে পারে এবং তারা কাজে লাগাতে পারে। আর আগে ভাগে যদি দেওয়া হয় আগের মত তাহলে টাকাটা তারা কাজে লাগাতে পারবেনা। লোন দিতেই হবে, কাজেই লোনের প্রভিশান রাখাটা অন্যায় হয়নি। তার ডিষ্ট্রিবিউশানের এরেঞ্জমেণ্টটা যাতে ভাল হয় সেটা দেখা উচিত। আর বিশেষ কিছু বলার মত নাই। নূতন ডিমাণ্ড রিভাইস্ড বাজেটে আস্‌বে। মাত্র তিন মাস গেল, গত মার্চ্চ মাসে, মার্চ্চ মাসে আমরা বাজেট পেশ করেছি, এখনও সাড়ে তিন মাস যায় নাই ঠিক এমনই মুসকিল যে আবার কত উলট-পালট হবে, কোন হেড্ থেকে নিয়ে কোন হেডে বাড়াতে হবে, কোন হেড়ে কমাতে হবে। এইগুলির জন্য আমার অবশ্য মনে হয় আমি জানিনা কয় মাস পরে এইগুলি আসবে এবং তারপর বুঝা যাবে কতটা

অ্যাচীভমেন্ট হল, কোন্ ডিপার্টমেন্টে কতটা অ্যাচীভমেন্ট হল, আরো টাকা কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্টে কত প্রয়োজন সেটাকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে যে বাজেট দিয়েছেন তাতে আর বেশী কিছু বলার নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে আমাদের সম্মুখে যে হিসাব তুলে ধরা হয়েছে এই সম্পর্কে বিরোধীপক্ষের নেতা এই ডিমাণ্ডের সমর্থনই করেছেন বলে আমি অনুমান করছি। কারণ তিনি যদিও কোন এমেণ্ডমেন্ট এখানে আনেন নাই তবু যে টাকা চাওয়া হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ তিনি অপ্রচুর বলে মনে করেছেন। যদিও অ্যামেণ্ডমেন্ট আনেননি তবু তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি আরো অর্থ বৃদ্ধি চেয়েছেন।

Mr. Speaker :—They have submitted Cut Motions.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :—ইয়েস স্যার। তিনি সমর্থন করে গেছেন বলেই আমার মনে হয়। আমি সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের পক্ষেই আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে সমবায় বিভাগের একটা কাজের জন্য আমরা দেখছি যে ছয়শত টাকা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। সমবায় বিভাগের এই কাজটা মূলতঃ আমাদের সমাজ উন্নয়নের যে দিকটা রয়েছে সেটা দেখা হবে, তার কারণ হল আজকে এখানে আলোচনা আসছে যে এখানে যারা রিক্সা পুলার তারা যদি মটর রিক্সা ব্যবহার করে তাহলে হয়ত লোকসংখ্যা কমে যাবে, যদিও তাদের আয় বাড়বে, অনেকে হয়ত বেকার হবে এই প্রশ্ন এখানে তোলা হয়েছে। তবে একটা দিক চিন্তা করতে হবে যে রিক্সা পুলারের সংখ্যা বাড়লে একটা দেশের উন্নতি হয়ে যাবে সেটা ঠিক নয়। রিক্সা পুলারের সংখ্যা যদি কমে যায় অথচ তারা যদি ভাল টাকা রোজগার করে তাহলে আমাদের বাড়তি রিক্সা পুলার যারা থাকবে তাদেরকে আমরা নিশ্চয়ই অন্যদিকে নিয়োগ করবার চিন্তা করব। এখন যে সময় চলছে, আমাদের রিক্সা পুলাররা যে জীবন যাপন করছে সেই জীবন থেকে তারা আর একটা ভাল অবস্থায় যেতে পারে কিনা এই চিন্তাধারা আজ তার মূলে রয়েছে। সুতারাং যারা আশংকা প্রকাশ করেছেন যে অনেক লোক বেকার হবে সেই বেকার হতে সময় লাগবে, আর সেই সময়ে লোকসংখ্যা যেমন বাড়বে তেমনি

দেখা যাবে যে বেকার না হয়ে তাদেরও শুধু উন্নয়ন হচ্ছে। এখন যাদের আশংকা আছে তাদের আশংকা অবশ্য সব সময় থাকবে। তবে যারা রাষ্ট্রনায়ক দেশের তারা চিন্তা করে উন্নতির বিষয়টা এখানে যাতে প্রয়োগ হয় সেইটাই করছেন। আর একটা বিশেষ দিকও তার রয়েছে, সেই বিশেষ দিকটা হল অটো রিক্সা যদি এখানে প্রবর্তন করা হয় তাহলে যারা মহাজন তারা সুযোগ নিতে পারেন এবং সেই সুযোগ আজকে সেই যন্ত্রকে হাত করে তারা এখানে অন্য লোক খাটানোর চিন্তা করতে পারে। সরকার থেকে এই চিন্তা করা হয়েছে যে যারা রিক্সা টানে তাদের দ্বারা যদি কোঅপারেটীভ করা হয় তাহলে যন্ত্রের মালিক এবং রিক্সার মালিক তারাই হবে এবং ইহার উন্নতি তারাই ভোগ করবে। রিক্সার মালিক বলে আর একটা শ্রেণী যাতে সৃষ্টি না হয় এই সব উদ্দেশ্য এই ইচ্ছার মধ্য দিয়ে রয়ে গেছে। আমি আশা করি যে আমাদের ত্রিপুরায় যে রিক্সা সমবায় সমিতি গঠিত হবে তার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়বে এবং আমাদের মনের দিক দিয়ে আমরা যখন প্রগতিশীল হব তখন আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও যদি গড়ে উঠে, যদি উন্নতি হয় তাহলে রিক্সা পুলারের প্রতি আজকে আমাদের যে দৃষ্টি আছে তাদের একটা উন্নতি হবে বলে আমার বিশ্বাস। সুতরাং আমি সর্বান্তকরণে এই গ্রাণ্ট সমর্থন করি।

এরপর আসছে সমবায় সমিতি, আমাদের গ্রাম এলাকায়, মফঃস্বল এলাকায় যদি জিনিসপত্র, বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া খুব দুষ্কর তাহা যদি সমবায় সমিতিগুলি বণ্টন করে দিতে পারে, বিশেষ করে ব্যবহারিক সমিতি, সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই এখানে এই সাড়ে সাত হাজার টাকা গ্রাণ্ট রাখা হয়েছে। এই সাড়ে সাত হাজার টাকা গ্রাণ্ট দ্বারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ব্যবস্থা হবেনা সত্যি, তবে মূল সূত্রটা রয়েছে অন্তত, যে সমস্ত ব্যবহারিক সমিতি, যে সমস্ত অর্গানিজেশন আমাদের আছে সারা রাজ্যের মধ্যে আমাদের এখানে আছে ঠিক তাদের মারফতে আমরা যেটা চালাব সেটা অতি আবশ্যকীয় জিনিস। যখন আজকে শিশুদের খাদ্য পাওয়া যায়না তা সংগ্রহ করা ভারি দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে, আজকে যদি আমরা রাজ্যের সর্বত্র শিশুর প্রয়োজনীয় খাদ্য দিতে চাই তাহলে যারা আজকে চাউল বণ্টন করছেন বা সরিষার তৈল বণ্টন করছেন বা অন্য কাজ করছেন তাদের পক্ষে আরো একটা কাজ বেড়ে যায়, সেজন্য আমরা অনুভব করছি তাদের যে অতিরিক্ত খরচ আছে সেই খরচটা সরকার যাতে দিতে পারেন তার একটা প্রভিশন থাকা দরকার। আজকে অতিরিক্ত কাজের যেমন প্রয়োজন তেমনই বিভিন্ন সমবায় সমিতি পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে একটা সাহায্য দেওয়া

সাবসিডি হিসাবে দরকার এবং এই সাড়ে সাত হাজার টাকায় কোন কোন স্থলে সেই সাহায্য আমরা দিতে পারব। তার ফলে প্রত্যেকটা সোসাইটী যেগুলিকে আমরা ইচ্ছা করব এই কাজে লাগানোর জন্য যাতে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র মানুষের কাছে পৌঁছাইতে পারে এবং সেই ব্যবস্থার জন্য এই যে সাড়ে সাত হাজার টাকা গ্রাণ্ট চাওয়া হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত এবং আমি তার সমর্থন জানাচ্ছি।

এখন আমি আসছি এর পরবর্তী অধ্যায়ে। সেখানে কয়েকটা রাস্তার জন্য গ্রাণ্ট চাওয়া হয়েছে। যেমন খোয়াই—উদ্‌না রাস্তা, তার জন্য মাত্র ১৫ হাজার টাকা ধরা ছিল। সেই রাস্তাটীর উন্নতির জন্য আমরা এখন ৬৭ হাজার টাকার প্রয়োজন অনুভব করছি এবং সেই মঞ্জুরীও আমরা পেয়ে গেছি। পাণ্ডবাড়ী—শ্রীনগর আমলীঘাট রাস্তার জন্য যে ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে বর্ত-মানে চিন্তা করা গেছে যে যদি এই রাস্তা ঠিক ঠিক ভাবে চালু করতে হয় তাহলে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে। সেই সীমান্তের রাস্তাটীর উন্নয়নের জন্য এই টাকাটার বরাদ্দ এসেছে। তারপর বংকুল—ঘোড়াকাপা রোড-এর জন্য ৫০ হাজার টাকা ধরা ছিল। সেই ৫০ হাজার টাকার স্থলে এই সীমান্তের রাস্তার উন্নয়নের জন্য এক লক্ষ ১৮ হাজার টাকা বর্ত্তমানে মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। এই কয়টী রাস্তা হলেই ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তের উন্নতি হয়ে যাবে কেউ বলছেনা, যে সমস্ত রাস্তার উন্নয়ন করা যাবে সেই রিভাইসড্ এষ্টিমেট হয়ে তার অতিরিক্ত গ্রাণ্ট এসেছে। সেই রাস্তা-গুলি সম্পর্কে এখানে আজকে এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্ট আলোচনা এসেছে। সুতরাং এই রাস্তাগুলির যদি উন্নতি হতে পারে যেগুলির নাম দেওয়া আছে এবং সর্ব্বমোট ৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা সেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে। আমি এই দাবীর প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি। আমি আশা করি শুধু একটা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটই আজকে এসেছে তাই নয়, হয়ত আমাদের ফিনান্সিয়েল ইয়ারের যে মূল বাজেট হয়ে গিয়েছে এবং আগামী বাজেট রিভিশনের পূর্ব্বে আ.র ও কয়েকটা এরকম সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্ট আসতে পারে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা দিচ্ছেন। এবং সেই টাকা যখন দেবেন তখন যাতে আমাদের এই বিধান সভা গ্রহণ করে তা আইন মাফিক ব্যয় করতে পারে সেইজন্য আজকে এই বিধানসভার অধিবেশন বসেছে এবং সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট সম্পর্কে আমরা আলোচনাও করছি।

এর পরেই আসছে আমাদের ফরেষ্ট সম্পর্কে, বন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা। ফরেষ্ট সম্পর্কে, বন বিভাগে আমাদের দেড় লক্ষ টাকা নতুন মঞ্জুরী এসেছে এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে যদিও বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে যে খাদ্যের চাউল না

দিতে পারলেও আমরা চিতার কাঠ জোগানোর ব্যবস্থা করেছি। অবশ্য বিরোধী দলের মাননীয় নেতা ইতিমধ্যে বলেছেন যে আমরা সমালোচনার জন্য সমালোচনা করছি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়লার খনি এখনও কার্য্যকরী অবস্থায় আসে নাই। এখানে ইলেকট্রিক ষ্টোভ জলেনা এবং কেরোসিন ষ্টোভও খুব কম। সেই অবস্থায় আমাদের অধিকাংশ ঘরেই আজকে যে রেশনের চাউলই বলেন আর আমাদের ক্ষেতের চাউলই বলেন তা আমাদের পাক করতে হয়। আমি আশা করেছিলাম যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি তার সমালোচনা করবেন। কিন্তু তা না করে তিনি এমন বিরূপ সমালোচনা করলেন যে অন্ততঃ নেতা হিসাবে তাঁর কাছে তা আমি আশা করতে পারিনি। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই শহরে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা এই শহরের জ্বালানীর এমন দর চড়িয়ে দিয়েছিলেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানীতে আমরা পাকের যে লাকড়ী অর্থাৎ ঠিক তা পাকের কাঠ বললেই ঠিক হয় শুধু চিতার কাঠ নয় তাও সরবরাহ করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হয়েছিল এবং আমাদের মাননীয় সদস্য এই শহরেরই অধিবাসী। আজকে যে ক্ষেত্রে সরকারকেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল সেক্ষেত্রে সরকার যে কয় বৎসর পরে আরো বেশী অসুবিধায় পড়বেন না, জনসাধারণ অসুবিধায় পরবেন না এমন তো নয়। সুতরাং আজকে যেগুলি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে ফাষ্ট গ্রোয়িং গাছ এবং জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহার করা যায় সেই কাঠের পরিকল্পনা করে তার মঞ্জুরীর চেষ্টা করা হয়েছে এবং মঞ্জুরী এসেছে। আজকে তাকে আমি সমগ্র ত্রিপুরার মঙ্গলের জন্য একটা প্রচেষ্টা বলে মনে করি এবং এই প্রচেষ্টা যদি তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী হয়, তাতে আজকে লাকড়ীর যে দাম তাড়াতাড়ি কমবে বলে আমার বিশ্বাস। এবং ভবিষ্যতে যাতে আমরা রান্না ঘরের এই যে সমস্যা বর্ত্তমান বৎসরে যে পর্য্যায়ে ব্যবসায়ীরা এনেছিলেন তার যদি মোকাবিলা করতে হয় তাহলে সরকারের হাতে একটা বন বিভাগ এমনি থাকা প্রয়োজন যে যার থেকে আমরা জ্বালানী কাঠ সরবরাহ করতে পারি তার একটা ব্যবস্থার জন্য এখানে আজকে এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্রান্ট এসেছে এবং তার জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টে যে দেড় লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে আমি তার সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M.

MR. SPEAKER— I would call on Shri Karunamay Nath Choudhury and request him to try to finish in brief.

Shri Karunamay Nath Choudhury—মাননীয় স্পীকার স্যার, জ্বালানী কাঠের সমস্যা সমাধানের যে পরিকল্পনা তাহা আমি সমর্থন করছি। এর পরে আজকে আমাদের পঞ্চায়েত ট্রেনিং সম্পর্কে মোট ৫৪ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে ১৪ হাজার টাকা contingency fund থেকে ব্যয় করা হয়েছে এই কাজের অগ্রগতির জন্য। বর্ত্তমানে আমাদের সারা রাজ্যের বিভিন্ন Subdivision এ পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হয়েছে এবং পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচিত যারা প্রধান এবং ন্যায় পঞ্চায়েতের যারা সদস্য আছেন তাদের হাতে কেন ক্ষমতা তুলে দেওয়া হলনা এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখানে পরিস্কার রয়েছে যে তাদের পঞ্চায়েত সম্পর্কে, পঞ্চায়েত আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। বিশেষ করে পরিচালনার ক্ষেত্রে যখন ক্ষমতার প্রয়োজন হবে তখন ক্ষমতার সংব্যবহার না হয়ে অপব্যবহার তো হয়ে যেতে পারে। সেজন্য সরকার অবহিত আছেন। তাহাদিগকে ক্ষমতা দেওয়ার পূর্ব্বেই তাদের অন্ততঃ যতটুকু সম্ভব অভিজ্ঞ করে তুলতে চান, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে যাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে হয়ে উঠতে পারে সেজন্য সরকার এই বাজেটে দাবী এনেছে এবং ৫৪ হাজার ৪ শত টাকা এই পরিকল্পনায় ব্যয় হবে। আমি আশা করি যারা সমালোচনা করেছেন তারা এই দাবীর যুক্তিকতা স্বীকার করবেন। সারা রাজ্যের পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচিত যারা প্রতিনিধি আছেন তাদের জন্য আমরা এই দাবী সমর্থন করছি এবং আমাদের নূতন উদ্বাস্তু যারা এখানে এসেছেন, বিশেষ করে জমি বদল করে, এখানে ত্রিপুরা সরকারের সোজাসুজি তাদের সাহায্য করার কোন পথ ছিলনা। বর্ত্তমানে একটা সুযোগ এসেছে, এই সুযোগটি হল এই যারা নূতন উদ্বাস্তু পাকিস্তান থেকে এসেছেন তারা লাঙ্গল বলদ বা বীজ নিয়ে তো আসতে পারেন নি। তারা যে জমি বদল করে এসেছেন সেই জমিতে তারা যদি অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারেন সরকারের খাদ্য সমস্যা সমাধানে তারাও অংশীদার হতে পারেন। সেজন্য ভারত সরকার তাহাদিগকে একটা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই ঋণকে আমরা সমর্থন করছি। এরপর আমাদের যে সব সেবা সমবায় সমিতি গুলো আছে তারজন্য ১৩ হাজার ৫ শত টাকা মূলধনী খাতে রয়েছে। বিভিন্ন সেবা সমবায় সমিতির অংশ ক্রয় করার জন্য সরকারের নীতি রয়েছে এবং সেবা সমবায় সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েকটি স্থাপিতও হয়েছে। আর প্রতিষ্ঠিত যেগুলো আছে সেগুলো ছাড়া আমার মনে হয় যে আরও কয়েকটি নূতন সমবায় সমিতির জন্য এই অল্প পরিমাণ টাকা চাওয়া হয়েছে। তা না হলে বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলিতে সরকারের শুধুমাত্র ১৩½ হাজার

টাকা নয়, বহু টাকাই মূলধনী খাতে নিয়োগ করা আছে এবং সেই সেবা সমবায় সমিতি যেগুলি আছে তাদের একটা বিশেষ আদর্শ হল এই যে আমরা ভবিষ্যতে যৌথ খামার গড়ে তুলতে পারি ঠিক সেই পথের আমরা প্রথম প্রবর্ত্তন করব এই service Co-operative গুলির মাধ্যমে এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে সেবা সমবায় সমিতির অংশ সরকার কিনছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গরীব কৃষকের ৩।৪ কানি কাহারও হয়ত ২ একর পর্য্যন্ত জমি রয়েছে। কিন্তু হাল চাষ করতে অতিরিক্ত খরচ হয়ে যায়। কিন্তু কয়েকটি ক্ষুদ্র কৃষক মিলে যদি একত্রে চাষ বাসের ব্যবস্থা করেন তাহলে মূলধনী খাতে তাদের টাকা কম খরচ লাগে এবং এই প্রথা যদি প্রবর্ত্তন করতে হয়, তাহলে Service co operative বা সেবা সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাজ করা অনেক সহজতর হয়। তাই সরকার বিভিন্ন জায়গায় সেবা সমবায় সমিতি যাতে বৃদ্ধি পায় তারজন্য চেষ্টা করছেন। সরকারের এই প্রচেষ্টাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। নূতন উদ্বাস্তু যারা পাকিস্তান থেকে এসেছেন তাদেরকে আমরা বীজ, সার ইত্যাদি দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা করেছি তারপরে তাদের খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ক্রয় করার জন্য অতিরিক্ত ঋণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলেই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সমস্যা এতদিন এত সাংঘাতিক পর্য্যায়ে ছিল, যে আমরা জানি তারা উদ্বাস্তু কিন্তু তাদেরকে ঋণ দেওয়ার কোন সুযোগ এতদিন আমাদের ছিল না। এখন সে সুযোগ এসেছে এবং এই খাতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে

আমি এই দাবীর প্রতি আমার সমর্থন জানাচ্ছি এবং সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাহেব এই House এর মধ্যে, যে Supplementary বাজেট পেশ করেছেন, তার মধ্যে centrally sponsored scheme প্রভৃতিতে যে টাকা মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি House এর মধ্যে Budget টা পেশ করেই ওনার দায়িত্ব খালাস করেছেন। কারণ centrally sponsored scheme এর যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেই scheme সম্পার্কে member দের মধ্যে details ওয়াকিবহাল করানো তাঁহার প্রয়োজন ছিল। পরবর্ত্তী বক্তব্যের মধ্যেও তিনি তা in details বক্তৃতা না করে তাঁর দায়িত্ব তিনি খালাস করেছেন। কাজেই আজকে Demand No 19 Co-operation এ যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে for managerial subsidy to ricks-haw puller Co-operatives সে সম্পর্কে উনি ভাল করেই জানেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন Sub-division এর রিকসা শ্রমিকের কথা বাদ দিলেও আগরতলা

সহরের বুকে প্রায় দুই হাজারের উপর রিকসা শ্রমিক আছে যারা অনেক কষ্ট করে রিকসা চালনা করে তাদের জীবন রক্ষা করে এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহ করার জন্য রিকসা চালিয়ে তাদের যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, অনেকে যক্ষা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগে শেষ পর্য্যন্ত অপমৃত্যু বরণ করতে হয়। এই সমস্ত ঘটনা আজকাল আগরতলা সহরের বুকে হামেশাই ঘটেছে। কাজেই যে স্কীম এখানে রাখা হয়েছে, জানিনা তাতে কি কি আছে, সরকারের সেই দিকে কি লক্ষ্য আছে, বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই বাজেট পেশ করার সময়ে পরিস্কারভাবে বক্তব্য রাখা দরকার ছিল। কিন্তু এখানে তা করা হয়নি। এখানে রিকসা puller দের Co-operative করে managerial Subsidy বাবত যে ৬০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, আমরা যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি তাহলে দেখব শুধু আগরতলায় নয়, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া প্রভৃতি মফঃস্বল শহরগুলির বাজারে বহু রিকসাওয়ালা আছে, তাদের দিকে একটু নজরও দেওয়া হয় নাই। জানিনা ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই স্কীম সম্পর্কে কি কিভাবে এবং কয়টা Co operative করার কথা লিখেছেন, কখন লিখেছেন এবং তার মধ্যে কয়টা গৃহীত হয়েছে এখানে মাত্র ৬০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কাজেই আমরা যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি তাহ'লে এই কথাই মনে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্য সামগ্রিক ভাবে অনুন্নত এবং পশ্চাদপদ এবং যে সমস্যার মধ্যে আমরা চলছি, সেগুলির সমাধান করতে হলে আজকে সমস্ত অংশের মানুষকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যদি একটি Co-operative গঠন করে সমস্ত অংশের রিকসাওয়ালা দের সব কিছুর সমাধান করা যায় তাহ'লে আমরা একথা বলতে বাধ্য হব যে আমাদের Ruling party এর self Confidence এর অভাব। অর্থাৎ এই একটি মাত্র Co-operative এর দ্বারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের রিকসাওয়ালা-দের অভাব অভিযোগ দূর করা, আয়, উন্নতি বাড়ানো ও সাহায্য এবং সহায়তা করা মোটেই সম্ভব নয় এবং আমাদের সরকারের যে Self-confidence এর অভাব তা পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই হয়তো পরীক্ষামূলক ভাবে ওনারা যদি এটা করে থাকেন এবং ভেবে থাকেন এটা যদি সফল হয় তবে ধীরে ধীরে আরও করবেন। তারপরে আর একটা কথা হ'ল subsidy for distribution of consumer articles in rural areas এই ব্যাপারে আজকে যে সমস্ত Consumers Co-operative গুলি আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জিনিসগুলি বিক্রি করে তাদের অনেক সময়ে কিছুই থাকে না। শেষ পর্য্যন্ত managerial cost থেকে তাদের পুরণ করতে হয়। কাজেই Co-operative গুলি এই সমস্ত কারণে সেখানে টিকে থাকতে পারে না। ফলে লাল বাতি জ্বালিয়ে

বা বিভিন্ন কারণে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই আজকে বা ২ দিন পরে সরকার যদি এই সমস্যা সম্পর্কে উপলব্ধি করে থাকেন যে তাদের আরও বেশী করে সাহায্য দেওয়া দরকার তবেই অবস্থার উন্নতি হবে। বর্ত্তমানে যে system আছে, তার মাধ্যমে ইতিপূর্ব্বে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তা successful হয়নি এবং সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ওনারা যদি একথা চিন্তা করে থাকেন যে আরও কিছু সাহায্য দিলে Co-operative গুলোর উন্নতি হতে পারে তাহলে পরে গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণ সস্তায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারের জিনিষগুলি দেওয়া সম্ভব হবে। এটা খুব ভাল কথা তাতে সন্দেহ নেই। এই ভাল জিনিষের প্রতি যদি তাদের লক্ষ্য থাকে তবে আমার মনে হয় আরও বেশী ব্যয় বরাদ্দ রাখা উচিত ছিল।

Public works সম্বন্ধে যে টাকার ব্যয় বরাদ্দ এখানে ধরা হয়েছে সেই সম্পর্কে বলার বিশেষ কিছু নেই। আমরা যদি সারা ত্রিপুরার অবস্থা লক্ষ্য করি এবং আমাদের অভিজ্ঞতায় অমরা যাহা দেখতে পাই—আমরা অনেক সময় অনেক বড় বড় কথা বলতে শুনি যে আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী কত কিছু করেন, অর্থাৎ অনুন্নত, পশ্চাৎপদ ত্রিপুরাকে শিল্পে উন্নত করার জন্য বরাবর বুলি আওড়াইয়ে থাকেন কিন্তু কার্যাতঃ ত্রিপুরা রাজ্যে যদি শিল্প গড়ে তুলতে হয় তার জন্য Communication এর দরকার। আজকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে বর্ত্তমানে যে রাস্তাগুলি আছে সেই সমস্ত রাস্তার পুলগুলির উপর দিয়া শিল্প কারখানার যে সমস্ত heavy materials আনা দরকার সেই সমস্ত আনা সম্ভব কিনা আমি তা জানিনা। কাজেই আজকে যদি এই সরকার পক্ষের ত্রিপুরার উন্নতির প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকত তাহলে পরে সর্ব্বাগ্রে communication এর উপর জোর দেওয়া উচিত ছিল। বহু দিন পূর্বে আসাম আগরতলা রোড খোলা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যান্ত সেই রাস্তার কাজ চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ডম্বুরে আমরা একটা Project work করতে যাচ্ছি, তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যদি আমরা বাহির থেকে আনতে যাই তাহলে পরে এর প্রয়োজনীয় বড় বড় machine পত্র রাস্তা দিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সেগুলোকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এনেই রেখে দিতে হবে। এদিকে আনার মত এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেই। তখন যদি প্রশ্ন উঠে কেন দেরী হল তখন আপনারাই এই House এ বলবেন যে communication এর জন্য Heavy machineries আনা যাচ্ছে না, সুতরাং তাড়াতাড়ি Industry গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। যদি এইরকম কোন উদ্দেশ্য থাকে যে আমরা এটা করবই তাহলে যেগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন সেগুলোর উপর নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই আমরা দেখছি সরকার সবক্ষেত্রে নমঃ নমঃ করে দায়িত্ব খালাস

করছেন। প্রকৃত পক্ষে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে রাস্তাগুলি তৈয়ার করার দিকে লক্ষ্য দিচ্ছেন না। আর একটা হচ্ছে border। ত্রিপুরার তিন দিক পাকিস্তান দ্বারা পরিবেষ্টিত: পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যে relation দিনের পর দিন তার কোন উন্নতি হচ্ছে না। আজকে বিভিন্ন সীমান্তে যে সমস্ত ঘটনা চলছে সেই দিকে লক্ষ্য করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডার রাস্তাগুলো ভাল করে তৈয়ার করা দরকার। কিন্তু আমরা যদি বর্ডার রাস্তাগুলো দেখি তাহলে আমরা নিরাশ না হয়ে পারিনা। এখন পর্য্যন্ত জলাইয়াতে একটা dispute আছে। সময় সময় সেখানে মিলিটারীকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। কিন্তু emergency এর সময় সেখানে মিলিটারী যাওয়ার রাস্তা হয় নাই, কাকড়াবন, উদয়পুর এবং অমরপুরের নূতনবাজারের কাছে গোমতী নদীর উপর এখনও পুল হয় নাই। কাজেই আমরা দেশরক্ষা করব একথা শুধু মুখে বললেই দেশ রক্ষা হয় না। কার্য্যত দেশরক্ষার উপযোগী করে আমাদের রাস্তাঘাটগুলি গড়ে তোলা দরকার। কাজেই সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে যদি বিচার করি তাহলে এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী রাখা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলী তাদের একটা জিনিষ অন্তত: পরিস্কার করে বুঝে নেওয়া উচিৎ যে এই রাজ্যের দায়ীত্ব বা জন শাসনের দায়ীত্ব আজকে তাদের কাঁধে। আমাদের বক্তব্য, আমাদের যা অতি দরকারি তা কেন্দ্রীয় সরকারকে ভালভাবে বুঝানো তাদের কর্ত্তব্য এবং আমাদের অতি দরকারি কাজগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য অন্যান্য রাজ্যের সহযোগীতায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা উচিৎ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যা দেন তাই ওনারা গ্রহণ করেন। তার scheme এর মধ্যে কি যে আছে, কি যে নেই সে সম্পর্কে তাহারা দেশের মানুষের কাছে কোন বক্তব্যই রাখেন না।

এখানে কয়েকটি রাস্তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেমন Udna Khowai Road via Asharambari এরকমভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের তিনদিকে সর্ব্বত্রই রাস্তা আছে যেমন করমছড়া রাস্তা, কল্যনগর রাস্তা, বামছারা রাস্তা, বিলোনিয়া ও সাবরুম সাব-ডিভিশনের মধ্যে আছে যেমন বৈষ্ণবপুর রাস্তা। এই সমস্ত রাস্তাতে অতি সামান্য কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এইগুলি কাঁচা রাস্তা হয়েই পড়ে আছে। এগুলির উন্নতির জন্য কোন scheme করা হয় নাই। যেমন একটা কথা বলছি T.T.C এর আমল থেকেই কতগুলি রাস্তার নাম শুনে আসছি। কার্য্যত সেগুলির dressing work ছাড়া, earth works কোন রকমে complete হয়েছে, কোন কোন স্থানে আবার কোন কোন স্থানে তাও হয় নাই, এভাবে পড়ে আছে। কাজেই আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী বর্ডার অঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলির দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন

কিনা সে সম্পর্কে আজকে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর forest সম্পর্কে এখানে মোটা amount ধরা আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে সহরগুলিতে যেভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং তার ফলে চাহিদাও বাড়বে। আজকে সমস্ত জিনিষপত্রের দাম ক্রমশ:ই বেড়ে চলছে। লাকড়ীর দামও বেড়ে চলছে। এই অবস্থার মধ্যে আজকে সাধারণ মানুষ তার প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সেইদিকে চিন্তা করে যদি এই scheme টা করে থাকেন তা হলে এটাও বুঝতে হয় যে এটা সামান্য টাকাই রাখা হয়েছে। মানুষের উপকারের নাম করেই এই scheme টি রাখা হয়েছে, এই scheme কার্য্যকরী করতে গিয়ে আবার গ্রামাঞ্চলের কোন বস্তি উচ্ছেদ করা হবে কে জানে? কারণ বন reserve সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরাও স্বীকার করি যে মানুষের ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান মঙ্গলের জন্যই forest reserve করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ সরকারের কার্য্যকারীতার দিকে যদি নজর দেই তা হলে দেখি সেখানে মানুষের জীবন তুচ্ছ। সেখানে সরাসরি আইনটাই হল বড়। যেখানে মানুষের প্রয়োজনে বন সৃষ্টি করব, কাঠ এবং লাকড়ী আমদানী বাড়াবার জন্য বন সৃষ্টি করব, সেখানে মানুষের জীবন তুচ্ছ হয়ে যায় সরকারী আইনটাই বড় হয়ে যায়। মানুষের জন্য বন কিন্তু মানুষ মেরে ও বন রক্ষা করা হয় এরকম অনেক ঘটনাও আমরা দেখতে পাই। এ অবস্থার মধ্যে যে ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয়েছে যদি ঠিক ঠিকভাবে এটা করা না হয়, তবে এর দ্বারা মানুষের কোন উপকার হবে না। scheme এর details সম্পর্কেও সামান্য কিছু বক্তব্য রেখেই মুখ্যমন্ত্রী তার দায়িত্ব খালাস করছেন। কাজেই এই সম্পর্কে অধিক কিছু বলা বা মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর demand no. 32 miscellaneous সম্পর্কে আমার বক্তব্য panchayat personal training ইত্যাদির জন্য এখানে বেশ একটা অংক ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বেশ কিছুদিন আগেই পাঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হয়ে গেছে। যেমন জিরানীয়া বা ধর্ম্মনগরের বিভিন্ন এলাকায় প্রথম পাঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে। সেই নির্বাচনগুলি হওয়ার পর পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই পাঞ্চায়েতগুলির কি কাজ বা তাদের কি দায়ীত্ব এই সম্পর্কে কোন রকম কাজ তাদেরে দেওয়া হচ্ছে না। পঞ্চায়েত গঠন করা হল এবং আইন করা হল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন কাজ বা দায়িত্ব তাদের দেওয়া হলো না। পঞ্চায়েতের নামে এখানে প্রহসন করা হচ্ছে। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা গণতন্ত্র সম্প্রসারণের কথা ruling party বলে থাকেন সেখানে পঞ্চায়েতের নামে প্রহসন করেই দায়ীত্ব খালাস। Training এবং বিভিন্ন officer নিয়োগ আর কতদিন চলতে থাকবে আমি জানিনা।

তাহলে পঞ্চায়েতের যে কি মূল্য আছে তা আমি কিছুই বুঝতে পারিনা। কাজেই আজকে আমার বিবেচনায় পঞ্চায়েতগুলির যে অবস্থা চলছে যেমন বিশালগড় ব্লকের পঞ্চায়েত নির্বাচন অনেকদিন আগে হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধান বা গ্রাম প্রধানের নাম পর্যান্ত ঘোষণা করা হয় নাই এবং member দের নামও পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় নাই। কি রকম একটা খামখেয়ালী, অরাজকতা এই পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের মধ্যে চলছে। এটা পঞ্চায়েতের নামে প্রহসন চলছে। যে টাকা ধরা হয়েছে এতে কিছু মানুষের হয়ত চাকুরীর সুযোগ সুবিধা হতে পারে কিন্তু যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ বা নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে তা আদৌ পালন করা হবে কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাজেই মোটামুটিভাবে এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে আমি এটার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করি। যে সমস্ত নূতন নূতন উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আসছে তাদের জন্য demand no. 32 তে একটা অঙ্ক ধরা হয়েছে। স্বাধীনতার অভিশাপ হিসাবে যে সমস্যার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি অর্থাৎ পাকিস্থান হওয়ার পর থেকে দিনের পর দিন উদ্বাস্তু আগমন কেবল বেড়েই চলছে তা. কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে তার ইয়ত্তা নাই।

সে দিক দিয়ে পুরানো উদ্বাস্তুদের টলাটক্করে পুনর্ব্বাসনের নামে কোন রকমে পুনর্ব্বাসন দিয়ে রাজ্য সরকার তার দায়িত্ব খালাস করেছেন। বহু লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে একথাও সত্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত পুরানো উদ্বাস্তুদের কোনরূপ অর্থ-নৈতিক পুনর্ব্বাসন হয় নাই! অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা এখনও establish হতে পারেন নাই। এই হল বাস্তব ঘটনা। তার উপর আরো নূতন উদ্বাস্তু আসছে তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য একটা মোটা অঙ্ক এখানে ধরা হয়েছে। অবশ্য টাকা ঠিক ঠিক খরচ হয়ে যাবে, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সমস্যা দিনের পর দিন বাড়বে। নূতন যে উদ্বাস্তু তাদের সমস্যার কোন সমাধান হবে না। ফলে আমাদের সমস্যাই বেড়ে উঠবে। কাজেই এই যে অবস্থা চলছে তা যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার না করে কেবল টাকা বরাদ্দ করলেই চলবেনা। ইদানিং আমাদের রাজ্য সরকার, মন্ত্রী মণ্ডলী যে ভাবে নূতন উদ্বাস্তু-দের পুনর্ব্বাসনের নীতি গ্রহণ করেছেন এটা অত্যন্ত মারাত্মক। কারণ এই রাজ্যের যারা পাহাড়িয়া, যারা উপজাতীয় তাদেরে উচ্ছেদ করে দিয়ে নূতন উদ্বাস্তুদের বসানো একটা মারাত্মক ব্যাপার। নূতন উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে এই নীতি অনুসরণ করা হইলে এটা ক্ষতিকর হবে। নূতন উদ্বাস্তু যে ভাবে আগমন করছে তাদেরে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দিতে হলে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্য কতগুলি industry গড়ে তোলা দরকার। যাতে করে মানুষ জমি বাদেও অন্যভাবে রুজিরোজগারের পথ পায়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে

নূতন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা চিন্তা করা দরকার। এখানে যে টাকা রাখা হয়েছে তাহা গতানুগতিক ভাবে সরকার তার দায়িত্ব থেকে খালাস পেতে পারেন। আর demand No. 37 এর মধ্যে এখানেও schemeটি মোটামুটি ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ এই scheme এর মাধ্যমে আজকে বিভিন্ন Co-operative এ অর্থাৎ Share Capital contribution to Co-operative societies অর্থাৎ যে সমস্ত Co-operative Farming Societies আছে সেখানে শেয়ার কেনা হবে এক কথায় তাদেরে সাহায্য করা হবে। আমাদের খাদ্যের যে অবস্থা, তাতে খাদ্য সমস্যার জন্য বিভিন্ন রকম প্রকল্পের দরকার। এই দিক দিয়া যে scheme এখানে করা হয়েছে এই scheme এ অন্তত: আরো বেশী করে ব্যয় বরাদ্দ ধরা উচিত ছিল। মাত্র চার হাজার পাঁচশত টাকা। খুব সম্ভবতঃ এক মাস পরীক্ষামূলকভাবে একটা Co-operative করা হবে এবং তার কিছু শেয়ার কিনে কিছু কাজকর্ম চালানো হবে। তা হলে বলতে হয় যে, যে scheme এখানে রাখা হয়েছে, যে scheme এর জন্য টাকা ধরা হয়েছে এই scheme সম্পর্কেই rulling party র confidence এর অভাব আছে। কারণ এই scheme এর মাধ্যমে যদি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতির ও অগ্রগতির সামান্য কিছু সম্ভাবনাও থাকত তাহলে rulling party আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও বেশী অর্থ দেওয়ার জন্য চাপ দিতেন। এখানে যে scheme বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কোন মন্তব্যই আমাদের অর্থমন্ত্রী এখানে দেন নাই। কাজেই আজকে মোটামুটিভাবে এই Supplementary বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে একটা scheme এর নাম করে জনসাধারণের উন্নতির নাম করে একটা প্রহসনের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই Supplementary বাজেটের মাধ্যমে আজকে ত্রিপুরার যে বাস্তব অবস্থা তার কোন প্রকার বিহিত করার জন্য যে Supplementary বাজেট হওয়া দরকার এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বেশী পরিমাণে অর্থ মঞ্জুর করার প্রয়োজনে চাপ দেওয়ার দরকার তার কোন কিছুই আমাদের Rulling party করেন নি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker – I would now call on Shri Binode Behari Das, Dy. Minister.

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Supplementary Demands for Grants যেটা এনেছেন House এর সামনে আমি তার সমর্থনে আমার বক্তৃতা রাখছি।

আমি প্রথমতঃ লক্ষ্য করছি যে বিরোধীপক্ষের মাননীয় নেতার বক্তব্যে আছে শুধু হতাশার সুর। সেই সঙ্গে আর একজন মাননীয় সদস্য যেভাবে

বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনেককিছুই তিনি বললেন। এই supplementary demands সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্য হল দেশের উন্নতি হল প্রশংসন ইত্যাদি। যাই হউক এইভাবে এই supplementary demands এর সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটা এখানে উল্লেখ করতে হয়, সেটা হচ্ছে বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা বলছিলেন যে scheme টি আজকে house এর সামনে budgetএ রাখা হয়েছে, সেইটি Govt. এর কাছে কি আগে ছিল না? তাহলে supplementary তে এল কেন? আমাদের তিনমাস আগে যে budget করা হয়েছিল তাতেই বা ছিল না কেন? সাধারণতঃ September-October মাসে আমরা Central Government এর নিকট budget পাঠিয়ে দেই। সেখান থেকে যখন sanction হয়ে আসে তখন আমরা সেই budget নিয়ে আলোচনা করি। কাজেই এই তারিখ থেকে এখানে বুঝা যায় যে অনেকগুলা Scheme September–October এর অনেক পরে sanction হয়ে এসেছে। কাজেই সেগুলি supplementary Grant. এ ধরা হয়েছে—এখানে আরও বলা হয়েছে যে November এ যে schemeটির approval নেওয়া হয়েছিল সেটিই বা March budget এর সাথে লিখা কেন? সেটা এতদিনে এলো কেন? এই ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে প্রথমতঃই Co-operative সম্বন্ধে যে কথাটি বলতে হয়, সেটি হল Managerial subsidy to Rickshaw Pullers Co-operative এই সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে এসে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Finance Minister এখন কোন কিছু একটা scheme আমাদের সামনে তুলে ধরেননি যে, এইটা কেন রাখা হ'য়েছে ইত্যাদি। এই মুহূর্ত্তে সেটা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে যাহাই হউক এখানে আমি শুধু এইটুকুই তুলে ধরতে চাই যে আমরা এখানে একটি Rickshaw Pullers Co-operative Society করতে চাইছি। যে scheme টি আমাদের আছে, তাতে Government সেখানে Working Capital হিসাবে দশ হাজার টাকা দেবে এবং আপাততঃ আমরা সেখানে একটি Rickshaw Pullers Co-operative Society start করবো। Rickshaw Puller বেশীর ভাগই অশিক্ষিত, অনগ্রসর, হিসাবপত্র রাখা কিম্বা তাদের functioning কাজকর্মটা কিভাবে ভাল করে চলবে, এই সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করা কিংবা সে সম্বন্ধে তাদের চালিয়ে নেওয়ার জন্য সেখানে একজন শিক্ষিত কিংবা এই ব্যাপারে যারা সুন্দরভাবে চালাতে পারে, এ ধরণের লোক দরকার। সেইজন্যই আমরা সেই Rickshaw Pullers Co-operative Society কে প্রতি মাসে একশত টাকা হিসাবে একটা managerial grant দেবো for six months only, ছয় মাসে প্রতি মাসে একশত টাকা করে ছয় মাসে ছয়শত টাকা। ঠিক সেই ভাবেই সেটা ধরা

হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হল এই—যে সেখানে আমরা আপাততঃ কুড়িটি rickshaw নিয়ে start করবো এবং তাতে প্রতিটি rickshaw তে দু'জন করে যদি লোক খাটে, তাদের যদি সুন্দর করে চালানো যায় এবং সেই rickshaw যারা টানবেন, সেই rickshaw সময় সময় হয়তো মেরামতের দরকার হবে, সেগুলি যাতে চলতে পারে, তারা যাতে ঠিকমত পরিশ্রম করতে পারে অথচ ন্যায্য প্রাপ্যটি যাতে পায়, পরিশ্রম যাতে খুব বেশী না হয়, তাদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা, নিজেরা যাতে করে সুন্দরভাবে চলতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদির জন্যই সেই society করার সম্বন্ধে আমরা ভাবছি। এটাই হল আমাদের scheme। সরকার পক্ষ থেকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে দিয়ে Managerial Grant হিসাবে আমরা এটা দিচ্ছি এবং শুধু ছয় মাসের জন্য। অদূর ভবিষ্যতে তারা যে Co-operative Society করবেন, তারাই যাতে ভবিষ্যতে মালিক হতে পারেন সেই দিকেও আমাদের পরিকল্পনা আছে। সেই দিকেও আমাদের চিন্তাধারা আছে। তারপর আসছে Consumers Articles in Rural areas সেখানে মাত্র ৭,৫০০ টাকা রাখা হয়েছে for Consumers Articles। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে Primary Merketing Co-operative Society আছে মোট ১৪টি। সেই Primary Marketing Co-operative Societyর মাধ্যমে যাতে Essential Commodities Consumers দের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে, সেইজন্য এই টাকা রাখা হয়েছে। সেই Societyর মাধ্যমে Consumers দের কাছে আমরা ন্যায্য মূল্যে যাতে দিতে পারি, সেই দিকে আমাদের পরিকল্পনা আছে। আপাততঃ আমরা ছয়টি Primary Marketing co-operative societyকে select করে নেব এবং এই সাত হাজার পাঁচ শত টাকার মধ্যে প্রতিটি society কে এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা করে আমরা দেব। সেটা দিচ্ছি কেননা essential commodities যখনই consumers দের তারা দিচ্ছেন তখনই তাদের কাছে এমন কতগুলি কাজ, এমন কতগুলি দায়িত্ব এসে পড়ছে, যার জন্য তাদের একটুখানি অতিরিক্ত পরিশ্রম কিংবা extra খাটুনি হয়। Subsidy হিসাবে, এই অতিরিক্ত খাটুনিটার জন্য তাদের আমরা এই টাকাটা এখানে grants হিসাবে দিচ্ছি। এটাকে আমরা Managerial grant ও বলতে পারি। এই পরিকল্পনা-গুলোর কথা বলতে এসে বিশেষ করে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সেটা কেন সময়মত ধরা হয়নি, সেটা এখনই বা কেন ধরা হয়েছে? এ সম্বন্ধে একটু বক্তব্য এখানে রাখতে হয়। আমাদের থার্ড-ফাইভ ইয়ার প্লেনএ পঞ্চায়েতের orgainisation এর জন্য যে টাকাটা ছিল তা ছিল official এবং non official যারা Associated with the Gaon Panchayet তাদের শেখাবার জন্য যে একটা Scheme ছিল,

সেইজন্য ; কিন্তু সেটা C. D. এবং Panchayat Raj ও Co-operative সেই Department থেকে delete করে দেন। তারপর Ministry বললেন যে বাজেটটা আছে সেই টাকা থেকে তোমরা সেই টাকাটা পাবে। সেইজন্য এটা এখানে আমাদের Supplementary demandএ আনতে হয়েছে। কিন্তু সেইজন্য আমরাত বসে থাকতে পরি না, চুপচ করে। Panchayat Secretary, duration of Training যেটা, সেটা তাদের করিয়ে নিতে হবে। সেইজন্য আমাদের সরকারের তরফ থেকে Contingency fund থেকে ১৪ হাজার টাকা এনে সেইটা আমরা continue করছি। কাজেই এই Supplementary Budget থেকে যে টাকাটা চাওয়া হয়েছে, সে টাকাটা এলে পরে সেই Scheme অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাব। কাজেই এই ক্ষেত্রে এটা কেন ধরা হল না, বা হতাশার সুরে কথা বলা—এগুলি কি করে আসে আমি বুঝতে পারি না। এখনও আমাদের ৫০ জন trainee আছে, তারা সেখানে training নিচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও আমরা কিছু Panchayet Secretary নেব। যাতে সেখানে তারা নিজেদের তৈরী করে তুলতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা training দেব। সেটাও সেই Central Scheme এরই মধ্যে। এ ক্ষেত্রে বলতে এসে বলা হয়েছিল যে গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা প্রধান রয়েছে, আজও তাদের সেখানে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কাজেই তারা বেকার বসে আছে। সেই সম্বন্ধে আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে। এইটুকু ভাবতে হবে যে আমাদের সমস্ত পঞ্চায়েতের election হয়ে গেল সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। এখনও কয়েকটা বাকী আছে। কিন্তু যারা আজকে গাঁও প্রধান হয়ে আছেন, তারা কি বেকার বসে আছেন? তারা কি কোন কিছুই করছেন না? তারা প্রত্যেকটি B.D.C. মিটিংয়ে যাচ্ছেন। যে যেখানকার গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান, তারা B.D.C. র মেম্বার. তারা সেখানে যায়। তা হাসবার কথা নয়, সেখানে তারা গিয়েছেন। সেখানে তারা দেখেছেন, সেখানে represent করছেন. নিজেদের কথা তারা সেখানে নিজেরা বলছেন, গ্রামের কথা সেখানে বলছেন। যে পরিকল্পনা নিয়ে তারা এগোচ্ছেন। ব্লকের মাধ্যমে তারা যাতে যেতে পারেন সেই চেষ্টা করেছেন। পঞ্চায়েতের কি দরকার নাই, সেগুলো সব বিষয়ে জানতে হবে। কাজেই আজকে আমরা বললাম যে পঞ্চায়েত করে দিলাম। কালকে কোন কিছু করলাম না, তাদের কিছু scheme ও দিলাম না, সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলাম না অথচ সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম, তুমি সেটি করে নেও সেটাত সম্ভব হয় না। কাজেই আমাকে হাতে কলমে শিখিয়ে নিতে হবে। আমরা শুধু কথাই বলব, কাজ করব না, সেই রকম কিছু আমরা করি না। আমাদের scheme

হল তাই। যে কথাটি আমরা বলব. কাজেও যাতে আমরা রূপায়ণ করতে পারি সেইদিকে আমাদের পরিকল্পনা রেখে এগোই। Forest সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উনি বলেছিলেন যে এ কথাটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা করে গেল, সেই শ্মশানের কথা সেই খাওয়া-দাওয়ার কথা। সেইদিকে আমি না-ই-বা গেলাম: আমি শুধু এইটুকু এখানে বলতে চাইছি যে এখানে আমাদের যে schemeটি আছে সেখানে fast growing trees কতগুলো লাগানোর কথাবার্তা হয়েছে এবং তার মধ্যে শিমূল, গামাইর, করই, কদম, কনক, কুমা ইত্যাদি গাছ, যেগুলি থেকে আমরা timber এবং fuel এ দুটিই পাব, সবকিছুই আছে। ... —

(Interruption)

যারা নাকি শাল চায় তাদের জন্য শালও আমরা লাগিয়ে রেখেছি এবং আগের থেকেই আছে। যখন ওনারা চাইবেন তখনই পেয়ে যাবেন। এই scheme অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি। যেইভাবে আমাদের ঐ টাকাটার দরকার ছিল সেই ৫০,০০০ টাকা, এরই মধ্যে আমরা Govt. contingency fund থেকে এক লাখ টাকা নিয়ে এসেছি। কাজেই যে ১,৫০,০০০ টাকা, সে টাকা আমাদের এখানে দরকার। আমরা target অনুযায়ী বলেছিলাম যে প্রতি বছর আমরা অন্তত ২১০ একর এখানে plantation করব। 1962তে ২১০ একর আমরা করেছি, 1963 তে ও ২১০, 1964 তেও ২১০ এবং 1965 তেও ২১০ একর আমরা করব। In total ১,৮০০ একর আমাদের করবার কথা ছিল। কাজেই 1965এ করতে এসে যে টাকাটা আমাদের দরকার হয়েছে সেটা আমরা Supplementary Demandএ ধরেছি। কাজেই এখানে কেন বাড়িয়ে ধরা হল না, এটাতে কম ধরা হয়েছে, ইত্যাদি এসকল কথা যে কি করে এখানে উঠতে পারে আমি তা বুঝতে পারছি না।

এবারে আমার একটু Collective Farming এর ব্যাপারে যেতে হয়। সেখানে বলেছেন যে না জানি কি scheme রেখেছেন, কেনই বা এই করেছেন, এত অল্প টাকা, এটা বুঝি লোক দেখানো একটা কাজ রেখে উনারা দেখাচ্ছেন। কেবল নিজেদের কাজ হাসিল করে নিয়ে যাচ্ছেন ইত্যাদি কতগুলি ব্যাপার এখানে বলেছেন। সেই ক্ষেত্রে আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও উদ্বাস্তু এসেছে এটাও সত্যি কথা। এক্ষেত্রে আমাদের লোকসংখ্যা যা ছিলাম এবং কোথায় বা এসে পৌঁচেছি তা আমরা জানি। জমির পরিমাণ সেখানে আমাদের বাড়েনি, কিছুটা মাত্র বেড়েছে সেক্ষেত্রে খাদ্যের চাহিদা বাড়াবার জন্য ... ...

(Interruption)

জমি বেড়েছে Cultivable land। সে কথাটা আপনি জানেন বলেই জানতাম।

কিন্তু জানেন না যে সে ধারণা আমাদের ছিল না। Any way, এখন Co-operative farming Societies scheme আমাদের আছে যে আমরা তিনটে করব। সেই তিনটে করতে গিয়ে আজ পর্য্যন্ত একটি মাত্র ফার্ম. একটি মাত্র join tfarming society তাদের society কে Registry করেছে, এবং আমরা আশা করছি আগামী এক দুই মাসের মধ্যেই আরও দুটী farm এসে যাবে, কাজেই সেইক্ষেত্রে schemeটি ··· ···

(Interruption)

···সেইক্ষেত্রে আমরা এখানে যে ৪৫০০ টাকা দিচ্ছি। প্রত্যিটকে সেখানে আমরা ১৫০০ টাকা করে দিয়ে যাব। সেই scheme টী হ'ল এই যে, Joint Farming Co-operative Societyর জোত জমিগুলি নিজেদেরই থাকবে। তারা নিজেরা একত্রিত হয়ে সেখানে collective farm করে নেবেন এবং তারই মাধ্যমে, সহযোগীতা সমবায় ভিত্তিতে, সমবায়ের মনটি নিয়ে যাতে তারা সেখানে farming টী করতে পারেন এবং grow more food আমাদের যে campaign আছে, তাকে যাতে সাহায্য করতে পারেন সেইদিকে হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্যে পৌছানর জন্যে আমরা পরিকল্পনা করে এগুচ্ছি। একটি মাত্র Registered হয়েছে Joint Farming Co-operative Society.

(Interruption)

ধৈর্য্য ধরলেই দেখতে পাবেন। New migrantদের জন্যে loan সম্বন্ধে বলতে এসে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য এবং মাননীয় সদস্য শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী বিবৃতি রেখেছেন, তার পুনরুক্তি আমি আর করছিনা। তবে আমি শুধু এইটুকুই আশা করব যে, এতক্ষণ বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা ও সদস্যগণ যে কথাটি বলেছিলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, এই যে আমাদের পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনা গুলো শুনার পর সে সম্বন্ধে একটু ওকাকিবহাল হয়ে আমার মনে হয় সে হতাশার সুরটিকে তারা নিজেদের মন থেকে বাদ দিতে পারবেন, এবং যেই দুঃখটি ওনারা প্রকাশ করেছিলেন আমার মনে হয় উনি খুশী মনে সেটিকে এখন গ্রহন করতে পারবেন। এই কথাটি বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

MR. SPEAKER :—I now call on Shri Atiqul Islam,

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে Supplementary demand এ কতগুলি scheme এর against এ কয়েক লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। এই scheme গুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেইগুলি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি করা বা বিরোধীতা করার কোন প্রশ্ন উঠেনা। নিশ্চয়ই সেগুলোকে আমরা ভাল মনেই গ্রহণ করব। এখন কথা হচ্ছে যে, আমরা scheme গুলোর জন্য যে টাকা

বরাদ্দ করে দেই সেই টাকাগুলি সেই প্রয়োজনে খরচ হয় কিনা সেগুলি দেখে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাতে কি এই প্রশ্ন আসেনা যে, যে কথাগুলি আজকে আমাদের Deputy Minister বলেছেন যে হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে সেই হতাশা হল কেন? আজকে যদি কারও বক্তৃতার মধ্যে এই হতাশা কথাটা এসে থাকে, তা'হলে সেই হতাশা আসে এই জন্যে যে সমস্ত scheme আমরা গভর্ণমেন্ট-এর কাছে তুলে দিলাম, সেই টাকাটা খরচ হয়ে যায় কিন্তু কাজটি হয় না। কাজের জায়গায় কাজ থেকে যায় টাকাটা এখানে যেখানে হরির লুটের বাতাসার মত লুটপাট হয়ে যায়। আর সাধারণ মানুষ সেলামে থাকবার সেখানেই থেকে যায়। ঠিক সেই জন্যে Government কে আমাদের সমালোচনা করতে হয় এবং তাই আমরা করি। scheme দিয়ে কোন কাজ হয় না যদি কাজ করবার মত আন্তরিকতা না থাকে। আজকে সরকার যেভাবে কাজকর্ম চালাচ্ছেন, সব কাজকর্ম সেভাবে চললে scheme থাকার পরেও যে জনসাধারণ উপকৃত হবেন একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ অন্ততঃ আমি খুঁজে পাই না।

Co-operative এর কথা বলা হয়েছে। ত্রিপুরাতে অনেক Co-operative করা হয়েছে, প্রায় ৪০০ Agricultural Co-operative আমরা এখানে করেছি। তারমধ্যে কতগুলি Co-operative টিঁকে আছে তা আমি জানিনা। অনেক Co-operative audit করাই হয়নি। এগুলোর মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক থাকবে যেগুলোর কোন কাগজ পত্র আজ পর্যান্ত audit করা হয়নি। আমরা এমন Co-operative এর খবরও জানি যেগুলো সম্পর্কে audit থেকে objection দেওয়া হয়েছে এবং দেওয়ার পরেও সরকার পক্ষ থেকে তার কোন step নেওয়া হয়নি। আমি Ramutia Co-operative এর কথা বলছি। এই Co-operative সম্পর্কে অনেক অভিযোগ audit report এ করা হয়েছে। সেই Co-operative এর যিনি Secretary ছিলেন তার সম্পর্কেও অনেক অভিযোগ করা হয়েছে, কিন্তু তার পরেও সেই Secretaryর againstএ কোন Step Government এর তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে আমি আজও জানিনি। যখন এখানে আলোচনা করা হয়, তখন মন্ত্রীরা নানারকম তালবাহানা করে অনেক অজুহাত দেখিয়ে Secretary র পক্ষে ওকালতি করেছেন। যেভাবে চলছিল এখনও সেইভাবেই চলছে। Jogendranagar এ যে Co-operative সেই Co-operative এর যিনি Secretary সেই Secretary সেখানকার তহবিল তছরূপ করেছেন। তারপর আর কোন খবরাখবর সেখানে নেই। গত বাজেট আলোচনার আমি অনেকগুলি Co operative এর নাম উল্লেখ করে বলেছিলাম যে সেই Co-operative গুলি গঠন করে, Co-operation এর নামে অনেক টাকা নিয়েছে, টাকা নিয়ে বিভিন্ন মানুষকে বিতরণ করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে অথচ প্রকৃতপক্ষে

তারা সে টাকাগুলি পায়নি। এবং Co-operative এর যিনি Secretary এবং President তারা সেই টাকা নিয়ে নিজেরা দালান বাড়ী ঘর করেছেন। নামধাম দিয়ে এ সমস্ত ঘটনা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার কোন প্রতিকার বা Step নেওয়া হয়েছে বলে আমি আজও শুনিনি। একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে opposition কেবল opposition এর জন্যই বলে থাকেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই মাসে আমি যে সমস্ত Complain এই House এ করলাম, যদি তার কোন প্রতিকার না হয়, Proper step নেওয়া না হয় তা হলে পরবর্তীকালে আমিই বা responsibility নিয়ে কথা বলতে আসব কেন? আমি যখন নাকি দেখব আমি যা-ই বলি না কেন, তার মধ্যে সত্য যাই থাকুক না কেন, তার কোনগুলির প্রতিকার হয় না, সব গুলিকেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার পরবর্তীকালে এসে আমার কোন কথা বলার মত উৎসাহটি থাকবে না। কাজেই যদি responsible criticism আশা করেন opposition এর কাছ থেকে, তা হলে opposition যে সকল criticism করে সেগুলির প্রতি dueregard দিতে হবে। তাহলে পরে একটা hopeful অবস্থা গড়ে উঠবে এবং opposition ও তার যথাযথ role play করতে পারবে। আজকে আমরা দেখেছি সেখানে যে Education এর বই এ ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, অথচ তার কোন প্রতিকার হবে না, বলে দেওয়া হল যে সেটা একটা error, একটা Printing mistake, একটা আস্ত chapter, সেটা হল printing mistake আমি এটা একটা উদাহরণ বললাম। Opposition এর প্রতি যদি dueregard করা হয় তাতে Govt. এর prestige ক্ষুন্ন হত না বরং ভাল হত। কারণ যে সমস্ত অভিযোগ তোলা হয় House এর সামনে Govt. যদি সেগুলির প্রতি নজর দিতেন এবং দিয়ে তার proper step সেখানে নিতেন তাহলে opposition feel করতে পারতেন যে তার আরও অনেক responsible criticism করা উচিত। কাজেই আজকে Supplementary Budget এ এসে একথা বলছিলাম যে Budget এ আমরা যে সমস্ত Scheme রাখছি, যে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে, সেই টাকাগুলি যে ঠিক মত খরচ করা হবে তার কি guarantee আছে? সেই guarantee কেউ দিতে পারেন যে, যে টাকাগুলি আজকে চেয়ে নেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে খরচ করা হবে? আমরা জানি প্রতি বছর অনেক টাকা আর খরচ হয় না। তখন সেই টাকা surrender করা হয় বা অন্য Department এ ধরা হয়। P.W.D. তে বহু টাকা থাকে, বহু scheme আমরা নিয়ে থাকি, কিন্তু সেই সমস্ত scheme সেখানে implement করা হয় না। আমাদের plan এ যে সমস্ত bridge করার কথা ছিল। সব bridge সেখানে করা হয়নি, যে সব রাস্তা করার কথা ছিল,

সেগুলি করা হয়নি। এবং 3rd plan এ যে করা হবে তার কোন guarantee নেই। কাজেই scheme আছে, টাকা আছে, Central Govt থেকে আমরা টাকা চেয়ে নিয়ে আসি এবং Central Govt. যেখানে টাকা দিয়াছেন; তার পরেও কাজটা হয় না, টাকাটা পড়ে থাকে এবং টাকাটা ভিন্ন খাতে খরচ করা হয়। আমি দেখেছি P.W.D. তে কি রকম দুর্নীতি বা কি রকম Callousness সেখানে চলছে। আমি সেদিন ও খবর পেয়েছি যে আগরতলা সিমনা রাস্তাতে soling করার জন্য যে নূতন ইট নেওয়া হয়েছিল সেখানে সেগুলি না দিয়ে পুরানো ইট দেওয়া হয়েছে। সেখানে Overseer থাকার কথা, কি করে Overseer থাকার পরেও পুরানো ইট দিয়ে soling, metalling হতে পারে আমি তা বুঝতে পারি না।

আগরতলা—নূতননগর যে রাস্তা সে রাস্তার metalling এর জন্য নাকি দু-লক্ষ ইট সেখানে নেওয়া হয়েছিল এখন শুনি আমরা সে ইটগুলি হারিয়ে গেছে, চুরি হয়ে গেছে। সে ইটগুলি কোথায় তা আমরা জানিনা। এইভাবে আমাদের অর্থের অপচয় হচ্ছে। এবার এই দুটো ঘটনাই বললাম। এরকম কত যে ঘটনা তার কোন অন্ত নেই। আমি গত Budget session এও অনেক উদাহরণ দিয়েছি, কুঞ্জবনের কথা, হাওড় ব্রীজের কথা বহু বলেছি। কিন্তু সেগুলির কি হয়েছে? কোন কিছুই আজ পর্য্যন্ত করা হয়নি। আমরা জানি যে আমাদের P.W.D. র যে সমস্ত employees, আমি আগেও বলেছিলাম যারা Work-charged employees আছেন, বলা হয়েছিল তাদের ১৩ দিন ছুটি দেওয়া হয়। বৎসরে ১৩ দিন ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেই ছুটিটা প্রত্যেক খানে নির্দিষ্ট করে ঘোষণা করে দেওয়া আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ তা হয় না। P. W. D. তে এ রকম আরো অনেক ঘটনা ঘটে যদি আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী এগুলির উন্নতি করতে চান যদি তাদের আন্তরিকতা থাকে তাহলে এগুলির প্রতি তাদের নজর দেওয়া উচিত এবং এগুলি দেখে, কিভাবে দুর্নীতি দূর করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। সাধারণত মন্ত্রীরা ফাইলে সহি করে থাকেন, কিন্তু Administration চালান Secretaryরা এবং বিভিন্ন Department এর Head রা। ফলে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হওয়ার পরে যে উন্নতি হওয়ার কথা সেটা জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারছেন না। আজকে এখানে Assembly হয়েছে, মন্ত্রীমণ্ডলী হয়েছে, তা সত্বেও পূর্ব্বের চেয়ে অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জনসাধারণ বুঝতে পারছেন না। আগে যেভাবে Administration চলছিল এখনো সেভাবেই চলছে। কোন প্রতিকার তারা সেখান থেকে খুঁজে পাচ্ছেন না। কাজেই এই অবস্থাটার আমাদের পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। New migrantদের জন্য যে কথা এখানে বলা হয়েছে, আমরা জানি যে

আমাদের ত্রিপুরাতে মুসলমানের সঙ্গে property exchange করে ৪৪।৫৫ হাজারের বেশী refugee এখানে এসেছে। সরকারী হিসাবও তাই বা family হিসাবে যদি বলি তাহলে ৮.১২৬টি family এখানে এসেছে through exchange of property with the muslims' of this territory। কাজেই এ ছাড়াও, এটা হচ্ছে সরকারী হিসাব, বেসরকারীভাবেও অনেক লোক যে আসছে না তা নয়। সে হিসাব হয়ত সরকারের কাছে নেই বা রাখা সম্ভবপর নয়। কাজেই যদি এই large number of population আমি সামনে রাখি, তা হলে এখানে যে টাকাটা বরাদ্দ করা হয়েছে তা দ্বারা খুব বেশী কিছু সাহায্য করা যাবে না। কারণ আমি দেখছি, গড়-পড়তা যদি হিসেব করি তাহলে দেখা যায় ১০।২০ টাকা করে একটা পরিবার পায়। এই যে এখানে ১,৬০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে তার যদি আমি গড়পড়তা হিসেব করি ৮,০০০ family র মধ্যে তাহলে ১৯ ২০ টাকা করে per family পেয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে রেফিউজিরা আসছে তাদের যে scheme এ bullock দেওয়ার কথা হয়েছে তার সার্থকতা কি? তাদের জমি এখনো নামজারী হচ্ছে না, নামজারী না হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম problem সেখানে রয়েছে। তাদের নাগরিক সার্টিফিকেট নেই বা তাদের নামে এখনো কাগজপত্র রেজিষ্ট্রী হয়নি ইত্যাদি বহুরকমের problem সেখানে দেখা দিয়েছে। যার ফলে এখনো তারা তাদের নামে জমি নামজারী করাতে পারে নি। নামজারী না হওয়ার ফলে আজকে যে bullock loan দেওয়ার কথা হচ্ছে তা তারা পাবে না। আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী যে এ সমস্ত জানেন তা নয়। কাজেই এই সমস্যার যদি আমরা আগে সমাধান না করি, কিভাবে তাদের নামে জমির নামজারী হতে পারে, কিভাবে তারা নাগরিকত্ব পেতে পারে, তাহলে এখানে যে টাকাটা রাখা হয়েছে তার দ্বারা আমরা refugeeদের কোন উপকার করতে পারব না। কাজেই এই টাকা ব্যয় করার আগে এই সমস্ত সমস্যার কথা আমাদের চিন্তা করা উচিত। বিভিন্ন campএ এখনো বহু refugee আছে এবং প্রতিদিন সেখানে বহু refugee আসছে। যদিও cash dole এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু তার দ্বারা তাদের বিশেষ কিছু উপকার হয় না, এ কথা সবাই স্বীকার করেন এবং মন্ত্রীমণ্ডলীও অস্বীকার করেন না কাজেই cash dole না দিয়ে যারা এখানে আসে তাদের এখানকার construction এর কোন কাজে লাগানো যায় কিনা বা কোন কাজে তাদের ব্যবহার করা যায় কিনা, যতদিন তারা camp এ থাকে ততদিন তাদের কোন কাজে লাগানো যায় কিনা সেদিকে আমাদের attention দেওয়া দরকার। তা না হলে শুধু cash dole দিয়ে তাদের এখানে রাখা যাবেনা। আর আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাদের campএ পাঠাব বলে স্থির করে রেখেছি তাদের

সাথে rehabilitation centre-এ দ্রুত পাঠান যায় সেদিকে আমাদের সত্বর চেষ্টা করা উচিত। কারণ এখানে camp এ যদি তারা সবসময় বসে থাকে তাহলে একটা unhyginic condition এর মধ্যে পড়বে এবং তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া স্বাভাবিক।

পঞ্চায়েতের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চায়েত সম্পর্কে আমার এইটুকু বক্তব্য যে পঞ্চায়েতে শুধু অর্থেরই অপচয় হচ্ছে। গণতন্ত্রের নাম করে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সেই পঞ্চায়েত গণতন্ত্রের স্বাদ এখনও পায় নি। আমাদের বলা হয়েছে সবকয়টা পঞ্চায়েত হলে পরে আমরা পঞ্চায়েতের উপর ক্ষমতা transfer করব। এই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে সব কয়টা পঞ্চায়েত যাতে একটা নির্দিষ্ট period এর মধ্যে গঠিত হতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রেখে পঞ্চায়েতগুলির election সুরু করা উচিৎ ছিল। এক একটা পঞ্চায়েত ২।৩ বৎসর বা তার বেশী কাল হয়ে পড়ে আছে। সেখানে আমরা Secretary নিয়োগ করে ব'সে আছি, কিন্তু কোন কাজ সেখানে হচ্ছে না। এখন করে ত্রিপুরার আর সবগুলি পঞ্চায়েতের Election শেষ হবে তারপর সব কয়টা পঞ্চায়েতকে একসাথে ক্ষমতা দেওয়া হবে, এরকম scheme যে Govt. কি হিসাবে নিলেন তা আমি বুঝতে পারিনা। এটাই যদি Govt. এর scheme হয়ে থাকে যে সব কয়টা পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমি ক্ষমতা দেব না, তা হলে পঞ্চায়েত election টার একটা scheme করে নেওয়া উচিত ছিল, যে আমি এক বৎসর বা ছয় মাসের মধ্যে সব কয়টা পঞ্চায়েত election করিয়ে নেব এবং নিয়ে তাদের কাছে ক্ষমতা transfer করব: তা' না করে আমি পঞ্চায়েত গড়ে রাখলাম, গড়ে রেখে সেক্রেটারী নিয়োগ করলাম, সে বসে বসে মাহিনা পাচ্ছে' কোন কাজ নেই। ফলে অর্থের অপচয় হচ্ছে। কতগুলি পঞ্চায়েতকে আবার pisciculture করার জন্য কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে। ১০টা গ্রাম পঞ্চায়েতকে pisciculture করার জন্য Government কিছু grant দিয়েছেন। এখন সেখানে তারা এ সমস্ত করেছেন কিনা, আমরা আজ পর্য্যন্ত তার কোন হদিস পাই নি। অনেকগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘর তৈরী করবার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। তারা ঘর করেছে কিনা জানিনা। আর, শুধু এই দশটাকে দেওয়া হল কেন, অন্যগুলিকে দেওয়া হল না কেন, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কাজেই পঞ্চায়েত সম্পর্কে এই জিনিষটা আমাদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। যদি আমি এই উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে থাকি যে গণতন্ত্রকে সমাজের নীচের তলায় পৌঁছে দেব, তাহলে সেই ক্ষমতা যাতে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছে তার চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্র নীচের তলায় পৌঁছায় নি। গ্রামের একেবারে সবচেয়ে নীচের

তলায় গিয়ে পৌঁচেছে আমলাতন্ত্রটা। আমলাতন্ত্র সেখানে ধমকাচ্ছে গণতন্ত্র কোন কথা বলতে পারছে না। এই অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন আমাদের করা প্রয়োজন। তা না হলে পরে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত করে চিৎকার করে আমাদের কোন লাভ নেই। আমরা দেখেছি এখানে forest head এ টাকা রাখা হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এ টাকা দিয়ে নাকি লাকড়ীর ব্যবস্থা করা হবে। এটা খারাপ নয়, যদি তাঁরা সস্তায় আগরতলায় লাকড়ী দিতে পারেন তা ভাল কথা। কিন্তু এই সমস্ত scheme গুলি আমরা যদি না পাই, এই যে বলা হল First grow species. এ কথাটার মানে কি? এই কথা দ্বারা আমরা কোন কিছু বুঝতে পারি না। এই schemeগুলি যখন approved হয়ে আসে, যখন এগুলিকে Assemblyতে discuss করার জন্য place করা হয়, তখন এসব scheme এর details আমাদের পাওয়া দরকার। তাহলে সবটা জিনিষ আমরা জানতে পারি এবং সেটাকে ভিত্তি করে কথা বলতে আমাদের সুবিধা হয়। তা' না হলে এটা একটা অনুমান ভিত্তিক কথা হয়ে পড়ে। আমরা জানিনা কোথায় কি হবে, লাকড়ীর ব্যবসাটা আগরতলায় হবে না বাহিরে হবে সেটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। ফলে এগুলিকে appreciate বা criticise করা কোনটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়না। আগরতলা সহরে সস্তায় আমি লাকড়ী দেওয়ার জন্য কতকগুলি গাছ রোপণ করব, এ কথাটা শুনতে খারাপ নয়। কিন্তু এটা একটা দীর্ঘকালের কথা। চারা কতগুলি টিকবে বা টিকবে না তা কে বলতে পারে।

কাজেই এখন আমাদের forest এ যে সমস্ত গাছগুলো আছে তা দিয়ে আমরা আগরতলা শহরে আরও সস্তা দরে লাকড়ী বিক্রি করতে পারি কিনা বা বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে সস্তায় লাকড়ীর দোকান খুলতে পারি কিনা সেটা Govt.-এর দেখা উচিত এবং সেইভাবে Govt. এর schemeও নেওয়া উচিত। সেই গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে লাভ নেই। আমি এখন একটা scheme করলাম তারপর গাছ লাগাব তারপরে লাকড়ী পাব, সেই আশায় আমাদিগকে ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। এখন বনে যে গাছ আছে সেই গাছ এনে লাকড়ী সস্তায় পাওয়ার Scheme Govt. করেছেন কিনা; আগরতলা সহরে যে ২১টি দোকান ওনারা খুলেছেন সেটা আরও বাড়াবেন কিনা এবং মফঃস্বলে দোকান খুলবেন কিনা সেটা আমরা জানতে চাই। বর্ত্তমানে লাকড়ীর দাম যেভাবে বাড়ছে তার উপর যদি Govt. দায়িত্ব না নেন তাহলে সস্তায় লাকড়ি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা সেখানে থাকবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

MR. SPEAKER :—I would call on Shri S. L. Singh, Chief Minister.

Shri S. L. Singh, Chief Minister— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে scheme সম্পর্কে এবং Supplementary বাজেটে যে scheme গুলো ধার্য্য করা হয়েছে সে গুলোর উপর আলোচনা হয়েছে। আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে scheme গুলোকে ঠিক ঠিকভাবে রূপায়ণ করা হবে কিনা এবং সেটাকে রূপায়িত করতে গেলে যে অর্থ ব্যয় হবে তা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হবে কিনা। যখন এই scheme plan করা হয় তখন সেই অর্থকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করার জন্য এবং scheme কে রূপায়িত করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, এই sehcme adopt করলে পরে Co-operative উন্নত হবে, rural Co-operatives এবং marketing Society র through তে যে essential Commodities supply করা হচ্ছে সেটাকে আরও শক্তিশালী করতে পারব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই scheme গুলো নূতনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। Joint collecting farming সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন এবং ওনারা দেখছেন এই যে Service Co-operative খোলা হচ্ছে যাতে কৃষকেরা এই স্বল্প পুঁজি দরিদ্র কৃষক তাদের যদি বিত্তবান করতে হয়, তাদের যদি শক্তিশালী করতে হয়, Service Co-operative ছাড়া তা সম্ভব নয় এবং তারমধ্যে যে Co-operative গুলো শক্তিশালী ভাবে কাজকর্ম্ম করবে তাহাদিগকে আমরা এই scheme এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করেছি এবং সেই scheme কে কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা চলছে। তারপরে বলা হয়েছে যে Forest এ অতি দ্রুত কতগুলো গাছ আমরা রোপন করব যাতে আমরা লাকড়ির চাহিদা জনসাধারণের মিটাতে পারি। কারণ লাকড়ির অভাব হচ্ছে। সেটা করার জন্য যেমন Reserve forest, protected forest ইত্যাদি রাখা হচ্ছে, তার সাথে সাথে যখন fuel supply হচ্ছে, তার সাথে যদি fuel এর Plantation করতে না পারা যায় তাহলে পরে fuel আর থাকবেনা। অতএব এইদিকে লক্ষ্য রেখেই এটাকে করা হয়েছে। কেবল তাই লক্ষ্য নয়। কারণ soft growing trees গুলো three years এর মধ্যে growth হয়ে যায়, তাকে ভূমি সংরক্ষাও হয়, সাথে সাথে বৃষ্টিপাতের যে সমস্যা সেটাকেও রক্ষা করা চলে। অতএব এই সমস্ত দিকে দৃষ্টি রেখে এক একটি scheme কে রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্য যে অবগত নন বা জানেন না তা নয়। তবে একটা অংশকে বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে যে শ্মশানের জন্য এটা করা হয়েছে। শ্মশানেও লাকড়ির দরকার পড়ে। তবে তাঁদের দরকার পড়বেনা। যারা মানুষকে জীবন্ত পুতে ফেলে তাদের পক্ষে লাকড়ির দরকার পড়বে না। অতএব আমরা যারা আছি আমরা জানি যে মরব, হয়ত লাকড়ীর চুল্লীতে যাব' না হয় ইলেকট্রিকের চুল্লীতে

যাব অথবা কয়লার চুল্লীতে যাব। একটা চুল্লীতে যেতেই হবে। আর যারা অন্য সম্প্রদায়ের আছে তারা কবরে ও যাবেন। তবে জীবন্ত কবরস্থ যারা করতে চান তাদের পক্ষে লাকড়ির দরকার পড়বে না। এটা ঠিকই। কিন্তু লাকড়ির দরকার, কারণ আমাদের প্রত্যেককে মৃত্যুর পর দাহ করা হয়। মুসলমান ভাইদেরও মৃত্যুর পর লাকড়ির প্রয়োজন হয়, কারণ তাদের কবরস্থ করতে হলে তাহাদিগকেও একটা মাচায় করে বা খাট করে নিতে হবে। এতেও লাকড়ির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। অতএব ওটাকে বাদ দিয়ে তাহাদিগকে সেই জায়গায় দেওয়া চলবেনা এবং আমি জানিনা তারা কাঁধে করে নেন কিনা। তবে আমি যতটুকু জানি তা'দিগকে সেই সমস্ত সম্মান সৎকারে নিয়ে যাওয়া হয়।

অতএব সেটা আমরা বাদ দিতে পারিনা, হয়তো মাননীয় সদস্য সেটা বাদ দিতে পারেন। কিন্তু গতানুগতিক যে প্রথা চলছে তাকে অবলম্বন করে চলতে হ'লে লাকড়ির প্রয়োজনীয়তা আছে। অতএব যারা ষ্টিম ইঞ্জিনের কথা চিন্তা করেছেন তাদের পক্ষে সেটা চিন্তা করা সম্ভব নয়। আর যারা মৃত্যুর পরে কয়লা বা ষ্টিম ইঞ্জিনের কথা চিন্তা করে থাকেন, তাদের লাকড়ির কোন প্রয়োজন হয় না। অতএব এই প্রথা যখন আছে, তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে। কিন্তু তা সত্বেও ওঁরা যা বললেন তা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে। কারণ লাকড়ির প্রয়োজনীয়তা সত্য। সত্য আছে, এটা মাননীয় সদস্যরা বুঝেন না তা নয়। লাকড়ির গাছ থাকলে পরে ভূমি সংরক্ষণ হয়, ভূমিক্ষয় নিবারণ হয়, এবং বৃষ্টিপাতের সমতা রক্ষা করা চলে, এটা যে তারা জানেন না তা নয়, জানেন। কিন্তু এখানে একটা বিদ্রূপ করতে হবে তাই করছেন।

তারপরে বলা হয়েছে যে রিকসা পুলার যারা তাদের এ্যাসোসিয়েশন করে তাদেরকে ম্যানেজিরিয়াল গ্র্যান্ট দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে আমার পূর্ববর্তী মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। তারা সেটা ভাল ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। আর সেজন্য Co-operative গুলিকে strengthen করা চলে, help করা চলে এবং তাদের managerial cost কতটুকু পুরণ করা সম্ভব হয়। গরীব একটি প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানকে যাতে সাহায্য করে শক্তিশালী করা যায়, সে জন্যই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। All India scheme ও ঠিক এই ভাবে রাখা হয়েছে এবং সেজন্য আমরা এখানে এভাবে অর্থ বরাদ্দ করেছি।

তারপর আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে স্বাধীনতা তাদের পক্ষে একটা অভিশাপ। কা'দের পক্ষে স্বাধীনতা অভিশাপ হয়েছে তাদের নাম অবশ্য বলবনা, কারণ বিরোধী পক্ষ থেকে এই কথা বলা হয়েছে, আমি নাম বলতে চাইনা। অতএব মাননীয় সদস্য যদি

সেটাকে উল্টিয়ে দেন তা'হলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। অভিশাপ তাদের পক্ষে হয়তো হয়েছে যারা চীনকে ডেকে আনবার অপেক্ষায় চেয়ে আছেন। কারণ তারা যে কোম্পানীর-ছিলেন তার মুখে ছাই পড়েছে, এবং সেই ছাইর জন্য স্বাধীনতাকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া তাদের আর অন্য কোন গত্যন্তর ছিলনা এবং থাকা সম্ভবও নয়। এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা অভিশাপ হয়েছে এ কেউ বলবেন না। অতএব মাননীয় সদস্যরা যারা ঐটার অপেক্ষায় আছেন হয়ত স্বাধীনতাকে অভিশাপ স্বরূপ মনে করতে পারেন। কারণ জাতীয় যে সংহতি, জাতীয় ঐক্যবোধ, সে ঐক্যবোধ মানুষের জেগেছে, যে কোন দেশ থেকে যে কোন আক্রমণ আসুক না কেন দেশকে রক্ষা করার জন্য জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। এইজন্যই স্বাধীনতা তাদের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে পরে আজকে একথা মাননীয় সদস্যদের মুখ থেকে শুনব এটা আমরা আশা করতে পারিনি। তারপরে আর একটি কথা বলা হয়েছে—

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Chief Minister to confine the remarks to the Demand as far as possible.

Shri S. L. Singh, Chief Minister :—কেননা মাননীয় সদস্য যেটা বলেছিলেন তার উত্তরে আমি এটা বলেছি। তা' না হলে আমি অন্যভাবে বলতাম। তারপরে বলা হয়েছে Central road fund সম্বন্ধে। সেটাতে আমরা টাকার অঙ্ক নির্দ্ধারিত করেছি সেই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার কলাইয়ার রাস্তা একটা plan scheme, এবং অমরপুর থেকে কলাইয়া পর্যান্ত road plan scheme এবং কাকুলিয়া মুহুরী নদীর উপর পুলের ব্যবস্থা ইত্যাদি। সেখানে সত্যি ব্রিজ হওয়ার দরকার। আপাততঃ সেখানে ফেরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য সে সম্বন্ধে মন দিয়েছেন এটা ভাল কথা। অতএব মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য বলব যে সেটা plan এ তে আছে। Central Road fund টা Petrol প্রভৃতি যে Central tax আদায় হয়, তার থেকে যে fund হয় তার থেকে একটি quota আমাদের grant হিসাবে দেওয়া হয় তাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ২১ লক্ষ টাকা Central fund থেকে পেয়েছি। আশা করি আমরা সেই টাকা গুলো 4th five year plan নাগাদ পাব। সেই অনুসারে সেই অঙ্ক থেকে সেই রাস্তার জন্য অর্থ ধার্য্য করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যটি বলতে গেলে বর্ডার ষ্টেট, All over border এবং সেই অনুসারে করা হচ্ছে। আসাম থেকে যে রোড এসেছে সেটাও একটা বর্ডার রোড। Plan এ আছে এটা সাবরুম পর্য্যন্ত যাবে। এবং প্রত্যেকটি সাব-ডিভিসনই বর্ডারে। শ্রীনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা

plan এ আছে এবং খয়রাপুর যেটা আছে সেটাও plan road. বৈষ্ণবপুরের কথা বলেছেন সে জায়গায় রাস্তা ও Plan এ আছে। যে সমস্ত রাস্তা plan এনেই সেগুলি ও আমরা ধরেছি এবং যাতে অতি দ্রুত সেগুলি সম্পূর্ণ করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা Central fund থেকে পেয়েছি এবং সেটা দিয়ে আমরা কাজ দ্রুত করতে চাই। মাননীয় সদস্য এ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে তাঁরা যে সমালোচনা করেন তা আমরা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করি না এবং সেই সমালোচনাকে আমরা আলোচনার মধ্যে স্থান দেই না। এটা সত্য নয়।

সমালোচনা যেটা করা হয় সেটাকে আমরা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করি। এবং ইহাতে যে ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ পায় সেটাকে সংশোধন করে নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তা আমরা গ্রহণ করি। মাননীয় সদস্য যোগেন্দ্রনগরের কো-অপারেটিভের কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্য হয়ত অবগত নন যে সেটা সম্পর্কে enquiry হয়েছে Vigilance গিয়েছে কিন্তু তা proved হয়নি। অতএব যে জায়গাতে proved হবেনা সেখানে ত কোন কিছু করা চলবেনা। তারপর মাননীয় সদস্য নুতননগরের ব্রিজের কথা উল্লেখ করেছেন। মাননীয় সদস্য জেনে রাখুন সেটাও Vigilance এ দেওয়া হয়েছে এবং তার তথ্যানুসন্ধান চলছে, যখনি যে কোন জায়গাতে ত্রুটি বিচ্যুতি হবে, যদি আমরা বুঝি বাস্তবিকই সেখানে সত্য আছে তাহলে সেটাকে আমরা গ্রহণ করব এবং যেভাবে গ্রহণ করে সংশোধনের দৃষ্টি রেখেই আমরা চলি। কি করে যে মাননীয় সদস্য বললেন যে ওনাদের সমালোচনাকে আমরা গ্রহণ করি না সেটা আমি চিন্তা করে পাই না। তারপর বলা হয়েছে refugee সম্পর্কে যে সমস্ত refugee ক্যাম্পে তাদিগকে দ্রুত পাঠানো সম্পর্কে। সত্যিই তা'দিগকে দ্রুত পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং recently একটি batch কে পাঠানো হয়েছে। ত্রিপুরায় এমন কোন জায়গা নেই যে অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তু এখানে রেখে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারব। অতএব আমরা চেষ্টা করছি, যে সমস্ত উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আছে তা'দিগকে অতিদ্রুত অন্যত্র পাঠানোর জন্য। আর একটি কথা উনি বলেছেন যে যারা exchange করে এসেছেন তাদের সমস্যা। সত্যিই এটি খুব জটিল সমস্যা। জটিল সমস্যা থাকা সত্বেও মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন সেটাকে সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা settlement এর জরিপ হওয়ার পরে এসেছেন তাদের সমস্যাটা একটু অন্য রকম। যে জায়গাতে settlement এর সঙ্গে সঙ্গে তারা এসেছেন সে জায়গাতে সমস্যার সমাধান অতি সহজ হয়েছে। কিন্তু after settlement যারা exchage করে এসেছে তাদের জায়গা আবার তৌজি করতে হবে এবং তৌজি করে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে। অতএব সেই অনুসারে চিন্তা করা হচ্ছে

যাতে তা হয়। জটিলতা আছে এবং সেই জটিলতা দূর করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে। নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সেটাও যাতে অতি দ্রুত করা চলে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেটা পুলিশ enquiryর through এ হতো সেটা এখন পুলিশ enquiryতে না গিয়ে অন্ততঃ S.D.M যারা আছেন, যা S.D.O যারা আছেন তারা তাদের discretionএ তা করে নিতে পারেন। Without Police Verification তারা তাদের discretionএ তা করতে পারেন। তারা যদি মনে করেন যে Police enquiry লাগবে তবে পাঠাতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে Police enquiry তে পাঠাতে হবে না তাহলে যাতে অতিদ্রুত certificate পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে পারেন। এতএব গঠনমূলকভাবে যে কোন সদস্য বলবেন সেটাকে আমরা গ্রহণ করব এবং সেটাকে কার্য্যকরী করার জন্য আমরা চেষ্টা করতে বাধ্য। ত্রিপুরাতে আমরা যে Co-operative scheme, Panchayet scheme, Forest scheme, Refugeeদের scheme, এবং Border defence & Road এর জন্য scheme এবং Co-operative farming এর যে scheme গ্রহণ করেছি সেগুলিকে যদি কার্য্যকরী করতে হয় তা হলে সকলের একটা সমবেত প্রচেষ্টা থাকা দরকার।

ত্রিপুরার উন্নতির জন্য, ত্রিপুরার পরিশ্রমী মানুষের উন্নতির জন্য schemeগুলি করা হয়েছে। অতএব এই schemeগুলি যাতে কৃতকার্য্য হতে পারে সেদিক দিয়ে সকলে মিলে সমবেতভাবে চিন্তা করব। হয়ত এমন অবস্থাও হতে পারে যে scheme গুলির amendment হওয়া দরকার এবং সেই জায়গাতে সেই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে সেটাকে amend করে কার্য্যকরী করার চেষ্টা করতে হবে সেইদিক দিয়ে যদি আমরা সমবেত প্রচেষ্টা রাখি তা হলে আমি আশা করব যে schemeগুলি গ্রহণ করেছি এই scheme গুলিকে রূপায়িত করে দেশের শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারব। এখন এই schemeগুলি আরম্ভ করব। বিশেষ করে যারা rural এলাকাতে ক্ষেত খামারে ভাল কাজ করছেন তাদের এই helpটা দেব, যাতে তারা তাদের essential commodities গুলি অতি সস্তায় সেই rural এলাকাতে পেতে পারেন। অতএব বর্ডার রোড এর জন্য central fund থেকে যেগুলি করা হয়েছে সেগুলিও কৃষক, শ্রমিক যারা আছে তাদের উন্নতির জন্য, তা সব সরকারের জন্য আমরা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। অতএব আমরা সকলে মিলে এটাকে উন্নতিমূলক বলে মনে করে কাজে নামি তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে আমরা অতিদ্রুত ত্রিপুরাকে উন্নত করতে পারবো, শক্তিশালী করতে পারবো। পঞ্চায়েত সম্পর্কে একটি কথা বলা হচ্ছে। পঞ্চায়েত মানেই হল To grow the village leadership. যাতে আমরা village leadership কে দাঁড়

করাতে পারি এবং সেই village leadership দেশের উন্নতিমূলক ; যাবতীয় কার্য্যাদি যা আছে, সেই সমস্ত জায়গাতে তারা তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করতে পারে। সেই অনুসারে ১১টি Block ত্রিপুরা রাজ্যে করা হয়েছে। অতি দ্রুত যাতে সেই সমস্ত Block এর মধ্যে তারা তাদের ন্যায্য স্থান অধিকার করে দেশের যে plan ও scheme হবে সেই plan ও scheme এ নিজের থেকে অংশ গ্রহণ করে দেশের কৃষক ও শ্রমিক দের যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারাকে Plan এর মধ্যে সংযোজিত করতে পারে সেইজন্য এই পঞ্চায়েতের মস্তবড় আবশ্যকতা আছে। সেই অনুসারে effectively যাতে তারা সেই সমস্ত জায়গায় তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করে দেশের যে plan ও scheme চলছে সেই সম্বন্ধে তাদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করতে পারে এবং সংশোধিত করতে পারে সেই জন্যই block এ তাহাদিগকে রাখা হয়েছে। মৎস্যচাষ সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়েছে যে কোন কোন জায়গাতে ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং তার মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করব জনসাধারণ এবং পঞ্চায়েত মৎস্য চাষের উন্নতি করবে। কারণ একমাত্র সরকার মৎস্যচাষের উন্নতি করতে পারেনা। তা যদি করতে হয় তাহলে তাকে জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। এবং জনসাধারণকে সেই কর্ত্তব্য করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। এবং সেই বিশ্বাস নিয়ে মৎস্য চাষের অংশ তাদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যাতে বাস্তবিক পক্ষে আমরা মৎস্যচাষকে অতি দ্রুত বৃদ্ধি করে দেশের উন্নতি করতে পারি এবং সেই দিকে চিন্তা করেই এই ব্যাপারে পঞ্চায়েতকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে। অতএব আমি আশা করব যে পঞ্চায়েতগুলি ঠিক ঠিক ভাবেই তা পরিচালিত করবে এবং গ্রামগুলি সবদিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। এই সব দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা এই প্ল্যানকে কার্য্যকরী করার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করেছি এবং আশা করব যে এই House এইটাকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKER : General discussion is over. I would now take-up the demands for grants. To day in the list of Business one supplementary demand i. e. Demand No. 19 Co-operation is to be disposed of. Members have received list of business along with the appendix. So the demand is to be moved by Chief Minister and the cut motions to be moved by the members. Now Chief Minister will move his demand for ten minutes when I call him and as soon as the Chief

Minister moves his demand I shall take all the cut motions to be moved and there will be a discussion on the demand & the cut motion thereafter when the debate is closed I shall dispose of the cutmotions on the demand by voice vote. Now I call on the Honble Chief Minister to move hisdemand No.19 - Co-operation.

SHRI S. L. SINGH, CHIEF MINISTER :– Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of Adminisrtator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 8,100/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from Ist April, 1965 to 31st March, 1966 in respect of demand No. 19 co-operation.

MR. SPEAKER :– There are two cut motions tabled by the members of the Opposition aganist this demand, one by Sri. Atiqul Islam "that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequancy of provision for subsidy distribution of consumers articles in rural areas." The second one is by Sri Aghore Debbarma "that the demand be reduced by Rs.100/- to discuss on inadequancy of Provision for managerial subsidy to rickshaw puller co-operative ."

I would now call on the movers of the cut motions to speak. First I would call on Sri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে জিনিসপত্রের দর যেভাবে চড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসের দরই যেভাবে বাড়ছে তা যে নিকট ভবিষ্যতে কমবে তার কোন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। মানুষের আয় বা তার রোজগার কিন্তু সে হারে বাড়ছে না। সারা ভারতবর্ষে যে সমীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে ভারতবাসীর যে আয় হয় তার শতকরা ৬৫ ভাগ তারা খাদ্যের জন্য খরচ করে। কাজেই এখানে বুঝা যায় যে তার আয়ের একটা বিরাট অংশই খাদ্যের জন্য ব্যয় করতে হয়। কাজেই শিক্ষা, চিকিৎসা বা অন্য কোনদিকে তেমন ব্যয় করতে

পারেনা। এই চিত্রটা যদি আমাদের সামনে রাখি তাহলে আমাদের সামনে এই কর্ত্তব্যটাই প্রধান হবে যে কি করে খাদ্যের ব্যাপারে যে অত্যধিক খরচ হচ্ছে সেটাকে কমিয়ে আনা যায় এবং কি করে সেটা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা যায়। যাতে তার শিক্ষার জন্য, চিকিৎসার জন্য, বাসস্থানের জন্য আরো বেশী টাকা খরচ করতে পারে সেটাই দেখা দরকার এবং তাহলে পরেই আমাদের সমাজের এবং দেশের উন্নতি হতে পারে। তা না হলে মানুষ যা রোজগার করে তার সবটাই যদি খাদ্যে ব্যয় করতে হয় তা হলে তার স্বাস্থ্যের, শিক্ষার এবং গৃহ সমস্যার দিকে সে কোন অর্থই ব্যয় করতে পারবেনা। এই কথা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমাদের সরকারকে মনে রাখতে হবে যে কন্জিউমার্স আর্টিকেলস জনসাধারণের কাছে যাতে চীপ রেটে পৌছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা। সরকার যদি সে ব্যবস্থা না করেন, তাহলে যারা চোরাকারবারী তাদের যা করার তা তারা করবেই। যদি আমরা হাটে, ঘাটে, মাঠে, গিয়ে বলি যে তোমরা এসব করনা, তাহলে কিছুই যায় আসেনা। কারণ চোরাকারবারীরা আর মুনাফাকারীরা বসেই আছেন মুনাফা লুট-বার জন্য। কাজেই মুনাফা করতে হলে যা করা প্রয়োজন তা তারা করবেই। তারা দেশকে বাঁচাবার জন্য বসেনি। তারা এটাও জানে যে যারা মাঠে, ঘাটে, হাটে এসে আমাদের নাম দিয়ে জনসাধারণকে ক্ষেপাচ্ছে, দেশদ্রোহী বলছে- ঐ মিটীংটা শেষ করেই তারা আমাদের কাছে হাত পাতবে টাকার জন্য। এবং আমাদের টাকা নিয়েই তারা প্রাসাদ করছে। তাদের গলাবাজী ঐ মাঠ পর্য্যন্তই, মাঠের বাইরে তা আসবেনা। এবং তারা এসব জানে বলেই জিনিসপত্রের দর বাড়াতে একটুও চিন্তা করেনা—কারণ তারা জানে যে আমরা দর যাই বাড়াই না কেন—আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন যে আগরতলায় ৬৭ হাজার টাকা দিয়ে যে কংগ্রেসের প্রাসাদ কিনা হয়েছে, সেটা কিনা হয়েছে আগরতলার বড় বড় ব্যবসায়ীদের টাকা দিয়ে এবং তাদের নাকি একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে টাকাটা তোমরা এখন দিয়ে দাও—তারপর বাজারে জিনিষপত্রের দামটা বাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের টাকাটা তুলে নিয়ে আসবে। যখন তারা দিচ্ছে তখন তারা নিবেই। তারজন্য কেউ কিছু করতে পারবেনা। তারা বলেই বেড়াচ্ছে যে আমরা যখন টাকা দিয়ে কংগ্রেস প্রাসাদ গড়ে দিয়েছি তখন আমাদের আজকে যদি কেউ গালাগালিও করে তা আমরা শুনবনা। আমাদের যা করার আমরা তা করবই এবং তাই করছে। তাদের কেউ ঠেকাতে পাচ্ছেনা। প্রকৃতপক্ষে যারা চোরাকারবারী তাদের গায়ে একটু আচড়ও পড়েনি। এমন কি যে সমস্ত পত্রিকা কংগ্রেস সমর্থক তারাও

এই কথা বলছেন যে যারা নাকি রুই, কাত্‌লা চোরাকারবারের, তাদের গায়ে ফুলের আঘাতও পড়েনি। আর যারা নাকি চুনোপুটী, যারা আসলে মজুতদারই নয়, তাদের টপাটপ গ্রেপ্তার করে কংগ্রেসকে রক্ষা করা হচ্ছে। এইজন্যই আজকাল বলে বেড়ানো হচ্ছে যে এটা ভারতরক্ষা আইন নয়, এটা কংগ্রেসরক্ষা আইন। ভারতরক্ষা আইনের নাম দিয়ে কংগ্রেসকে রক্ষা করা হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থাটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে জিনিসপত্রের দাম চারিদিক দিয়ে বাড়ছে। এবং সেই বাড়াটা যদি আমাদের কমাতে হয় তাহলে কনজিউমার্স আর্টিকেলস ডিষ্ট্রীবিউট করার ফুল রেসপন্‌সিবিলিটী সরকারের নেওয়া দরকার। গভর্ণমেন্টের, থ্রো কোঅপারেটীভ এইসব কঞ্জিউমার্স আর্টিকেলসগুলি চীপ্‌ রেটে বিক্রয় করার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। শুধু আগরতলা শহরে ৪।৫টী কোঅপারেটীভ দিয়ে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবনা। আমাদের সমস্যার যদি সমাধান করতে হয় তাহলে ডিষ্ট্রিবিউশানের রেসপন্‌সিবিলিটী আমাদের নিতে হবে, কারণ ডিষ্ট্রীবিউশানের রেস্‌পন্‌সিবিলিটী যদি আমরা না নেই তাহলে প্রাইস্‌ ফিক্সড্‌ করে দেওয়ার কোন সার্থকতা থাকেনা। আমি একটা দর বেঁধে দিলাম কিন্তু মানুষ যাতে সেই দরে জিনিসটা পায় তার দায়িত্ব আমি নিলাম না, তাহলে এই দর ফিক্স-আপ করে দেওয়ার কোন সার্থকতা থাকেনা। বরং যারা মজুতদার, মুনাফালোভী তারা একটা সুযোগ পায়। তারা ঘরে বসে বেশী দামে জিনিসপত্র বিক্রী করতে পারে। যারা বেশী দাম দিয়ে কিনতে পারছে কিনছে, আর যারা কিনতে পারছেনা, উপোস করে মরছে। কাজেই দর যখন ফিক্স-আপ করে দেওয়া হচ্ছে তখন ডিষ্ট্রিবিউশানের রেস্‌পনসিবিলিটীও নেওয়া দরকার। তা না হলে দর ফিক্স-আপ করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ব্লেক মার্কেটীয়ার্সদের দরজা খুলে দেওয়া। এবং তাই করা হচ্ছে। কাজেই এই যে ডিষ্ট্রিবিউশন অব কঞ্জিউমার্স আর্টিকেলস-এর জন্য ৭,৫০০ টাকা ধরা হয়েছে—সেই টাকায় কি হবে? বলা হচ্ছে যে ফর ম্যানেজারিয়েল পারপাস্‌, ম্যানেজারীয়েল ফাংশান করার জন্য, তাদের অফিস এষ্টাব্লিশমেন্ট-এ টাকাটা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে যে কঞ্জিউমার্স আর্টিকেলস ডিষ্ট্রিবিউট করার কোনরকম রেস্‌পনসিবিলিটী নেওয়া হচ্ছেনা, আগে যা ছিল তাই থাকবে। এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ বেড়ে গেছে তাই এই টাকাটা ধরা হয়েছে। কাজেই সেই যে একিউট প্রোব্লেম সে প্রোব্লেম রয়েই গেল। আমাদের কঞ্জিউমার্স আর্টিকেলসগুলি একটা ফিক্সড প্রাইসে পাব্লিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এবং জনসাধারণ যাতে একটা ফিক্সড প্রাইসে কঞ্জিউমার্স আর্টিকেলস্‌গুলি পায় তার রেসপন্‌সিবিলিটী সরকারের নেওয়া

উচিত এবং আমি মনে করি এখন যে সমস্ত রেশন দোকানগুলি বিভিন্ন জায়গায় আছে তার মারফতে যাতে জনসাধারণ কঞ্জিউমাস আর্টিকেলস্ পায়, যেমন ড্রাল, চিনি, নুন, তৈল ইত্যাদি পায় তার ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত। এটা একটা অসম্ভব কাজ কিছু নয়। কন্ট্রোলে যদি চাউল বিক্রী করা যায় তাহলে ডাল, চিনি, তৈল ইত্যাদি কন্ট্রোল করে কেন বিক্রী করতে পারবেন না, আমি তা বুঝিনা। যদি সরকার এই সব কঞ্জিউমার্স আর্টিকেলস—কোঅপারেটীভ বা রেশন সপের মারফতে বিক্রী না করেন তাহলে যত কথাবার্ত্তাই বলা হউক না কেন তাতে সমস্যার কোন সমাধান হবেনা এবং সরকার কিছু করছেন বলে জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারবেন না। কাজেই আমি এটুকুই বলব যাতে থ্রু রেশন সপ অ্যাণ্ড কো-অপারেটীভস অল এসেনসিয়েল কঞ্জিউমার্স আর্টিকেলস জনসাধারণকে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা যেন সরকার করেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৯ কো-অপারেশনে যে কাট মোশান রাখছি তার কারণ হল সেন্ট্রেলী স্পন্সর্ড স্কীমে রিক্স-পুলারদের কো-অপারেটীভ করে তাদের কো-অপারেটীভ-এ ম্যানেজারিয়েল কস্ট বাবত গভর্ণমেন্ট থেকে এইড্ দেওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা দেখি তাহলে শুধু একটা করলেই আমরা রিক্সাওয়ালাদের সাহায্য সহায়তা করতে পারব বলে আমি মনে করিনা। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এটা খুবই ভাল তা নিঃসন্দেহ। কাজেই এই স্কীম সম্পর্কে যদি রুলিং পার্টির কনফিডেন্স থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে এই কো-অপারেটীভের মাধ্যমে রিক্সাওয়ালাদের আমরা অনেক সাহায্য সহায়তা বা উন্নতি অগ্রগতির পথে টেনে নিয়ে যেতে পারব। কাজেই আমি মনে করি এই বাবতে অন্ততঃ শুধু দৃষ্টিভঙ্গী একটার মধ্যে না রেখে যেখানে যেখানে রিক্সাওয়ালা বেশী আছে সেখানেও আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। এইভাবে মফঃস্বল শহরগুলির মধ্যেও যেখানে যেখানে রিক্সা চলাচল বেশী আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও কো-অপারেটীভ করে এবং যে স্কীমের কথা বলা হয়েছে ঠিক সেইভাবে সেই ক্ষেত্রেও ম্যানেজারিয়েল কস্ট দিয়ে তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করার একটা স্কীম থাকা দরকার। অতএব আমি মনে করি আজকে এখানে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। কাজেই আমি প্রস্তাব করি, আমরা সকলে দলমত নির্বিশেষে একত্র হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব যাতে এই স্কীমে আরও বেশী করে ব্যয় বরাদ্দ ধরার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে যাতে আমরা

রিক্সাওয়ালালাদের সাহায্য সহায়তা করতে পারি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now request Hon'ble Deputy Minister Shri M. L. Bhowmik to speak.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমবায় খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী মঞ্জুরীর উপর এই ছাটাই প্রস্তাব এসেছে আমি তার বিরোধিতা করছি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীইসলাম সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন আমাদের যে সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড স্কীম, সাবসিডি ফর ডিষ্ট্রিবিউশান অব কঞ্জিউমার্স আর্টিকেলস ইন্ রুরেল এরিয়াস, এই সমস্ত কঞ্জিউমার্স গুডস্ এর যেন আমরা দাম নির্দ্ধারণ করে দেই। সরকার যদি সরবরাহ করে না দেন, দাম নির্দিষ্ট করে না দেন তাহলে পরে সেটা থাকবেনা, আমাদের এই যে স্কীম তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা চাইছি এই কঞ্জিউমার্স গুডস্ যাতে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ, বিশেষ করে ন্যায্যমূল্যে পেতে পারেন তার জন্য যে সমস্ত কো-অপারেটীভ গড়ে উঠেছে তারমধ্যে আপাততঃ ৬টীকে আমরা বেছে নিয়েছি। এ ৬টীর প্রত্যেককে ১২৫০ টাকা করে ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দেওয়া হবে। কারণ এই ছয়টীর পরিচালনা ভাল চলছে। যারা কঞ্জিউমার্স গুডস্ ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করতে পারবেন এমন ছয়টী প্রাইমারী মার্কেটীং সোসাইটীকেও এই ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দেওয়া হবে। এবং তাতে তাদের এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ কম হবে। এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ কম হওয়ার ফলে তারা অল্প দামে এই কঞ্জিউমাস গুডস্ সরবরাহ করতে পারবেন। এবং প্রয়োজন হলে আমরা এই সমস্ত মার্কেটীং সোসাইটীগুলিকে লোন দিয়ে তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল যাতে বাড়তে পারে সেই সাহায্যও আমরা করতে পারি। এভাবে সমবায়ের মাধ্যমে মার্কেটীং কোঅপারেটীভ সোসাটীসের মাধ্যমে কঞ্জিউমার্স গুডস্ গ্রামাঞ্চলের দিকে সরবরাহের এই যে প্রচেষ্টা সেটা সার্থক হবে যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে এই সমবায় সমিতিগুলি পরিচালনা করতে পারি। সমবায় সমিতির পরিচালনার উপরে এর কৃতকার্য্যতা নির্ভর করছে। তারা যদি ঠিক ঠিক ভাবে কোঅপারেটীভ সোসাইটিগুলোকে পরিচালনা করেন তাহলে তারা জনসাধারণকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করতে পারবেন। একথা সত্যি যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যের জন্য জনসাধারণের বহু অসুবিধা হচ্ছে এবং এর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কঞ্জিউমার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটীর সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে আমরা এই স্কীমগুলি গ্রহণ করেছি। এই স্কীমগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী হয় তাহলে নিশ্চয়ই

জনসাধারণ উপকৃত হবে। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীদেববর্মা বলেছেন যে আমরা রিক্সা-পুলার কোঅপারেটীভ করছি। শুধু একটি মাত্র আগরতলা শহরে করতে যাচ্ছি। এই জাতীয় কোঅপারেটিভ ত্রিপুরার সর্বত্র করা উচিত। কারণ ত্রিপুরার সর্বত্র রিক্সা পুলার রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্রই এভাবে কোঅপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তোলা উচিত। হাঁ, সেটা আমরাও স্বীকার করি। প্রথমতঃ আমরা পরীক্ষা-মূলক ভাবে এই আগরতলা শহরে একটি রিক্সা পুলার কোঅপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তুলতে চাই। কারণ রিক্সা শ্রমিক অত্যন্ত দরিদ্র এবং তাদের অধিকাংশই উদ্বাস্তু। অন্যের রিক্সা ভাড়া করে সেই রিক্সা তারা চালাচ্ছেন। কাজেই তাদের মুনাফা কম হচ্ছে। যদি রিক্সা শ্রমিকেরা নিজেরা রিক্সার মালিক হন তাহলে তারা আরও বেশী উপার্জন করতে পারবেন। এবং তাতে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। সেই জন্য প্রথমতঃ আমরা কোঅপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছি এবং সেই রিক্সা পুলার কোঅপারেটিভ সোসাইটিকে আমরা ম্যানেজারিয়েল গ্রান্টস হিসাবে প্রথম ৬ মাসে ১০০ টাকা করে দেব এবং তাদের শেয়ার ক্যাপিটেলের জন্য আমরা দশ হাজার টাকা দিতে পারব, তার ব্যবস্থাও আমাদের বাজেটে আছে। এই টাকা লোন অ্যাণ্ড অ্যাডভান্সেস বাই দি ষ্টেট অ্যাণ্ড ইউনিয়ন টেরিটরীজ গভর্ণমেন্ট হেড-এ রয়েছে। সেই হেড থেকে আমরা তাদিগকে ক্যাপিটেল গ্রান্টস-এর জন্য, ওয়ার্কিং ক্যাপিটেলের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করতে পারব। এভাবে কোঅপারেটীভ সোসাইটি যদি ঠিক ঠিক ভাবে গড়ে উঠে তাহলে রিক্সা শ্রমিকেরা উপকৃত হবেন এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। আগরতলা শহরে যদি আমরা এতে কৃতকার্য হয় তাহলে আগরতলা শহরের দৃষ্টান্তে অন্যান্য শহরে যে সমস্ত রিক্সা শ্রমিক হয়েছেন তারা উৎসাহিত হবেন এবং অন্যান্য জায়গায়ও এভাবে সোসাইটি গড়ে উঠবে এবং তাতে রিক্সা শ্রমিকেরা তাদের অর্থ-নৈতিক জীবনে উন্নতি করতে পারবেন। কাজেই মাননীয় সদস্যদের যে বক্তব্য রেখেছেন এই ছাটাই প্রস্তাবে তার বিরোধীতা করি এবং আমাদের এই যে প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টা যদি কার্য্যকরী হয় তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণ এবং রিক্সা শ্রমিক সকলেই উপকৃত হবেন।

Mr. Speaker :— I would now request the Hon'ble Member Smt. Ranu Chakraborty

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে ডিমাণ্ড নং ১৯—কোঅপারেশন সম্পর্কে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড করেছেন তা আমি সমর্থ করছি এবং এখানে যে ২টি কাট মোশান রাখা হয়েছে তামি তার বিরোধীতা করছি। এখানে বিরোধীপক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে, এই খাতে বরাদ্দ খুব কম ধরা হয়েছে। আমাদের অত্যন্ত সচেতন হওয়া দরকার যে আমাদের ত্রিপুরায় ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ কত কম। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা বাজেট করি, এষ্টিমেট করি, স্কীম করি।

কিন্তু তার সমস্ত ব্যয়ের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হতে পারব ততদিন পর্য্যন্ত আমরা, এমন কি বাজেট অধিবেশনেও কোন টাকা স্যাংসান করতে পারবনা। আমরা শুধু এখানে বসে আলোচনাই করতে পারব। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে অল ইণ্ডিয়া স্কীম হিসাবে, সেন্ট্রালি স্পনস্পর্ড স্কীম হিসাবে যে দুটো পরিকল্পনা এখানে রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত মঙ্গলসূচক বলে আমি মনে করি। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকনা যেমন বিশাল সমুদ্রের সৃষ্টি করে ঠিক সেই রকম ক্ষুদ্র অংকের টাকা হলেও যদি তার পেছনে মহান উদ্দেশ্য থাকে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত থাকে এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যটাকে চরিতার্থ করবার জন্য সূচনা হিসাবে যে ক্ষুদ্র অঙ্কটুকু তার মধ্যে ধরা হয়েছে সেটা যদি আমরা সৎভাবে সৎ কাজে পরিচালিত করতে পারি তাহলে মনে করি যে আমাদের শুভ সূচনা হবে এবং আমরা সার্থকতায় উপনীত হতে পারব। কারণ এখানে যে দু'টো পরিকল্পনা রাখা হয়েছে—Rickshaw Puller Co-operative Society সেটা বিশেষ একটা শুভ সূচনা এবং আমি মনে করি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে গরীব দেশের মধ্যে, এবং তাদের অধিকাংশই Refugee। অধিকাংশ রিক্সা চালকদের তাদের নিজস্ব রিক্সা নেই, মালিকের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্রের মধ্যে সারাদিন খেটে যে পয়সা উপার্জ্জন করে তার থেকে মালিককে ২ টাকা হউক বা ৪ টাকা হউক যা বরাদ্দ তা দিতেই হয়। সারাদিন খেটে দুমুঠো অন্নও পায়না। সেই অবস্থা চিন্তা করে আমাদের ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন যাতে এই সমস্ত দরিদ্র রিকসা শ্রমিক অর্থনৈতিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে এই সমবায়ের মাধ্যমে। এই সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিশেষভাবে বলেছেন। মাননীয় উপমন্ত্রী শ্রী বি, দাস মহাশয় বলেছেন যে শুধু এই ছয়শত টাকাই নয় এই Co-opeeative এর জন্য আরও ১০,০০০ টাকা তাদের scheme আছে, তাদের লোন টোন দিয়ে কিভাবে সুন্দর করে তাদের সমিতি গঠন করা যায়। এখানে ৬০০ টাকা রাখা হয়েছে managerial subsidy হিসাবে। সাধারণত Co-operative গুলোর নিজস্ব আয় এবং source এর উপর নির্ভর করতে হয়. কিন্তু ত্রিপুরার যতগুলো রিকসা ওয়ালা আছে তারা সকলে displaced persons, তারা সহায় সম্পদহীন এবং অতি গরীব তারা। সেইজন্য প্রথমত সম্পূর্ণ অর্থের বরাদ্দ করতে পারবেন না এবং সমিতির কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তারজন্য, মাত্র ৬ মাসের জন্য এই টাকা তাদের একজন manager কে appointment করার জন্য রাখা হয়েছে।

সুতরাং ত্রিপুরা কেন ভারতবর্ষের আর কোথায়ও এক টাকা রাখা হয়নি। ত্রিপুরা গরীব দেশ বলেই বোধ হয় এই টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপর provision for subsidy, distribution of consumers articles সম্পর্কে বলা হয়েছে।

মাননীয় আজিজুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে Fixed price বা ন্যায্য মূল্যে জিনিস-পত্র যাতে সরবরাহ করতে হয়, সেই সুবিধার জন্যই এই সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই সমিতি পরিচালনার জন্য যে Manager রাখা দরকার শুধু তাকে সাহায্য করার জন্যই এই grant এখানে দেওয়া হয়েছে। সব সময়ই যদি আমরা Govt. সাহায্য করবে এই মনোবৃত্তি না নিয়ে একটা সমন যেন ... গড়ে তুলি, এবং সমস্ত গরীব জনসাধারণকে সংঘবদ্ধভাবে গড়ে উঠবার জন্য encourage করি, তাহলে আমি মনে করি শুধু শহরে কেন গ্রামাঞ্চলেও এই রকম Co-operative Society গড়ে উঠবে এবং সরকারের এই যে পরিকল্পনা সেটা সার্থকতায় রূপান্তরিত হবে। সুতরাং এখানে যে Cut motion আনয়ন করা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে Demand এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি।

MR. SPEAKER :—I now request the Hon'ble Chief Minister to reply.

SHRI S. L. SINGH, CHIEF MINISTER :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এই Co-operative এর Demand এ দুটি Cut motion রাখা হয়েছে। আমার মনে হয় যে তারা সম্যক বুঝেও Cut motion দু'টি রেখেছেন এইজন্য যে Cut motion রাখা দরকার, তাই রেখেছেন। তা না হলে পরে তারাও জানেন যে আজকের ত্রিপুরায় Co-operative এর গুরুত্ব কত। কারণ কৃষক যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন করছে তার থেকে শুরু করে marketing এবং consumers এর বিধান করা হয়েছে তা তারা জানেন। এবং যাতে ত্রিপুরার যারা কৃষান তারা ঠিক সেইভাবে Co-operative গড়ে তুলেছেন। শ্রমিক যারা তারাও আজ প্রচেষ্টা করছেন সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য। প্রথম কথা হলো এই যে, জনসাধারণকে বিশ্বাস করতে হবে। মাননীয় সদস্যরা বক্তৃতার মাধ্যমে তা ঘোষণা করেছেন। এবং সেই অনুসারেই জনসাধারণকে তার কর্মকুশলতার উপর, তার সংগঠনের উপর, তার পরিচালনার উপর আজকে দেশকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে হবে। সেই অনুসারে উৎপাদন থেকে বন্টন পর্যন্ত একটা সুনির্দিষ্ট পথে দেশকে, জাতিকে পরিচালনা করার যে দায়িত্ব ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছেন সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে service co-operative আছে। কৃষকদের মধ্যে তা করা হয়েছে। Marketing Society করা হয়েছে, Consumers Co-operative করা হয়েছে, Appex Society করা হয়েছে। একটি co-operative ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে এই গরীব দেশকে আমরা বিত্তের অধিকারী করতে পারি, বস্ত্রের অধিকারী করতে পারি, ... দিতে পারি, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তা করা হয়েছে। Consumers Co-operative এজন্য করা হয়েছে যাতে দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। কারণ দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই এই Co-operative গুলি করা হয়েছে এবং তার মধ্যে

চাউলকে, চিনিকে, লবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়েছে। এবং ডাল ও তেল যাতে নিয়ন্ত্রিত রাখা চলে সেটাও করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস রাখি এভাবে যদি Co-operative গুলি শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠে, Marketing Society গুলিকে আমরা গড়ে তুলতে পারি তাদিগকে managerial Assistance দিয়ে সেই দ্রব্যাদি আনার শৃঙ্খলা বিধান করি, যাতে তারা তাদের stock রীতিমত রাখতে পারেন। সেইদিক দিয়ে আমরা যে পরিকল্পনা করেছি সেই অনুসারে অর্থের বরাদ্দ আগের Budgetএ রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরাও তা অবগত আছেন, তারাও বিশ্বাস করেন যে Co-operativeএ cut motion রাখা দরকার—অতএব তা রেখেছেন। রিক্সা Pullers দের মধ্যে তারা জানেন যে Co-operative গড়ে তোলার দরকার এবং সেই অনুসারে তাদের Co-operative গড়ে তোলা, তারা যে যন্ত্র চালিয়ে তাদের অন্নের সংস্থান করছেন সেই যন্ত্রকে তাদের কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া, তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা এবং সেই বিধানের জন্যই এই নূতন একটি প্রথা চালু করা হয়েছে। তারা তা জানেন না [illegible] নয়। তারা তা সম্ভবতঃ অবগত আছেন। তবে এখানে cut motion রেখেছেন। আমার মনে হয় বিরোধী হলে পরে cut motion রাখতে হয় সেই নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা করার জন্যই তারা এই cut motion এনেছেন। অতএব আমি আশা করবো Co-operation এর যে Demand House এর সামনে রেখেছি House সর্বান্তঃকরণে তা গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKER :— The discussion on Demand for Grant No. 19 Co-operation is over. I would now put the motion to vote. First I would put to vote the cut motions one by one. The cut motion moved by Shri Atiqul Islam is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequancy of provision for subsidy distribution of consumers articales in rural areas.

The cut motion was put to vote & lost.

The next cut motion moved by Shri Aghore Debbarma is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequancy of provision for managerial subsidy to rickshaw puller co-operative.

The cut motion was put to vote & lost.

I would now put the main motion moved by Hon'ble Sachindra Lal Singh to vote. The question is that a further sum not exceeding Rs. 8,100/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1965 to 31st March 1966 in respect of Demand No. 19—co-operation.

The demand was put to vote and passed.

As the business of the day is over the House stands adjourned till 11 A. M. on Thesday the 13th July 1965.

APPENDIX 'A'

STARRED QUESTION NO. 172—Asked by Shri Dinesh Deb Barma, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
a) Whether the detenus of Tripura lodged in Dumka Jail, Bihar have prayed for transfer to some other Jails.	Yes
b) If so, what is the decision of the Government;	Government do not consider their transfer to any other Jail necessary in view of the fact that their health has improved.
c) What is the conditions of their heatlh.	Good. Their weight has increased since admission in Dumka Jail.

STARRED QUESTION NO. 135—Asked by Shri Bulu Kuki, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1) Whether any family allowance has been granted to any detenu of Tripura detained in Jails of Bihar,	No.
2) If so, the reasons thereof ?	Since the criteria for granting such allowance are not fulfilled.

STARRED QUESTION NO. 129– By
Shri Hemanta Deb M.L.A.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে পুরাতন আগরতলা জুনিয়র বেসিক স্কুলটি দীর্ঘদিন যাবত ভগ্ন অবস্থায় আছে,	না।
২। সত্য হইয়া থাকিলে উহাকে মেরামত করার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?	প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 71—By
Shri Bulu Kuki, M.L.A.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে কমলপুরের ডুলুবাড়ী প্রাইমারী স্কুল গৃহ (ভাগবত সর্দার পাড়া) অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় বর্ত্তমানে ;	না।
২। ইহা কি সত্য যে এই স্কুল প্রয়োজনীয় টেবিল চেয়ার ইত্যাদির অত্যন্ত অভাব ;	না।
৩। এই স্কুল গৃহের প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য এবং আসবাব পত্র ক্রয় করিবার জন্য কি কোন অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে;	না।
৪। না হইয়া থাকিলে, কারণ কি ?	প্রশ্ন উঠে ন

STARRED QUESTION No. 70 – By
Shri Atiqul Islam, M.L.A

QUESTION	REPLY
1) Whether it is a fact that the pucca-wall of the Mistress quarter of the Bisramganj Higher Secondary School has been collapsed ;	No.
2) Whether it is a fact that the students of the bording house of the said school have been forced to Uacate the boarding house to accommodate the Mistresses there ;	No.
3) If so, what steps have been taken to bring back the students to the boarding house and to repair the pucca-wall of the Mistress quarter in question ?	Does not arise.

STARRED QUESTION NO 41 – By
Shri Birchandra Deb Barma, M.L.A.

QUESTION	REPLY
1 Whether selection of B.T. Trainees from among the teachers have been made ;	Yes
2. If so, what is the basis of such selection ;	On the basis of merit
3. Whether it is a fact that the selection has been made without taking into consideration the seniority and the experiences of the teachers ?	Does not arise

STARRED QUESTION NO. 39—By
Shri Birchandra Deb Barma, M.L.A.

QUESTION	REPLY
1. Whether the pay scales of undergraduate and untrained graduate teachers have been revised ;	1. a) For under Graduate Teachers.............. Yes b) For untrained Graduates...No.
2. If not, the reasons thereof ?	For 1 (a)—Does not arise For 1 (b) A proposal has been made.

STARRED QUESTION NO. 28—By
Shri Hlura Aung Mag, M L A.

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিলোনীয়া বি, কে, হায়ার সে কণ্ডারী স্কুলের বেডিং এ বর্ত্তমানে সীট সংখ্যা কত ;	৩০।
২। এই বোডিং এর সীট সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে কিনা ?	না।

STARRED QUESTION-14—By
Shri Aghore Deb Barma, M.L.A.

QUESTION	REPLY
1 Whether there has been any assessment of basic education in Tripura by the Government of Tripura;	No.
2. If so, with what result ?	Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 91—By
Shri Sudhanwa Deb Barma, M.L.A

QUESTION	REPLY
a) Whether the Education Department has requested any particular individual to write text-book in Tripuri language to be introduced in the Pry. stage ;	Education Directorate invited manuscripts of a Primer in Tripuri and only one person rseponded and as such no particular person was requested.
b) If so, whether any text-book in Tripuri language for the purpose was submitted to the Education Department;	Yes.
c) If not, whether Education Department intends to publish any text-book in Tripuri language ?	Does not arise.

STARRED QUESTION No. 38–By
Shri Hlura Aung Mog, M L A.

প্রশ্ন	উত্তর
১। বগাফা আশ্রম স্কুল বোর্ডিং এ বিলোনিয়া কোন স্থায়ী সুপারিনটেনডেণ্ট আছে কি না ?	না।
২। না থাকিলে ইহার কারণ কি ?	স্থায়ী সুপারিনটেনডেণ্ট'এর প্রয়োজন নাই।

STARRED QUESTION NO. 106—By
Shri Promode Rn. Das Gupta, M.L.A & Shri Bulu Kuki, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. No. of persons arrested for hoarding Rice at Agartala from April '65 to the 20th June '65 under D. I. Rules and Food grains Act.	12 persons.
2. No. of houses searched for hoarding Rice and paddy with the names of the owners from April '65 to the 20th June, 65.	84 houses (list of names of owners is enclosed).
3. Quantity of paddy and rice recovered from their godown ?	Rice—8101 K.G. Paddy—3392 K. G.

LIST OF NAMES OF OWNERS OF THE HOUSES WHICH WERE SEARCHED (VIDE PART II OF QUESTION NO. 106)

1. Raj Kumar Deb Nath of Banamalipur.
2. Niranjan Laskar of Dhaleswar.
3. Hara Krishna Saha of Dhaleswar.
4. Gopal Ch. Saha of Dhaleswar.
5. Jogesh Ch. Saha of Dhaleswar.
6. Debendra Ch. Debnath of Dhaleswar.
7. Nur Meah of Ramnagar.
8. Lalit Mohan Saha of Melarmath.
9. Hiralal Saha of Math Chowmohani.
10. Prafulla Kr. Banik of Arundhutinagar.
11. Bhola Nath Saha of Hariganga Basak Road.
12. Somendra Ch. Sen of Sri-Krishna Rice and Oil Mill.
13. Binode Dey of Kasari Patti.
14. i) Shri Sitanath Saha
    ii) Shri Ganesh Ch. Saha of Abhoynagar.
15. Khir Mohan Nath of Banamalipur.
16. Shyama Charan Saha of Town Pratapgarh

LIST OF NAMES OF OWNERS OF THE HOUSES WHICH WERE SEARCHED (VIDE PART II OF QUESTION NO. 106)

17. Krishna Dhan Paul of Town Pratapgarh.
18. Radhikalal Basak of Town Sibnagar.
19. Birendra Mohan Saha of Town Pratapgarh.
20. Manindra Ch. Roy of Pratapgarh.
21. Dhirendra Saha of Dipali Bhandar.
22. Bhola Nath Saha of Thakurpalli Road.
23. Puspa Mohan Saha of Asram Choumohani.
24. Sukalal Banik of Dhaleswar.
25. Kshetra Mohan Banik of Dhaleswar.
26. M/s Surja Kanta Paul of Hariganga Basak Road.
27. Nani Gopal Chanda of Madhya Para.
28. Hrishikesh Pal of Ramnagar.
29. Nihar Ranjan Sarkar of Ramnagar.
30. Ranjit Kr. Chakraborty of Tai Road.
31. Sita Nath Saha of Abhoynagar,
32. Matilal Poddar of Gangail Road.
33. Kshir Mohan Debnath of Banamalipur.
34. Matilal Saha of Sibnagar.
35. Jogendra Ch. Das of Town Pratapgarh.
36. Satya Ranjan Pal of Town Pratapgarh.
37. Rabindra Kr. Saha of Town Pratapgarh.
38. Jogendra Basak of Town Pratapgarh.
39. Mohini Saha of Town Pratapgarh.
40. Jogendra Basak of Town Pratapgarh.
41. Jogendra Ch. Das of Town Pratapgarh.
42. Rabinda Kr. Saha of Town Pratapgarh.
43. Satya Ch. Paul of Town Pratapgarh.
44. Rohini Saha of Town Pratapgarh.
45. Manindra Chandra Das of Hariganga Basak Road.
46. Jatindra Ch. Das of Hariganga Basak Road.
47. Mukunda Ch Das of Hariganga Basak Road.
48. Hari Har Dey of Sibnagar.

LIST OF NAMES OF OWNERS OF THE HOUSES WHICH WERE SEARCHED (VIDE PART II OF QUESTION NO. 106)

49. Lakhi Kr. Ramnagar. Rice & Oil Mill.
50. Bidhu Bhuson Ray of Joynagar, Agartala.
51. Dhirendra Ray of Mantribari Road.
52. Abani Paul of Arundhutinagar.
53. Dhirendra Dey of Mantribari.
54. Krishna Dhan Paul of Kadamtali.
55. Harendra Podder of Town Bardwali.
56. Krishna Dhan Pal of Kadamtali.
57. Anil Ch. Deb of Badarghat.
58. Harendra lal Deb of North Badarghat
59. Manhar lal Das of North Badarghat.
60. Tarani Deb of North Badarghat.
61. Gopal Ch Pal of Joynagar.
62. Amulya Ranjan Roy of Krishnanagar.
63. Gopal Pal of Joynagar.
64. Amulya Ray of Krishnanagar.
65. Lalmohan Bhowmik of Dhaleswar.
66. Gopal Ch. Saha of Krishnanagar.
67. Surja Kr. Saha of Abhoynagar.
68. Raimohan Saha of Krishnanagar.
69. Sachindra Debnath of Dhaleswar
70. Amar Ch. Bhowmik of Dhaleswar.
71. Birendra Debnath of Dhaleswar.
72. Naresh Ch. Kar of Krishnanagar.
73. Paresh Ch. Kar of Krishnanagar.
74. Ram Chandra Das of Krishnanagar.
75. Nabadwip Debnath of Ramnagar Road No. 4.
76. Krishna Dhan Saha of Omiya Sagar Par.
77. Sukulal Saha of Netaji Subhas Road.
78. Upendra Podder of Joynagar.
79. Chandra Mohan Saha of Jaynagar.
80. Bibhuti Bhuson Roy of Jaynagar.

APENDIX

LIST OF THE NAMES OF THE OWNERS OF THE HOUSES WHICH WERE SEARCHED (VIDE PART II OF THE QUESTION NO. 106

81. Balai Saha of Jainagar.
82. Hari Das Debnath of Palace Compaund.
83. Harendra Mohan Dutta of Pratapgarh.
84. Prafulla Kr. Paul of Town Pratapgarh.

STARRED QUESTION NO. 170—By Shri Dinesh Deb Barma, M.L.A.

QUESTIONS.	ANSWER
Will be Hon'ble Minister in-charge of the Food and Civil Supply Department be pleased to state—	
a) Whether serious damage has occoured to food crops due to draught.	The draught has delayed the sowing of Aus paddy crop. The extent of damage can only be assessed after harvest of the crops surviving floods and other natural calamities.
b) If so, the extent of damage done division-wise.	
c) What steps have been taken to save the people from food scarcity ?	In order to meet the food deficiency in certain areas and also to arrest the rise in the price of rice, the following measures have been taken :- i) Fair price shops have been opened throughout the Territory, wherever necessary. ii) Arrangements have also been made to sell rice in the open markets through the agency of the Co-operative Societies.

UNSTARRED QUESTION NO. 167—By Shri Munchor Ali M. L. A

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৬৩ ইং সনের ঝড়ে কত গুলি বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, মহকুমাওয়ারী হিসাব ;	১। ক) অমরপুর— ৪৮ খ) বিলোনিয়া— ৮৯ গ) সাবরুম—৭৪
২। আজ পর্য্যন্ত কতগুলি বিদ্যালয় মেরামত হয় নাই ?	১। ক) অমরপুর—৭ খ) বিলোনিয়া—২ গ) সাবরুম—২

UNSTARRED QUESTION NO. 105—By Shri Bulu Kuki M. L. A.

Question	Answer
১। ইহা কি সত্য রাইমা এলাকার লোকেরা রাইমা বাজার দারোগার নামে (Police out post) ঘুষ নেওয়ার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট দিয়াছিল ?	হ্যাঁ ছোট দারোগার (A.S.I.) বিরুদ্ধে
২। যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই অভিযোগ সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কিনা ?	হ্যাঁ, তদন্ত এক দায়িত্বশীল অফিসারের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে।
৩। এবং ইহার ফলাফল কি ?	তদন্ত সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষ সংশ্লিষ্ট ছোট দারোগাকে (A.S.I.) অন্যত্র বদলী করা হইয়াছে।

APPENDIX

UNSTARRED QUESTION NO. 90

As on 31-3-64(1963-64)

Name of Sub-Divisional	No. of students in High/Higher Secondary Schools.			No. of students in Middle(Sr. Basic/Jr. High) School.			No. of students in pry/Jr.Basic Schools.		
	Total No. of Students.	No. of tribal Students.	Percentage of tribal students total.	Total No. of Students	No. of tribal Students.	Percentage of tribal students total.	Total No. of Students.	No. of tribal Students.	Percentage of tribal students
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amarpur	213	19	8,9	82	24	29.2	3180	1494	46·9
Belonia	1778	107	6·9	1216	33	2.7	8851	1283	14·4
Dharmanagar	2278	22	0·9	1515	315	20·7	12096	2182	18·0
Kailasahar	1757	31	1·7	726	51	7·0	9560	1258	13·1
Kamalpur	833	17	2·0	704	37	5·2	7843	1746	22·2
Khowai	1785	211	11·8	1031	233	22·5	11642	4260	36·5
Sabroom	257	24	9·3	448	38	8·4	4019	850	21·1
Sadar	11369	694	6·1	7795	918	11 7	39137	8778	22·4
Sonamura	527	31	5 8	505	7	1·3	5702	559	9 8
Udaipur	1399	82	5·8	561	50	8·9	8025	1863	2·3

STARRED QUESTION 151—by
Shri Atiqul Islam, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether in the years of 1963 64 and 1964-65 any financial aid were granted to clubs and sports associations.	Yes.
9. If so, the names of such clubs and sports Associations.	The lists are appended in Statement B, C and D.
3. Whether the accounts of the clubs and sports associations to which financial aids have been granted, have been audited by the Government ;	Before giving grants, the accounts of the clubs/Associations were checked by an Inspecting Officer and after finalisation of purchase, the accounts were again checked and Physical Verifications were made by Departmental Officers.

STATEMENT 'B'

Expenditure Sanction during 1963-64.

Name of the Clubs/Associations.	Amount Sanctioned	Purpose for which the amount is sanctioned.
1. Tripura Sports Association, Agartala.	Rs. 1,000/-	Misc. Expenditure for running competitions.
2. Sonamura Sporting Association, Sonamura.	Rs. 500/-	—do—
3. Belonia Sporting Association, Belonia.	Rs. 500/-	—do—
4. Udaipur Sporting Association, Udaipur.	Rs. 500/-	—do—
5. Vivekananda Byamagar, Agartala.	Rs. 300/-	Purchase of equipments and improvement of Standard.
6. Tarun Bayamagar, Agartala.	Rs. 300/-	Purchase of equipments.
7. Chhatra Sangha, Agartala.	Rs. 300/-	—do—
8. Arabinda Bayamagar, Agartala.	Rs. 300/-	—do—
9. Unnayan Sanga, Agartala.	Rs. 300/-	—do—
10. Agiya Cholo Sangha.	Rs. 300/-	—do—
11. Dhirendra Bayamagar, Agartala.	Rs. 250/-	—do—
12. Harina Youth Club, Sabroom.	Rs. 250/-	—do—
Total—	Rs. 5,000/-	

——

APPENDIX

Statement—C

Expenditure Sanction during the year 1964-65

Sl. No	Name of the Clubs/ Sporting Associations	Amount Sanctioned	Purpose for which the amount is sanctioned	Counter-signing autho-rity.
1	2	3	4	5
I.	Mahabir Bayamagar, Udaipur, Tripura.	Rs. 500/-	For pur-chase of sports equipments.	Deputy Di-rector (Youth Programme) Tripura, Agartala.
2.	Naba Sakti Sangha, Old Agartala, Tripura	Rs. 500/-	Do	Do
3.	Melaghar Sporting Association, Melaghar Tripura.	Rs. 500/-	Do	Do
4.	Sakti Sangha, Abhanga Kamalpur, Tripura.	Rs. 500/-	Do	Do
5.	Bani Mandir Club Mahanpur, Tripura.	Rs. 500/-	Do	Do
6.	Arya Samaj Sevasram Belonia, Tripura	Rs. 500/-	Do	Do
7.	Milan Sangha, Kan-chanpur, Tripura.	Rs. 500/-	Do	Do
8.	Chatra Sangha, Agar-tala, Tripura.	Rs. 400/-	Do	Do
9.	Nabarun Bayamagar, Kanchannagar, Belo-nia, Tripura.	Rs. 500/-	Do	Do
10.	Vivekananda Bayama-gar, Agartala, Tripura	600/-	For purchase of sports equipments & improvement of standard.	Do

Statement—C

Expenditure Sanction during the year 1964-65

Sl. No	Name of the Clubs/ Sporting Associations	Amount Sanctioned	Purpose for which the amount is sanctioned	Counter-signing autho-rity.
1	2	3	4	5
11.	Jana Kalyan Yubak Samity, Khowai. Tripura.	Rs. 5oo/-	For purchase of sports equipments.	Do
12.	Balaka Teliamura. Tripura.	Rs. 500/-	Do	Do
13.	Joy Hind Club, Dharmanagar, Tripura.	Rs. 500/-	Do	Do
14.	Ageya Chalo Sangha Agartala, Tripura.	Rs. 400/-	Do	Do
15.	Juba Kalyan Samity Sonamura, Tripura.	Rs. 250/-	Do	Do
16.	Desh Bandhu Club, Natunnagar, Airport, Tripura	Rs. 250/-	Do	Do
17.	Ratan (Team) Club, Gandhigram, Tripura	Rs. 250/-	Do	Do
18.	Bani Sangha, Old Agartala, Tripura.	Rs. 250/-	Do	Do
19.	Bharat Mata Club. Madhuban, Tripura.	Rs 100/-	Do	Do
20.	Arabindra Bayamagar Arundhutinagar, Agartala, Tripura.	Rs. 250/-	For purchase of sports equipments.	Deputy Director (Youth Programme) Tripura, Agartala.
21.	Tripura Sporting Association, Agartala, Tripura.	Rs. 1100/-	For conducting sport & purchase of equipments.	Do
22.	Sabroom Sporting Association, Sabroom Tripura.	Rs 500/	Do	Do

APPENDIX

Statement—D

Expenditure Sanction during the year 1963-64

Sl. No.	Name of Clubs and sports Associations.	Purpose.	Amount.
1.	Vivekananda Byamagar, Agartala.	Extension of Byamagar and raising of fields.	Rs. 3,800/-
2.	Chhatra Sangha, Agartala.	Construction of Gymnasium	Rs 3,000/-
3.	Agya Chalo Sangha Agartala.	Construction of Gymnasium	Rs. 3,200/-
			Rs. 10,000/-

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1965.

July 13, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 13th July, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker—To-day first item on the Agenda is Questions. To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—Question No. 7.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 7 asked by Shri Atiqul Islam.

QUESTION	REPLY
i) Whether the Government has prepared any Scheme for setting up of a Paper Plant in Tripura.	i) Yes. A preliminary Project Report on a Paper Plant has been prepared.
ii) If so, when the work of the said Plant is expected to be started ?	ii) A proposal has been sent to Govt. of India for setting up of a Paper Plant under public sector. Decision is awaited.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই পেপার প্ল্যান্ট্‌টা করার জন্য কোন সাইট্‌ সিলেকশন হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ন্যাশান্যাল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশান লিমিটেড থেকে টেক্‌নিকেল পার্শনেল এসে এখানে একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করেছেন এবং সেটা আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠিয়েছি ইন এপ্রিল, ১৯৬৫ এবং তাদের রিকোয়েষ্ট করেছি আমরা টু সেট আপ এ' পেপার প্ল্যান্ট ইন দি পাবলিক সেক্‌টার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আপনি আমার কথাটা বুঝেননি. আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম পেপার প্ল্যান্ট্‌টা কোথায় তৈরী করা হবে তার কোন সাইট্‌ সিলেক্‌শান করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, tentative site has been selected for the purpose at Kumarghat.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই যে প্রজেক্ট রিপোর্ট তারা তৈরী করেছেন, সেই প্রজেক্ট রিপোর্টটা তৈরী করতে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের কত খরচ গিয়েছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এই পেপার প্ল্যান্টটার পাশে কষ্টিক সোডার প্ল্যান্ট্‌ করার কোন স্কীম গভর্ণমেন্টের আছে কিনা ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—There is no such plan at present.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে পেপার প্ল্যান্টের পাশে যদি কষ্টিক সোডার প্ল্যান্ট্‌ করা হয় তাহলে এটা পেপার প্ল্যান্টে্‌র সহায়ক হবে, কারণ সেই সোডা পেপার প্ল্যান্টে্‌র জন্য প্রয়োজন হবে।

Shri M. L. Bhowmic—Technologist will determine it.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই স্কীমটা কবে পর্য্যন্ত স্যাঙ্কশান হয়ে আসতে পারে ?

Shri M. L. Bhowmic—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্বেই বলা হয়েছে যে as soon as the decision will be taken up by the Govt. of India.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন যে এখানে যে কাগজ তৈরী হবে সে কাগজ কম্পিটিশনে বাহিরের কাগজের সঙ্গে টিকে থাকতে পারবে ? তার কষ্ট অব্‌ প্রডাক্‌শান সব নিয়ে ?

Shri B. Das—এটাই আমরা আশা করছি।

Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন এখানে যে কাগজ তৈরী হবে তার কষ্ট অব্‌ প্রডাক্‌শন কি পড়বে ?

Shri B. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এই মুহূর্ত্তে বলা সম্ভব হবে না, তবে যারা

টেক্নিশিয়ান তারা সে সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করেছেন এবং যাতে ইকনমিক হয় সেদিকে তাদের লক্ষ্য আছে।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি মনে করেন না যে যদি পেপার প্ল্যান্টের পাশে কষ্টিক সোডার ইণ্ডাষ্ট্রি না করা হয়, বাহির থেকে যদি আমাদের সমস্ত জিনিষ আমদানি করতে হয়, তাহলে আমাদের পেপার প্ল্যান্টটা খুব সাফার করবে, ঠিক ঠিক ভাবে ফাংশান করতে পারবেনা।

Shri B. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর উত্তরে আগেই বলা হয়েছে যে যারা টেক্নিশিয়ান আছেন তারা সে সম্পর্কে ভাবছেন, বিচার বিবেচনা করছেন।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 16

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 16

QUESTION	REPLY
i) Whether attention of the Govt. was drawn to reports published in the daily Jagaran of Agartala dated June 3, 1965 bringing about certain serious complaints against the management of the Kulai Primary Health Centre.	Yes.
2) If so, whether the matter has been enquired into .	The matter is being enquired into.
3) and with what result ?	Does not arise in view of the fact that the mater is being enquired into.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—ইহা কি সত্য কুলাই হস্পিটালে রোগীদের গরম দুধের পরিবর্ত্তে ঠাণ্ডা দুধ দেওয়া হয়?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পেপারে যে সমস্ত বিষয় আছে, সে সম্বন্ধে এনকোয়ারী করা হচ্ছে, রিপোর্ট এলে পরেই আমরা বিস্তারিত বলতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—ইহা কি সত্য, কুলাই হাসপাতালের রোগীদের মাছ ডিম ইত্যাদি দেওয়া হয় না। সেটা অন্যত্র চলে যায়?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাও ঠিক সেই রিপোর্টে আছে, কাজেই ইনকোয়ারী না হওয়া পর্যন্ত, এনকোয়ারী রিপোর্টটা না আসা পর্যন্ত আমরা এই মুহূর্ত্তে কিছু বলতে পারি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন কবে পর্যন্ত এই তদন্ত শেষ হবে?

শ্রী বি, দাস—আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই সেটার রিপোর্ট পেয়ে যাব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এনকোয়ারী কবে সুরু হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপোর্ট যেদিন পেপারে বেরিয়েছে তার পরেই সেটা সুরু হয়েছে, জাগরণে রিপোর্ট বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুরু করেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—জাগরণে রিপোর্ট বেরিয়েছে থার্ড জুন, আজকে জুলাই মাসের ১৩ তারিখ, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন না একটা এনকোয়ারী করতে কতদিন সময় লাগতে পারে ?

শ্রী বি, দাস—একটা এনকোয়েরী দুই দিনেও শেষ করা যায়, আবার দুই মাসও সময় লাগতে পারে, দুই বৎসরও সময় লাগতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আপনার ক'বছর লাগবে এনকোয়েরী করতে ?

শ্রী বি, দাস—সেটা যতদিন লাগতে পারে ঠিক ততদিন লাগবে।

Mr. Speaker—Shri Hlura Aung Mag

Shri Hlura Aung Mag—Question No. 30

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 30

QUESTION	REPLY
১) বিলোনীয়ায় জোলাইবাড়ী প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের কাজ আরম্ভ হইয়াছে কিনা ?	হ্যাঁ, আরম্ভ হইয়াছে।
২) না হইয়া থাকিলে ইহার কারণ কি ?	এই প্রশ্ন উঠে না।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন বিলোনীয়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এর কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে ?

Shri B. Das—সেখানে পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক রান্না ঘর, নার্স হোষ্টেল, ষ্টাফ কোয়ার্টার পোষ্ট মর্টেম রুম ইত্যাদির জন্য স্কীম তৈরী হয়েছে এবং সেটার নকসা এবং মাল মসলাগুলি সেখানে সংগ্রহ করার চেষ্টা হচ্ছে। সেইগুলি করা হয়ে গেলে পরেই আমরা কাজটা আরম্ভ করব।

Shri Hlura Aung Mag—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই কাজটা করবার জন্য কোন কন্ট্রাকটার নিযুক্ত হয়েছে কি না জানতে পারি কি ?

Shri B. Das--আমরা নক্সাটা এবং মাল মসলা সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করছি এবং সেগুলি হয়ে গেলে পরে সেটা হবে।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি construction এর কাজ শুরু হয়েছে কিনা ?

Shri B. Das—Construction এর কাজ এখনও সুরু হয় নাই।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এটা থার্ড প্ল্যানের প্রাইমারী হেলথ সেন্টার কি না ?

Shri B. Das—হ্যাঁ, থার্ড প্ল্যানের ছিল।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন এই থার্ড প্ল্যান পীরিয়ড এর মধ্যে এই হস্‌পিটেলটা ওপেন হবে কি না ?

Shri B. Das—আমাদের দিক থেকে আমরা কোন ত্রুটি রাখব না, চেষ্টা করব।

Shri Hlura Aung Mag—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই বৎসরে কি এই কাজটা আরম্ভ হবে ?

Shri B. Das—আমরা কাজ সুরু করে দিয়েছি already. কাজ আমাদের সুরু হয়েছে। নকসা এবং মাল মসলা সংগ্রহ করা কাজ সুরুরই একটা অঙ্গ হিসাবে আমরা ধরে নিয়েছি।

Shri Atiqul Islam— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন থার্ড প্ল্যানের আর কয় মাস বাকী আছে।

Shri B. Das—সেটা আমাদের জানা আছে।

Shri Atiqul Islam—এই কয় মাসের মধ্যে কি একটা বিল্‌ডিং আপনারা করতে পারবেন ?

Shri B. Das—আমাদের দিক থেকে ত্রুটি থাকবেনা সেটা আগেই বলছি।

Mr. Speaker—শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা।

Shri Birchandra Deb Barma —কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রী বি, দাস—(উপমন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Takerjala Primary Health Centre has been opend.	The Primary Health Centre at Takerjala has already been opened.
2) if not, what are the reasons ?	Does not arise in view of the fact that the Primary Health Centre at Takerjala has already been opened.

Shri Birchandra Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় টাকারজলা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার কবে ওপেনিং হয়েছে ?

Shri B. Das—থার্ড জুন ১৯৬৫ ইং।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এটা ওপেন হওয়ার সময় বিধান-সভার সদস্যদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিনা ?

Shri B. Das—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Shri Birchandra Deb Barma—Whether the Member of that constituency has been invited at the time of opening of the Primary Health Centre ?

Shri B. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এর আগের সাপলিমেন্টারী প্রশ্নে বলেছেন যে বিধানসভার সদস্যদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিনা, পর মুহূর্তে সাপলিমেন্টারী প্রশ্নে বলেছেন এই

কনষ্টিটিউয়েন্সির। তবে উনি কি বিধানসভার মেম্বার নন্? কাজেই সেখানে আমি বলেছি আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিক.ল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে ওপেনিং কে করেছে?

শ্রী বি, দাস—সেখানকার ডাক্তারবাবু আর অন্য যারা ছিলেন, যারা men of importance, men of influence, influencial men তারা উপস্থিত ছিলেন opening এর সময়।

শ্রীআতিক.ল ইসলাম—সাধারণতঃ প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার ওপেনিং এর সময়ে মন্ত্রীগণ গিয়ে দর্শন দেন, মন্ত্রী ফিতা কাটেন। এখানে মন্ত্রী না গিয়ে ডাক্তারকে দিয়ে ওপেন করা হল কেন?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে ওপেনিং এর ব্যাপারে ম্যান অব্ পজিশন এবং জনসাধারণ যাকে চায় তাকে দিয়েই ওপেন করা হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্য নয় যে এই প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার ওপেনিং এর সময় কোন মেম্বারকেই নিমন্ত্রণ করা হয় নাই?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আগেই বলেছি যে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই পর্য্যন্ত এই প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টারে কতজন রোগী ভর্তি করা হয়েছে?

শ্রী বি, দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

শ্রী বি, দাস (উপমন্ত্রী)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

QUESTION	REPLY
1) Whether licence for Jute, Cotton, Sugar and Paper Industry has been issued to any private party;	1) A license has been issued for a Spinning Mill for spinning of Cotton yarn. No licence has been issued for other Industries.
2) If so, the progress of work ?	2) For Spinning Mill a plot of land has been tentatively selected under Dharmanagar Sub-Division. Other actions are being taken by the license holder for starting the Mill.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—জুট ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা আছে কি এবং লাইসেন্সের জন্য কোন প্রার্থনা করেছে কি কোন প্রাইভেট পার্টি?

শ্রী বি, দাস—ইয়েস. করেছে Industrial Development Syndicate এবং সেখানে letter of কণ্ট্রাক্ট issue করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—কটন, সুগার এবং পেপার সম্বন্ধে কোন প্রার্থনা কেহ করেছেন কি, কোন প্রাইভেট পার্টি ?

শ্রী বি, দাস—সুগার সম্বন্ধে প্রার্থনা করেছেন এবং সেটা ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—জুট সম্বন্ধে যে পার্টি প্রার্থনা করেছেন তার ওয়ার্কিং কেপিটেল কত, এবং তিনি ডিটেল স্কিম সাবমিট করছেন কি সরকারের কাছে ?

শ্রী বি, দাস—স্কিম একটা সাবমিট করেছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—সেই স্কিম এর পজিশন কি ? সরকারের কাছে কি অবস্থায় আছে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জুট মিল সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি যে লেটার অব্ কন্ট্রাক্ট আস্কিং দি অ্যাপ্লিকেন্ট টু ফুলফিল সাম কনডিশন, কতগুলি কনডিশন সেইগুলি নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা চলছে এবং তা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—হোয়াট আর দি কনডিশনস্।

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কনডিশনগুলি এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—সুগার সম্বন্ধে কি কণ্ডিশন চাওয়া হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—সুগার সম্বন্ধে কোন কনডিশন চাওয়া হয় নাই। এটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে এইটাই আমি বলেছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই জুট এবং সুগার ইণ্ডাষ্ট্রী এই দুইটি প্ল্যান ইমপ্লিমেন্ট হতে কত বৎসর লাগবে বলে আশা করা যায়। লাইসেন্স কত বৎসরের মধ্যে ইসু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রী বি,দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সুগার মিলের জন্য কোন রকম লাইসেন্স লাগেনা। জুট মিল সম্বন্ধে আমরা যে লেটার অব ইনডেন্ট ইসু করেছি সেইটার একটা টাইম লিমিট থাকে এবং আমরা আশা করছি শীঘ্রই সেটা আমরা করতে পারব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—১৯৭০ ইং মধ্যে একটি হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—আমরা লেটার অব ইনডেন্ট ইসু করেছি সেটা আগেই বলা হয়েছে। কতগুলি কনডিশন থাকে সেই কনডিশনগুলি যদি ফুলফিল করে তখন লাইসেন্স পেতে পারে। অতএব তারা কনডিশন ফুলফিল যে মুহূর্তে করবে সেই মুহূর্তেই সেটা পেতে পারে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুধন্য দেববর্মা।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬

শ্রী বি, দাস (উপমন্ত্রী)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬।

QUESTIONS	REPLY
1) Whether it is a fact that there is no doctor in the Primary Health Centre at Salema, Kamalpur Sub-Division for a pretty long time,	There is no Primary Health Centre at Salema in Kamalpur Sub-Division.
2) If so, how the Primary Health Centre is running at present ?	Does not arise in view of the fact that there is no Primary Health Centre at Salema in Kamalpur Sub-Division.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি সেলেমাতে কোন ডিস্পেনসারী আছে কিনা গভর্ণমেন্টের ?

শ্রী বি, দাস—সেলেমাতে ডিস্পেনসারী আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি সেই ডিস্পেনসারীতে কোন ডাক্তার আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—সেলেমার ডিস্পেসারীতে ডাক্তার আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীহেমন্ত দেব।

শ্রীহেমন্ত দেব—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩০।

শ্রী বি, দাস (উপমন্ত্রী)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩০।

QUESTION	REPLY
১) ইহা কি সত্য যে পুরাতন আগরতলায় সরকারী চিকিৎসালয় গৃহ ও ডাক্তারের কোয়ার্টার দীর্ঘদিন যাবত ভগ্ন অবস্থায় আছে;	হাঁ, চিকিৎসালয়টি ও ডাক্তারের বাসা মেরামত আবশ্যক।
২) সত্য হইয়া থাকিলে এ'গুলিকে মেরামত করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?	ঐগুলির মেরামত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কবে থেকে কাজ সুরু হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—ডাক্তারের কোয়ার্টার, কম্পাউণ্ডারের কোয়ার্টার মেরামতের কাজ শেষ করে গিয়েছে এবং ডিস্পেনসারীর কাজও অতি সত্বর আমরা আরম্ভ করছি।

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তদন্ত করে দেখেছেন যে ডিস্পেনসারীর কাজ কোয়ার্টারের কাজ আরম্ভ হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোয়েশ্চানটা ফলো করতে পারি নি।

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তদন্ত করে দেখেছেন যে পুরাতন আগরতলার ডিস্পেনসারীর ঘরটা মেরামতের কাজ হচ্ছে কি না?

শ্রী বি, দাস—আমি তো বলছি মেরামত হয়েছে।

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি বলতে চাই যে ঘরটা এখনও মেরামত হয় নাই।

মিঃ স্পীকার—আপনি উত্তর দেবেন না। আপনি প্রশ্ন করবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে।

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে সেখানে ঘরটি অত্যন্ত ছোট হওয়ার এবং কোন অপারেশন রুম না থাকায় কোন ছেলে-মেয়েকে অপারেশন করা যায় না?

শ্রী বি,দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আউটডোর ডিস্পেনসারীতে কোন্ ধরণের অপারেশনের কথা উনি মীন করছেন আমি বুঝতে পারছিনা। তবে মাইনর অপারেশনগুলি ডিস্পেনসারীতে হতে পারে। মেজর অপারেশনের কিছু হলেই সেগুলি হয় প্রাইমারী হেলথ সেন্টার না হয় হসপিটালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য নয় যে প্রকৃতপক্ষে ডাক্তারের কোয়ার্টারের মেরামত কাজ আদৌ সুরু হয়নি?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা সত্যি নয়। ডাক্তারের কোয়ার্টারের কাজ শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, যে ডাক্তারের কোয়ার্টারের বারান্দা এখনও ভাঙ্গা এবং সেখানে এখনও জল পড়ে।

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটি হল 'মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা'? তবে আমি জেনে শুনেই কথাটি বলছি এবং সেই কথাটি আবার আমি রিপিট করছি যে quarter repair হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে পুরাতন আগরতলাতে ডিস্পেনসারী ঘরটা এত ভাঙ্গা যে তার তুলি দিয়ে জল পড়ে এবং তাতে মেডিসিন নষ্ট হয়ে যায়?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুরাতন আগরতলার ডিস্পেনসারীর মেরামতের কাজ আমরা শীঘ্রই সুরু করেছি এই কথাটাই আমি বলতে চাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই ঘরটি ভেঙ্গে থাকার ফলে, তার তুলি এবং বেড়া না থাকার ফলে ঔষধ পত্র ইত্যাদির ক্ষতি হচ্ছে কিনা?

শ্রী বি, দাস—তুলি না থাকলে ঔষধের ক্ষতি হয়না। ডাক্তারবাবু সবসময় সতর্ক থাকেন এবং যাতে ঔষধের ক্ষতি না হয় সেদিকে তার লক্ষ্য আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আমি জানতে চাচ্ছি যে সেখানে ডিস্পেনসারীতে যে ঔষধ পত্র আছে সেই ঔষধ এখন নষ্ট হয়েছে কিনা?

শ্রী বি, দাস—সেখানকার ঔষধ আমাদের যতটুকু ইনফরমেশন আছে নষ্ট হয়নি।

শ্রীলুড়া আং মগ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই কাজ করার জন্য কোন কণ্ট্রাক্টার নিযুক্ত হয়েছে কিনা ?

Shri B. Das—সাধারণতঃ ঠিকাদাররাই মেরামতের কাজ করে থাকে।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ডাক্তারখানার মেরামতের কাজটা কবে থেকে সুরু হতে পারে ?

Shri B. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে আমরা শীঘ্রই এটা সুরু করবার চেষ্টা করছি।

Mr. Speaker—শ্রীবুলু কুকী।

Shri Bulu Kuki—১৫৮।

Shri B. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৮।

QUESTIONS	REPLY
1) Whether 'Bhasmas' of Gold, iron, Abra etc. are prepared in the Ayurvedic Dispensary, Agartala.	No.
2) If not, the reasons thereof ?	Limited consumption and want of necessary arrangements. Economic conditions also do not justify manufacture of small quantities of the 'Bhasmas' at this stage.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এখন আয়ুর্বেদিক ডিস্পেনসারীতে যে সমস্ত বড়ি তৈরী হয় তার সমস্ত বড়িতেই ভস্ম প্রয়োজন হয় কিনা ?

Shri B. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত বড়িতেই ভস্মের প্রয়োজন হয় কিনা যারা নাকি কবিরাজ তাঁরাই সেটা বলতে পারবেন। আমরা সেটা বলতে পারছি না। তবে এইটুকু আমরা জানি যে ভস্ম যতটুকু আমাদের প্রয়োজন সেই ভস্ম যদি আমরা এখানে তৈরী করতে যাই তবে সেটা ইকনমিক হবে না।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এখন ভস্ম কোথা থেকে কিভাবে আনা হয় ?

Shri B. Das—সেটা টেণ্ডার দিয়ে আনা হয়।

Shri Atiqul Islam—আমাদের এখানে যে ম্যানুফ্যাকচারিং সেন্টার আছে সেখানে যে ষ্টাফ আমাদের আছে তাদের দিয়ে কি আমরা ভস্ম তৈরী করতে পারিনা ?

শ্রী বি, দাস—না, সেটা আমরা পারিনা। কেননা টেকনিকেলী ট্রেণ্ড ষ্টাফ আমাদের এখানে নেই। তারজন্য কতগুলি ইকুাপমেন্ট এর দরকার, সেগুলি আমাদের এখানে নেই। আর এছাড়া সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে আমাদের যে ভস্ম দরকার হয় সেটার কোয়ানটিটি খুবই কম এবং সেজন্য ইকনমিক হবে না বলেই সেটা আমরা করছি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে ভস্ম তৈরী করতে হলে কোন টেকনিক্যাল ষ্টাফ দরকার হয় না এবং বর্ত্তমানে যে কবিরাজ আমাদের ডিস্পেনসারীতে আছেন তিনিই ভস্ম তৈরী করতে পারেন ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেকনিকেলী ট্রেণ্ড ষ্টাফ সব সময়েই দরকার হয় ভস্ম তৈরী করতে। এত কষ্টলী একটা ড্রাগ নিয়ে যেখানে মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত সেখানে টেকনিক্যালী ট্রাণ্ড ষ্টাফ প্রয়োজন হবেনা, এই প্রশ্নটা কি করে এখানে আসে সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আমাদের আগরতলা আয়ুর্বেদিক ডিস্পেনসারীতে যে কবিরাজ আছেন তিনি ভস্ম তৈরী করতে জানেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস—তিনি হয়ত জানেন। কিন্তু একটা কথা আমি বরাবরই সেখানে জোর দিয়ে বলে আসছি যে সেটা ইকনমিক হবে না বলেই আমরা এই মুহূর্ত্তে তৈরী করছি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কি জানাবেন যে সেটা যে ইকনমিক হবে না, সেটা কি কবিরাজ আপনাদের জানিয়েছেন, না আপনি নিজে বলছেন ?

শ্রী বি, দাস—আমরা সেটা জেনেশুনেই বলছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না আমরা বাইরে থেকে যে সমস্ত ভস্ম কিনে আনছি তা না করে আমরা যদি এখানে তৈরী করি তাহলে আমাদের খরচ অনেক কম পড়বে এবং অর্থের অপচয় বন্ধ হবে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবও আমি আগেই দিয়েছি এবং এবারও বলছি যে সেটা আমাদের ইকনমিক হবে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—এখানে ভস্ম তৈরী করলে আমাদের আন-ইকনমিক হবে এই মতবাদটি কি ম্যানুফ্যাকচারিং সেন্টারে আমাদের যিনি কবিরাজ আছেন তিনি দিয়েছেন না অন্য কেউ দিয়েছেন এই মতামতটি কার ?

শ্রীবি, দাস—মতামতটা আমরা জেনে শুনেই বলেছি। শুধু কবিরাজ নয়, সব দিক বিবেচনা করেই আমরা কথাটা বলছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—এটা কি সত্যি নয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে এখানে ভস্ম তৈরী করবার জন্য কবিরাজ অনেকবার অনেক সুপারিশ করেছেন ?

Shri B. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কবিরাজ মহাশয় হয়ত সুপারিশ করতেও পারেন। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে আমাদের কাজ করতে হয়।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি কবিরাজ মহাশয় বলেননি যে এখানে যদি আমরা ভস্ম তৈরী করি তাহলে খরচ কম পড়বে এবং বাইরে থেকে আনলে আমাদের খরচ অনেক বেশী পড়বে ?

Shri B. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খরচ যাতে আমাদের বেশী না পড়ে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য আছে।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এখন আমরা কত টাকার ভস্ম কিনে আনি প্রতি বৎসর ?

Shri B. Das—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এক তোলা ভস্ম তৈরী করতে গেলে আমাদের কত খরচ পড়তে পারে ?

Shri B. Das—I demand notice.

Mr. Speaker—Next I would call Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—Question No. 8.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 8.

QUESTION	REPLY
1) Whether the Government has any Scheme to start a Rubber Industry in Tripura;	1) No.
2) If so, what steps have been taken in the matter ?	2) Does not arise.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে রাবার বোর্ডের অধ্যক্ষ ত্রিপুরায় এসে এখানে রাবার ইণ্ডাস্ট্রি করবার জন্য কোন রিকমেণ্ডেশান করেছেন কি না ?

Shri Manindra Lal Bhowmic—ইয়েস্, করেছেন।

Shri Atiqul Islam—যদি রাবার ইণ্ডাস্ট্রীর অধ্যক্ষ এখানে রাবার ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার সুপারিশ করে থাকেন, তাহলে এখানে রাবার ইণ্ডাষ্ট্রী আমাদের না করার কারণ কি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—রাবার ইণ্ডাষ্ট্রী এখানে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৬২-৬৩ তে ২০ একর জমিতে রাবার চাষ হয়েছে এবং ৬৪-৬৫ তে ৪০ একর জমি চাষ করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—রাবার ইণ্ডাষ্ট্রি করা সম্পর্কে আমাদের গভর্ণমেন্ট কি কি ষ্টেপ নিয়েছেন ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—এখানে সেটা যে একরেজে প্লানটেশান হওয়া দরকার, দ্যাট ইজ ওয়ান থাউজেণ্ড একরে. যদি রাবার প্ল্যানটেশান হয় তখন সেই রাবার ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে তোলার প্রশ্ন আসে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—ত্রিপুরার সয়েল কি রাবার ইণ্ডাষ্ট্রি করবার খুব উপযোগী ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—উপযোগী বলেই বোর্ড রিকমেণ্ডেশান করেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—তাহলে সেই রাবার ইণ্ডাষ্ট্রী গড়বার জন্য যে পরিমাণ একরস্‌ অব ল্যাণ্ডস্‌ এ আমাদের রাবার চাষ করা প্রয়োজন তার দিকে আমরা কি কি ষ্টেপ নিয়েছি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—Necessary steps have already been taken to plant rubber.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা ৬৫-৬৬ এ ১০ একরস্‌ অব ল্যাণ্ডস্‌ এ রাবার চাষ করব ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—ইয়েস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এখন আমাদের কত একরস্‌ অব ল্যাণ্ড রাবার চাষের মধ্যে আছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—এই তো বলছি ৪০+২০+১০। ১০ একরস্‌ প্রপোসড্‌ করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম——অ্যাকচুয়ালী এখন কতখানি ল্যান্ডে রাবার চাষ হচ্ছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—সিকস্‌টি একরস্‌।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে চান যে এক হাজার একরে পর্যন্ত যদি আমরা রাবার চাষ করি তাহলে আমাদের এখানে রাবার ইণ্ডাষ্ট্রী হতে পারে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—প্রশ্ন তখন আসে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—প্রশ্ন তখন আসে। তাহলে যে হারে আমরা রাবার চাষ এখন করছি সেই হারে যদি করতে থাকি, তাহলে রাবার ইণ্ডাষ্ট্রী যে খুব শীঘ্র হবে তার তো আমি কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিনা। কাজেই রাবার চাষ আরও ত্বরান্বিত করার জন্য এবং আমাদের এখানে রাবার ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য গভর্ণমেন্ট কি চিন্তা করেছেন ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আগেই বলা হয়েছে ১৯৬২-৬৩ তে ২০ একরস্‌ ১৯৬৪-৬৫, ৪০ একরস্‌, ১৯৬৫-৬৬'এ ১০ একরস্‌ প্রপোসড। কাজেই আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এবং আরও এগোতে পারব বলেই আমরা আশা করছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, প্রতি বৎসর কত একর জমিতে তারা রাবার প্ল্যানটেশান করতে চান ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে যাচ্ছি, কত একর জমিতে প্রতি বৎসর করতে চাই সে প্রশ্ন এখানে আসেনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—যদি এক হাজার একর জমিতে রাবার চাষ না করলে পরে আমরা

রাবার ইণ্ডাষ্ট্রী করতে না পারি, তাহলে সে এক হাজার'এ পৌঁছবার জন্য আমরা কি ষ্টেপ, কি স্কীম নিয়েছি ?

শ্রী বি, দাস—সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—বছরে ৬০ একর জমিতে যদি রাবার চাষ করা হয়, তাহলে মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, ক'বছরে আমরা এক হাজার একর জমিতে গিয়ে পৌঁছাব ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বছরে ৬০ একর কথাটা যে তিনি কোথায় পেলেন আমি জানিনা, তবে আস্তে আস্তে যে আমরা বাড়িয়ে চলেছি সে কথাটাই আমি বলতে চাইছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আসলে আপনাদের কথায় মনে হচ্ছে আপনারা রাবার ইণ্ডাস্ট্রী করতে চান না।

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পর্য্যন্ত যা করা হয়েছে এক্সপেরিমেণ্টাল বেসিসে। এক্সপেরিমেণ্ট আমাদের সাক্সেসফুল হয়েছে সেইজন্য আমরা আশা করি আমরা ক্রমেই একারেজ বাড়িয়ে যাব এবং শীঘ্রই এক হাজার একর আমরা করব।

Mr. Speaker—To the completion of one thousand acres, it will requre pretty long time.

Shri Atiqul Islam—Yes Sir.

Shri M. L. Bhowmic—It is now on experimental basis.

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 20

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 20

QUESTIONS	REPLY
1) Whether it is a fact that after the completion of Panchayat elections under Bishalgarh Block the results of a few number of village Panchayats have not yet been declared;	1) Out of 26 Gaon Sabhas of Bishalgarh Block area, election result in respect of 3 Goan Sabhas, viz., i) Rangapania, ii) Amtali & iii) Barjala could not be announced.
2) If so, what are the reasons ?	2) Reasons are almost in 3 cases which are as follows :—

The number of Seats not reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes, i. e. the number of general seats, in respect of Rangapania Constituency was 8

for which 10 candidates were contesting. The number of seats reserved for Scheduled Tribes was 7 for which 12 candidates were contesting. As such poll was necessary for the general as well as the reserved seats. Accordingly the list of contesting candidates was made over to the Presiding Officer who had also been throughbly bridfed regarding the procedure of conducting Poll. But on receipt of the polling returns pertaining to Rangapania Constituency it was found by the Returning Officer that no Poll was taken for the candidates of the seats not reserved. Subsequently on being asked, the Presiding Officer stated that he did not conduct the poll in respect of seats not reserved just because 2 candidates for the unreserved seats withdrew their candidature at the polling station and that he declared all the 8 seats not reserved elected uncontested.

এই ধরণের তিনটি কেস। কাজেই এই ইস্যুটা একটু কমপ্লিকেটেড, এই জন্যই টাইম নিচ্ছে, আমরা শীঘ্রই যাতে এই রেজাল্টটা অ্যানাউন্স করতে পারি সেই চেষ্টা করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন, যে তিনটি গাঁও পঞ্চায়েত সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছেনা সেক্ষেত্রে প্রধানদের নাম ঘোষণা করতে কি আপত্তি আছে ?

শ্রী বি, দাস—যে ক্ষেত্রে তিনটি ঘোষণা করা যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে কি করে প্রধানদের নাম ঘোষণা করা যাবে। কাজেই সেটাও সম্ভবপর নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন এই ত্রুটির জন্য কারা দায়ী ?

শ্রী বি, দাস—এই ত্রুটির জন্য কে দায়ী এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। আমি একটু আগেই বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে, ইস্যুটা একটু কমপ্লিকেটেড, সেজন্য বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে, অতি দ্রুত যাতে এর একটা ফলাফল ঘোষণা করতে পারি সে চেষ্টা আমরা করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন, সেখানে ইলেকশান হবে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে প্রশ্ন এই মুহূর্তে আসছে না, সেখানে বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে, পরে আমরা বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার—Next Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীহ্লুড়া আং মগ—Question No. 31

শ্রী বি, দাস—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 31

QUESTION	ANSWER
১) বিলোনীয়ায় কত সংখ্যক নলকূপ অচল অবস্থায় আছে;	৪১টি

QUESTION	REPLY
২) অচল নলকূপগুলি মেরামত করিয়া চালু করিবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?	আবশ্যকীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ঠিকাদার নিয়োগ ক্রমে নলকূপগুলি অতি সত্বর মেরামত করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীলুড়া আং মগ—মাননীয় মন্ত্রী একথা কি স্বীকার করেন যে এই সমস্ত নলকূপ অচল হওয়ার পর থেকে সেখানকার জনসাধারণের পানীয় জলের খুবই অসুবিধা হচ্ছে ?

শ্রী বি, দাস—নলকূপ যখন অচল অবস্থায় আছে, কাজ করছে না, তখন সেখানে জল পাওয়ার অসুবিধা আছে, সেকথা স্বীকার না করার মত তেমন কিছু দেখছি না।

শ্রীলুড়া আং মগ—মাননীয় মন্ত্রী কি একথা স্বীকার করবেন, এই সমস্ত নলকূপ মেরামত করবার জন্য সরকার একদম নীরবতা অবলম্বন করেছেন ?

মিঃ স্পীকার—That answer has already been given that they are taking all necessary steps.

শ্রীলুড়া আং মগ—সমস্ত নলকূপগুলি মেরামতের কাজে সরকার নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেছেন এটা সত্যি কিনা ?

শ্রী বি, দাস—এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আগেই দিয়েছি যে আবশ্যকীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ঠিকাদার নিয়োগক্রমে অতি সত্বর নলকূপগুলি মেরামত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মন্ত্রী বাহাদুর আপ্ বোলনে শাক্তা হ্যায়, কব্ তক্ কাম্ সুরু হো যায়েগা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—অতি দ্রুত সুরু হোতা হ্যায় ?

শ্রীএর্সাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? কতগুলি নলকূপের মধ্যে কতগুলি নলকূপ বিকল হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্বমোট ২২৫টি নলকূপ, তন্মধ্যে মাত্র ৪১টি মেরামতের দরকার পড়েছে।

শ্রীলুড়া আং মগ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই নলকূপগুলি মেরামতের কাজে কোন কন্ট্রাক্টার নিযুক্ত করা হয়েছে কিনা এবং তার জন্য টাকার বরাদ্দ কত রাখা হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখানে বলেছি যে আবশ্যকীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই যে নলকূপগুলি অচল অবস্থায় পড়ে আছে সেগুলি কত বৎসর যাবত অচল অবস্থায় পড়ে আছে ?

শ্রী বি, দাস—এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি, যখনই যেখানে নলকূপ অচল অবস্থায় থাকে তখনই সেটাকে সারাবার জন্য সরকার থেকে সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন যে সমস্ত নলকূপ নষ্ট হয়ে আছে, সেগুলি কোন্ কোন্ জায়গায়, জায়গার নাম বলতে পারবেন কি ?

Shri B. Das—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Next Shri Birchandra Deb Barma.

Birchandra Deb Barma—Question No. 132.

Shri B Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 132

QUESTION	REPLY
1) Whether it is a fact that late Hiralal Choudhury, a driver of Agriculture Department was brought to the V. M. Hospital Emergency immediately before his death by taking poison ?	Yes.
2) If so, whether he was given any medical aid then;	Yes.
3) If not, what are the reasons ?	Does not arise.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—Whether it is a fact that when he was brought to the V. M. Hospital, Emergency Section, he was not given any medical aid and he was sent to the G. B. Hospital and on the way he died.

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাটা সত্য নয়। যখনই ভি, এম, হসপিটালে ইমারজেন্সী রুমে তাকে আনা হয় সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেডিকেল এড্ বা ইমিডিয়েট মেজার যা নেওয়া দরকার বা এপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট যা করা দরকার সেটা করা হয়েছে এবং যেহেতু আমাদের কোন ইনডোর বেড সেখানে নেই এবং যেহেতু তার এড্মিশনের প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে জি, বি, হসপিটালে ট্রেন্সফার করে দিয়ে, সেখানে তার এডমিশন হয়েছে ৮-১৫ মিঃ। but unfortunately he expired at 9-15 A. M. কাজেই পথে যে মরেনি এই কথাটাই সেখানে প্রমাণ হচ্ছে।

শ্রীআজিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন তাকে কখন, কয়টার সময়ে নেওয়া হয়েছিল ভি, এম, হাসপাতালের ইমারজেন্সীতে ?

শ্রী বি, দাস—টাইমটা আমার জানা নাই। তবে এখানে যখনই ইমারজেন্সীতে আনা হয়েছিল তখনই মেডিকেল এড্ যেটা দেওয়া দরকার সেটা দেওয়া হয়েছিল এবং অতি দ্রুত তাকে সেখানে সিফট্ করা হয়েছিল এবং ৮-১৫ মিঃ সেখানে এড্মিট করা হয়েছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আমার প্রশ্ন হল ভি, এম, হস্পিটালে কখন নেওয়া হয়েছিল, তখন কয়টা বেজেছিল ?

Shri B. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টাইমটা আমার ঠিক এই মুহূর্ত্তে জানা নেই তবে এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেডিকেল এড দেওয়া হয় এবং সঙ্গে জি, বি হসপিটালে ট্রান্সপার

করা হয় ৮-১৫ মিঃ এবং সেখানে তাকে এডমিশন দেওয়া হয়।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ভি, এম, হসপিটালে ইমারজেন্সীতে কোন বেড্ আছে কিনা ?

Shri B. Das—ইমারজেন্সীতে অবজারভেশন বেড কতগুলি আছে ?

Shri Atiqul Islam—ইমারজেন্সীতে গেলে পর রোগীকে ফাষ্ট এড্ দেওয়ার জন্য সেখানে কোন বেড আছে কিনা ?

Shri B. Das—ফাষ্ট এড দেওয়ার জন্য যে রকম বেড প্রয়োজন সেই রকম বেড আছে।

Shri Atiqul Islam—এখানে ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে কোন নার্স ডিউটি দেয় কিনা ?

Shri B. Das—ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে সবসময় নার্স আছে, ওয়ার্ড বয় আছে, ডাক্তার আছে, যত হেলপিং হ্যাণ্ড দরকার সব আছে।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যখন না কি হীরালাল চৌধুরীকে ভি, এম, হসপিটালে নেওয়া হয় তখন তাকে ফাষ্ট এড দেওয়া হয়নি বলে আমাদের ডেপুটি মিনিষ্টার শ্রীভৌমিক কোন কমপ্লেন করেছেন কিনা টু দি ডিরেক্টার অব হেলথ্ সার্ভিস ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই বলেছি যে সেখানে ফাষ্ট এড্ দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জিজ্ঞাসা করছি যে তাকে ফাষ্ট এড্ দেওয় হয়নি বলে আমাদের ডেপুটী মিনিষ্টার শ্রী ভৌমিক কম্পপ্লেন করেছেন কিনা টু দি ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস ?

শ্রী বি দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ফাষ্ট এড্ বলতে উনি কি বলতে কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না, তাকে সেখানে মেডিকেল এড্ যা দেওয়া দরকার তা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—Our Deputy Minister, Shri Bhowmik is here. he may answer to my question. আমি জিজ্ঞাসা করছি ডেপুটি মিনিষ্টার শ্রী ভৌমিক কোন কমপ্লেন করেছেন কিনা টু দি ডিরেক্টর অফ হেল্থ সার্ভিসেস্ যে তাকে কোন ফাষ্ট এড্ দেওয়া হয় নি কেন ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ডিরেক্টার অব হেলথ, সার্ভিসেস এর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে যাষ্টু আফটার এডমিশন দি ইন ভি, এম. হসপিটল তাকে কোন মেডিকেল এড্ দেওয়া হয়েছিল কিনা, তিনি আমাকে বলেছেন যে মেডিকেল এড দেওয়া হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১

শ্রী বি, দাস— —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১

QUESTIONS	REPLY
(1) Whether any industrial Enterprise (Small or Medium) has been taken under the State Sector ;	(1) This Government has started 5 (five) Small scale Enterprise in the Industrial Estate, Arundhutinagar.
(2) if so, the name of the enterprise & the progress of works ?	(2) Names of the enterprise. (i) (a) Carpentry Unit. (b) Blacksmithy Unit. (c) Hand made Paper Unit. iii) During 1964-65 the units were operated for 3 (three) months from January to March; the total out-turn during the said period being Rs. 31,000/- (Rupees thirty one thousand only) appro-ximately.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—আনডার ইণ্ডাষ্ট্রি এন্টারপ্রাইজ. এই পাঁচটা এন্টার প্রাইজে কতজন ওয়ার্কার্স এমপ্লয়েড হয়েছে?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—এই পাঁচটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এন্টারপ্রাইজ, এর মধ্যে কোনটা প্রফিটে রান করছে?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পাঁচটা ইউনিট নিয়ে আমরা একত্রে তিন মাসের একটা হিসাব করছি এবং তাতে যতটুকু আমরা দেখতে পেয়েছি একটা স্মল প্রফিট মাত্র পাঁচ শত টাকা সেই তিন মাসেতে সম্ভব হয়েছে। সমস্ত ইউনিটে আমরা সেখানে ওয়েজেস্ দিয়েছি ১১,৭৯৯'৯৮ পয়সা।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই পাঁচটা এষ্টাবলিশমেন্টে খরচ কত হয়েছে?

শ্রী বি, দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—এই পাঁচটার মেটেরিয়েলস্ এর জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে

শ্রী বি, দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—এই পাঁচটাতে ওয়েজেস এর জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তর আগেই বলা হয়েছে যে ওয়েজেস্ হিসাবে আমরা এই তিন মাসে ১১,৭১৮'৯৮ পয়সা দিয়েছি ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—এটা অল দি লেবার ওয়েজেস্ কিনা ?

শ্রী বি, দাস—হ্যাঁ লেবার ওয়েজেস্।

মিঃ স্পীকার—শ্রীহেমন্ত দেব।

শ্রীহেমন্ত দেব—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮।

শ্রী বি, দাস (উপমন্ত্রী)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Government has any scheme to start one small scale unit for the production of lozenges;	1) No.
If so, what steps have been taken in the matter ?	2) Does not arise.

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই লজেন্স্ ফ্যাকটরি খোলার জন্য কোন পরিকল্পনা রাখা হয়েছে কিনা, এই রকম কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মাননীয় সদস্যের এই প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি ?

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই লজেন্স্ ফ্যাকটরী খোলার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সরকারের তরফ থেকে যাতে স্মল স্কেইল ইণ্ডাষ্ট্রী এখানে হতে পারে তারজন্য পরিকল্পনা আমাদের সব দিকেই আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই লজেন্স্ ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য কেউ রেকমেণ্ডেশান করেছেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস—লজেন্স্ ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য কেউ রেকমেণ্ডেশন করেছেন কিনা এইতো আপনার প্রশ্ন ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম—হ্যাঁ।

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই বলেছি যে স্মল স্কেইল ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য সর্বদিক দিয়ে আমরা চেষ্টা নিয়েছি, আমরা সেই পরিকল্পনা নিয়েছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, স্মল স্কেইল ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য আগরতলা নূতন হাবেলিতে যে সার্ভে হয়েছিল তারা রিকমেণ্ডেশন করেছেন কিনা যে আগরতলাতে একটা লজেঞ্জ ইণ্ডাষ্ট্রী করা যায় পাইলট প্রজেক্ট এরিয়াতে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হতে পারে কিন্তু আমার সেটা জানা নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০

শ্রী বি, দাস (উপমন্ত্রী)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that the Government has decided not to transfer powers and functions to the Gaon Panchayats so far elected under the Panchayat Act;	No such decision has been taken.
2) If so, what are reasons ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন পঞ্চায়েৎগুলির ইলেকশন হওয়ার পরে আজ পর্যান্ত তাদের কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যাঁরা পঞ্চায়েত প্রধান, experience গেন করার জন্য তাঁর ডেভলাপমেণ্ট প্রোগ্রামের সাথে আছেন, তাছাড়া ডি, পি, সি, এর মেম্বার হিসাবে তাঁরা কাজ করছেন এবং সেইদিকে তারা experience গেদার করছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম-মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি সত্য নয় যে গভর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সবগুলি পঞ্চায়েত এর নির্ব্বাচন হয়ে না গেলে পরে পঞ্চায়েতগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হবেনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সবগুলি পঞ্চায়েতে ইলেকশান হওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা আছে এবং সেইভাবেই আমরা কাজ করছি এবং পাওয়ার্স এণ্ড ফাংশন তাদের হাতে দিয়ে দেওয়ার জন্য আমরাও সেইভাবে তৈরী হচ্ছি এবং যাতে তারা experience গেন করতে পারে সেজন্যই আমরা এই ধরণের প্রোগ্রাম নিয়েছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—এটা সত্যি কিনা যে সবগুলি পঞ্চায়েতের ইলেকশান শেষ না হলে পরে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হবেনা এই রকম কোন সিদ্ধান্ত গভর্ণমেণ্ট করেছেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবেই আমি বলেছি যে সেখানে পঞ্চায়েত ইলেকশান, গাঁও পঞ্চায়েত যে কয়টি হয়েছে তারা যাতে experience গেন করতে পারে সেজন্য ডেভেলাপমেণ্ট প্রোগ্রামের সাথে তারা এসোসিয়েটেড এবং ঠিক সেইভাবেই আমাদের প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা এগোচ্ছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আমার কোয়েশ্চানের কোন জবাব হল না, স্যার।

মিঃ স্পীকার—The question is there, has the Government taken any decision ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটার উত্তরেই আমি বলেছি এইকথা যে সেখানে

কয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইলেকশান হয়েছে, সেই ব্যাপারে আমরা কাজ করছি, ফাংশন করছি। এইটুকু আমি বলতে চেয়েছি। কাজেই গভর্ণমেন্ট এমন কোন ডিসিশান নেননি, সেখানে এমন কোন কিছু নেই যে সবগুলি হলে পরেই। এই কথাটার উত্তরেই আমি এই কথাটা বলতে চাচ্ছি যে তারা এখনও কাজ করছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েত কি কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১১টি সি, ডি, ব্লকে পঞ্চায়েত ইলেকশান হয়ে গিয়েছে এবং তারা সেইভাবে experience গেন করছেন ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রামের সাথে নিজেদের এসোসিয়েটেড রেখে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে তাদের কি কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে according to law. পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতগুলিকে যেসমস্ত ক্ষমতা দেওয়ার কথা, তাদের স্কুল ট্রেন্সফারের কথা, তাদের মার্কেট ট্রেন্সফারের কথা, তাদের ন্যায় পঞ্চায়েত করে ন্যায় বিচারের ক্ষমতা দেওয়ার কথা। সেসমস্ত ক্ষমতাগুলি তাদের কাছে ট্রান্সফার করা হয়েছে কিনা?

শ্রী বি, দাস—ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেখানে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। আস্তে আস্তে সেখানে সেগুলি দেওয়া হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে গভর্ণমেন্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে কোন স্কুল বা কোন মার্কেট ট্রান্সফার করেছেন কিনা।

শ্রী বি, দাস—এক্ষনি সেটা দেওয়া হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—গভর্ণমেন্ট যেখানে নাকি পঞ্চায়েত ইলেকশান করেছেন সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে কিনা?

শ্রী বি, দাস—আমি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চানটা ফলো করতে পারিনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—যেসমস্ত এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে সেসমস্ত এলাগুলিতে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন হয়েছে কিনা?

শ্রী বি, দাস—সবগুলিতে হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—যেসব জায়গায় ন্যায় পঞ্চায়েত হয়েছে সেইসব জায়গায় ন্যায় পঞ্চায়েতগুলিকে বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রী বি, দাস—এখনও হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে তাদের কেন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের জবাবে বলছি যে আস্তে আস্তে

সেগুলি দেওয়া হবে এবং সেইভাবেই আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা এগোচ্ছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আজ পর্য্যন্ত কোন ন্যায় পঞ্চায়েতকে বিচার করার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রী বি, দাস—না, হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশান কোন সনে হয় ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬২ তে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—১৯৬২ তে যে গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশান হয়ে গেল তার কাছে আজ পর্য্যন্ত কোন ক্ষমতা দেওয়া হল না কেন এবং সেখানে যে ন্যায় পঞ্চায়েত করা হয়েছে সেখানেই বা তাদের ক্ষমতা দেওয়া হল না কেন ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই বলেছি যে ইট ইজ আনডার কনসিডারেশন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—Will the Hon'ble Minister in charge please answer whether under the Act and Rules there is any provision that the pradhans will gain experience through associating with development works or is there any provision to hand over power to them directly. অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের যে কথাটা বলছেন এটা আইনে আছে কিনা ? গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাক্ট এণ্ড রুলে আছে কিনা তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে পরে তাদের ক্ষমতা দিতে হবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—এখানে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে যে, Whether it is a fact that the Government has decided not to transfer powers and functions to the Goan Panchayats so far elected under the Panchayat Raj Act. এর উত্তরে বলা হয়েছে গভর্ণমেন্টের এমন কোন ডিসিশান নাই বা করতে পারেনা যে গাঁও পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেবে না। আপাততঃ এই রকম কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি এবং হওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতা দিতে হবে এই রকম কোন কথা নেই। অতএব সেই জায়গাতে কতগুলো প্রসেস থাকে সেই প্রসেসের আওতায় গিয়ে তাদের হাতে সেই ক্ষমতা আসবে, সেই কথাটাই বার বার বলা হয়েছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—হওয়ার সাথে সাথে দেবে না এই রকম কোন প্রভিশান আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—হওয়ার সাথে সাথে দিয়ে দিতে হবে এইরকম কোন কিছু আছে কিনা।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—যদি এই রকম কোন প্রভিশান না থাকে তাহলে কোন্ ক্ষমতা বলে ত্রিপুরা সরকার তাদের পাওয়ার ট্রান্সফার করছেন না।

শ্রীএস, এল, সিংহ—আইন বলে আমরা সেটা করছি এবং সেই আইনের আওতায় থেকেই আমরা প্রসেসগুলি, স্কীমগুলি প্রস্তুত করে তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্টের ওয়ার্কগুলি তাদের করতে দেওয়া হয় ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সমস্ত ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কগুলিই তাদের করতে দেওয়া হয় এবং তারা সেখানে এসোসিয়েটেড এবং সেই ভাবেই তারা নিজেরা কাজ করে যাচ্ছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কগুলির নাম বলতে পারেন ?

শ্রী বি দাস—কাজের মাধ্যমে যে সমস্ত ওয়ার্ক হয় তার প্রত্যেকটি সেখানে আছে। কাজেই আলাদা করে আর নাম বলতে হবে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক বলতে কি বুঝায় ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক বলতে যা বুঝায় এখানে ঠিক তাই আমি মীন করছি।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই যে গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশান হয়েছে এবং নির্বাচন হয়েছে তারা কংগ্রেসের সংগঠনে কাজ করতে চায় না বলেই এখানকার এডমিনিষ্ট্রেশন তাদের উপর ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় না. এটা কি সত্যি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমার মনে হয় এটা নিজেদের মাথা থেকে, কল্পনা থেকে করা হচ্ছে। কোন পার্টি বেসিসে ইলেকশান হয় নাই। তবে যদি সেটা হয়ে থাকে তা আমি জানিনা। ননপার্টি বেসিসে পঞ্চায়েতগুলো রাখা হয়েছে। সেটাকে আমরা ননপার্টি হিসাবেই দেখে থাকি এবং সেই অনুসারেই আমরা তা করছি। অতএব কেউ যদি সেখানে পার্টি কোয়েশ্চান আনেন তাহলে পঞ্চায়েতকে ক্ষুন্ন করবেন এবং দেশের সর্বনাশ করবেন এটা আমি বলছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি সত্যি নয় যে পঞ্চায়েতের যারা প্রধান এবং পঞ্চায়েতের যারা মেম্বার তাদিগকে কংগ্রেসের কাজ করতে বলা হচ্ছে এবং না করলে পরে তাদের ধমক দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—আমি আগেই বলেছি যে গাঁও পঞ্চায়েত যেটা সেটা নন-পার্টি বেসিসে হয়েছে। কোন লোক কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজ করতে পারে কংগ্রেসেরও কাজ করতে পারে। স্বাধীন ভারতবর্ষে ধমক দেওয়ার কোন অধিকার কোন দলের নাই এবং যদি দেয় সেটা বে-আইনী কাজ।

শ্রীলুডা আং মগ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা স্বীকার করবেন যে গাঁও পঞ্চায়েতের মেম্বার এবং প্রেসিডেন্ট দ্বারা কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ করার অভিযান চালাচ্ছেন ?

Mr. Speaker—I do not allow it. It is not related. I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 19.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Question No. 19.

QUESTION	ANSWER
১) চড়িলাম বাজারের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে রাজাপানি ছড়ার উপর পুল তৈয়ারীর কোন পরিকল্পনা উন্নয়ন বিভাগের আছে কিনা ?	না।
২) যদি থাকে কখন এই পুলের কাজ আরম্ভ হইবে ?	অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে কিছুদিন আগে বিশালগড় ব্লক অফিসার নিজে জায়গাটার মাপ নিয়েছেন ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এই প্রশ্নের জবাবে যে সেখানে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে তাঁরা কেন পরিকল্পনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না সেখানে পুল করবার জন্য ?

শ্রী বি, দাস—আপাততঃ পরিকল্পনা নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—কেন নেই তা জানাবেন কি ?

শ্রী বি, দাস—আপাততঃ নেই এই কথাটাই আমি বলতে চাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আপাততঃ নেই কেন সেই কথাটাই বলুন না ?

শ্রী বি, দাস—আপাততঃ নেই এইটুকুই আমি বলতে চাইছি। কেন নেই এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেখানে পুলের কোন প্রয়োজন নেই ?

শ্রী বি, দাস—আমি এই কথাটাই বলছি যে আপাততঃ নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপাততঃ বলতে আপনি কতদিন মিন্ করেন সেটা বলবেন কি ?

শ্রী বি, দাস—যতদিন আপনি মিন করবেন ততদিন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আপনি কতদিন মিন্ করেন ?

Shri B. Das—আপনি যতদিন মিন্ করছেন ঠিক ততদিন।

Shri Atiqul Islam—Sir, he is not answering to my question.

Shri B. Das—আমি আগেই বলেছি যে আপাততঃ নেই।

Shri Hlura Aung Mag—এই পুল করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন কিনা সেটা জানাবেন কি ?

Shri B. Das—আমি বলেছি যে আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

Mr. Speaker—The question hour is over. The Minister may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions.

Next item is Calling Attention Notice. I have received Calling Attention Notice from Shri Bulu Kuki M. L. A: on the subject of starvation deaths of 1) Lalit Mohan Debnath of Purba Champachhera new colony under Khowai Block, 2) Sukaina Devi, D/o Shri Nabin Chandra Deb Barma of Baskara, 3) Laxmi Charan Deb Barma, S/o Jyan Chandra Deb Barma of Banshi Bari under Teliamura Block and urgent need of granting gratuitous relief to those families who died on 24-6-65, 19-6-65 and 22-6-65 respectively.

I have given consent to the notice of Shri Bulu Kuki to-day. Shri Bulu Kuki will now please read his Calling Attention Notice.

I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department namely Shri Sachindra Lal Singh, Chief Minister to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker Sir, on the 15th July, 1965, I shall be able to give the statement.

Mr. Speaker—On 15th July.

Mr. Speaker--Next item, Government Business-Financial-Voting on Demands for grants (Supplementary Estimates). To-day in the List of Business 5 Supplementary Demands viz. Demand No. 26-Public Works (including roads), No. 31-

Forest, No. 32-Miscellaneous, No. 37-Capital Outlay on Industrial and Economic Development and No. 43-Loans and Advances by the State/Union Territory Government are to be dispossed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Chief Minister will move the demands standing in his name one by one when I call a particular demand and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose them one after another by voice vote,

Now, I call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand No. 26-Public Works (including roads).

Shri S.L. Singh—Hon'ble Speaker Sir, Major Head-50, Demand No. 26-Public Works (including roads). Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 4,78,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1965 to 31st March, 1966 in respect of demand No. 26-Public Works (including roads).

Mr. Speaker—There are two Cut Motions against this Demand. One Cut Motion moved by Shri Bulu Kuki that the demand be reduced by Rs. 100/- to discusson inadequacy of provision for construction and improvement of roads another Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on mismanagement in the public works department, Now I call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—Hon'ble Speaker Sir, আমি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পাবলিক ওয়ার্কের জন্য এখানে রেখেছেন তার উপর আমি আমার কাট মোশন দিয়েছি। আমার কাট মোশন দেওয়া সম্পর্কে আমি একথা বলতে চাই যে রাস্তা আমাদের প্রয়োজন, সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নতি এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হলে তার যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজন এবং ইহা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষভাবে আজকে আমাদের ভারতের পার্শ্ববর্তী যে কতকগুলি রাজ্য আছে তাদের সঙ্গে আমাদের রিলেশন ভাল নয় যার ফলে ভারতকে সর্বদাই যুদ্ধরত অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়েছে এবং এই সম্পর্কে বিবেচনা করে আমি আমার এই কাট মোশন এনেছি, কিন্তু আমি এখানে

দেখতে পাই, আজকে যদিও আমাদের দেশের মধ্যে ইমারজেন্সী আছে তবুও আমাদের রুলিং পার্টি সে সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নাই। দেয় নাই এই কারণে বলছি কারণ আজকে যদি আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হয়, সামগ্রিকভাবে যদি দেশের উন্নতি করতে হয়, ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে রাস্তার উপর সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু এই স্থলে আমরা দেখতে পাই যে, যে রাস্তাগুলি করা হয়েছে, সেইগুলি একদিন, দুইদিন, একমাস, দুইমাস পরে প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি যে উদয়পুর টু অমরপুর যে রাস্তা করা হয়েছে আজকে সেখানে জীপ ছাড়া অন্য বাস যাওয়া সম্ভব নয়। আর আরও কতগুলি জায়গা আছে যেগুলি নির্ভর করে পুলের উপরে, কিন্তু পুলের উপর রুলিং পার্টি কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সেই সম্পর্কে আমি এই স্পীকারের মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যদিও তারা এই সম্পর্কে অনেকে বলেন যে আমরা সব দিক থেকে চেষ্টা করছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেদের দলীয় স্বার্থটাকেই বড় বলে তারা মনে করেন; কারণ এখানে তারা সমস্ত ত্রিপুরার যে সামগ্রিক উন্নতির জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য যে রাস্তার প্রয়োজন সেটাকে তারা ছোট বলে মনে করেন। তারা তাদের নিজেদের দলটাকে ভারী করার জন্য রাস্তার খাতে যা অর্থ বরাদ্দ আছে সে অর্থ ব্যবহার করছেন। আমরা জানি এখানে কন্ট্রাক্টারদের ব্যাপারে, তারা যদি কংগ্রেসের ভোট না পায় তাদের নামে তাহলে পরে সেখানে তাদের কন্ট্রাক্ট দিতে তারা নারাজ। আমি সেজন্য এখানে বলতে চাই যদিও তারা বলে থাকেন যে আমরা দেশের উন্নতির জন্য.....................

Shri S. L. Singh—I would draw the attention of the Chair..........

Mr. Speaker—It is not relevant here.

শ্রীবুলু কুকি—এবং দেশের নিরাপত্তার জন্য আমরা সমস্ত চেষ্টা করছি তা সত্বেও তারা সেটা করেন না, সমস্ত বিষয়টাকে তারা নেগ্লেক্ট করেছেন। এখানে যে ডিমাণ্ড উপস্থিত করেছেন, আমি জানি এটার প্রয়োজন আছে এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যদি টাকা দেয়, সেই টাকা দিতে আমরা রাজি আছি।

কিন্তু তার যে আরো বিশেষ প্রয়োজন আছে আরো গুরুত্বপূর্ণ যায়গা আছে, রাস্তা আছে, পুল আছে এবং সেই সমস্তের জন্য আজকে রুলিং পার্টি কোন কিছু সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে তারা কোন ডিমাণ্ডও উপস্থিত করেন নাই। এখানে বুঝা যায় তারা তাদের নিজেদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখবার জন্য সর্বদাই সমস্ত কিছু অপজিশন দলের উপরে, গণতান্ত্রিক জনসাধারণের উপরে তারা আঘাত হানবার জন্য চেষ্টা করে। যখন দেশের নিরাপত্তা, আমাদের দেশের নিরাপত্তা যখন বিঘ্নিত হয় কোন দেশের মাধ্যমে সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার যখন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তখন তারা তাদের নিজেদের গাফিলতীর জন্য নিজেদের দোষটাকে ঢেকে রাখবার জন্য গণতান্ত্রিক জনসাধারণের উপরে তার দোষ চাপাবের চেষ্টা করে। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখন এই কথা বলতে চাই।

Shri Bhowmik—It is not relevant to the Cut Motion on which he is speaking.

Mr. Dy. Speaker—Hon'ble Member, you are only to discuss on inadequacy of provision for construction and improvement of roads, and nothing else.

শ্রীবুলু কুকি—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ডিমাণ্ড উপস্থিত করেছেন আমি এটাতে আরো বেশী টাকা দরকার বলে মনে করি এবং আরো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আছে সেই রাস্তার উন্নয়ন হলে পরে আমাদের দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে সুবিধা হতে পারে এবং আমাদের দেশের ব্যবসা বাণিজ্য এইসব দিক দিয়ে সুবিধা হতে পারে। কারণ এই কয়দিন আগে কয়বার সামান্য ভাবে বৃষ্টি হয়ে সমস্ত রাস্তা ব্লক হয়ে যায়। এই মাসের ৬, ৭, ৮ তারিখে সমস্ত রাস্তা উদয়পুর থেকে বিলোনীয়া এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করছি যেখানে নাকি রুলিং পার্টি এই কথা বলছে যে পাকিস্তান প্রতিনিয়ত ফায়ারিং করছে, সেই অবস্থায় আজকে সেই যায়গায় যদি ফায়ারিং হয় দেশ রক্ষার ব্যবস্থা রুলিং পার্টি কি করবে, তার কোন ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থায় যখন কিছু করতে পারবে না তখন তারা অপজিশন দলের উপরে, ত্রিপুরার জনসাধারণের উপরে তাদের নিজেদের দোষকে স্খলন করবার জন্য, তাদের নিজেদের দোষটা হতে রেহাই পাওয়ার জন্য, জনসাধারণের উপরে দোষটা চাপিয়ে দেবে।

তারপর আমি জানি যে তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর যে রাস্তা, অমপিছড়ায় যে পুল আজকে সেটার খুব প্রয়োজন। কিন্তু সেই প্রয়োজনটা এই রুলিং পার্টি এবং এই গভর্ণমেন্ট উপলব্ধি করতে পারছেন কি? আমার মনে হয় তারা উপলব্ধি করতে পারেন নাই। যদি তারা উপলব্ধি করতে পারতেন তা হলে আজকে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে সেটা উত্থাপন করতে পারতেন। তা তারা করেন নাই। কারণ সেটা তারা প্রয়োজন বোধ করেন না। আজকে ১৭ বৎসর হল আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, বারবার গত বাজেট সেসনে আমি এই কথা বলেছিলাম যে এই ১৭ বৎসরের মধ্যে রাইমা সরমার মধ্যে জিপেবল রোড করতে পারে নাই। আজও সেই রাইমা সরমা এলাকা এখান থেকে ১১৫ মাইল, সেখানে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। একমাত্র পায়ে হাঁটা ছাড়া আর কোন পথ নেই। সরমা থেকে কোলাই—কাঞ্চনপুর যে রাস্তা রয়েছে, আজ অনেক বৎসর পরেও খোয়াই নদীর উপর পুল করতে পারেন নি। কিন্তু আজকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে, রুলিং পার্টি কি সেটা প্রয়োজনীয় মনে করেন না? আজকে ক্ষমতা নিজেদের হাতে পেয়েছেন, আজকে সেই ক্ষমতা কেন তারা অপব্যবহার করছেন? আজকে সেইগুলি প্রয়োজন বলেই আমরা মনে করি, যার ফলে গত বাজেট সেসনে আমি এই কথা বলেছিলাম তখন এই কথার সেখানে তারা উত্তর দিয়েছিলেন যে সেখানে রাস্তার ব্যবস্থা নেই তার ফলে সেখানে ডিসপেনসারী করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার প্রয়োজন কি তারা বোধ করেন না? আমার বক্তব্য এই যায়গায় যে আজকে শুধু নিজেদের ক্ষমতায় আত্মহারা না হয়ে প্রকৃত দেশের কাজ,

দেশের উন্নয়নমূলক কাজ এবং দেশের যাতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হতে দৃঢ় পারে সেই দিকে নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, উন্নয়ন মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাই। আর দ্বিতীয় কথা এই যে পি, ডবলিউ, ডি, ডিপার্টমেন্টে টাকা তো নষ্ট হয়ে যায় এবং এটা সম্পর্কে আমি বারবার উল্লেখ করেছি। কিন্তু উত্থাপন করেও তার সম্পর্কে কোন প্রতিকার হওয়ার নয়। কারণ এখানকার মন্ত্রীরা যখন এর পেছনে পেছনে আছেন তখন প্রতিকার হওয়ার আমরা বেশী আশা করিনা। তবে যতদূর পর্য্যন্ত আমরা জানি ততদূর পর্য্যন্ত করব। এই যে আমবাসা বগাফা যে রাস্তা, যে নুতন রাস্তা হওয়ার কথা আছে, সেই নুতন রাস্তার মধ্যে কতগুলি যায়গা একুইজিশন করা হয়েছে। রমানন্দ রিয়াং, পিতা তালবাঙগা রিয়াং, তারপর আইপি রিয়াং স্বামী রোংবারাঙ্গ রিয়াং তাদের যায়গা একুইজিশন করা হয়েছে। এই একুইজিশন সম্বন্ধে কেস নাম্বার এল, এ, ২৩ ল্যাণ্ড একুইজিশন, কেস নাম্বার ১, অমরপুর ১৯৬৪ সনের। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের এই জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই। অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে এই কথা আবার অনুরোধ করব সেই যে পরিবার তাদের যাতে মৃত্যু না হয়, অভাব অনটন ভোগ না করে তার জন্য যেন ব্যবস্থা করা হয়। কারণ তাদের জায়গা জমি বেশী নাই। আজকে যাতে তাদের জায়গার এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় আমি স্পীকারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—Hon'ble Deputy Speaker Sir,

Shri S. L. Singh—I draw the attention of the Hon'ble Speaker whether he can address the Chair as Deputy Speaker. I think the Chair should be addressed as Speaker.

Shri **Atiqul Islam**—No, he can address the Chair as Deputy Speaker.

Mr. Deputy Speaker—When the Deputy Speaker is in the Chair he should be addressed as Speaker.

Shri Atiqul Islam—But so far the Parliamentary Affairs are concerned whenever the Deputy Speaker is on the Chair he can be addressed as Deputy Speaker.

Shri S. L. Singh—As soon as the Deputy Speaker is on the Chair, he will take the Chair as Speaker. So the House will obey him as Speaker and he should be addressed as Speaker.

Shri Atiqul Islam—Of course Loksabha, Proceedings West Bengal Assembly Proceedings আমরা যতদূর পড়েছি সেখানে Deputy Speaker যদি Chair এ থাকেন তবে তাঁকে ডেপুটি স্পীকার বলে এড্ড্রেস করা হয়, তাতে তাঁর সম্মানের কোন হানি হয় না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমি আবার এখানে বলছি এই রকম কোন নজির তিনি দেখাতে পারবেন না। যখন স্পীকার থাকেন না, এবং ডেপুটি স্পীকার যখন চেয়ারে থাকেন তখন তাঁকে স্পীকার বলে সম্বোধন করতে হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেই আলোচনা করতে চান ইট যে ফিক্স আপ-এ-ডেট। আমি নেসেসারী পেপার প্রডিউস করব এবং যদি প্রডিউস করতে না পারি তবে এই রুলিং মানতে রাজী আছি।

Shri Saachindra Lal Singh—So I draw the attention of the Speaker to decide about it.

Mr. Deputy Speaker—When the Deputy Speaker is on the Chair he should be addressed as Speaker.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—I withdraw it. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 26 P. W. D. আমার একটি Cut Motion আছে। সেই কাট মোশন সম্পর্কে মূল বক্তব্য হচ্ছে mismanagement in the Public Works Department. আজকে পি, ডবলিউ. ডি, সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখতে চাই। ইতিপূর্ব্বে আমাদের এই এসেম্বলি সেসনের মধ্যে বহু ঘটনা দিয়ে আমি বক্তব্য উপস্থিত করেছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটারও কোন কিছু প্রতিকার হয়েছে বলে আমি জানি না। তথাপি আমাকে বলতে হয়। একটী ঘটনা উল্লেখ করে আমি বলব, বিস্তৃত ঘটনার মধ্যে যাচ্ছি না।

পি, ডবলিও, ডি, মারফতে কয় বৎসর আগে রাণীর বাজারের পূর্ব দিকে চিচিমা ছড়া একটা স্লুইজ গেট্ কনসট্রাকশন হল। এই কনসট্রাকশনের খরচ কমসে কম ৩০।৩২ হাজার টাকার কম হবে না। কিন্তু কনসট্রাকশনের সঙ্গে সঙ্গে যখন ফ্লাড হল তখন সমস্ত কনসট্রাকশন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এই হল অবস্থা। কাজেই সেখানে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হল এবং অপচয় হল। এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি দুইটি নয় অনেকগুলি স্লুইজ গেট্ যেখানে হাজার হাজার টাকা বিভিন্ন রকম গ্রো মোর ফুড্ প্রডাকশনের জন্য খরচ করে এই বাঁধগুলি দেওয়া হল সেখানে সমস্তগুলি ফ্লাডের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যায়। সেখানে কোন রকম মানুষের উপকার হয় নাই। ইট্ ইজ ডিউ টু মিসম্যানেজমেন্ট। কাজেই এই হল ঘটনা। এইভাবে শুধু একটা ঘটনা নয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গ্রামের অঞ্চলে গেলে অনেকগুলি দেখা যায়। বিশ্রামগঞ্জের নিকটে রাঙ্গা পানীছড়ার মধ্যে একটা, সদর এর মধ্যে এবং খোয়াইএ গেলেও বহু ঘটনা চোখে পড়ে। এই হল অবস্থা। এই রকম বহু ঘটনা আছে। একটা দুইটা ঘটনার কথা বললাম। আপনাদের কীর্তির কথা বলে শেষ করা যাবেনা।

এইভাবে বহু টাকার অপচয় আপনারা ঘটাচ্ছেন। কাজেই আজকে পি, ডব্লিউ, ডি, যে সমস্ত স্কীম করেছেন এবং স্কীমের মাধ্যমে যে সমস্ত ওয়ার্কস হয় এই ওয়ার্কগুলির সমস্ত কিছু পরীক্ষা

নিরীক্ষা করে করা উচিত। কিন্তু যেহেতু স্লু-ইস গেটটা নষ্ট হয়ে গেল তার সেখানে নতুনভাবে কিছু করা অর্থাৎ যে পাশাপাশে এটা করার কথা ছিল তার তো কোন সার্ভেই হল না। সেখানে একটা নতুন করে—

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—I draw the attention of the Chair. কারণ এখানে আমার ডিমাণ্ড হল অনলী সেন্ট্রাল রোড এবং তাঁর উপর কাট মোশন যেটা আসবে সেটা আসবে, আমি মনে করি যে এই জায়গাতে আসবে মিস ম্যানেজমেন্ট অন দি সেন্ট্রাল রোড কি কি হচ্ছে সেটা। অতএব আমি আশা করব যে স্পীকার সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইখানে কাট মোশন এসেছে mismanagement in Public Works Department. When the cut motion has been allowed he is quite entitled to speak on mismanagement in Public Works Department কাজেই এই সম্পর্কে যে সমস্ত মিসম্যানেজমেন্ট সেসমস্ত সে আলোচনা করতে পারে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আই ড্র দি এটেনশান অব দি স্পীকার। পাবলিক ওয়ার্কসের মিসম্যানেজম্যান্ট এই যায়গাতে সেন্ট্রাল রোডে যা যা আছে সেই সমস্ত ডিসকাশন হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কাটমোশনটা এখানে এলাও করা হয়েছে। এটা পার্টিকুলার কোন কিছু দেওয়া হয় নাই। এটা একটা ডিপার্টমেন্টের মিস-ম্যানেজমেন্টের উপর দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটা যখন এলাও করা হয়েছে তখন আমার বলার অধিকার আছে।

মিঃ স্পীকার—ইয়েস, ইট ইজ সেন্ট্রাল রোড।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কাট মোশন রিলেটস টু দি ডিপার্টমেন্ট কনসার্ণড। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি এটাকে ডিস এলাও করেন তাহলে আমি বসে পড়তে রাজী আছি।

Mr. Speaker—You are to speak on the Central Road.

শ্রীআজিকুল ইসলাম—আমাদের যে কাট মোশন এখানে এলাও করা হয়েছে তাতে এই কথা বলা হয়নি যে মিস-ম্যানেজমেন্ট অব দি পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সোফার সেন্ট্রাল রোড্স কনসার্ণড। এইখানে বলা হয়েছে মিস-ম্যানেজমেন্ট ইন দি পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট এবং আইটেম হচ্ছে পি, ডাব্লিউ, ডি। পি, ডাব্লিউ, ডি, ইজ ইন দি ডিসকাশন। কাজেই আমি পি, ডব্লিউ, ডি, এর উপর কথা বলতে পারি। নট সোফার ইট ইজ রিলেটেড উইথ দি সেন্ট্রাল কনসার্ণড। সেই কানেকশানে নয়। এটা আপনারা পড়ে দেখুন। সেটা আমরা পড়ে দেখেছি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—প্রথম কথাই হ'ল এই যে, এই জায়গাতে এই যে কাট মোশন ডিমাণ্ডের উপরে এনেছেন, ডিমাণ্ডটি কি? সেন্ট্রাল রোড। অতএব সেই জায়গাতে মিস্-ম্যানেজমেন্ট ইন দি পি, ডব্লিউ, ডি, অন দি পার্ট অব দি ডিমাণ্ড যেটি আছে তার উপর cut motion

এসেছে। এই যে কাটমোশন দুটি এলাও করা হয়েছে সেটা এই ডিমাণ্ডটির উপর। অতএব পি, ডব্লিউ, ডি, কনসার্ণড অ্যাবাউট দ্যাট রোড, অন দ্যাট পার্টিকুলার সেন্ট্রাল রোড। তার উপর বেসিস করেই এটা এলাও করা হয়েছে।

Mr. Speaker—Here I am giving my ruling. Scope of discussion on Supplementary grants. The debate on the supplementary grants shall be raised on the original grants nor on the policy underlying in them same in so far it may be necessary to explain or illustrate particular item under discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—তাহলে কি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা ডিস-এলাও করতে চান?

Mr. Speaker—So cut motions should be discussed relating to the items on roads of P. W. D.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আজকে অন্য সমস্ত কনট্রাকশনের কথা যদি বাদ দিই এবং রোডস্ সম্পর্কে যদি বলতে যাই সেখানে ডিমার্টমেন্টের যে মিস ম্যানেজমেন্ট আছে তার কোন সীমা নাই। কারণ আমি একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করব যেমন তেলিয়ামুড়া টু খোয়াই, সেখানে শ্যামকৃষ্ণ সিংহ নামে একজন ওয়ার্ক চার্জ অ্যাসিষ্টেন্ট ছিল। এখনও বোধ হয় তিনি আছেন। খোয়াই আশ্রমবাড়ী এলাকায় যখন পাকিস্থানী হানা..................

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেন্ট্রাল রোড বলে কি এখানে কিছু আছে? সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড ত্রিপুরা রোডে ইউজড্ হয়েছে। কাজেই সেন্ট্রাল রোড বলে যদি আপনারা বলেন তাহলে ত্রিপুরায় সেন্ট্রাল রোড বলতে কিছু নেই। কাজেই সেন্ট্রাল রোড বলে আমরা কি বুঝব? So far as regards roads, central fund is being utilised for the construction of the roads in Tripura. কাজেই সেন্ট্রাল রোড বলতে এখানে কিছু নেই।

শ্রী এস, এল, সিংহ—সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ডের উপরই কাট মোসনটি এসেছে। অতএব সেন্ট্রাল রোডস ফাণ্ডকে নিয়ে যদি পি, ডব্লিউ, ডি, কোন ছিনিমিনি খেলে তাহলে অন দ্যাট বেসিসেই কাট মোশন এসেছে এবং এই বেসিসে যদি এই মিস-ম্যানেজমেন্ট থাকে তাহলে অন দ্যাট বেসিস ইট উইল বি ডিসকাস্ড।

Shri Birchandra Deb Barma—I want ruling from the Chair. I am addressing the Chair not to the Minister concerned. So the Minister concerned may remain silent.

Mr. Speaker—By Central Road we mean constructed out of central fund.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা—কাজেই আমরা ডেফিনিট রুলিং চাই সোক্যন্ন অ্যাজ রিগার্ড রোডস আমরা বলতে পারি কি? যদি বলতে পারি তাহলে হোয়েদার উই আর টু রিমেন রেষ্ট্রিকটেড টু সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ডস। Central funds may be utilised to

each and every road. If I say these are the roads to which central roads funds are to be utilised I can say there are many others roads in which the central funds can be utilised. So I can speak on roads in general. So I want a ruling from the Chair.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker has already given his ruling.

Shri Birchandra Deb Barma—We have not heard it. Hon'ble Speaker has spoken as regards central roads. I want clarification about the central road. So I want a definite ruling from the Chair upon which subjects or topics we are to confine our discussion.

Mr. Speaker—My Ruling is that the discussion should be restricted to the road constructed out of the central fund.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—রোড সম্পর্কে যদি বলতে চাই, যে কথা নিয়ে এখানে তর্ক হচ্ছে, সেন্ট্রাল ফাণ্ড থেকে নিয়ে যে সমস্ত রাস্তা গুলো আমরা করছি এবং করব তার মধ্যেও যে মিস্ ম্যানেজমেন্ট হবে না এই রকম কোন কথা বলা যায় না। কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখি, যেমন খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রোডের মধ্যে একজন ওয়ার্ক-চার্জড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট যার নাম হচ্ছে শ্যামকৃষ্ণ সিংহ তিনি গত কিছুদিন আগে আশারাম বাড়ী এলাকায় যখন প্যাকিস্তান অংকিত হানা দেয় তখন তাকে রক্ষার জন্য মিলিটারীরা জরুরী প্রয়োজনে খোয়াই তেলিয়ামুড়া রোডে আসা যাওয়া করতো। যেমন আসা যাওয়া করতে হত তখন ইমারজেন্সীর ব্যাপারে। সেই ভদ্রলোক নদীর চর থেকে মাটি কেটে রাস্তার মধ্যে ফেলে রাস্তাটা ভরাট করে ফেলে। কিন্তু সেখানে সুরেন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি তার জোতের মাটি কাটা হয়েছে এই বলে ক্ষতিপূরণ বাবদ্ সেই ওয়ার্কচার্জড অ্যাসিস্টেন্টের নামে ১৩।৫।৬৪ ইংরাজীতে একটা কেস ফাইল করে দিলেন। তারপর কাজটা হল পি, ডব্লিউ, ডি-র কাজ। কেস্‌টা ফাইল হল ওয়ার্কচার্জড অ্যাসিস্টেন্টের বিরুদ্ধে। তখন ওয়ার্কচার্জড অ্যাসিস্টেন্ট Department কে জানালো যে আমার নামে তো এই কেস্ করা হল। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে বলে দেওয়া হল তুমি কেস্‌টা টাকা পয়সা দিয়ে চালিয়ে যাও পরে তোমাকে একটা কম্পেনসেশান গ্রেন্ট দিয়ে দেওয়া হবে। সেইভাবে কথাবার্ত্তা হওয়ার পর সেই কেস্‌টা সে চালালো। চালানোর পর ১৯।৫।৬৫ ইংরাজী জাজমেন্ট হল। জাজমেন্টের মধ্যে তার পক্ষে রায় পেল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মামলা মোকদ্দমা বাবদ্ ওয়ার্কচার্জড অ্যাসিস্টেন্ট যে টাকা খরচ করেছে, ডিপার্টমেন্ট সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। এক পয়সাও সে ক্ষতিপূরণ পায়নি। কাজেই আশ্রম বাড়ী এলাকায় পাকিস্তানী হানাদার থেকে আমাদের জনসাধারণকে বা বর্ডার রক্ষার কারণে সে ইমারজেন্সীর সময়ে নদীর চর থেকে মাটি কেটে রাস্তাটা ভরাট করে মিলিটারী যাতায়াতের সুবিধা করে দেওয়া হল, সেই অপরাধে তার নামে একটা কেস্ করা হল। কেস্ হল এবং সেই ভদ্রলোক কেস্‌টা পেলেন এবং তাঁর পক্ষে রায় বেরোল। এবং যে লোকটি তাঁর নামে কেস করেছিল, সে কেসের মধ্যে হারলো। এই যে টাকা, ব্যক্তিগত

টাকা পয়সা খরচ করে যে কেসটা ডিফেণ্ড করল, এই ক্ষেত্রে পি, ডব্লিউ; ডি থেকে সেই টাকাটা দিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অনেক দরখাস্ত করার পরেও এই সম্পর্কে সেই ডিপার্টমেন্ট নীরব। কাজেই এটা মিসমেনেজমেন্টের একটা দিক। আর একটি হচ্ছে অনেক সময়ে আমরা দেখছি বিভিন্ন রাস্তাগুলি যখন করা হয়, যেমন আগরতলা থেকে সিমনা রোড, এখানে কতগুলি জায়গা এখনও ব্ল্যাকটপিং'এর কাজ অনেকগুলি জায়গা এখনও বাকি থাকা সত্বেও, কাজ শেষ না হওয়া সত্বেও কনট্রাক্টারের বিলগুলি ড্র হয়ে যায়। এমন বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। এটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা রেগুলার ফীচার, বিশেষ করে পি, ডব্লিউ ডিপার্টমেন্টের। কাজেই আমার বক্তব্য হল রাস্তা বাবদ্ সেন্ট্রাল ফাণ্ড থেকে গ্র্যান্টের জন্য আমরা তৈরী হচ্ছি, এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেন অন্যান্য সময় যেভাবে মিসমেনেজমেন্ট হয় বা টাকা পয়সা নষ্ট হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিচার করা হয় ডিষ্ট্রিবিউ-শানের ক্ষেত্রে, এভাবে যেন টাকা পয়সা অপচয় না করা হয়। আমাদের দেশের এবং বর্ডার রক্ষার ব্যাপারে আমরা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ইঞ্জিনীয়ারের মারফতে বা ডিপার্টমেন্টের মারফতে আমাদের কাজগুলি করাতে পারি সে আশা আমরা নিশ্চয়ই করব, আমি সেই আশা রেখেই আমার কাটমোশান এখানে রাখছি।

Mr. Speaker—I now call on Shri Karunamoy Nath Choudhury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আজকে সাপ্লীমেন্টারী গ্র্যান্টের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী যে দাবী উত্থাপন করেছেন তার বিরুদ্ধে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে এই ছাটাই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি এবং এই বিরোধিতার পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। এখন খোয়াই উদনা যে রাস্তা, এই রাস্তাটা আশারামবাড়ী দিয়ে যাবে, এটা সীমান্ত এবং যিনি এখানে এই ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করছেন তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে দেশ রক্ষার জন্য কংগ্রেস দল তার দায়িত্বের প্রতি ওয়াকিবহাল নন। কিন্তু তিনি জানেন কিনা, তার সেই বিজ্ঞতা আছে কিনা, অভিজ্ঞতা আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে যে এই রাস্তাটা, যে রাস্তাটার নাম এখানে রেখেছেন, একটা সীমান্তের রাস্তা। অন্ততঃ ত্রিপুরায় একজন সদস্যের সেই সংজ্ঞান থাকবে বলেই আমি মনে করেছিলাম কিন্তু তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে সীমান্তের রাস্তার প্রতি নাকি কংগ্রেস দল'এর খেয়াল নেই। দেশ রক্ষার জন্য তার যতটুকু বক্তব্য রেখেছেন দেশের নিরাপত্তার জন্য সেটা ভাল কথা। এর পরেই আমি আরেকটি রাস্তা সম্পর্কে বলব সেই পংগবাড়ী—আমলিঘাট রাস্তা। সেই রাস্তাটা সীমান্তে। সুতরাং সীমান্তের প্রতি শাসকদলের খেয়াল নাই একথা তিনি কি করে বললেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। এর পরে নূতন বকুল বগাফার যে রাস্তা, এখানে যে সদস্য সাব্রুম থেকে এসেছেন, যিনি এখানে টিপ্পনী কাটছেন তার দেশেই সেই রাস্তা। তিনি সেটা অস্বীকার করতে পারবেন না যে এটা সীমান্তবর্তী রাস্তা এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য এই রাস্তা গ্রহণ করা হয়েছে। রাস্তা যে যে যায়গায় যে পর্য্যায়ে আছে সেই রাস্তার উন্নতির জন্য আজকে আমরা সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড-এর টাকা দিয়ে সেই রাস্তাগুলি

উন্নয়নের চেষ্টা করছি। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যদি কেউ বলেন যে এই রাস্তা সীমান্তের নয় এবং প্রশ্ন করেন যে সেই জায়গায় গিয়েছেন কিনা, তা'হলে আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের অধিবাসী হিসাবে সমস্ত ভারতবর্ষ না বেড়ালে পরে যেন তার ভারতবর্ষ সম্পর্কে কথা বলার অধিকার হয় না বলে যদি কোন সদস্য মনে করেন, তাহলে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন নি বলে সে ভারতবাসী হয় না। এই রকম কোন যুক্তি হতে পারে না। আমরা জ্ঞান বিশ্বাসে না জেনে কোন কথা বলি না, বলার বদ্ অভ্যাস আমাদের নাই। বিশেষ করে এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে For execution of several works coming under Central road Fund as accepted by the Ministry of Transport (Roads Wing) in their letter No. B—7 (5)/64 dated the 30th January, 1965. Details of the works are given below. সে ক্ষেত্রে এই যে কাজগুলি এখানে ধরা হয়েছে মাননীয় সদস্যদের কাছে সেই কাজগুলি ছাপার অক্ষরে বই করে পরিবেশন করা হয়েছে। তারপর তারা এই দেশের অধিবাসী— অবশ্য এই দেশের বাইরে অন্য দেশের প্রতি যদি তাদের দৃষ্টি থাকে তাহলে নিজের দেশের রাস্তাকে বেমালুম অস্বীকার করতে পারেন তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। আমরা শুধু একথাই বলব যে এখানে যে তিনটি রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে সেই তিনটি রাস্তাই সীমান্তে এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য, নিরাপত্তার জন্য, বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এই রাস্তাগুলির প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষার যে দায়িত্ব শাসকদল গ্রহণ করেছেন তা পালন করার জন্য এই যে সাপ্লীমেন্টারী বাজেট তা আনা হয়েছে। এখন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য রাস্তা সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে গালাগালি করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য, যিনি তার এই ছাঁটাই প্রস্তাব'এর উপর বক্তব্য রেখেছেন তিনি বলেছেন উদয়পুর—অমরপুর রাস্তায় জীপ চলে। যদি রাস্তায় জীপ চলে তাহলে রাস্তা অচল হয়ে গেল একথা তিনি কি করে বললেন তা আমার বোধের অগম্য। তার পরেই তিনি আবার তেলিয়ামুড়া-অম্পি অমরপুর'এর কথা বলেছেন, সেই রাস্তা ইতিপূর্বেই প্রস্তুত হয়েছে এবং সেই রাস্তা যাতে চালু থাকে সেদিকে সরকারের যথাযথ দৃষ্টি আছে। বন্ধ হয়ে গেছে একথা বক্তা তিনি তার বক্তব্যে বলেন নি। তারপর এখানে তেলিয়ামুড়া—খোয়াই— আশারামবাড়ী, তারপর অন্যান্য রাস্তার কথা বলেছেন যে রাস্তাগুলি সত্য সত্যই একেবারে সীমান্তে নয়. যদিও অর্থ করা যেতে পারে যে ত্রিপুরা রাজ্য সমস্ত রাজ্যটাই একটা সীমান্তবর্তী অঞ্চল। সুতরাং তাদের অন্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অবান্তর বলেই মনে করি। উদয়পুর— বিলোনিয়া সাব্রুম'এর রাস্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিলোনিয়ার যে জায়গায় গুলি চালনা করে. সেখানে গাড়ী চলাচল করতে পারে না। গাড়ী চলাচল করতে না পাবার মত মাত্র একটি জায়গা আছে, উদয়পুর গোমতী নদীর যে খেয়াঘাট সে খেয়াঘাট কোন কোন সময়ে এমন অবস্থায় আসে সে সময়ে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য খেয়াঘাট হয়ত দুই চার ঘন্টার জন্য বন্ধ রাখতে হয়। তাই বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে একথাটা তার ভাষা হয় না। এখানে যারা উপস্থিত সদস্য রয়েছেন, যারা দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এসেছেন তারাও খেয়াঘাট পার হয়ে এসেছেন। তারা

নিশ্চয়ই পাখীর মত উড়ে আসেন নি। যোগাযোগ যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে সদস্য যারা উপস্থিত তারা কি করে আসতে পারলেন, তা আমি বুঝতে পারছিনা। এটা সকলেই দেখেছেন যে উদয়পুর গোমতী নদীর উপর টাকা খরচ করে যাতে একটা স্থায়ী পুল হতে পারে সেজন্য পুলের কাজ চলছে। সে ক্ষেত্রে অস্বীকার করার উপায় নাই এবং যে ক্ষেত্রে পুলের কাজ চলছে বলতে পারেন সে কাজ যত দ্রুত হওয়া উচিত তত দ্রুত হচ্ছে না।

এই কথা যদি তাঁরা বলতেন তা হলে আমি অবশ্য নিরব থাকতাম। যে ক্ষেত্রে দেখছেন যে কাজ দিন রাত্ হচ্ছে গোমতীর পুলের জন্য, চেষ্টার ত্রুটি নেই, সেই ক্ষেত্রে কাজ বন্ধ হয়নি, কাজ চলবে। যোগাযোগ বন্ধ হয়নি, যোগাযোগ আছে। আমি আশা করি যে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা তারা করেছেন, যে তর্ক তারা তুলে ধরেছেন তার উত্তর ঠিক ঠিক দিতে পেরেছি। আর একটা কথা উঠেছে যে রাইমা সরমায় পায়ে হেঁটে যেতে হয় ১২৫ মাইল এর মধ্যে আর কোন রাস্তা নেই। তিনি যেখানে বক্তৃতা দিয়েছেন সেখান থেকে অন্ততঃ আমবাসা পর্য্যন্ত রাস্তা আছে। তারপর আমবাসা জগবন্ধু বাড়ী পর্য্যন্ত জিপ যাওয়ার রাস্তা আছে। তারপর জগবন্ধু বাড়ী থেকে রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়েছে। যিনি বক্তৃতা দেন তিনিও অস্বীকার করতে পারবেন না যে জগবন্ধুবাড়ী থেকে বগাফা পর্য্যন্ত রাস্তা গ্রেনড্ রাস্তা, তার কাজ অহরহ চলছে এবং সেই কাজ বর্ত্তমানেও চলছে। অথচ কাজ হচ্ছে না বলে শাসকদলের সামনে এই কথার অবতারণা তিনি করেছেন। পায়ে হেঁটে ১২৫ মাইল ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও যেতে হয় না। গাড়ী ছাড়া ১২৫ মাইল যেতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন কোন যায়গা আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি যা বলেছেন তা সত্যের অপলাপ এবং আমার মনে হয় বক্তৃতা দেওয়ার জন্যই তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন। এরপরে তাঁরা নালিশ করেছেন অমরপুরের কিছু যায়গা রিকুইজিশন হয়েছে, তাঁর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। এই ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন যদিও এখানে নেই তবে আইন মাফিক যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকারের রয়েছে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডাব্লিউ, ডি, সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানে আমাদের এক মাননীয় সদস্য যদিও সেন্ট্রাল রোডের ফাণ্ডের টাকার সঙ্গে তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের পি, ডব্লিউ, ডি, জড়িয়ে ফেলেছেন তবুও আমার মনে হয় তিনি মিসমেনেইজমেন্ট সম্পর্কে বিশেষ করে এমন কিছু বলতে পারেননি যে এই সম্পর্কে আমায় আবার উত্তর দিতে হবে। একজন কর্মচারী তিনি মামলায় পড়েছিলেন। তিনি সরকারী কর্ম্মচারী। তাঁর স্বার্থ রক্ষার জন্য ডিপার্টমেন্টই যথেষ্ট। একেবারে এইটা বিধানসভা পর্য্যন্ত নালিশ নিয়ে এসে আসর গুলজার করা যাবে এই রকম একটা অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য তিনি এই বক্তৃতা রেখেছেন। কারণ আমার মনে হয় ডিপার্টমেন্টই তার কর্মচারীর স্বার্থ দেখবার জন্য যথেষ্ট। আমি এই সম্পর্কে এর উত্তর না দিলেও পারি। পি, ডব্লিউ, ডি, রাস্তার কাজ বিশেষ করে সেন্ট্রেল রোড ফাণ্ডের রাস্তার কাজ দেখার জন্য যথোচিত কাজ করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে এখানে খোয়াই উদনা রাস্তায় ১৫ হাজার টাকা ধরা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে যে সেই রাস্তায় প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে জরুরী সময়ে বিশেষ ভাবে দেখা দেওয়ায় ৬৭

হাজার টাকা সেই সম্পর্কে মঞ্জুর পাওয়া গেছে। তারপর পাণ্ডপবাড়ী আমদিঘাট রাস্তার জন্য প্রথমে মাত্র ২০ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। এই রাস্তা বর্তমানে জরুরী দেখা যাওয়ায় ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা তারা মঞ্জুরী নিয়েছেন।

তারপর বকুল খোড়াকাপ্পা রাস্তা যে ক্ষেত্রে মাত্র ৫০ হাজার টাকা তাদের প্রথম পরিকল্পনা ছিল সেই ক্ষেত্রে সেই রাস্তায় এক লক্ষ ১৮ হাজার টাকা তারা মঞ্জুরী নিয়েছেন। কাজেই আমার মনে হয় সীমান্ত রক্ষার জন্য, মেনেজমেণ্ট এর জন্য যত্ন এবং লক্ষ্য আছে বলেই তারা বর্তমান পরিস্থিতির উপস্থিত মূল্য দিয়ে এই টাকা তারা মঞ্জুরি চেয়েছিলেন। আমি আশা করি মিস্-মেনেজমেণ্ট সম্বন্ধে এখানে আর কোন প্রশ্ন উঠবে না। মেনেজমেণ্ট যাতে ঠিক ঠিক ভাবে চলে সেইজন্য তাঁরা এই টাকা চেয়েছেন। অতএব আমি মূল প্রস্তাবের পক্ষে এবং ছাটাই প্রস্তাবের বিপক্ষে বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীগোপেশরঞ্জন দেব।

শ্রীগোপেশরঞ্জন দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের সামনে প্যাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টএর ডিমাণ্ড মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেখেছেন আমি তার সমর্থনে এবং বিরোধী দলের যে দুইটি ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। কারণ আজকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যিনি নাকি প্রথম কাট মোশনের মুভার, তাঁর বক্তব্য শুনে আমি ভেবেছিলাম যে আজ আমরা এখানে এই যে সেন্ট্রেল রোড ফাণ্ড এর যে ডিমাণ্ড তার আলোচনা করতে বসেছি না সারা ভারতবর্ষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বসেছি। কারণ ওনার কথায় রয়েছে যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য পাকিস্তান আমাদের শত্রু। আমাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করতে পারি নি। কাজেই আক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা আমাদের নাই। এই সব কথা আমরা শুনেছি। আমি সেই কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। আমি জানি অল্প কিছুদিন আগেই বিলোনীয়াতে ফায়ারিং হয়েছে। পাকিস্তান আমাদের যথেষ্ট বিব্রত করেছে। কিন্তু গতকাল হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দত্তের প্রশ্নের জবাবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন তা হিন্দুস্থান পত্রিকায় বের হয়েছে। প্রশ্ন ছিল যে এই আক্রমণে ত্রিপুরার কত মানুষ বা মিলিটারী মারা গিয়াছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন যে আমাদের একটি কুকুরও মারা যায় নাই। কাজেই আক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা যে আমাদের আছে সেই সম্পর্কে আমি আবার আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু আক্রমণ রোধের ক্ষমতা যে আমাদের নাই মাননীয় সদস্য কি করে এই কথা বুঝলেন সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। (গণ্ডগোল)

Mr. Deputy Speaker—Order, Order, I request the Hon'ble Members not to interrupt when another Member is speaking.

শ্রীগোপেশরঞ্জন দেব—আর একটা কথা বলা হয়েছে যে আমাদের সেন্ট্রেল রোড ফাণ্ড এ যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। তিনি এয়ত জানেন না সেন্ট্রেল রোড

ফাণ্ড এর যে টাকাটা সেটা আমরা কি ভাবে পাই। কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকাটা প্রতি ষ্টেট এ দেয়। পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির যে সেভিংস সেই সেভিংস থেকে পাই এই টাকাটা। প্রতি ষ্টেটের, তার একটা বেসিস আছে, সেই বেসিস অনুসারে, তা ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়। আমাদের ত্রিপুরার ভাগে যা পড়ে তাই আমরা পাই। এখানে দেখা গেছে যে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা আমরা পেয়েছি। তা আমরা পাই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। আমরা চাইলেই পাব না। আগে টাকা চাইতে হয় এবং তার সাপোর্টে কতগুলি প্রপোজেল তৈরী করে সেখানে পাঠিয়ে তারপর মঞ্জুরি আনতে হয়। অতএব আমরা লিখলেই যে আমাদের খুসীমত টাকাটা পাব তা নয়। আরো যে পাওয়ার প্রয়োজন ছিল এই সেনট্রেল রোড ফাণ্ড থেকে এই কথা বললেই আমাদের দেবে না। কাজেই সেনট্রেল রোড ফাণ্ডএর সেই কথা কি ভাবে যে এখানে আসল আমি তা বুঝতে পারছি না।

মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য আরো বলেছেন যে সেন্ট্রেল রোড ফাণ্ডের টাকা দিয়ে আমাদের ত্রিপুরার রাস্তা করা দরকার। আমি জানি, যে কোন রাস্তায় সেই টাকা খরচ করতে পারি না। কতগুলি সেপসিফিক রাস্তার প্রপোজেল দিয়ে তারপর মঞ্জুরি আনতে হয় এবং সেই টাকা সেই নির্দ্দিষ্ট রাস্তায় ব্যয় করতে হয়। কাজেই যে কোন রাস্তায় সেই ফাণ্ডের টাকা আমরা যা পাই তা খরচ করিতে পারি না। মাননীয় সদস্য, ফার্ষ্ট কাট মোশনের যিনি মুভার তার বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে যে বিশেষ করে তিনি পি, ডব্লিউ, ডি সম্পর্কে ডিস্কাস করতে আসেন নি। তিনি কংগ্রেসের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, ক্ষমতাপন্ন দলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাই তাঁর সেই বক্তৃতায় সেই ঈর্ষাই ফুটে উঠেছে। আবার বলা হয়েছে পি, ডব্লিউ ডি-র কাজে বহু ত্রুটি রয়েছে সুতরাং মন্ত্রীরা যখন এর পিছনে আছেন তখন তার সংশোধন এর কোন সম্ভাবনা নেই। মন্ত্রীরা যেহেতু তার পিছনে আছেন সেই হেতু তার সংশোধনের আমরা খুব আশা রাখি। যদি কোন ভুল ত্রুটি থেকে থাকে তবে মন্ত্রীরা তার সংশোধন করছেন এবং করবেন। এই সম্বন্ধে আমরা খুব আশ্বস্ত। সেন্ট্রেল রোড ফাণ্ড ডিস্কাশন করতে গিয়ে জমির ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে। তার উত্তর মাননীয় সদস্য শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী মহাশয় দিয়েছেন। আমি আর সেই সম্পর্কে কিছু বলব না। আর মিস্‌মেনেজমেন্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ওয়ার্কচার্জড এসিসটেন্ট এর কথা বলা হয়েছে যে কোন এক ওয়ার্কচার্জড এসিসটেন্ট তার কেসের টাকা, মামলার টাকা আজ পর্য্যন্ত পায়নি। আমার মনে হয় যদিও তিনি ইমার্জেন্সীর কাজ করেছেন তবু তার একটা প্রায়র এপ্রোভ্যাল ডিপার্টমেন্টের এর কাছ থেকে নেওয়া উচিত ছিল। হয়ত সেই টেক্‌নিকেল এপ্রোভ্যাল তিনি নেননি এর জন্য টাকা পেতে দেরী হচ্ছে। যদি প্রকৃতই তিনি ইমার্জেন্সীর কাজের জন্য মামলা করে থাকেন নিশ্চয়ই সেই টাকা যাতে তিনি পান সেইজন্য ডিপার্টমেন্ট সেটা দেখবে। বলা হয়েছে কারা বিল এর টাকা পায়না। সেন্ট্রেল রোড ফ্যাণ্ড এর সাথে এর সম্পর্ক নেই। এটা একটা সেপারেট কেস। কাজেই বিশেষ করে আজকের যে আলোচনা সেই আলোচনা তারা বিকৃত করে তুলে ধরেছেন মাননীয় স্পীকারের বাধা দানের জন্য সেটা কিছু সংকুচিত হয় বলে তারা খুব কুপিত। তারা শুধু কংগ্রেস দলকে, শাসকদলকে

বকাবকী করে মিসমেনেজমেন্ট এর সম্পর্কে আলোচনা সুরু করে অনেক বাজে তথ্য সেখানে পরিবেশন করেছেন। মামলার টাকা, জমির ক্ষতিপূরণের টাকা ছাড়া আর কোন সংশোধনের ঘটনা, কনক্রিট ঘটনা তারা উল্লেখ করতে পারেননি। এই জন্য তারা যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আসন গ্রহণ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আই উড কল অন অনারেবল শচীন্দ্র লাল সিংহ।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড এর যে নির্দিষ্ট টাকা, এখানে যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে তাতে তারা প্রথমেই কাট মোশন দিয়েছেন that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for construction and improvement of road. Mismanagement in the public works department. আমি এখানে মাননীয় সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এটা ইনএডিকোয়েসী মোটেই নয়। ১৯৬০-৬১ তে ছিল ২৫,৯২২ টাকা, ৬১-৬২ তে ছিল ৩৬,৯৫৫ টাকা, ৬২-৬৩ তে ছিল ২০,৬৮৯ টাকা, ৬৩-৬৪ তে ছিল ২২,৮৭৫ টাকা, ৬৪-৬৫ তে ছিল ১,৮৩,৬২৬ টাকা আর এইবার অর্থ বরাদ্দ পেয়েছি ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। এটা ইনএডিকোয়েসী কি করে হল সেটা আমি চিন্তা করতে পারিনা। তবে তারাও জানেন যে এটা সত্যিই পর্যাপ্ত হয়েছে। তবু একটা কাট মোশন রাখা দরকার সেইজন্য সেটা রেখেছেন বলে আমার মনে হয়। কারণ এমন কোন যুক্তি ওনারা দেখাতে পারেননি যে এটা ইনএডিকোয়েট্ হয়েছে। এই সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টি যদি থাকত তাহলে পরে এটা ইনএডিকোয়েট্ হয়েছে এই কথা বলতে পারতেন না। তার কারণ হল এই, সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড এর যে টাকাটা সেটা হল গ্রান্ট এবং সেই গ্রান্টটা আমরা এখানে বাজেটে ইনক্লুড করেছি। অতএব যে টাকা আমাদের প্রাপ্য সেই অনুসারে আমরা তা পেয়েছি। কারণ আমাদের চিন্তা করতে হবে লোড অব ওয়ার্কস আমাদের কত। অর্থের যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন এবং টেকনিক্যাল পার্সোনেলের সম্বন্ধেও সম্যক অবগত আছেন। এমন কোন একটা অংক আমরা নির্দ্ধারিত করতে পারি না যেটা আমাদের যা লোকজন আছে, টেকনিক্যাল পার্সোনেল আছে তাদের ক্ষমতার আওতার বাইরে চলে যায়। টাকার অংক রাখলেই হবে না, সেই সাথে সাথে আমাদের কাজ করার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাও থাকা চাই। অতএব এই সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করে এই যে অর্থ, এই অর্থ আমরা মনে করি যে আমরা যদি ঠিক ঠিক ভাবে এটাকে কার্যকরী করে তুলতে পারি তাহলে পরে আমরা বর্ডারের যে অধিবাসী, তাদের যে জীবনযাত্রা সেই জীবনযাত্রাকে আমরা অন্যান্য জায়গার যে জনসাধারণ আছে তাদের সাথে সংযুক্ত করে দিয়ে অর্থনৈতিক মানকে আমরা উন্নত করতে পারব এবং সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই বর্ডার রোডের কাজগুলি করা হচ্ছে। আমি আগেই বলেছি যে ত্রিপুরা ইজ এ বর্ডার ষ্টেট্। তার যে রোডগুলি আছে সেই রোডগুলি প্রায়ই বর্ডারে গিয়েছে। সেটা জেনারেল ফাণ্ড থেকেই করা হচ্ছে। সেটা রোড ফাণ্ড থেকে নয়। অতএব এখানে যে বাজেটের অংক আছে সেটা দুই কোটি টাকার উপর

আছে। তার সাথে সাথে আরও ৪,৭৮,০০০ টাকা বর্ডার রোডে এসেছে। অতএব সেই কাজের সাথে মিলে আমাদের দুই কোটী ষাট লক্ষের মত টাকার অংক আমাদের বাজেটে এসে পড়বে। এই রোডের কাজ তা দিয়ে করতে পারব। অতএব সেই দিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার।

তবে আমি মাননীয় সদস্যকে নিরাপত্তার দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব যে আমাদের পিছনে যে অবস্থা আছে তার প্রতি যেন লক্ষ্য রাখেন। আমাদের রাস্তাঘাট নেই। আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। এই কথাটি বলা নিরাপত্তার দিক দিয়ে কতটুকু ন্যায়সংগত, যুক্তি সংগত আমি মাননীয় সদস্যদিগকে তা চিন্তা করতে বলব। কারণ বিলোনীয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। এটা সম্পূর্ণ একটা অমূলক কথা বলা হয়েছে। এবং শত্রু যারা আছে, যারা আক্রমণকারী তাদিগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে আমার পিছনে যে জায়গা আছে সংরক্ষণের, সেটা দুর্বল। এই জায়গাতে আঘাত করার একমাত্র সময় উপস্থিত হয়েছে। আমরা সেই জায়গাতে দুর্বল নই। আমরা আমাদের যোগাযোগকে সম্পূর্ণ রেখেই আক্রমণ যে হয়েছে তার প্রতিআক্রমণ করে সেই প্রতিরোধ শক্তিকে আমরা গড়ে তুলেছি এবং তার আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছি। এই যোগাযোগ থেকে সুরু করে সমস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের উন্নত আছে বলেই তারা সেই জায়গাতে প্রতিরোধকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছে। অতএব আমি সেজন্য জনসাধারণকে প্রশংসাই করব। সেই জায়গাতে তাদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্বেও জনসাধারণ নিজেরাই অগ্রসর হয়ে প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করবে এবং করছে। অতএব এই জায়গাতে ইন-এডিকোয়েসী অব প্রভিশান ফর কনষ্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ইমপ্রুভমেন্ট অব রোড এই যে চিন্তা রাখা হয়েছে এবং তার উপর কাটমোশন রাখা হয়েছে এটা অযৌক্তিক বলেই আমি মনে করছি। আর মিস্-ম্যানেজমেন্ট অব পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে কতগুলি কথা বলা হয়েছে। একটা বলা হয়েছে যে একজন এস, দত্ত বা একজন ওয়ার্কস চার্জড অ্যাসিষ্টান্ট সেখানে কাজ করছিলেন। সেই যায়গাতে একটা জমির মাটি কাটা হয় এবং এস, দত্ত মোকদ্দমা করছেন। যার জমি সে যদি মোকদ্দমা করে তাহলে সেটাকে রোধ করার ক্ষমতা পি, ডব্লিউ, ডি,র নাই। কোন লোকেরই নেই। যে কোন লোকই, আমাদের যারা কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে পারেন। এই সমস্ত ব্যাপারের সম্মুখীন হয়েই তাঁরা সেখানে কাজ করে যাচ্ছেন এবং মামলাতে জয়লাভ করেছেন। আমাদের ওয়ার্ক চার্জ অ্যাসিষ্ট্যান্ট জয়লাভ করেছেন। অতএব সরকারের একটা শক্তিও সেখানে ছিল এবং কাজটা ন্যায়সঙ্গত ছিল বলেই উনি জয়লাভ করেছেন। জয়লাভ করলে পরে তিনি যে টাকা পয়সা খরচ করছেন সেটা যদি অ্যাডভার্স কোন পার্সোন্যাল ইনফ্লুয়েন্স বলে কোন জিনিষ না থাকে, আর আগে যদি তিনি পারমিশন নিয়ে থাকেন, তাহলে পরে উনি তার ন্যায্য অংশ পাবেন। সেটাকে রোধ করার ক্ষমতা কারো নাই।

তারপর অমরপুরে ল্যাণ্ডস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে একটি প্রাইভেট পারসোন্যাল ল্যাণ্ড. সেই সেই জায়গাতে রাস্তা হয়েছে, টাকা দেওয়া হয়নি। এখনও সেই যায়গাতে সার্ভে সেটলমেন্ট এর কাজ চলছে। এখনও সেখানে এটেষ্টেশান হয় নি। অতএব আমরা এই মুহূর্তে সেটা খাস না প্রাইভেট ল্যাণ্ড সেটা বলতে পারব না। এটা খাস ল্যাণ্ডও হতে পারে। যদি খাস ল্যাণ্ড না হয় এবং তিনি নিজের ব্যক্তিগত লাণ্ড বলে প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন। ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার কোন কারণ নেই। অতএব মিসম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেটা একটা অমূলক ব্যাপারের উপর নির্ভর করে তাঁরা বলছেন বলে আমার মনে হয়। রাইমাশর্মার কথা বলা হয়েছে। তার উত্তর এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য করুণাময় নাথ চৌধুরী এবং গোপেশবাবু দিয়েছেন। তবে এই জায়গাতে আমি একটি কথা উল্লেখ করতে চাই যে মাননীয় সদস্যরা বোধ হয় অবগত আছেন যে মনু থেকে বগাফা পর্য্যন্ত যে রোড হচ্ছে, বগাফা থেকে সেই রোডের কাজ সেই দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে আসছে। অতএব ওনারা কি করে যে বললেন সেটা আমি চিন্তা করতে পারি না। আর ত্রিপুরায় এমন কোন জায়গা নেই আজকে যে ১২৫ মাইল পায়ে হেটে যেতে হয়। প্রত্যেক সাবডিভিশন ইন্টারলিঙ্ক হয়েছে। তবে যদি কোন সদস্য ইচ্ছা করেন সেই অমরপুর থেকে হেঁটে যেতে, তাহলে তিনি পদব্রজে হেটে যেতে পারেন। পদ পরিক্রমা একটা আনন্দের ব্যাপার এবং সেই অনুসারেই হাটতে পারেন। দেশের অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য, শিক্ষার জন্য উনি যদি করে থাকেন তবে এটা আনন্দেরই ব্যাপার। উনি চেষ্টা করুন, অনবরত করতে থাকুন, তাঁর আনন্দ বর্দ্ধিত হ'ক। তাঁকে সেই দিক দিয়ে সেটা করতে আরও উৎসাহিত করব। তাঁরা যে রাস্তাগুলি না জানেন তা নয়—

Mr. Speaker—The House Stands adjourned till 2 P. M. The speaker will have the floor.

(After launch)

মিঃ স্পীকার—I think discussin on demand for grant No. 26 is going on. I would call on hon'ble Chief Minister to continue.

শ্রীএস, এল, সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্যে কাট মোশন এর উপরে যে যুক্তির অবতারণা বিরোধী পক্ষ করেছিলেন তার উত্তর দিয়েছি যে টাকার যে অঙ্ক রেখেছি তা আমাদের road এর জন্য পর্য্যাপ্ত নয়, কারণ এই টাকা grant হিসাবে Central Road fund থেকে আসে এবং এখানে কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এবং ক্রমান্বয়ে Central Road fund এ টাকার অঙ্ক বর্দ্ধিত হচ্ছে তাও আমি দেখিয়েছি। তারপর এখানে Mismanagement এর জন্য আর একটি কাট মোশন আনা হয়েছে। Mismanagement এর কথা বলতে গিয়ে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, একটি হল একজন Road Moharor একটি মামলা করেছিলেন, সেই মামলায় তিনি জয়লাভ করেছেন। যদি Court এর Verdict থাকে এবং সে যদি ডিপার্টমেন্টের পারমিশন আগে থেকেই নিয়ে থাকে তবে মামলা খরচ সে পাবে।

তারপর acquired land সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না, কারো land যদি acquire করা হয়ে থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ তারা নিশ্চয়ই পাবে। আর যদি acquire না হয়ে থাকে সেটা যদি khas land হয় তাহলে ক্ষতিপূরণের কোন প্রশ্নই উঠবে না। তারপর Central Road সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যে রাস্তা নেই, ব্রিজ নেই, সত্যি কথাই, সেটা আমরা অস্বীকার করব না যে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি কম। এমন অনেক জায়গা আছে যে জায়গাতে আমরা এখনও রাস্তা তৈয়ার করতে পারিনি অথবা ব্রিজের কাজ এখনও আমরা সমাধা করতে পারিনি। এমন কথা আমরা কোন সময়ই কোন জায়গায় বলিনি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যত রাস্তাঘাট আছে সেসব আমরা ঠিক করে ফেলেছি। কেননা সেটা করতে গেলে যে সময়ের দরকার, কর্মচারীর দরকার এবং ফাণ্ডের দরকার তা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। আমাদের Road এ ফাণ্ড দিন দিনই বর্দ্ধিত হচ্ছে, আমাদের যে আয় আছে তার ৪।৫ গুণের উপর সেটা আমরা নির্দ্ধারিত করেছি। অতএব mismanagement সম্বন্ধে অথবা inadequancy সম্বন্ধে যে কথার অবতারণা করেছেন তারাও জানেন যে কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলছে এবং টাকার অঙ্কও পর্য্যাপ্ত। তবে opposition এ থাকলে demand এর উপর কাট মোশন এর অবতারণা করতে হয়। আমার মনে হয় সেই দিক দিয়েই তারা তা করেছেন। তাই আমি এই কাট মোশনের বিরোধিতা করে House এর কাছে আবেদন করব যেন আমার demand সর্ববাদী সম্মত ক্রমে গৃহীত হয়।

Mr. Speaker—The discussion is over. I would now put the motions to vote. First I would put the cut motions to vote.

One motion moved by Shri Bulu Kuki. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for construction and improvement of roads.

(The cut motion was put to vote and lost)

I would now put the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on the mismanagement in the Public Works Department.

(The cut motion was put to vote and lost)

I would now put the main motion to vote, The question is that a further sum not exceeding Rs. 4.78,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1965 to 31st march 1966 in respect of demand no 26—Public Works including roads.

The demand was put to vote and passed.

We will pass on to the next demand. I would call on Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move his demand for grant No. 31—Major Head 70—Forest. As soon as the motion will be moved I would take the cut motioned tabled by Shri Hlura Aung Mog and Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় —On the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,50,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1965 to 31st March 1966. in respect of demand No. 31—Forest.

Mr. Speaker—I would call on Shri Hlura Aung Mog to speak in support of his cut motion.

শ্রীলুড়া অং মগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার দুইটি cut motion-ই এর উপরে। এই দুইটিই এক সাথে আলোচনা করতে পারব কি ?

Mr. Speaker—Yes

শ্রীলুরা অং মগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে অতিরিক্ত বাজেট এখানে রাখা হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ১,৫০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন সঠিক scheme আমাদের কাছে উপস্থিত করেননি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। তিনি আমতা আমতাভাবে আমাদের কাছে এই demandটি উপস্থিত করেছেন, তিনি পরিষ্কারভাবে এই scheme সম্পর্কে কিছু বলেননি।

আমরা জানি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে লাকড়ি সরবরাহ করার স্কীমটাই ভাল স্কীম এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কিভাবে সে স্কীমটা করা উচিত এবং তার মাধ্যমে কিভাবে যে লাকড়ি সরবরাহ করা হবে তা আমরা জানি না। সমস্ত এলাকায় কিভাবে লাকড়ি সংগ্রহ করা হবে, কিভাবে plantation করা হবে। কত লাকড়ি এই আগরতলা সহরে এবং অন্যান্য সহরে দরকার সেই সম্পর্কে এখানে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের লাকড়ির অনেক অভাব। সেই দিক দিয়ে আমি বলতে চাই যে যাতে এই চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা ঠিকভাবে scheme টাকে রূপায়িত করতে পারি সেদিকে আমাদের লক্ষ্যরাখা প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম যেমন বেড়ে গেছে তেমনি লাকড়ির দামও আগরতলা সহরে এবং অন্যান্য জায়গায় ঠিক সেইভাবে বেড়ে গেছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের scheme তৈরী করা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মিটাতে হলে টাকার আরো প্রয়োজন আছে। এই টাকাই যথেষ্ট নয়। টাকাটা চাহিদার অনুপাতে অনেক কম রাখা হয়েছে। সেই জন্য আমি বলব যে টাকা আরও বাড়ান প্রয়োজন এবং আমি অনুরোধ করব যাতে মন্ত্রীমণ্ডলী সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

আর একটা কথা হল যে, আমাদের forest reservation ব্যাপারে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যই

দেখা যায় reservation করা হয়েছে। এমন ফাঁক নেই যে reservation নেই। এই forest reservation করতে গিয়ে যে demarcation করা হয়েছে তাতে জনসাধারণদের অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে। Muhuripur এ reservation করা হয়েছে। সেখানকার এই forest মহারাজার আমল থেকেই unreserved forest হিসাবে ছিল। কিন্তু পরে ত্রিপুরা সরকার সেটা reserved বলে ঘোষণা করেন এবং যেভাবে plantation এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, reserve এলাকা যেভাবে ঘোষিত হয়েছে তাতে প্রায় ৫।৭ হাজারের মত লোক সেই reservation এর মধ্যে পড়ে গেছে। পশ্চিম দিকে ১॥ ফার্লং এবং পূর্বদিকে ১ ফার্লং এর তার পরে হ'ল forest reserve. মাঝখানে এই যে গ্রাম ও মুহুরী তলশীল এলাকা সেটা ঘন বসতি এলাকা। সেখানে ২।৩ হাজার বসত বাড়ী reserve এর মধ্যে পড়ে গেছে। এছাড়া Reserved forest এর ভিতরে ৪।৫ হাজার লোকের বসতি আছে। সেখানে দৈনন্দিন যেভাবে নির্য্যাতন করা হচ্ছে সেটা মানুষের সহ্যের বাইরে চলে গেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও একবার আদিবাসী সম্মেলন উপলক্ষে কলোনী গিয়েছিলেন। ওনার কাছে এলাকার সমস্ত লোক এই সমস্ত অভিযোগ জানিয়েছে কিন্তু এ সম্পর্কে যে কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন তা কিছুই জানি না। অভিযোগটা ছিল এই রিজার্ভটাকে জনবসতি এলেকা থেকে আরো কিছু দূরে সরানো হক্। একজন গৃহস্থের বাড়ীতে তার গরু মহিষ ইত্যাদি যাবতীয় পশু থাকে, ঐগুলি ছাড়া পেলে পরে রিজার্ভ এলেকায় গিয়ে পড়ে এবং ঐজন্য তাকে ৫৲/৭৲ টাকা জরিমানা দিতে হচ্ছে। অতএব ফরেষ্ট এরিয়ার ডিমার্কেশন করতে গিয়ে প্রায় একশত পরিবারের নিজ জোতের জমিজমা রিজার্ভ এলেকায় পড়ে গেছে। সেখানে প্রায় ১৩৭টি পরিবারকে জুমিয়া রিহেবিলিটেশন দেওয়া হয়েছে এবং এ ছাড়াও অনেক খাসের জমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। বর্ত্তমানে জরীপ করতে গিয়ে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ায় ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সেই attestation এর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অতএব আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে সেখানকার জনসাধারণের নিজ জোতের জমিগুলি এবং ধানীজমিগুলি এবং জুমিয়াদের যে জমিগুলি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি যাতে ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে বাইরে রাখা হয়। সরকার এই ব্যাপারে সেখানকার জনসাধারণকে সুযোগ সুবিধা দেন নাই এবং বিষয়টি neglect করে আসছেন। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এই রিজার্ভেশনের জন্য আমাদের জনজীবনে একটা দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। যেখানে আমরা ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য গাছপালা লাগাবার scheme করছি সেখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কার্য্যকলাপের জন্য জনসাধারণকে সেই দিকে আকৃষ্ট না করে উল্টা তাদেরকে নিরাশ করে তুলেছে। এখানে আর একটি দৃষ্টান্তের কথা আমি বলছি। এখানে ফটিকছড়ি মনু-এলেকায় গোপাল দেববর্মা পিং মৃত নলিনী দেববর্মা সাং—বীরচন্দ্রনগর ১৯৬০ ইং সনে সেখানে জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছিল এবং ৫০০৲ টাকা নগদও পেয়েছিল।

Mr. Speaker—That point is not relevant. Here inadequancy of Provision

for fast Growing species. অর্থাৎ fast Growing species এর যে টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা কম This is the subject.

Hlura Aung Mog—সেইটাও আগেই বলেছি। এর পর আমার আরো একটি cut motion আছে।

Mr. Speaker—Yes, demarcating reserve forest.

Hlura Aung Mog—কাজেই যেখানে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং ৫০০৲ টাকা গোপাল দেববর্ম্মা পেয়েছে, এবং ঐখানে নিজের জমির জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়েও তাকে হয়রানি হতে হয়েছে। এইভাবে সেইখানকার লোকেরা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের দ্বারা সর্বদাই হয়রানি হচ্ছে। এমনকি তাদের থেকে অন্যায়ভাবে টাকা আদায়ও করা হচ্ছে। এই কাজ ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের গার্ডরা করছেন। ফটিকছড়ি বাজারের পূর্বদিকে ৫ কানি জমি সে allotment পেয়েছে। Forest এর কর্মচারীগণ পাহাড়ীয়াদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের ঘরগুলি চেক্ করে ধমক দিয়ে বলে থাকেন যে কেন তোমরা এই সব ঘর তৈরার কর? এইগুলি তোমরা করতে পারবে না, অতএব তোমাদের কিছু টাকা না দিলে হবে না। নতুবা ঘরগুলি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। এইভাবে তাদের থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে।

আর ধনকুমার জমাতিয়া পিতামৃত গঙ্গাধর জমাতিয়া সাং ফটিকছড়ি বাজার; রিজার্ভ এর ভিতরই তার সমস্ত ঘরবাড়ী জায়গা জমি ছিল এবং সে সেইখানে জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছে আজ ৭।৮ বৎসর হল। সেখানে সে তার বসতবাটিতে আম, কাঠাল, ইত্যাদির বাগান করেছে কিন্তু তাকেই সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। আর ইন্দ্রমোহন জমাতিয়া পিং রাজকুমার জমাতিয়া সাং পূর্ব ফটিকছড়ি। যেখানে তিনি গৃহস্থ ছিল, তারা অনেকদিন হল জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছে। ফরেষ্টার সেখানে গিয়ে ধর পাকড় করে এবং তাকে ঘর ছেড়ে দিতে বলে। শ্রীসপ্তরায় রিয়াং পিংমৃত কেষ্টরায় রিয়াং সাং বাগমা পোঃ বীরচন্দ্রনগর নিজ জোতের সংলগ্ন টিলাতে কিছু জমি ১০।১২ বৎসর যাবত আবাদ করে আসছে। সেখানে ফরেষ্ট গার্ডরা তাকে এবং তার জামাতাকে ধরে নিয়ে যায় গর্জি ফরেষ্টার ক্যাম্পে। সেখানে ১২ টাকা দিতে হয় তাদের এবং মুক্তি পায়। শ্রীমোহনবাসী দেববর্মা পিং মৃত বৈকুণ্ঠ দেববর্মা বসতবাটি সংলগ্ন টিলার আবাদ করেছিল, তাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ২০ টাকা দিয়ে সে মুক্তি পায়। এইরূপ আরো বহু ঘটনা এখানে আছে। শ্রীবীরেন্দ্র নিজ জোত সংলগ্ন জমিতে সে আবাদ করেছিল, তাকে ধরেও কিছু টাকা আদায় করা হয়েছে। ফরেষ্ট এর এই ডিমার্কেশনের জন্য আমাদের বহু উপজাতীয় জুমিয়ারা অনবরত এইভাবে যন্ত্রনাভোগ করছে এবং পাহাড়ীয়ারা ফরেষ্ট গার্ডদের অর্থ আদায়ের শিকার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হল অবস্থা। আর শ্রী ভজুয়া রিয়াং পিতামৃত আনন্দ রিয়াং সাং ফটিকছড়ি পোঃ মনুবাজার ধলাই ছড়াতে সামান্য জুম কাটার জন্য পেট্রোল গার্ডেরা তাকে ১০০ টাকা দিতে বলে, পরে ৩০ টাকা দিয়ে সেখান থেকে সে মুক্তি পায়।

মিঃ স্পীকার—অনেকগুলি দৃষ্টান্ত তো আপনি দিয়েছেন। That point has been established from your point of view, আর দরকার নেইতো।

শ্রী লুড়া অং মগ—শ্রীদেবপ্রসাদ রিয়াং সাং পশ্চিম ফটিকছড়ি আর শ্রীলালদাস রিয়াং পিতামৃত রামধবু রিয়াং সাং পশ্চিম ফটিকছড়ি এই সমস্ত পাহাড়ীদের পাহাড় অঞ্চলে জুম ও গাছ কাটতে গিয়ে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের খপ্পরের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সেই জন্য আমি মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব সে রিজার্ভ এলেকাধীন সকল উপজাতীয়দের বসত বাটী আছে এবং জুমিয়ারা যারা আছেন তারা যাতে তাদের বসত বাটী ও জায়গাজমি রিজারভেশন থেকে মুক্তি পান তার ব্যবস্থা করেন। যেখানে আমরা একটা ভাল স্কীম হাতে নিচ্ছি জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা ও উন্নতির জন্য, সেখানে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের নেক নজর থাকার দরুণ জনসাধারণের নানা রকম অসুবিধা ও হয়রানি হচ্ছে এবং কাজের ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ীয়া ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে একেবারে জর্জ্জরিত ও অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, অতএব সরকারের এদিকে একান্তভাবে নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয় বর্তমানে যেভাবে forest demarcationএর কাজ চলছে, সেটা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য দিয়ে হচ্ছে, কারণ তারা মনে করেন যে এখান থেকে ওখান পর্যন্ত plantation area করতে হবে তার ফলে এই ব্যাপারে কোন প্রকার বিচার বিবেচনা না করে শুধুমাত্র ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলছে। এটা যে আজকের যুগে একেবারে অচল, একথা মনে রাখা দরকার। অতএব বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে এই সমস্ত Forest-এর Demarcation করা উচিৎ। কিন্তু সেটা না করে, খুসীমত এটা করা হচ্ছে, তাই আমি বলব যে সরকারের এটা মোটেই উচিৎ হচ্ছে না এবং মানুষকে নির্য্যাতনের জন্যই শুধু এই Forest demarcation করা হচ্ছে নূতন নূতন জায়গা Forest Reserveএর অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে কিন্তু এগুলি করার পূর্ব্বে আমাদের দেখা উচিত যে এখানে কত লোক আছে, কত পরিবার আছে, তাদের অবস্থা কি, তাদের জমিজমা কত এই সব বিবেচনা করা দরকার। তা ছাড়াও Reserv থেকে আরো সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিৎ যেমন গোচারণ ভূমি ইত্যাদি। গোচারণ ভুমি নেই। রাস্তার পাশে গরু বাঁধলেই তাকে জরিমানা দিতে হয়, কেননা সেটা, Reserve এলেকা। ত্রিপুরার অধিকাংশ অধিবাসীকৃষক, তাদের গো-চারণ ভূমির একান্ত দরকার। তাদের গো-পালন করার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকি, অথচ গো-চারণের জন্য কোন ভূমি নেই। কাজেই Reserve এলেকা সংলগ্ন জায়গায় কৃষকদের জন্য গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা করা দরকার। এইসব দিকে মন্ত্রী মহোদয়রা লক্ষ্য রাখেন সেজন্য আমি অনুরোধ করছি এবং আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would draw the attention of all the member to one point. You see, we have to finish these Demands for Grants today & we shall have

to introduce the Appropriation Bill and the consideration of the Appropriation Bill to-day. As the date has been fixed by the Administrator. I would request all the members on both the sides to kindly see that we may have our business finished within the scheduled time. I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Forest Department সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে, কারণ forest department-টি জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে তার বাস্তব প্রয়োগ যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে এই বিভাগটি জন-উৎপীড়ন বিভাগ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যেমন তার জন উৎপীড়ন, অন্যদিকে তার mismanagement, যার কোন সীমা নেই। আমি mismanagement সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করব। Forest Deptt. এর মাধ্যমে তার Office, Dak-Banglow, Quarter, প্রভৃতির যে সমস্ত construction work হয়, প্রত্যেকটি কাজই তার complete হওয়ার পূর্বেই completion report দিয়ে তার সমস্ত বিল draw করা হয়। এই রূপ তাদের নিয়ম। একটি ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৬৪-৬৫ সালে শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য্য, যেক্সার যখন সদরে S. D. F. O. ছিলেন, এখানকার D. F. O. র অফিসের পিছনে quarter construction ইত্যাদি বাবদ বেশ একটা মোটা টাকা grant হয়। সেই কাজ complete হওয়ার পূর্ব্বেই department থেকে completion report দিয়ে টাকাটা draw করে নেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন এই অফিসার ধর্মনগরে transfer হয়ে গেলেন তখন দেখা গেল ঘরটির construction এর অনেক কাজই বাকী কিন্তু completion report দিয়া সমস্ত টাকা draw করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই ঘর-গুলি বহুদিন যাবৎ অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। তারপর department এর অনেক কর্মচারী দরখাস্ত করার পর কোনরকমভাবে জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহারের মত করা হয় এবং সেখানে তারা আছেন। দেখা যায় কোন ঘরের দরজা নাই, জানালা নাই ইত্যাদি এবং এই ঘটনা যখন department-এ জানাজানি হল তখন আমাদের C. F. O. সাহেব সবকিছু ধামাচাপা দিয়ে ভদ্রলোককে এখান থেকে transfer করে দিলেন, তারপর আর কোন খোঁজখবর নেওয়া হয় না। শুধু এই একটা ঘটনা নয়, forest এর মারফতে যতগুলি কাজ হচ্ছে সবগুলির এই একই অবস্থা। আর একটি ঘটনার কথা বলছি—Southern Divission-এর Zonal S. D. F. O. এও তাবে একটি construction এর নাম করে Completion Report দিয়ে কাজ শেষ হবার পূর্বেই টাকাটা নিয়ে যান এবং কিছু আংশিক খরচ করার পরে ঐ অফিসের একাউন্টেন্টের নিকট টাকাটা জমা দেন। পরে তিনি যখন একদিন টাকাটা চেয়ে বসলেন তখন একাউন্টেন্ট বললেন যে আপনি যদি টাকা নিতে চান তবে আমায় রসিদ দিন। তখন রসিদ দিয়ে S. D. F. O. টাকাটা নিলেন। পরে S. D. F. O. ও Accountantএর মধ্যে যখন

friction দেখা দিল তখন S. D. F, O. বললেন যে আমার রসিদটা দিয়ে দিন। এইভাবে একটা গোলমালের সৃষ্টি হল। তখন C. F. O, সেখানে একটা মধ্যস্থতা করে ঐ ভদ্র লোককে সেখান থেকে transfer করে case টা মীমাংসা করে দিলেন। এই হল অবস্থা। Construction বাবদ যে টাকাটা নেওয়া হল, সেই construction হল না এবং S. D. F. O, নিজের ঐ Construction এর নামে নিজের বাড়ী Construction করে ফেললেন, এই হল ঘটনা। এইভাবে Forest Deptt, এর বহু ঘটনা হচ্ছে due to mismanagement.

Forest Deptt. এ বহু tribal চাকুরী পায়, Forester হউক বা Guardই হউক, তিন মাস temporary হিসাবে কাজ করার পর আর কোন Continuation order দেওয়া হয় না। Demarcationএর ব্যাপারে শ্রীলুড়া অঙ্গ মগ মহোদয় অনেক কথা বলেছেন। তবু demarcation সম্পর্কে আমার কিছু বলতে হয়। যেমন কালাপানীয়া হইতে বিলোনীয়া বর্ডার পর্যন্ত একটা Reserve Forest করা হয়েছে, এর মধ্যে বহুদিনের যে লুঙ্গা বসত বাটী এবং জোতের জমি ইত্যাদি ছিল তারা Reserveএর মধ্যে আনা হয়েছে। এই সমস্ত জায়গাগুলি Forest Reserveএর বাইরে রাখা উচিৎ ছিল কিন্তু তা না করে জনসাধারণের কল্যাণের নামে Forest Department জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছেন। এইভাবে মহুরীপুর রিজার্ভ এলাকাতেও বহু দিনের পুরাতন বাসিন্দা ছিল, সেখানে জরীপ হয়েছে কিন্তু attestation এর সময় C. F. O. মহাশয় Objection দিয়েছেন যে ঐ যায়গা নাকি Reserve Boundaryর অন্তর্ভুক্ত। যারা জোতের মালীক তারাও আজ নামজারী করতে পারছে না এবং কাজ স্থগিত করে রাখা হয়েছে। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে যদি আমরা Forest Reserve জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই করে থাকি তাহলে ঐসব রিজার্ভ এলেকায় যে সব লোকের জোতের জমি আছে, জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জমি আছে সেগুলিকে রিজার্ভ এলাকা হতে বাদ দেওয়া উচিৎ। তাছাড়া সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে যেমন কোন লোক Reserve Areaর ভিতরে গেলেই তাদের নামে case দেওয়া হয়। এইভাবে একটা দুটি ঘটনা নয়, আমরা যদি সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্যন্ত Forest Deptt. এর অবস্থা দেখি তাহলে দেখব যে হাজার হাজার মানুষের নামে কারণে অকারণে case করা হয়। সেইসব Caseএ যদি Defence নিতে হয় তাহলে একটা লোককে উকালতনামা, উকিল মহুরীর ফি ইত্যাদি বাবদ বহু টাকা খরচ করতে বাধ্য হয়। তাতে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা কোন কোন ক্ষেত্রে দশ টাকা forest department-এর কর্মচারীকে দিতে হয়। অর্থাৎ ধান যেখানে অন্যায়ভাবে সিজ করা হয়েছে; অন্যায়ের বিরুদ্ধে defend নিতে গেলে সেখানে তিন শত, চারিশত বা পাঁচশত টাকা খরচ হওয়ার কথা। সেখানে অন্যায় হলে কি করবে, তাতে কোর্ট কাচারীতে না গিয়ে অনেক সাধারণ মানুষ, নিরীহ মানুষ পাঁচ টাকা দশ টাকা দিয়ে ঐ Forest Departmental যে সমস্ত কেস Compound করা হয় এবং সেগুলি তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এইভাবে

একটি বেআইনী পথে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এটা অতি শত্বর বন্ধ করা দরকার এই বক্তব্য রেখেই আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would call on Dey. Minister Shri M. L. Bhowmik.

Shri M. L. Bhowmik—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Forest খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এই হাউসে পেশ করেছেন। বিরোধীদলের কোন একজন মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে আমতা আমতা করে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসে পেশ করা হয়েছে। এটা কি করে আমতা আমতা করে বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায়, প্রাঞ্জল ভাষায়, সাবলীল ভাষায় তার বক্তব্য হাউসে পেশ করেছেন। আপনারা সকলেই শুনেছেন এবং তার Supplementary Budget আপনারা সকলেই পেয়েছেন। অথচ তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন আমতা আমতা করে। যাহা হোক এই Forest খাতে তারা যে তিনটি ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন এবং এই ছাঁটাই প্রস্তাবের যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন। সে সমস্ত যুক্তি ধোপে টেকে না। কাজেই আমি ঐ সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

প্রথমতঃ যে ছাটাই প্রস্তাব তাতে তিনি বলেছেন Inadequacy of provision for plantation of Fast Growing Species এই যে scheme এই scheme অনুসারে আমাদের রাজ্যে fast growing species plantation হচ্ছে, এটা একটা centrally sponsored scheme এই scheme আমরা এই রাজ্যে ১৯৬২ ইংরাজী থেকে কার্য্যকরী করছি। এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪ বৎসরে এই scheme অনুসারে ১ হাজার ৮০ একর ভূমিতে এই fast growing species plantation করার কথা। কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত দুই হাজার ৫৫ একর ভূমিতে এই fast growing species plantation করেছি। যে target ছিল সেই target আমরা অতিক্রম করেছি এবং যে লক্ষ্যে আমরা পৌঁছেছি, যা করার কথা সেটা আড়াই গুণ বেশী। কাজেই আমরা এই scheme অত্যন্ত কৃতকার্য্যতার সহিত অত্যন্ত সাফল্যের সহিত রাজ্যে কার্য্যকরী করছি আমি House এ আমাদের fast growing species কিভাবে plantation হচ্ছে year wise তার একটা বিবরণ দিতে চাই। ১৯৬২ ইংরাজীতে ২১০ একর আমাদের target, অবশ্য প্রথম বৎসরে মাত্র ২০৬ একর হয়, ১৯৬৩ তে ২১০ এর জায়গায় ৬৮২'১০ একর, ১৯৬৪ তে ২১০ সেই জায়গায় ৮৮৪, ১৯৬৫ তে ২১০ এর জায়গায় ৮৩২ একর। এইভাবে আমরা ২৫৮২ একর জায়গায় fast growing species plantation করেছি। এই fast growing species অর্থে মাননীয় সদস্যরা আমার মনে হয় বুঝেছেন যে এতে শুধু লাকড়ি হবে, ঠিক লাকড়ির fuel নয়, সব wood, fast growing speices বলতে আমরা শুধু fuel বুঝি না, some wood ও বুঝি। যেমন গামাইর, করই, কোনার প্রভৃতি গাছ যা দ্রুত বাড়ে। কাজেই এই সমস্ত গাছের চাষ অতি দ্রুত হচ্ছে। এবং আমাদের যে target

আমরা অতিক্রম করেছি। কাজেই এটা একটা forest Department এর বিরাট সাফল্য বলে আমি মনে করি। এবং এই খাতে যে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করা হয়েছে এটা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। ১৯৬৬ ইংরেজীতে আমরা আরো অতিরিক্ত ৮ শতের উপর একর ভূমিতে fast growing specis plantation করব। কাজেই এই যে দাবী এটা অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত এবং আমরা আশাকরি আগামী চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের fast growing species plantation আরও অনেক বাড়বে। কাজেই আমাদের এই রাজ্যের জ্বালানী কাঠের যে অভাব এবং fast growing species এর যে সমস্ত soft wood এর অভাব সেটা পূরণ করতে আমরা অনেকটা সক্ষম হব। তারপর forest area demarcation সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এ রাজ্যে যেভাবে forest এর সীমা নির্দ্ধারিত হচ্ছে সেটা ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছেনা, সেটা বে-আইনীভাবে হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা অবশ্যই জানেন যে আমাদের রাজ্যে Indian Forest Act চালু আছে। সেই Indian Forest Act অনুসারেই আমাদের সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমরা Reserve সেইভাবে করছি। Reservation এবং Demarcation দু'টো আইন অনুযায়ীই হচ্ছে। Indian Forest Act এর section 3 সেই অনুসারে রাজ্য সরকার বনাঞ্চলের যে কোন অংশকেই forest reserve বলে ঘোষণা করতে পারেন। সেই নিয়ম অনুসারে রাজ্য সরকার যে অঞ্চলকে reserve area বলে ঘোষণা করতে চান প্রথমতঃ gazette এ তার Notification দেন এবং যে অঞ্চলে এটা করা হবে, সেই অঞ্চলের একটা মোটামুটি সিমানা নির্দ্দেশ করে সেটা ঘোষণা করেন। তারপর under section 6 of the Indian Forest Act. একজন Forest settlement officer নিযুক্ত করেন। যে Reserve area ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে কারও কোন বাড়ীঘর বা গাছের উপর Right আছে কি না সমস্ত বিষয় তিনি enquiry করেন এবং কারও কোন right থাকলে অর্থাৎ গাছের উপর, জমির উপর অথবা কোন কিছুর উপর যদি কোন right থাকে সেই সমস্ত তিনি শুনেন. Enquiryর সময় শুনেন। তারপর তিনি একটা Proclamation in local Vernacular issue করেন। Local vernacularএ যে জায়গাতে Forest Reserve করা হচ্ছে সেই areaটি নির্দ্দেশ করে, তারপর সেইখানকার কোন অধিবাসীর যদি বাড়ী ঘর থাকে, তার rightএর কথা তিনি জেনেশুনে, আবশ্যক হলে সেটা বাদ দিয়ে Proclamation ঘোষণা করেন। সেই অনুসারেই Forest Reserve করা হচ্ছে। তিনি মুহুরীপুরের কথা বলছেন, আমার নিশ্চয়ই মনে হয়, মুহুরীপুরে এইভারে আইন অনুসারে কাজ হয়েছে। জনসাধারণ Forest settlement officer এর কাছে যাননি। তাদের যে সমস্ত অধিকার আছে জায়গার উপর বা সেই সমস্ত জায়গায় গাছের উপর তাদের অধিকার আছে বলেন নি। যদি তারা বলতেন তবে নিশ্চয়ই Forest settlement officer তা হলে শুনতেন। এবং সেই অনুসারে সেই জায়গা বা বাড়ীঘর বাদ দিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু আমার মনে হয় সেই Proclamation এর খোঁজ তারা রাখেন নি, gazette Notificationএর খোঁজ তারা রাখেন নি। এই জন্য আইন অনুসারে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে সেই কাজের কোন খবর না রেখে অযথা

সরকারের উপর দোষারোপ করছেন যে তারা জোর করে, জুলুম করে সেই সমস্ত জায়গা থেকে প্রজা সাধারণকে উৎখাত করছেন। কিন্তু যদি মাননীয় সদস্যরা সেই দিক দিয়ে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতেন, বলতেন যে আইন অনুসারে যদি তোমাদের কোন জায়গার উপর অধিকার থাকে, right থাকে তবে তোমরা Forest settlement officerকে গিয়ে বল। তারা নিশ্চয়ই সেইভাবে সেটা বলেন নি। আইন অনুসারে যখন কাজ চলছিল তখন তারা বলেন নি আর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কেউ কোন প্রকার দাবী উত্থাপন করেন নি। এখন হাউসে এসে বলছেন যে তাদের জোর করে. জুলুম করে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই যে কাজ—Forest Reservation এবং Demarcation of Forest সেটা আইন অনুসারেই হচ্ছে. আইনানুসারে যে কাজ চলছে। এখন তারা হাউসে এসে গলাবাজী করছেন যে আইন বিরোধী কাজ হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের যে সমস্ত যুক্তি এখানে উত্থাপন করেছেন এই Demarcation of Forest সম্পর্কে, Reservation of Forest সম্পর্কে তাতে কোন যুক্তি নেই। কাজেই তাদের এই ছাঁটাই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble Chief Minister to give his reply in brief.

Shri S. L. Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে তিনটী ছাঁটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো inadequacy of provision for plantation of fast growing Species, দ্বিতীয়টি হলো mismanagement and irregularities in demarcating reserve forest, আর তৃতীয়টি হলো mismanagement in the forest department. এখানে উল্লেখ করা দরকার যে একথা বলতে গিয়ে কতগুলি যুক্তি রাখা হয়েছে, অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি হলো মামুলি ধরণের। কারণ তারা জানেন যে এখানে fast growing species বলতে যে সমস্ত গাছ, কালকেও সেটা বলা হয়েছে যে এই সমস্ত বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে। সেটা যে কেবলমাত্র fuel তাহা নয়, soft wood থেকে আরম্ভ করে, আমাদের soil কে preserve করার জন্য এই সমস্ত কাজ করা হচ্ছে তা তারা জানেন। জানা স্বত্বেও এই কাট মোশন তারা এনেছেন। কারণ কাট মোশন রাখতে হবে সেইজন্য রেখেছেন। এবং কাট মোশনকে discuss করতে গিয়ে এখানে demarcation of forest reserve সম্বন্ধে যা বলেছেন আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় শ্রী ভৌমিক মহাশয় তার যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। তারপরে mismanagement of Forest Department সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে construction না হতেই completion certificate দেওয়া হয়ে যায়, payment হয়ে যায়, সেটা অত্যন্ত অযৌক্তিক ; কারণ এই যদি হয় তাহলে পরেও audit আছে।

কোন অফিসার যখন বদলী হল তখন সেটা জনকল্যাণের জন্যই করা হয়ে থাকে। অতএব কোন অফিসারকে কোন construction করার পর বদলী করলে আপনারা যদি সেটাকে punishment বলে মনে করে থাকেন তবে সেটা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। অতএব মাননীয় সদস্যরা যে কাট মোশন রেখেছেন তার বিরোধিতা করে বলতে চাই যে তারা কতকগুলি মনগড়া mismanagement এর

কথা বলেছেন এবং demarcation এর গণ্ডগোলের কথা বলেছেন এবং তা বলতে গিয়ে মুহুরীপুরের যে অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছেন ১ মাইল পূর্বে ও দেড় মাইল পশ্চিমের অঞ্চলটা বাদ দিয়ে সমস্তটা মুহুরীপুর অঞ্চল। তাহলে উপরোক্ত অঞ্চলে কেউ যদি Forest Department এর অনুমতি ব্যতীত কোন কিছু করে থাকেন সেটা অসঙ্গত এবং দণ্ডনীয়। অতএব যারা আইনভঙ্গের জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা দেন আমি তাঁদের কাছে অনুরোধ করব তারা যেন বন আইনকে ভঙ্গ করার জন্য উস্কানী না দেন এবং তাদিগকে বিপন্ন না করেন। সেই কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আমি অনুরোধ করব। ত্রিপুরার জনসাধারণ ফরেষ্টকে উন্নত করার জন্য যাতে কার্য্যক্রম গ্রহণ করেন। আমরা জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়েই ত্রিপুরার ফরেষ্টের উন্নতি করব, plantation করব, এবং জনসাধারণের দুঃখ দৈন্য লাঘবের জন্য, ভূমিক্ষয় ও বৃষ্টিপাতের সমতা রক্ষা করব। জনসাধারণ তার উপকারিতা বুঝতে পেরেছে এবং এই জন্য আমরা যে scheme নিয়েছি তা কার্য্যকরী করতে পারছি জনসাধারণের সমর্থনে। এই বলেই এখানে যে তিনটি ছাটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার মূল প্রস্তাবটি হাউসের সামনে রাখছি। আশা করি হাউস এই প্রস্তাব সর্বসম্মতি-ক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker—The discussion is over I would put the cut motion to vote. I would put the cut motion of this Hlura Aung Mog to vote first. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of Provision for plantation of fast Growing species."

The motion was put to vote and lost.

Next, another cut motion by Shri Hlura Aung Mog. The Question is that "The demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement and irregularities in demarcating reserve forest.

(The cut motion was put to vote of lost).

Now I put to vote the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma. The Question is that "The demand be reduced by Rs: 100/ to discuss on mismanagement in the forest Department.

The cut motion was then put to vote & lost.

I would now put the main motion to vote. The demand for grant No. 31. The Question is that a further sum not exceeding Rs. 1,50,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1965 to 31st March. 1966 in respect of Demand No. 31—Forest.

The demand was put to vote and passed.

I would now pass on to the next demand. I would request the Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move his motion for demand for grant No. 32—Miscellaneous. As soon as the motion will be moved I will take the cut motions moved by the opposition members being admitted.

Shri Sachindra Lal Singh—(Chief Minister) Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 16,79,400/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1965 to 31st March 1966 in respect of Demand No. 32 Miscellaneous.

Mr. Speaker—There are two cut motions against this demand. One by Shri Sunil Kr. Choudhury, another by Shri Sudhanwa Deb Barma. The cut motion of Shri Sunil Kr. Choudhury is that "The demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for expenditure on new migrates relief on rehabilitation. I would call on Shri Sunil Kr. Choudhury to speak in support of his cut motion.

Shri Sunil Kumar Chowdhury—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে অর্থমন্ত্রী যে ৩২ নং demand এনেছেন তার against এ আমার একটি কাটমোশন আছে। সে কাটমোশনের সমর্থনে আমি দুচারটি কথা বলব।

আজকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৭ বৎসর পরেও পূর্ববঙ্গ থেকে যে অবাধ উদ্বাস্তুর স্রোত আমাদের দেশে আসছে সেটা অস্বীকার করার কথা নয়। যেসব নতুন উদ্বাস্তু এসেছেন, newly migrated, ১৯৬৪ পর্যান্ত যারা Muslim দের property র সাথে নিজের পাকিস্তানের property exchange করে এসেছেন তাদের family র সংখ্যা প্রায় ১১২৬। এবং লোক হচ্ছে প্রায় ৪৫,০৬৭ জন। সেটা হচ্ছে ১৯৬৪ 'এ তার পরেও ১৯৬৫ এর, আজ পর্য্যন্ত আরও যে কত এসেছেন সেটা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে আমরা কি দেখতে পাই ? এখানে দেখতে পাই যে এই উদ্বাস্তুদের জন্য মাত্র ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে।

এখন আমি এই টাকাটাকে যদি ratio হিসাবে ভাগ করি তা হ'লে কি দেখতে পাব ? Fooding এবং Cash doles বাবদ ৭,০০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। যদি আমরা ধরে নেই যে এই সময়ের ভেতর আরও ৫০০০০ হাজার রিফিউজি আসবে, তাহ'লে দেখা যাবে যে মাথা পিছু ১৪ টাকা fooding এবং Cash doles ধরা হয়েছে, এটা আশ্চর্য্য। আমি অবাক্ হয়ে যাই যে এটা কি করে সম্ভব। তাই এখানে যে বাজেটটা রাখা হয়েছে এটা আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছিনা। তার কারণ হচ্ছে যে এত কম টাকায় কিছুতেই এটা সম্ভব হতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যে সব উদ্বাস্তুদের আমরা বসিয়েছিলাম

তাদের আজও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয়নি। এমন কি তাদের যে ৫ কাণি করে জমি দেওয়ার কথা সে জমিও আমরা তাদের দিতে পারিনি। সেটা টিলাই হউক আর লোঙ্গাই হউক কোন কোন জায়গায় দেখা যাবে ১ কাণি, কোন যায়গায় ১৷৷০ কাণি করে দেওয়া হয়েছে। এর বেশী tilla land-ও তাদের আমরা দিতে পারিনি। তাদের বসত বাড়ীর জায়গাটুকুই শুধু দিয়েছি। কাজেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও সেখানে আমরা পুনর্বাসন দিতে পারিনি। সেখানে কি করে আমরা আশা করতে পারি যে per family ৫৩০ কি ৫৩৫ টাকা দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করতে পারব? এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনা। অবশ্য এটা এখানকার মন্ত্রীমণ্ডলী কল্পনা করতে পারেন। কেননা তাদের তো বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এবং সেই সম্পর্ক না থাকার ফলে এরকম একটি বাজেট ওনারা পেশ করতে পারেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটি কথা বলব। সেটা সাব্রুমের পুরাণো refugee-দের উপর একটি অভিসম্পাত বলা যায়। কুলেন্দ্রনগরে প্রায় ৪০টি পরিবার ছিল। সাব্রুমের বড়গুলি এলাকা থেকে কিছু মুস্লিম জমি ফেলে পাকিস্তানে চলে যান। সেই জমিতে ত্রিশটি পরিবারকে নিয়ে বসান হল without acquisition of land. তার পরে দেখা গেল যে সেইসব জমি exchange করে পাকিস্তান থেকে লোক এল। তাতে দেখা গেল যে সেসব উদ্বাস্তুকে সে সব জমিতে বসান হয়েছে এবং যারা সেই জমি exchange করে এসেছে তাদের মধ্যে Clash হ'ল। বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমায় তারা হয়রাণি হল। আজ পর্যান্ত সেই অবস্থার কোন সুরাহা হয়নি। এক রিফিউজির বিরুদ্ধে আর এক রিফিউজিকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা অত্যান্ত আশ্চর্য্যের কথা। যারা ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু, যাদের কিছুটা জমি দেওয়া হয়েছিল তাদের সেই জমি থেকে তুলে নিয়ে মুস্লিমদের পরিত্যাক্ত জমিতে দেওয়া হল। এখন যারা exchange করে এসেছেন তাদের সাথে Clash হ'চ্ছে। অবস্থাটা হয়েছে এই যে যারা একবার পুনর্বাসন পেয়েছিলেন তাদের আবার নতুন করে উদ্বাস্তু করা হল। এটাই বাস্তব অবস্থা। তাদের এ জমিটা একুইজিশন করার কথা ছিল কিন্তু নানান টালবাহানা করে আজও তা করা হয়নি। Newly migrated করে যারা এসেছিলেন সে সব জমিতে exchange করে তারা বলেছিলেন যে যদি আমাদের সেই জমি দেওয়া না হয় তা হ'লে অন্তত: তার মূল্যটা আমাদের দিয়ে দিলেও আমরা যেভাবেই হউক অন্যত্র জমি কিনে বসবাস করতে পারব। অথচ আজ পর্য্যন্ত সেই টাকাও তাদের দেওয়া হচ্ছে না। দুই দলকেই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পুরানো refugeeদেরও জমি দেওয়া হচ্ছেনা এবং যারা exchange করে এসেছেন তাদেরও টাকা দেওয়া হচ্ছে না। সেই ঘটনার কথা যে মন্ত্রীমণ্ডলী জানেন না এমন নয়। তারা এ ঘটনার কথা জানেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গেছেন এবং এইসব অভিযোগ শুনে এসেছেন। কিন্তু শুনে আসার পরেও আজও কিছু হয়নি— তাদের কপালে কিছুই জুটছে না। যারা নূতন refugee এসেছেন তাদের প্রতি যে আমাদের সরকারের কি দরদ সেই দরদের একটা চেহারা দেখান হল।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটি কথা হচ্ছে যে, যে সব নতুন উদ্বাস্তু এসেছেন তারা সবাই যে camp-এ ছিলেন এমন নয়— তারা বিভিন্ন যায়গাতে ছিলেন। তাদের ভিতরে শিক্ষিত অনেক লোক আছেন, Matriculate আছেন, B. A. পাশ আছেন। তারা citizenship এর জন্য application দিয়েও আজ দীর্ঘদিন যাবত citizenship certificate পাচ্ছেনা। কাজেই তাদের চাকরি করার সুযোগ সুবিধা এখানে তারা করতে পারছেননা। কাজেই মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সে অবিলম্বে অন্ততঃ citizenship card যাতে তাড়াতাড়ি তারা পেতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করার জন্য।

আর একটা কথা হচ্ছে যে, যে সব নতুন refugee এসেছেন এবং বিভিন্ন যায়গায় বসবাস করছেন, সে সব যায়গায় প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই attestation হয়ে গেছে। কিন্তু আজও তারা নামজারি পায়নি তাদের নামে তৌজি হয়নি। ফলে তাদের loan পাওয়ার যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সে সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত আছেন। কাজেই তারা যাতে লোন পেতে পারেন অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি অনুরোধ করব। উদ্বাস্তু যারা এসেছেন তাদের অনেক কিছু করেছেন বলে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী বলেছেন যে আমরা তাদের জন্য অনেক করেছি, অমুক করেছি, তাদের দণ্ডকারণ্য পাঠিয়েছি। হয়ত কিছু পাঠিয়েছেন, কিন্তু আজও বহুলোক পড়ে আছে। তাদের কি হল ? তাদের এখানে দিনের পর দিন ফেলে রাখলে চলবেনা। তাদের একটি ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের শুধু Cash dole দিলেই চলবেনা। কারণ cash dole দিয়ে তাদের family পরিচালনা করা মোটেই সম্ভব নয়। এই cash dole-এ এই দুর্মূল্যের দিনে তার চাউলের টাকাটা পর্য্যন্ত হয়না। অন্য জিনিষের কথা তো দূরের কথা। এভাবে যদি অনবরত cash dole দেওয়া হয় তাহ'লে পরে তো তার চলবেনা। তাকে অন্য কাজ করে খেতে হবে। অনেকে লাকড়ি কেটে বিক্রি করছেন। কিন্তু সেই লাকড়ি সংগ্রহ করতে ও তাকে যথেষ্ট বাধা পেতে হয়। যেমন forest permit ইত্যাদি একটার পর একটা বাধা আছেই। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব অসুবিধা আছে তা এখানে বলতে গেলে অনেক সময়ের দরকার। কিন্তু আমার সময়টা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কাজেই আমি বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে যাচ্ছি না। কাজেই আমি আবার বলছি যে, যেসব উদ্বাস্তু ভাইরা এখানে এসেছেন তাদের যদি দায়িত্ব আমরা না নিতে পারি তা'হলে অবিলম্বে তাদের স্থানান্তরিত করা আমাদের উচিত বলে আমি মনে করি। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে তাদের দায়িত্ব নিতে পারেন সেখানে অবিলম্বে তাদের পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তাদের এখানে ঝুলিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। এই যে দিনের পর দিন তাদের ঝুলিয়ে রাখা হ'চ্ছে সেটা সুস্থ বিচারের পরিচায়ক নয়। এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

কাজেই যে টাকা অর্থমন্ত্রী এখানে রেখেছেন, সেই টাকাটা যদি new migrateদের মাথা পিছু হিসাব করা যায় তা per head মাত্র ১৪৲ টাকা পড়ে। ১৪৲ টাকায় কারও পুনর্ব্বাসন হতে পারে না। এই জন্যই আমি আমার cut motion এনেছি।

শ্রীসুধন্ত দেববর্ম্মা—Demand For Grant No.—32 র উপর আমার যে cut motion আমি তার উপর বলছি। আমরা অনেক দিন পূর্ব্ব থেকেই শুনে এসেছি, যখন আমাদের ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল তখন জাতীয় কংগ্রেসের মুখে আমরা শুনেছি যে আমরা স্বাধীন হলে ভারতে পঞ্চায়েত রাজ গঠন করবে। আজ সতের বৎসর রাজত্বের পরেও আজ শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত আছেন তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে শাসনতন্ত্রটাকে আমরা decentralise করব, জনতা এবং কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দেব। সেই প্রতিশ্রুতি আজও পালন করা হয়নি। আজকে আমরা দেখি যে ত্রিপুরাতে যে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে আজও তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে কংগ্রেস সরকারের অসিকৃতি থেকেই এই প্রমাণ পাই। এই যে supplementary budget তাতে আমরা কি দেখতে পাই। Panchayat Personnel trainingএর জন্য ৫৪৪০০৲ টাকা ধরা হয়েছে। আর অন্য দিকে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিতে এই সরকার অস্বীকার করছেন। এটা একটা পরিহাস। একদিকে তাদের trainingএর জন্য টাকা বরাদ্দ হচ্ছে আর অন্য দিকে তাদের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের Dy. Minister বলেছেন যে আমরা Panchayat প্রধানদের training দেব।

তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছি। শিক্ষাটা কি? ওনারা block meeting এ যান এতে ওনাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে, তাদের শিক্ষা হয়। উনি যা বলেছেন এটাই হল শিক্ষার নমুনা। Panchayat প্রধানদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি কি বলতে চান যে তারা পঞ্চায়েতগুলিকে শিক্ষিত করে তুলছেন এবং পঞ্চায়েতরাজ গঠন করার ব্যাপারে তাদের প্রস্তুত করে তুলছেন। বিশালগড় ব্লকে যারা পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন তাদের শপথ এখনও গ্রহণ করা হয়নি। কেন যে গ্রহণ করা হচ্ছেনা তার কোন কারণ আমরা শাসকবর্গের মুখ থেকে স্পষ্ট করে শুনিনি। পঞ্চায়েত training এর জন্য ওনারা টাকা ধরেছেন তা দেখছি কিন্তু সুষ্ঠভাবে পঞ্চায়েতের কাজ করার জন্য তাদের কি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই Preisiding officers দের ভুলের জন্য যে সমস্ত member elected হয়েও অসিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে তাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। সেখানে আবার re-election হবে কিনা তার আমরা কোন প্রতিশ্রুতি পাইনি। এবং কেন ব্লক মিটিং এ প্রধানদের এবং member দের ডেকে নেওয়া হয় জানিনা, যাদের oath গ্রহণ করা হল না, সরকারী তরফ থেকে কোন স্বীকৃতি দেওয়া হলো না, এ অবস্থায় তাদের Block meetingএ নেওয়ার কোন অর্থই হয়না। আধা সরকারী ধরণের কাজ করা যায় কিনা সেটাও চিন্তা করার ব্যাপার। এইভাবে পঞ্চায়েতকে বসিয়ে রাখা এটা নিশ্চয় আমাদের শাসক পার্টির যে প্রতিশ্রুতি সেটা পালিত হয় না, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমরা দেখি, এই যে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে তাকে কংগ্রেস সরকার তাদের সংগঠনের একটা হাতিয়ার রূপেই গ্রহণ করেছে। আজকে পঞ্চায়েত প্রধানদের মারফত গ্রামের জনসাধারণকে বিভিন্ন ব্যাপারে কি ভাবে যে প্ররোচনা দেওয়া হয় এসমস্ত কাজ আমরা দেখি এবং সেখানে যারা সেক্রেটারী আছেন তাদেরই বিশেষ করে training দেওয়া হবে এবং পঞ্চায়েত প্রধান যাদের এখনও স্বীকৃতি

দেওয়া হলো না mostly তাদের training দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে না। কাজেই জনসাধারণকে training দেওয়ার ব্যাপারে সুযোগ পাওয়া যাবে সেই সেই পথ এর ভিতর দেখতে পাইনা। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে চাই যে এই যে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে তা জনসাধারণকে ক্ষমতা দেওয়ায় যুক্তির দিকে নজর রেখে করা হয়নি, করা হয়েছে কিভাবে এই পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়ে শাসক গোষ্ঠি তাদের ক্ষমতাকে decentralized না করে, নিজেদের মুঠোর ভিতর ক্ষমতা রাখা যায় তার উপায় স্বরূপে এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে, কাজেই আমি আজ এই কথা বলতে বাধ্য হব, যে জাতীয় কংগ্রেস একদিন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমরা পঞ্চায়েত রাজ গঠন করব। মহাত্মা গান্ধীর vision ছিল এই পঞ্চায়েত রাজ গ্রহণ করা, কিন্তু আজ এই পঞ্চায়েত রাজ গঠন করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, শুধু ব্যর্থ নয়, এটাকে জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার পথই গ্রহণ করেছেন এই কথা বলতে আমি বাধ্য হব। এসব ঘটনা লক্ষ্য করে আমরা বুঝেছি এটা পাঞ্চায়েত রাজ নয় এটা কংগ্রেসী রাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

Mr. Speaker—I call on Shri Monoranjan Nath,

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী supplementary budgetএ demand No. 32 যা Houseএর সামনে রেখেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যে cut motion উত্থাপন করেছেন আমি তার বিরেধিতা করছি। এই demand সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলব যে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, এই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং শাসন ক্ষমতাকে decentralise করার জন্যই পাঞ্চায়েত রাজ গঠনএর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সংবিধান হয়েছে। এবং dictum of state policyতে আছে এবং article 40তেও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং প্রত্যেক stateই গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠনের চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরা সরকার সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করেছেন যদিও কয়েকটি অঞ্চলে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়নি, নির্বাচন হয়নি, যাতে সে সব জায়গায় হতে পারে সেদিকেও সরকারের দৃষ্টি আছে এবং যাতে সেখানে নির্ব্বাচন হয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েতের হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়ার উদ্দেশ্যই এই supplementary grant. কারণ যাকে ক্ষমতা দেওয়া হবে তার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে প্রথমতঃ ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য গ্রামের প্রধান যারা আছেন, Secretary যারা আছেন তাদের Training দেওয়ার জন্য টাকা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে কিজন্য ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, ন্যায় পঞ্চায়েত বিচার করবেন. আইন সংগত মতে বিচার করবেন। সেই ন্যায় পঞ্চায়েতের যিনি প্রধান হবেন। তাকে আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য তারও Training দেওয়া আবশ্যক। কারণ যে সমস্ত বাধা আছে সেগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক। কাজেই Panchayat Personnels Training এর জন্য যে 54,400 শত টাকা আছে, তা আমি সমর্থন করছি। এখানে আর একটি item

আছে Relief and Rehabilitation সম্পর্কে। এখানে যে সকল নুতন migrants আসছে, তাদের Cash dole, Relief Depttএর কর্মচারীদের জন্য এই সমস্ত টাকা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে 45,000 হাজার নুতন উদ্বাস্তু যারা এসেছেন তাদের এত অল্প টাকায় কি করে Cash dole দেওয়া সম্ভব। এই 45,000 হাজার নুতন উদ্বাস্তু যারা Exchange করে এসেছেন, তাদের যে Cash dole এই item থেকে দিতে হবে তা আমি দেখতে পারছিনা। 45000 হাজার উদ্বাস্তু যারা exchange করে এসেছেন তারা camp এ নয়, তাদের property-তে তারা আছেন। যারা camp এ আছেন তাদেরকেই cash dole দেওয়ার প্রশ্ন আছে। কাজেই এই demand-এ কি করে সেইগুলো আসছে আমি তা বুঝতে পারছি না।

এখানে Relief establishment সম্পর্কে এক লক্ষ টাকা এবং fooding ও cash dole এর জন্য আছে সাত লক্ষ টাকা। আমরা জানি এই 45,000 হাজার লোক ত্রিপুরার কোন Camp এ নাই। সুতরাং এই প্রশ্ন অবান্তর। তাদের বলতে হবে, বিরোধীতা করতে হবে, মানে ধান বাঁধতে শিবের গীত গাইতে হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা বলছেন।

এখানে আর একটি কথা বলা হয়েছে যে citizenship কেন দেওয়া হল না। Citizenship যদি আইন সঙ্গতভাবে তারা পাওয়ার অধিকারী হয় তা'হলে তারা পাবে। আইনে আছে, constitution এ আছে যে যদি কোন লোক এখানে আসে এবং ৬ মাস যাবত এখানে বসবাস করে যদি সে declaration দেয় তাহ'লে আইন মতে সে prayer করতে পারে। তারপরে তা তদন্ত হয়ে যদি সে এদেশে সৎ নাগরিক হবার তার মনোবৃত্তি থাকে তাহ'লে সরকার তাকে citizenship দেবেন নতুবা দেবেন না।

এখানে বলা হয়েছে যে ৪৫০০০ লোককে camp এ রাখা হয়েছে। আমি বলব যে এটা ঠিক নয়। ত্রিপুরা সরকার সেই ৪৫০০০ লোক বা transit camp-এ যে সমস্ত লোক আছে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং তাদিগকে যাতে সত্বর remove করা যায় সেইজন্য ত্রিপুরা সরকার ওয়াকিবহাল আছেন। ক্রমে ক্রমে তাদের বাইরে পাঠানও হচ্ছে। এই বলেই আমি এই demand এর সমর্থন করছি এবং বিরোধীদলের সদস্যরা যে cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker—I would now call on the Hon'ble Chief Minister to reply debate.

Shri S. L. Singh—(Chief Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে দুইটি cut motion এখানে রাখা হয়েছে। Inadequacy of provision for expenditure on new migrants relief & rehabilitation. সেটাতে মাননীয় সদস্য ৪৫০০০ লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমাদের গণনা অনুসারে যারা Campএ থাকবে এবং যারা Campএ ছিল তার একটা সংখ্যা আমি এখানে তুলে ধরছি। এখানে আমাদের 3210 families ছিল comprising 14307

persons. আমরা already তাদের বিভিন্ন stateএ পাঠিয়ে দিয়েছি, এবং this year we admitted only 1028 families comprising 4417 persons in the transit camps-এর upto 30/6/65, 45 families comprising 67 persons have been admitted to the camps. Out of them 348 families comprising 1650 persons have been sent to other states for rehabilitation. অতএব এখানে বলছেন যে সংখ্যাটা এখানে আছে সেই সংখ্যাটির জন্য Cash doleএর টাকা আমরা সুনির্দিষ্ট করেছি। তারা এখানে যে কথা বলেছেন এটা সত্যের অপালাপ করছেন। এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তারা তা হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন। এই কথা বলতে গিয়ে আরও কতগুলো কথা বলা হয়েছে। যারা migration করে এসেছেন বা exchange করে এসেছেন তারা তাদের নিজ দায়িত্বে সেই ভূমি কার আছে না আছে সেটা জেনেই তারা migrate করেছেন। এবং সেই অনুসারে property transfer করে সেই জায়গাতে তারা বসেছেন। সেই সমস্ত যায়গাতে যেমন সাক্রম বা বিলোনীয়ায় আমি গিয়েছি এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি। আমার মনে হয় আমার সাথে আলোচনার ফলে ঐ সমস্ত জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয়েছে। এই জন্যেই এঁদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই লোকগুলো যে সমস্ত যায়গাতে property transfer করে এসেছে সেই সমস্ত যায়গাতে তারা বসে আছেন এবং চাষবাস ইত্যাদি কার্য্য রীতিমতভাবে করছেন। তাদের দিক দিয়ে অসুবিধা হল এই যে যারা ঐ সমস্ত লোককে অনবরত তাদের যায়গা থেকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা করছেন, সেই সমস্ত লোক এবং সেই সমস্তকে প্রত্যাখান করে উদ্বাস্তু ব্যক্তিরা বসে আছেন সাহসিকতার সহিত তাদের এই হুমকিকে ব্যর্থ করে দিয়ে এবং সেই জন্যই এঁদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। সেই জন্যেই এঁরা এটাকে ব্যর্থতা বলে মনে করছেন। আমি জানি যে, এখানে যারা এসেছেন তারা নিজ দায়িত্বে exchange করে এসেছেন। তারা সেই সমস্ত যায়গাতে আছেন, আইনানুগভাবে যে সমস্ত যায়গাতে certificate হয়েছে Land এর তাদিগকে সেই যায়গাতে land দেওয়া হচ্ছে, এটা যে সমস্ত যায়গাতে এখনও হয়নি সেই সমস্ত যায়গাতেও তারা আইনানুগ ভাবে তাদের অধিকার পাবেন।

তারপরে বলা হয়েছে যারা বি, এ, আই, এ. বা মেট্রিক পাশ তারা যাতে অতি দ্রুত কাজ পায়। বি, এ, যারা ছিল এবং technical personnel যারা ছিল আমার মনে হয় তারা প্রত্যেকে, আমরা একটা circular দিয়েছি যে circular বলে, এখানে চাকুরী পাবে এবং স্কুল, কলেজে ভর্তি হতে পারবে এবং সেই অনুসারে তাদেরকে স্কুল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। অতএব তারা জানেন যে এই সমস্ত circular জারী হয়েছে এবং যাতে তারা rehabilitation এর benifit পেতে পারেন এবং তারপরে তারা citizenship certificate পেতে পারে সেই সমস্ত কারণ উল্লেখ করে আমরা যে সমস্ত circular দিয়েছি তাতে citizenship পেতে পারে ন্যায়ভাবে। তারজন্য যে form আছে সেই formটি নিবেন এবং তাতে একটি photograph attached করবেন এবং তারপর S. D. O. র কাছে দিবেন। এই সমস্ত circular আমরা জারী করেছি। এবং তা বুঝতে পেরেই তারা একথাটা

বলেছেন। কারণ তারা বাহবা নিতে চান, বাহবা নেওয়া ভাল কিন্তু সত্যকে বিকৃত করে সেটা নেওয়া ভাল নয়। সত্যকে সত্যভাবে গ্রহণ করে যদি বাহবা নেন তাহলে উদ্বাস্তুদের মঙ্গল হবে, নিজেদেরও মঙ্গল হবে। অতএব এদিক দিয়ে লক্ষ্য করে আমি বলবো যদি ঠিক সেইভাবে সত্যকে বিকৃত না করে সত্য যথাযথভাবে বিবৃত করে তাদের উপকার করতে আমরা যাই তাহলে আমরা তাদের উপকার করতে পারবো। আমরা যাতে তাদেরকে বিপথে পরিচালিত এবং ভীত শঙ্কিত না করি এবং সেই কার্য্য থেকে বিরত থাকি সেটাই আমাদের করণীয়। বিরোধীপক্ষের সদস্য যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করবো সেদিকে যেন আমরা দৃষ্টি রাখি। তারপর বলা হয়েছে পঞ্চায়েত সম্পর্কে। পঞ্চায়েত রাজের যে ভিত্তি সেই ভিত্তিতে ভারতবর্ষের কংগ্রেসীরা আছেন। সেটা পঞ্চায়েত রাজ না হয়ে কংগ্রেস রাজ হয়েছে। ভারতবর্ষের এই যে মতবাদ—মহাত্মা গান্ধী পঞ্চায়েত রাজের পরিকল্পনা ভারতবর্ষের জনজীবনের সাথে সংযোগ রেখে, জনজীবনের উন্নতি সাধন করার জন্য এবং জনসাধারণকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য এবং গণতন্ত্রকে নিজের থেকে যাতে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যায় সেই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে ভারতবর্ষে এই পঞ্চায়েত রাজ আইন করার যে প্রচেষ্টা তা শুরু হয়ে গেছে এবং ত্রিপুরাও পশ্চাদপদ নয়, তার election হচ্ছে। Election হতে গেলে পরে তার কতগুলি Fundamental কাজ করতে হয়। সেটা হয়তো মাননীয় সদস্য অবগত আছেন, অবগত থেকেও তা জানেন না বলে, আমার মনে হয়, ভান করেছেন। কিন্তু তারা জানেন যে Revenue মৌজা ভাগ করতে হয়, constituency ভাগ করতে হয়, ভোটার লিষ্ট করতে হয়। অতএব এই সমস্ত কাজ করতে গেলে পরে যে সমস্ত Trained persons এর দরকার সেইজন্য কতগুলি Secretary এবং কর্মচারী আমাদের নিয়োগ করতে হয় এবং তাহাদিগকে Trained up করে সেই সমস্ত Election চালাবার জন্য এবং election এর প্রস্তুতির জন্য কতগুলি কার্য্য করতে হয় এবং সেই সমস্ত কার্য্য যে সমস্ত জায়গায় হয়নি সেই জায়গায়ও Revenue মৌজা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। সেই সমস্ত জায়গায় ভোটার লিষ্ট তৈরীর জন্য কতগুলি Trained Secretary ও কর্মচারী আমাদের দরকার এবং ন্যায় পঞ্চায়েতকে সুচারুভাবে পরিচালিত করবার জন্য পঞ্চায়েতে যারা প্রধান আছেন এবং Block এ যারা আছেন তাদের ঠিক ঠিক ভাবে training দিয়ে যাতে পঞ্চায়েত রাজকে আমরা ঠিকঠিক আদর্শে পরিণত করতে পারি এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারি সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এই অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে। অতএব আমরা পঞ্চায়েত রাজ কায়েম করে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবার জন্যই এবং ত্রিপুরা রাজ্যও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। এবং তার training এর জন্য সেই সমস্ত জনসাধারণের Leader যারা তাদেরকে Trained up করে আমরা যাতে পাকাপোক্ত ভাবে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি তারই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমরা এই কার্য্য গ্রহণ করেছি এবং সেইজন্য এই অর্থের বরাদ্দ করেছি। অতএব যে সমস্ত cut motion এসেছে তার বিরোধিতা করে আমি আমার motion-কে House এর সামনে রাখছি। আশা করি House সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker—The discussion is closed. I would now put the motion to vote. I would first put the cut motions to vote. First I would put to vote the cut motion moved by Shri Sunil Kumar Chowdhury.

The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of Provision for Expenditure on new migrants, relief and rehabilitation.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—"Noes"

"Noes" have it, "Noes" have it. I would now put to vote the cut motion moved by Shri Sudhanwa Deb Barma. The question is that the Demand be reduced by Rs. 5,000/- to discuss on the charges in connection with training of Panchayat Personnel.

As many as are of that opin ion will please say "Ayes"

Voices—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices…"Noes"

"Noes" have it, "Noes" have it.

I would now put the main motion to vote. The question is that a further sum not exceeding Rs. 16,79,400/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1965 to 31st March, 1966 in respect of demand No. 32—Miscellaneous.

A many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

"Ayes" have it, "Ayes" have it. So, the motion is passed.

I would now pass on to the next item. Demand for Grant No. 37. I would now call on Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move his motion on Demand for Grant No. 37—Major Head 36-Capital outlay on industrial and economic development. There is one cut motion against this demand tabled by Shri Aghore Deb Barma. As soon as the Chief Minister would move

his motion. I would take the cut motion to be moved. I would now request the Hon'ble Chief Minister to move his demand.

Shri Sachindra Lal Singh—(Chief Minister)--Hon'ble Speaker Sir on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exeeding Rs. 4,500/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1965 to 31st March, 1966 in respect of Demand No. 37—Capital outlay on Industrial and Economic development,

Mr. Speaker—The cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for share Capital Contribution to Co-operative Farming Societies. I would now call on Shri Aghore Deb Barma to say.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 37— Capital Outlay on Industrial and Economic Development. এই Demand এর উপর আমার একটি cut motion আছে। কারণ যে প্রকল্প বাবত এখানে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেই প্রকল্পটি খুবই ভাল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আজকে ত্রিপুরার অনুন্নত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি আমরা বিচার বিবেচনা করি এবং আমাদের খাদ্য সমস্যা দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ছে তার যদি সমাধানের পথ আমাদের খুঁজতে হয় তাহলে এই প্রকল্পে অন্ততঃ ব্যয় বরাদ্দ যদি আরো বেশী করে রাখা যেত তাহলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আংশিকভাবে হলেও আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারতাম। কিন্তু ruling party যেভাবে এখানে টাকার ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন— তা দেখে এই কথাই মনে হয় যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণকে ঠিক ঠিক ভাবে অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করা বা সাহায্য করা বা production এর ক্ষেত্রে সাহায্য, সহায়তা করে রাজ্যের production বাড়ানোর দিক দিয়ে তাদের যে চিন্তা, চেতনা তাতে এই প্রকল্পের মধ্যে কোন confidence আছে কিনা এই হলো আমার প্রশ্ন। কাজেই একটা প্রকল্প বা scheme এর প্রতি বিশ্বাস বা confidence যদি থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই intensive ভাবে এই প্রকল্পটি কার্য্যে রূপায়িত করার চেষ্টা এই বাজেটে প্রতিফলিত হতো। কিন্তু আজকে এখানে Co-operative Farming Society-গুলির জন্য মাত্র ৪,৫০০ টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে, ত্রিপুরার অবস্থা বিবেচনায় আমরা যদি দেখি তাহ'লে এই টাকার অঙ্ক কিছুই না। এবং প্রকল্পের মাধ্যমে আরো অনেক বেশী টাকা রেখে এবং Co-opertive Farming Society নূতন নূতন গড়ে তুলে তার মাধ্যমে আমরা যাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে পারি সেই চেষ্টা অন্ততঃ সরকার পক্ষ থেকে করা উচিৎ ছিল। কাজেই এই ক্ষেত্রে farming এর যে scheme-টা এখানে আছে, এটা centrally sponsered scheme, এবং কেন্দ্রীয় Govt. থেকে যাতে এই scheme সম্পর্কে বা এই scheme-এর

মারফতে আরো বেশী করে টাকা দেওয়া হয় এই দিকে আমি অনুরোধ রাখব। আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্ততঃ এই সম্পর্কে বেশী নজর দেওয়া দরকার। সেই হিসাবেই আমি এখানে আমার cut motion রাখছি এবং আশা করি আমার cut motion-এর মূল বক্তব্যের বিষয়বস্তু অত্যন্ত constructive suggession আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী তা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন।

Mr. Speaker—I would call on Smti Renu Chakraborty.

Smti Renu Chakraborty—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 37—Capital out lay on Industrial and Economic Development খাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং এখানে যে cut motion রাখা হয়েছে আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। এখানে আমরা দেখতে পাই যে Centrally Sponsored Scheme এ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কারণ আমাদের ভারত আজ পর্যন্ত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি এবং ভারতে শতকরা ৭৫ জনকে কৃষির উপর নির্ভর করতে হয়। তার জন্যই কৃষক এবং কৃষির উন্নতির জন্য এই সমবায় পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। এবং দারিদ্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্যই এই সমবায় পদ্ধতির প্রচলন। এই সমবায় পদ্ধতিকে যাতে সাহায্য করা যায় এবং সেইভাবে All India Basis এ এই সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এইজন্য প্রত্যেক State এ কিছু কিছু টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। যে সমস্ত কো-অপারেটিভ যোগ্যতা অর্জন করে, সমস্ত State এ তারাই সাহায্য পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃষকের জমির মালিকানা নেই। তারা অন্য মালিকের জমিতে কৃষি করে থাকে। তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে কৃষি করে তাতে কৃষির উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না। তারপর জমির যে উৎপাদিকা শক্তি তা নির্ভর করে উৎকৃষ্ট সার ও বীজ সরবরাহের উপর। সেই বীজ ও সার যদি সময়মত ও পরিমাণ মত সরবরাহ করা না হয় তাহলে কৃষির উৎপাদন সম্ভবপর নয়। সেজন্যই এই কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে সমস্ত ভূখণ্ড-গুলি একত্র করে যাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ প্রচলন করা যায় এবং উৎকৃষ্ট সার ও বীজ যথাসময়ে পরিমাণ মত যাতে সরবরাহ করা যায় তারজন্যই কো-অপারেটিভ ফারমিং সোসাইটিস প্রবর্তন করা হয়েছে। এখানে যে টাকা ধার্য্য করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে সেটা share money হিসাবে ধরা হয়েছে কারণ ত্রিপুরার কৃষককুল এত গরীব যে share money র অভাবে তারা তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে না। এখানে share money হিসাবে ৪,৫০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে শুধুমাত্র তিনটি সমিতিতে। সেইজন্য আমাদের State Govt.এর যে কোন confidence নেই, একথা বলা চলেনা। এই confidence যদি না থাকে তাহলে কি করে এই প্রকল্প হতে পারে, এখান থেকে State Govt. ও তাদের সাহায্য করার জন্য ১,৫০০৲ Sanction করেছেন এবং প্রত্যেকটি সমিতিতে সেইভাবে ২,০০০৲ করে ধার্য্য করা হয়েছে যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে কার্য্য পরিচালনা করে আর্থিক বুনিয়াদ দৃঢ় ও সুষ্ঠু করতে পারে। আমরা শুধু টাকা চাইব এবং Govt. টাকা দেবে এটা আমাদের একটা মনোবৃত্তি হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা শুধু পরমুখাপেক্ষী না হয়ে, আমরা যাতে আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস ও আত্ম নির্ভরশীল হয়ে নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি সেদিকে

আমাদের নজর দেওয়া উচিত। কিন্তু সেদিকে আমরা মোটেই সচেতন নই। সেদিকে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং সংঘবদ্ধ হতে সমস্ত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে আমাদের কোন পরিকল্পনাই সার্থকভাবে রূপায়িত হবে না। তারজন্য জনসাধারণকে বুঝাতে হবে যে আমাদের যদি দৃঢ় ইচ্ছা থাকে তাহলে অর্থ এবং অন্য কিছুর অভাবের জন্য আমাদের সংঘশক্তিকে প্রতিহত করতে পারবে না। আজকে বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করেছে সেটা যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি তাহলে এই ক্ষুদ্র অর্থ সাহায্য হয়তো একটা বৃহত্তর স্বার্থের সূচনা করবে। এখানে centrally Sponsored Scheme এ যে ৪,৫০০৲ বরাদ্দ করা হয়েছে তা আমি সমর্থন করছি এবং তার বিরুদ্ধে যে cut motion রাখা হয়েছে তার আমি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Dr. B. Das,

Dr. B. Das—(Dy. Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Demand No. 37—যেটা এনেছেন তার সমর্থনে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে Cut motion এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমতঃ যে কথাটি বলতে হয়—বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য এখানে তুলে ধরেছিলেন, যে টাকাটা এখানে ধরা হয়েছে সেটা অতি অল্প। কেন সেটা বেশী করে ধরা হলো না ইত্যাদি, এখন প্রশ্ন হলো এই যে schemeটি সেটি হলো Centrally Sponsored Scheme সেখানে কতকগুলি Farming Society তৈরী হবে। তবে এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা তিনটি Farming Society আপাততঃ করেছি এবং তাতে ১টি মাত্র Joint Co-operative Farming Societyর নাম Registry করেছেন এবং আশা করি আরো দু'টি Society আগামী দু'এক মাসের মধ্যে নাম Registry করবেন। এই যে Schemeটি এটা হলো জমিটি তাদের নিজের জোতে থাকবে। সেখানে তারা একটা Co-operative Society করে তার মাধ্যমে সেই জমিতে উৎকৃষ্ট ধরণের চাষ যাতে হতে পারে, উৎকৃষ্ট ধরণের বীজ যাতে আসতে পারে এবং চাষ আবাদের ব্যাপারে একে যাতে অপরকে সাহায্য করতে পারে ইত্যাদি মনোভাব বিষয়ে তারা এখানে এই Farmএ কাজ করবে। এখন এই schemeটিকে Successful করতে হলে, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যে কথাটি বলেছেন যে আজকে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের যেরূপ অভাব, আমরা যেভাবে এগোচ্ছি সেটাতে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলছি এটাও আমাদের একটা পদক্ষেপ যেক্ষেত্রে আমরা এই Schemeএর মাধ্যমে আমরা এগোতে পারবো। এখন এই যে schemeটি যেই schemeএ প্রতিটী societyকে আমরা ২ হাজার টাকা করে Share Capital দেব। ৪,৫০০৲ টকা Central Govt. দিয়েছেন, ত্রিপুরা Govt. এর পক্ষ থেকে ১,৫০০৲ টাকা দেওয়া হয়েছে। তেমনি করে ৬,০০০৲ টাকা নিয়ে আমরা ৩টী farming society-র share Capital আমরা নেব এবং প্রতিটি societyকে ২,০০০৲ টাকা করে share capital দেওয়া হবে। এই যে দুই হাজার টাকা করে share capital যেটা নাকি আমরা দেব ঠিক

করেছি সেটা approved pattern of the scheme. এটাই approved pattern, সারা ভারত-বর্ষেই তাই। কাজেই এখানে নূতনত্ব কিছুই নেই. এখানে টাকাটা কম হয়ে গেল এ প্রশ্নটা কি করে আসে সেটা আমি অন্ততঃ বুঝতে পারছি না। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে Demandটা এনেছেন তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং cut motionটার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I now call on Hon'ble Chief Minister to make his reply,

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই Demand for grant No. 37 এর বিরোধিতা করে যে একটি ছাঁটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটা হল in-adequacy of provision for share capital contribution to Co-operative farming Societies. তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই scheme টাকে তারা সমর্থন করছেন। তারা scheme এর যে টাকার অঙ্ক সেটাকেই তারা পর্য্যাপ্ত নয় বলেছেন। হয়ত তারা তখন মনে করিছিলেন যে ৪,৫০০ যে টাকাটা রাখা হল কিন্তু আমাদের service co-operative অসংখ্য আছে অতএব সেই অসংখ্য co-operative গুলিকে আমরা এই scheme এর অন্তর্ভুক্ত করিনা কেন, তারা হয়ত এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তারা তা বলেছেন। এই জায়গাতে আমরা এই তিনটি society-র কথা বলব এবং তারমধ্যে একটি society-কে আমরা already ইতিপূর্ব্বে ঠিক করেছি এবং তাকে টাকা দেওয়া হবে। প্রধান বক্তব্য হল এই যে scheme টি তা রাখা হল কেন? এই scheme-টি রাখা হল যে অনেক service co-operative আছে scientific basis এর উপর ভিত্তি করে তাদের যদি সেই co-operative চালাতে হয় তাদের যে share capital, দরকার সেই share capital তাদের নেই। অতএব এইদিকে লক্ষ্য রেখে এই scheme কে এখানে নিয়োজিত করা হয়েছে যাতে তারা সেই share capital পেতে পারেন এবং সেই অনুসারে চাষের উপর নজর দিতে পারেন। ত্রিপুরা রাজ্য একটি বিরাট ঘাটতি অঞ্চল। এই ঘাটতি অঞ্চলে যাতে আমরা প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলাও আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর ভিত্তি করে কৃষক জনসাধারণকে সেই ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত করতে পারি। কারণ আমাদের দেশের কৃষক পরিশ্রম করে, মেহনত করে কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে প্রথা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত নন। অতএব তাহাদিগকে সেই বৈজ্ঞানিক প্রথায় অনুপ্রাণিত করার জন্য, বৈজ্ঞানিক প্রথাকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র আমরা প্রচারণ প্রসার করে দিতে পারি তাহলে ত্রিপুরাকে আমরা একটি সুন্দর দেশে পরিণত করতে পারব। এবং আমাদের লোকসংখ্যা যাহা আছে সেটার দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা plan scheme করে যাচ্ছি. ইতিপূর্ব্বেই আমাদের এখানে আলাপ আলোচনা হয়েছে যে অনেক উদ্বাস্তু ভাইরা কৃষক ছিলেন যারা জমি বিনিময় করে এখানে এসেছেন এবং আসতে তাদের যে অসুবিধা হয়েছে সেই সম্বন্ধেও আমরা সম্পূর্ণ অবহিত। অতএব তাদিগকে যদি আমরা এই বৈজ্ঞানিক প্রথায় অনুপ্রাণিত করতে পারি তাহলে আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে শস্যের

দিক দিয়ে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত করতে পারব। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষকদের মধ্যে আত্মশক্তি জাগ্রত করার জন্যই এই স্কীমকে এখানে রাখা হয়েছে এবং অর্থের অঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছে। অতএব এটাকে লক্ষ্য করে inadequacy of provision এর জন্য যে ছাঁটাই প্রস্তাব রেখেছেন তাদের এই ছাঁটাই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করে মূল প্রস্তাবকে House এর সামনে রাখছি। আশাকরি House এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker—The discussion is over. I would now put the motion to vote. I would first put the cut motion to vote. The cut motion is moved by Shri Aghore Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for share Capital Contribution to Co-operative Farming Societies.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voices—"Noes".

"Noes" have it, "Noes" have it.

I would now put the main motion to vote. The question is that a further sum not exceeding Rs. 4,500/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1965 to 31st March 1966 in respect of demand No. 37—Capital out lay on Industrial & Economic Development.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

Now the demand is granted. I would now pass on to the next item. Demand for grant No. 43. I would call on Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move his motion and when the motion is moved by him, the cut motion moved by Shri Sunil Kumar Choudhury will be taken as admitted.

শ্রীএস, এল, সিংহ—Hon'ble Speaker Sir, on the recomendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,60,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1965 to 31st March, 1966 in respect of Demand No. 43 Loans and Advances by the State Union Territory Governments.

Mr. Speaker—Cut Motion tabled by Sri Sunil Kumar Choudhury against this demand is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for rural loans to new migrants from East Pakistan. I would call on Shri Sunil Kr. Choudhury.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে আমার কাট মোশন এর সমর্থনে আমি দু' চারটা কথা বলবো। সেটা হচ্ছে এই যে পূর্ব পাকিস্থান থেকে যে সব উদ্বাস্তু ভাইবা এখানে ত্রিপুরায় এসেছেন। তারা একটা স্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়ে আসতে পারেননি। কাজেই তার ফলে তাদের যে অর্থ সম্পদ সেটা নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে একমাত্র জমিটাই উনারা exchange করতে পেরেছেন আর কিছুই করা সম্ভব হয়নি। এমন কি চাষের যে প্রথম পাট সে পাট দেওয়া ও তাদের সম্ভব হয়নি। কেননা আর বীজ ধান নেই, হালের বলদ নেই ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে তাদের বিভিন্ন রকমের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার ফলে তারা সেখানে চাষাবাদ ইত্যাদি ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারছেন না। কাজেই এখানে যে loanএর টাকা রাখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে অতি নগণ্য। কারণ আমি একটু আগেও বলেছি যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার উদ্বাস্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে through Exchange এসেছেন। কাজেই এই পঞ্চাশ হাজার লোকের জন্য loanএর ব্যবস্থা সেখানে রাখা হয়েছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা সেটাকে হিসাব করলে দেখা যাবে যে per head প্রায় চার টাকা থেকেও কম পড়ে। কাজেই এখানে উদ্বাস্তুদের প্রতি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার সেই দৃষ্টিভঙ্গি এখানে নেই। কারণ loan আমরা এখানে দিচ্ছি। তাদের দেব ঠিক করেছি। কাজেই সেই Loanটা যাতে নাকি তাদের কাজে লাগে সেই হিসাবে দিতে হবে। কারণ গরু এবং বীজধান যদি না কিনতে পারে তাহলে কি করে চাষ করবে। কাজেই গরু এবং বীজধান কিনার পক্ষে এ টাকা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না ; এ টাকার কিছুই হবে না। তারপর কথা হচ্ছে যে একটু আগে আমি আমার একটি Cut Motionএ সুনির্দিষ্ট একটি অভিযোগ রেখেছিলাম, সেটা হচ্ছে এই যে ফণীন্দ্রনগর কলোনীতে S. D. O. office করার জন্য, সেখান থেকে চল্লিশটি পরিবারকে উৎখাত করা হয়েছে। Refugee যারা নাকি একবার পুনর্বাসন পেয়েছিল, তাদের কিছুটা অংশ মানে ২০টি পরিবারকে বটতলীতে যেখানে মুসলিমরা জমি ফেলে চলে গিয়েছিলেন, সেই জমিতে তাদের বসানো হয়েছিল এবং সেই জমিতে তারা বসেছিল। কিছুদিন পরে Exchange করে যারা নাকি এলেন পাকিস্তান থেকে তারা সেখানে এসে জমিটা তাদের দখলে নিতে চাইলেন।

তার ফলে সেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ হয়। এবং উভয় দিকেই একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। নূতন Refugee এবং পুরাণো Refugee উভয়েরই অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেখানে কেহই ঠিক ভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না। কাজেই আমার এই যে অভিযোগ এই অভিযোগটির সুনির্দিষ্ট জবাবই অন্ততঃ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চেয়েছিলাম। উনি কেন যে এটার পাশকেটে গেলেন বুঝতে পারলাম না। কাজেই আমি দেখছি যে উদ্বাস্তদের সমূহ অসুবিধাগুলি দুর করবার দিকে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর কোন দৃষ্টিই নেই। কি চাষের জন্য গরুই বলুন, বীজধানই বলুন কোনটার ব্যবস্থা নেই। অথচ বলেছেন যে grow more food একটি programme নিয়েছেন, সেই programme এর বলে ত্রিপুরা রাজ্যে উনারা বহু জমি চাষ এবং ফসল উৎপাদনের একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিন্তু পরিকল্পনা সেইখানেই বাস্তবে রূপায়িত হবে যেখানে যে সব অসুবিধাগুলি আছে, সেই অসুবিধাগুলিকে দুরীকরণের মধ্য দিয়ে। কাজেই এখানে যে সব উদ্বাস্ত ভাইরা চাষ করতে পারছেন না বীজধানের অভাবে এবং হাল বলদের অভাবে, তাদের অবিলম্বে বীজধান এবং হাল বলদের যেন ব্যবস্থা করা যায়। কারণ exchange করে তারা নাকি যে জায়গাতে আসছে সেই জমিটা এমন কি অনেক জায়গায় mortgage দিয়েও দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা হচ্ছে না। এমন অনেক জায়গা আছে যা আমি একটু আগে বলেছি যে সেখানে attestation এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে যারা আসছেন তাদের পক্ষে বেশ একটা অসুবিধা হচ্ছে। কারণ তারা জমি বন্ধক দিয়েও নিতে পারছেন না, অথচ immediately যদি চাষ না করতে পারেন তবে তাদের পরিবারের যে Relief সে Relief টা পেতে পারেন না। অন্ততঃ অন্নের যে সংস্থান, সে অন্নের সংস্থানও করা যাচ্ছে না। কাজেই আমি বলব এখানে যে Budget রাখা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অসম্পূর্ণ। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—I would call on Dy. Minister Shri M. L. Bhowmick.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক (ডেপুটি মিনিষ্টার)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই Demand-এ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার দাবী উত্থাপন করেছেন। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বলেছেন এই যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করা হয়েছে এটা inadqeuate তবে তিনি বলেছেন যে তিনি একটা পরিসংখ্যান পেয়েছেন, এই ভিত্তির উপর এই রাজ্যে ৫০ হাজার উদ্বাস্ত, পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তি না পরিবার আমি তা বুঝতে পারলাম না। তাদের জমি বিনিময় করে পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন। এই সংখ্যা যে তিনি কি করে জানলেন আমার জানা নেই। কারণ আমাদের সরকারের কাছে এই জাতীয় সংখ্যা নেই, কতটি পরিবার এভাবে exchange করে এসেছেন এটা আমাদের খোঁজ রাখা সম্ভব হয় নি। কাজেই আমরা এই সংখ্যাটি House এ দিতে পারব না যে কতটা পরিবার তাদের জমি বিনিময় করে এই রাজ্যে এসেছেন। তা বলা সম্ভব নয়। যাহা হউক তিনি বলেছেন যে Exchange of property করে ৫০ হাজার লোক এসেছেন এ হল তার গণনা। Per head কত পাবে সেটাও উনি হিসাব করেছেন। আমরা ওভাবে হিসাব করিনি। আমরা যারা exchange করে এ রাজ্যে এসেছেন যে সমস্ত কৃষিজীবি তাদের সাহায্যের জন্য তিনশত টাকা করে প্রতি পরিবারকে দিচ্ছি। তার

উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তিন শত টাকা দিয়ে তারা হালের বলদ কিনে রাখবেন এক জোড়া। কাজেই তিনশত টাকাতে এক জোড়া বলদ তারা কিনতে পারবেন। তা ছাড়াও বীজ. loan দেওয়া হচ্ছে, সেটাও তাদের সাহায্য করা হচ্ছে। হালের গরু এবং বীজ এই দু'টো তারা সরকার থেকে পাচ্ছেন। কাজেই যারা কৃষিজীবি তাদের একদিক দিয়ে সুবিধা হচ্ছে। তারা exchange করে জমি পেয়েছেন, তার উপর অতিরিক্ত সাহায্য সরকার থেকে পাচ্ছেন। কাজেই যারা কৃষিজীবি তাদের পক্ষে এটা সাহায্যই হচ্ছে। এভাবে যারা প্রকৃত পক্ষে কৃষিজীবি, যারা চাষ বাস করে জীবিকা অর্জন করতে চান তারা নিশ্চয়ই এই যে সরকার থেকে সাহায্য পাচ্ছেন বা পাবেন তদ্বারা তারা উপকৃত হবেন এবং তারা জমি চাষ করতে পারবেন। কাজেই আমাদের এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী চাওয়া হয়েছে সেটা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত এবং এই টাকার দ্বারা যারা জমি বিনিময় করে এসেছেন তাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারব। কাজেই বিরোধী দলের এই যে ছাটাই প্রস্তাব তার আমি বিরোধীতা করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে মূল প্রস্তাব সেটা আমি সমর্থন করছি।

Mr. Speaker—I call on Hon'ble Chief Minister to give reply.

S. L. Singh (C. M.)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে একটি কথা এই জায়গায় বলেছেন যে একটি জায়গায় একটি তালুকে পুরাণো Refugee কিছু বসেছিল। যখন সেখান থেকে মুসলমান ভাইয়েরা desert করে চলে যান এবং তখন এটা তারা সেখানকার উদ্বাস্তু ভাইদের কাছে exchange করে। এই exchange এর বলে উদ্বাস্তুরা এখানে এসেছেন এবং তারা এখানে পুরাণো উদ্বাস্তু যারা বসে আছেন তাদের সাথে মামলা মোকদ্দমা করেছেন। অতএব সেই জায়গাতে তারা তাদের অধিকারের জন্য মামলা মোকদ্দমা করেছেন। সেটার জন্য সরকার কিভাবে দায়ী আমি তা বুঝতে পারলামনা। অতএব সেই জায়গাতে এইভাবে সরকারের উপর সে দায়িত্ব দিয়ে তারা যেমন মনে করেছেন যে সরকার যেন ঐ জায়গায় যারা উদ্বাস্তু ভাইরা ছিলেন, তাদিগকে বলে পাঠিয়েছেন যে তোমরা এভাবে আস, এসে exchange কর। অতএব সেই জায়গাতে, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য তাদিগকে প্ররোচিত করেছিলেন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ সংরক্ষণ করে যারা ছিল, যারা গিয়েছেন তাদিগকে এখানে প্রলুব্ধ করে এনেছেন জয়বাণি করার উদ্দেশ্যে, যাতে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা তৈরী হতে পারে এবং তারা তা ভালভাবে জানেন যে ঐ রকমের একটা কিছু করতে পারলে শান্ত ত্রিপুরাকে অশান্ত করে দিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে পারবেন। কারণ তারা প্রতি সময়ে প্রতি মুহূর্তে উদ্বাস্তুর আগমনকে ভয়ের চক্ষে দেখেছেন, এটা তাদের নূতন ইতিহাস নয়, অতএব এখন তারা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে চান। সরকার এখানে যাদিগকে স্থান দিয়েছেন এবং যারা আসছেন তারা ক্যাম্পে থাকবেন, আমরা তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি এবং সেই দায়িত্ব গ্রহণ অনুসারে যদি কোন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে থাকেন আমরা তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবো এবং তাদিগকে অন্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রেরণ করেছি, এটা House এর সামনে উত্থাপন করা হয়েছে এবং সেইভাবে আমরা

আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। ইতিপূর্বে আমরা আমাদের Budget-এ তিনলক্ষ টাকা গরুর জন্য, যারা কৃষক, বিনিময় করে এসেছেন তাদের জন্য রাখা হয়েছে এবং অতিরিক্ত একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তিন শত টাকা করে per head আমরা কৃষককে দেবো, যাতে তারা হাল কিনতে পারে, কিনে সুচারুভাবে চাষ করে ত্রিপুরার এই জমিকে উন্নত করতে পারে, ফসল ফলাতে পারে, সেই দিক দিয়ে আমরা জানি, আমরা তা সম্পূর্ণ অবহিত আছি বলে এই টাকার অঙ্ক আগেই আমরা নির্ধারিত করেছি এবং সেই অনুসারে আমরা তাহাদিগকে বীজের ধানও Loan দিচ্ছি। আমরা সেই অবস্থার সাথে পরিচিত আছি বলেই, আমরা এই অবস্থা জানি বলেই তাদের এই অবস্থাকে উন্নত করার জন্য এবং আমরা মনে করি তাদের অবস্থাকে উন্নত করা মানে ত্রিপুরার অবস্থাকে উন্নত করা এবং ত্রিপুরার চাষীকে উন্নত করে ত্রিপুরার উৎপাদনকে বৃদ্ধি করা। অতএব সেইজন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব আমার মনে হয় তারা এই বলতে গিয়ে একটি অমূলক তথ্য এখানে পরিবেশিত করে House এর সামনে রেখেছেন এবং তারা হয়তো ধরে নিয়েছেন যারা কৃষক না তাদিগকে গরু দেওয়ার ব্যবস্থা দিতে হবে। তবে আমরা ঠিকভাবে জেনেছি, যারা কৃষক উদ্বাস্তু exchange করে এসেছেন তাদের কোন সম্বল নেই গরু কেনার, বীজ কেনার তাদের জন্যই এই অঙ্ক নির্ধারিত করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যেই আমরা বিতরণ করবো এবং সেইভাবেই আমরা আমাদের কার্যক্রম শুরু করেছি। এবং সেটাকে অবলম্বন করে এই অতিরিক্ত অর্থের বরাদ্দ এখানে রেখেছি এবং এই অর্থের বরাদ্দে কৃষকের উন্নতি হবে, উদ্বাস্তু কৃষক যারা বিনিময় করে এসেছেন তাদের অবস্থার উন্নতি হবে এখন সেই জন্যই আতঙ্ক। আমার মনে হয় এই ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে অবান্তর কতকগুলী কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন Citizenshipএর কথা বলেছেন যে Citizenship যদি না পায় Loan কি করে পাচ্ছে, অতএব Citizenship ও তাদেরে দেওয়া হচ্ছে Loan ও দেওয়া হচ্ছে। এই House এর সামনে এই অবান্তর কতকগুলি কথা পরিবেশিত করেছেন। একটা আতঙ্ক এখানে বিরাজমান, এটাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য এটা তারা করেছেন এছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব সেই জন্যই আমি এই ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার মূল প্রস্তাবকে Houseএর সামনে রাখছি। আশা করি House এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker—The discussion is over. I would now put the motion to vote. I would first put the cut motions. I would put to vote the cut motion tabled by Sri Sunil Kr. Choudhury. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for rural loans to new migrants from East Pakistan.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices—'Noes'.

'Noes' have it, 'Noes' have it.

I would now put to vote the main motion for demand for grant No 43. The question is that a further sum not exceeding Rs. 1,60,00/0- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1965 to 31st March 1966 in respect of demand No: 43—Loans and Advances by the State/Union Territory Government.

Mr. Speaker—As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

I would pass on to the next item. Next item is Govt. business—Legislation. Introduction of the Appropriation (no. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965) is to be introduced in the House. I would request the Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Sachindra Lal Singh—Hon'ble Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965).

Mr. Speaker—If there is no objection, I put the motion to vote.

The question before the House is the motion put by the Hon'ble Sachindra Lal Singh for leave to introduce the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No 5 of 1965)

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

Mr. Speaker—Leave to introduce the appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965) is granted.

(Secretary read the title of the Bill)

Mr. Speaker—I would call on Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move his motion to introduce the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965).

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Hon'ble Speaker Sir, I beg to introduce the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965).

Mr. Speaker—I would now put the question to vote. The question before the House is that the Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Appropriation (No. 2.) Bill, 1965 (Bill 5 of No. 1965) is introduced.

The House Stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday the 14th July, 1965.

APPENDIX—'A'

Starred question No. 24. by : Shri Hlura Aung Mag, M. L. A.

QUESTION	REPLY
1. Whether the roads constructed by the Block Development and Tribal Welfare Departments are being maintained ;	Yes.
2. if not, the reasons therefor ?	Does not arise.

Starred question No. 63. by : Shri Bir Chandra Deb Barma, M.L.A.

QUESTION	REPLY
Will the Hon'ble Minister in charge of the Industries Department be please to state :-	
1) Whether any licence has been issued to start a Spinning Mill in Tripura ?	1) Yes. A licence has been issued by the Govt. of India for starting a Spining Mill with 15,000 spindles,
2) if so, the name of the such licence holder ;	2) The licence has been issued in favour of M/s. Far Eastern Agencies Ltd., Calcutta.
3) when the construction of the Mill in question will be started ?	3) The licence holder is to establish the undertaking within the period stipulated in the licence i. e. within November, 1965,

Starred question No. 92. by : Shri Promode Ranjan Das Gupta, M.L.A.

QUESTION	REPLY
1) Whether there is any complaint Book in Hospital, Dispensary and Primary Health Centre ;	No.
2) if so, No. of complaints recor ded during 1964-65.	Does not arise in view of (1) above.

APPENDIX—'B'

Unstarred Question No. 51 By Shri Atiqul Islam, M. L. A.

QUESTION	REPLY
(1) The name Gaon Panchayats to which financial aid has been given by way of grant-cum-loan with a view to start remunerative projects, viz., Pisciculture for building up community assets :	**Panisagar C. D. Block :** (1) Uptakhali (2 Units), (2) Bagbasa. (3) Sanicharra ; **Jirania C. D. Block ;** (1) Purba Barjala, (2) Purba Debendranagar (2 Units), (3) Bankimnagar, (4) Ramchandranagar, (5) Champamura, (6) Madaibari, (7) Purba Noagaon.

QUESTION	REPLY
(2) whether the projects have been started for Which the financial aid by way of grant-cum-loan has been granted.	(i) Projects have been started in 3 Gaon Panchayats in Panisagar C. D. Block ; (ii) Out of seven Panchayats in Jirania C. D. Block, projects are started in four, viz., (i) Purba Barjala, (ii) Purba Debendranagar, (iii) Champamura, (iv) Purba Noagaon.
(3) The Names of Goan Panchayats to which grant-in-aid have been sanctioned towards construction of Panchayat Ghars.	**Udaipur** C. D. **Blocks** : (1) Kakraban, (2) Palatana, (3) Khilpara, (4) Matarbari, (5) Dhuptali, (6) Chandrapur, (7) Bagabasa, (8) Garji, (9) Fulkumari (10) Mogpuskarani **Khowai C. D. Block** (1) Assarambari, (2) Paschim Luxmicharra, (3) Paschim Bachaibari, (5) Purba Cherrachara, (6) Chebri, (7) Paschim Rajnagar, (8) Uttar Ramchandraghar. (9) Belchara, (10) Dakshin Padmabil, (11) Gouranganagar, (12) Uttar Padmabil, (13) Sikaribari, (14) Behalabari, (15) Purba Singhichera ;

QUESTION

REPLY

Panisagar C. D. Block :

(1) Juri Revervec Forest. (2) Uptakhali, (3) Panisagar, (4) Sanicharra, (5) Kadamtala, (6) Jalabasa. (7) Halflong, (8) Rajnagar, (9) Dewanpasa, (10) Kameswargaon, (11) Radhapur, (12) Bhagagapur, (13) Luxmigool, (14) Fulbari, (15) Deocherra.

Jirania C. D. Block :

(1) Radhakishorenagar, (2) Meglipara, (3) Patnipara, (4) Wakhainagar, (5) Belbari, (6) Ramchandranagar, (7) Vrigudasbari, (8) Shibnagar, (9) Nathurambari, (10) Luxmipur, (11) Baukimnagar, (12) Noagaon, (13) Champamura, (14) Purba Barjala, (15) Mandainagar.

Sonamura C. D. Block :

(1) Kalshimura, (2) Choumuhani, (3) Takarpara, (4) Dhanpur, (5) Kalamchoura, (6) Melagarh, (7) Aralia, (8) East Nalchar, (9) West Nalchar, (10) Budhaijala.

Kamalpur C. D. Block ;

(1) Kamalpur, (2) Chhotasurma, (3) Manik Bhandar, (4) Kachucherra, (5) Salema, (6) East Nalchar, (7) Kulai, Kanchanpur, (9) Halahali, (10) Kalachari, (11) Harincharra, (12) Michuria, (1) Maharani, (14) Abhanga, (15) Halhali.

QUESTION	REPLY
	Mohanpur C. D. Block : (1) Luxmilonga, (2) Fatikchara, (3) Barakathal, (4) Bamutia, (5) Mohanpur, (6) Bijoynagar; (7) Taranagar, (8) Ishanpur, (9) Barjala, (10) Kalkalia
	Belonia (Bagafa) C. D. Block : (1) Purba Bagafa, (2) Jolai bari, (3) Kalshi (4) Paschim Pillak, (5) Gardang, (6) Paikhola, (7) Motai, (8) Hrishyamukh, (9) Barpathari, (10) Rajnagar.
(4) Whether the said ghars for which grant-in-aid have been sanctioned have been constructed ;	So far 62 Panchayat Ghars out of 100 have been constructed in different Blocks and the rest are at different stages of construction.

Un-Starred Question No. 80 By Shri PROMODE RANJAN DAS GUPTA. M. L. A.

QUESTION	REPLY
Will the Hon'ble Minister in charge of the Industry Department be pleased to state.	
1) No. of Industrial Estates run by the Industry Department;	1) Two
2) Whether the Industrial Estates are running on profits, if not the reason thereof;	2) Does not arise. The scheme of Industrial Estate is not a commercial one,

QUESTION	REPLY
3 The sum sanctioned and Spent for each Industrial Estate during '64-65;	3) Sum sanctioned / Sum Spent a) Arundhutinagar (Industrial Estate) Rs. 14,000·00 Rs. 16,349·00 b) Udaipur. (Industrial Estate) Rs. 51,600·00 Rs. 44,900·00
4) The sum spent for the Established of each Industrial Estate in 1964-65;	Sum Spent. a) Arundhutinagar (Industrial Estate) Rs. 16,349·00 b) Udaipur (Industrial Estate) Rs. 5,797·00
5) The sum spent for purchasing raw materials, electric power, labour power and other essential necessaries showing each item separately ?	5) Does not arise. The scheme of Industrial Estate does not envisage purchase of raw materials etc.

Unstarred Question No. 93 By Shri Promode Ranjan Das Gupta, M. L. A.

QUESTION	REPLY
1) No. of Dispensary running without Doctor on the 31st March, 1965 showing the name of the Dispensary;	The following 9 Dispensaries were without Medical Officer on the 31st March, 1965; Dispensary : i) Jirania ii) Simnachhera iii) Jampaijala iv) Baluchhera

ANSWER	REPLY
	v) Raima
	vi) Ghorakapa
	vii) Barpathari
	viii) Tepania
	ix) Kulaihaor
2) Total number of Dispensary, Hospital and Primary Health Centre in Tripura.	i) Hospitals ··· ··· 11 ii) Primary Health Centre ··· 18 iii) Dispensary ··· ··· 109

Unstarred question No. 95 by Shri Promode Ranjan Dasgupta, M. L. A.

(1) The sanctioned bed strength in G. B. Hospital and Mohanpur Primary Health Centre and the extra beds Maintained on the 31st March, 1965 ;	(a) G. B. Hospital ··· 250 (b) Mohanpur Primary Health Centre ··· 10 **Extra beds maintained on 31. 3. 1965.** (a) G. B. Hospital ··· 32 (b) Mohanpur Primary Health Centre ··· 6
(2) the ratio of patient and nurse on the 31st March, 1965 showing the ratio in each Ward Separately.	(a) G. B. Hospital Nurse : Patient = 1 : 3·8

Name of Wards—Ratio of Nurse to patient:

(1)	Male Medical	...	1 : 3
(2)	Female Medical	...	1 : 4·1
(3)	Male Surgical	...	1 : 4·5
(4)	Female Surgical	...	1 : 3·5
(5)	No. 3 (Gyenae) (F. C. III)	...	1 : 3·8
(6)	No. 3 (Medical & Surgical) (M.C. III)	...	1 : 4
(7)	Eye	...	1 : 1·5
(b)	Mohanpur Primary Health Centre	...	1 : 16

Mohanpur Primary Helth Centre has got 10 beds & a single Ward and ratio of Nurse to patients on 31. 3. 1965 was 1 : 16.

Unstarred question No. 160 by Shri Hlura Aung Mog. M. L. A.

(1)	Total number of patients treated in the Ayurvedic Dispensary, Agartala in the year of 1964.	33,233. (New cases 12,746 Old cases 20,487)

(2) The total cost of medicine supplied to the Ayurvedic Dispensary for general treatment from 1. 4. 64 to 31. 3. 65.	Rs. 24,000/-
(3) Total cost of expenditure of the manufacturing section of the Ayurvedic Dispensary, including staff and others from 1. 4. 64 to 31. 3. 65.	Rs. 15,730/-

ইম্প্রেস, আগরতলা।